আর্ট ও আহিতাগ্নি।

ভাব ও আদর্শাত্মক কাব্য ও কলালোচনা।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন. বি. এল.

প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০১, কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[মূল্য ষোল টাকা মাত্র।

By the same Author.

Early and Medieval Indian Art—An exposition of Ideals, Types and canons.

[In preparation]

কাব্যে প্রেম ও সৌন্দর্য্য। [যন্ত্রস্থ]
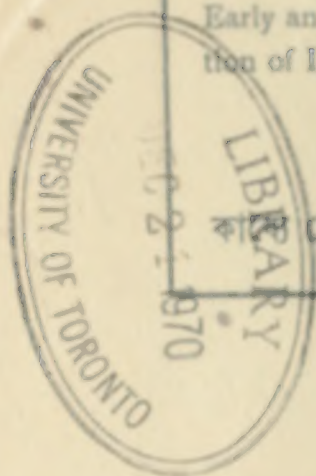
[প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ ১ম হইতে ১৫৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।]

[দ্বিতীয় ভাগ ১ম হইতে ৮০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ১২।১ চোরবাগান লেন, বাণী প্রেসে শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত এবং ৮১ হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ২১২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নববিভাকর প্রেসে শ্রীকে, সি, নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।]

উৎসর্গ।

সৌন্দর্য্য সমুদ্রসঙ্গমে অর্ঘ্যরূপে

অর্পিত হ'ল।

ভূমিকা।

এই গ্রন্থখানিতে কাব্য ও চিত্রকলাদির ভাব ও আদর্শাত্মক আলোচনা করার চেষ্টা করা গেছে। এদেশেরও উরোপীয় সাহিত্যের জটিল ও স্তূপীকৃত কল্পনারণ্যে একটা রাজপথ নির্দ্দেশ করা, অন্ততঃ মনের একটা বিশিষ্ট ও ক্রমোপচিত উন্মেষ ও সাধনার ধারা নির্দ্দেশ কর্ত্তে একটু সঙ্কোচ হয় কারণ তা'তে সকল কবি বা সকল শিল্পীর আলোচনা সম্ভব হয় না—এবং প্রয়োজনও হয় না। উরোপে শিল্পী ও কবিরা একটা প্রস্ফুট জীবনতত্ত্বকে স্বীকার ও উপস্থাপিত করে' আর্টের বিধৃতিসূত্রকে অনুসরণ কর্ত্তে উৎসাহিত হয়। এজন্য তা'রা আদর্শহীন অসংলগ্ন এলোমেলো যা' তা' লিখ্‌তে সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হয়। কাজেই একট বিশেষ পাদপীঠ (Stand-point) স্থির কর্ত্তে অনেক তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে' পড়ে। কবিবর য়িটস্ এক জায়গায় লিখেছেন "Four fifths of our energy is spent in the quarrel with bad taste whether in our own minds or in the minds of others. উরোপে সাধনা ও চেষ্টা প্রচুর বলেই এরকম ভাবে পথ কেটে' অগ্রসর হ'তে হয়—যা' তা' লিখ্‌লে বা আঁক্‌লে চলে না। ভাবের রাজ্যে অনেকে ঘোরা ফেরা করে; অনেকে অনেক বড় কথাকে ছোট করে' বলে এবং ছোট কথাকেও বড় করে' বলে। এর ভিতর কা'র কতটা অধিকার হয়েছে—ভাবের সমৃদ্ধি কা'র কতটা সত্যোপেত বা কা'র কতটা কৃত্রিম—তা' সমগ্র রচনা বা রচনার কোন অংশকে তলিয়ে না দেখ্‌লে বোঝা কঠিন হয়ে' পড়ে—নকল জিনিষও আসল বলে' মনে হয়; কারণ সব জায়গায় সঙ্গতি রক্ষা করে' বানান কথা বলা চলে না, অনেক জায়গায় তা' অসংলগ্ন ও অর্থহীন হয়ে' পড়ে। এ বইতে জীবনতত্ত্বের কোন বিশেষ দিক্ হ'তে উরোপের ও পূর্ব্বাঞ্চলের কাব্য ও চিত্রকলাদির সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলির প্রকৃতি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। কলালোচনায় সৌন্দর্য্যরাজ্যের সমস্ত রূপরসগীত-গন্ধের নানা উর্ম্মিভঙ্গ এসে' পড়ে—শুধু কাব্যগুহায় সৌন্দর্য্যের অজস্র বৈচিত্র্যকে অর্গলরুদ্ধ করে' রাখা যায় না। ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র ইন্দ্রজালে অহরহ ললিতকলার এক একটি অঙ্গ আর একটির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যেতে চায়। সঙ্গীতের রাগিণীকেও মূর্ত্তিকল্পনার ভিতর দিয়ে চক্ষুগ্রাহ্য করা হচ্ছে, আবার রূপজগৎকে সঙ্গীতের স্বরূপে পরিণত করে' উপভোগের নূতন পথ

আবিষ্কৃত হয়েছে। মিঃ পেটার এ অবস্থা লক্ষ্য করেই সঙ্গীতকে সমগ্র ললিতকলাদির Anders-Strebenএর লক্ষ্য বলেছেন। সৌন্দর্য্যবোধ জীবনের একটা শুদ্ধ সমগ্রতা হ'তেই বিকশিত হয়; তা'কে নানা প্রকোষ্ঠে ফেলে ছিন্ন করা যায় না। সৌন্দর্য্য সাধনা খাঁটি ও সর্ব্বান্তঃকরণমূলক না হ'লে ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের, সীমা ও অসীমের মিলন-রেখা শিল্পীর কাছে স্পষ্ট হ'তে পারে না। ফরাসী সাহিত্যে কাব্যকলা, রূপজগতের পরিস্ফুট সীমান্ত হ'তে নানা অন্তর্দাহ, সাধনা ও সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়ে অরূপের মাঝে অগ্রসর হয়েছে' দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এ সীমার সন্ধান শুধু অস্পষ্ট ভাবুকতায় নির্দ্ধারিত হয়নি। ভের্লেন ও ম্যালার্মে কোন অবস্থার ভিতর দিয়ে কবিতাকে কোন্ জায়গায় নিয়ে গেছে কিম্বা বেলজিয়ান কবি ভেয়ারহায়েরঁ। নানা সঙ্ঘাত ও আত্মবিপ্লবের ভিতর দিয়ে' কিরূপে ইন্দ্রিয়সীমান্তকে অতিক্রম করার অধিকার পেয়েছে—তা' বুঝ্‌তে হ'লে চিত্তকে বহুমুখী সৌন্দর্য্যসংস্পর্শে উপচিত করা চাই। উরোপের মনের ইতিহাস, গভীরও সমুচ্চ উর্ম্মিভঙ্গে যে সমস্ত ভাবুক ও শিল্পীর ভিতর দিয়ে মুকুলিত হয়েছে তা'র একটা বিশেষ দিক্ সুস্পষ্ট করার চেষ্টা এ বইতে আছে; এ জন্যই নানা লোকের নানা প্রিয় কবিকে আলোচনা করা ও উচ্চ পীঠে স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। যে সমস্ত মতামতের আলোচনা হয়েছে, সে সব যে গ্রন্থকারের কল্পনা নয় তা' দেখাবার জন্য, আলোচনার রসভঙ্গের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অনেকের মতামত উদ্ধৃত কর্ত্তে হয়েছে। তা' ছাড়া হয়ত প্রমাণের উপায়ান্তর নেই।

এ বইখানি দর্শন বা তত্ত্বগ্রন্থ নয়—যদিও মানুষের জীবনসম্পর্কে নানা পরিচিত মতামতকে উপস্থিত কর্ত্তে হয়েছে। এ গ্রন্থে কোন বিশেষ কবিতা, চিত্র বা সঙ্গীত কিম্বা কবি, চিত্রকর বা সঙ্গীতজ্ঞকে আলোচনার জন্য চেষ্টা করা হয় নি—যদিও নানা ভাব ও কল্পনা আলোচনা উপলক্ষ্যে অনেক কবিতা ও চিত্রাদি আলোচিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা সহজেই দেখ্‌তে পাবেন আলোচনাপ্রসঙ্গে অনেক বিষয় সামান্য নির্দ্দেশেই সমাপ্ত কর্ত্তে হয়েছে কারণ এ বইতে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ।

চিত্র ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি শিল্পকেও একটা সংহত আদর্শ ও স্থিরতর পাদপীঠ হ'তে দেখ্‌বার চেষ্টা করা হয়েছে। নানা দেশের চিত্র ও ভাস্কর্য্যাদির একটা পরিস্ফুট দিক্‌কে উন্মুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে—যা'কে আহিতাগ্নিসম্পর্ক বলা হয়েছে। সে কালের আহিতাগ্নির যে আগুনে জন্মসংস্কার হ'ত তা'রই অক্ষত ধারাক্রমে পরিপুষ্ট ও প্রজ্জ্বলিত শিখাকে নির্ব্বাণশয্যার জন্য জ্বালিয়ে রাখা হ'ত। আর্টের ভিতরও অতীতকাল হ'তে একটা আহিত আদর্শের অগ্নিশিখা যুগ হ'তে যুগান্তরে শিল্পীর পথ পরিস্ফুট করে'

অক্ষতভাবে চলে' এসেছে। যে আর্টের ভিতর আহিত একটা ধারাবাহী ক্রম ও পৌর্ব্বাপর্য্য আছে তা' ইতিহাসে বিস্ময়জনক ফল উৎপন্ন করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী শিল্পচেষ্টা বিচিত্র ও বিপুল হ'লেও জগতের ধারাবাহী আর্টের কাছে তা' দাঁড়াতে পারে না। এ বইতে ইউরোপও এশিয়ার ধারাবাহী আর্টের শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তিগুলি আলোচনা করা হয়েছে। গ্রীস, মিশর, চীন, জাপান ও ভারতশিল্পের সম্পদ্ হ'তে নূতন আদর্শে ও আলোকে শ্রেষ্ঠতম শিল্প কীর্ত্তির আলোচনা, ভারতীয় শিল্পালোচনার পক্ষেই প্রয়োজন হয়ে' পড়ে। এ পর্য্যন্ত কোন রকমের বইতে এক জায়গায় তা' ভালরূপে করা হয়নি। ভারতীয় আর্টেরও একটা সুস্থ ও ভারতের জীবনতত্ত্বের সহিত সংযোগমূলক আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় শিল্প ভারতীয় ভাবুকদেরই হৃদয়কথা—তা' ভারতীয় সাধনা ও রুচির উপরই শতদলের মত বিকশিত হয়েছে। ইউরোপীয় পণ্ডিত ও ভাবুকের মাঝে ভিসেণ্টস্মিথ প্রভৃতির মত যা'রা ভারতীয় আর্টকে তুচ্ছ করেছে কিম্বা হৃদয়বান্ মিঃ হ্যাভেল প্রভৃতির মত যা'রা খুব প্রশংসা করেছে—তা'দের কা'রও হাতে ভারতশিল্প আলোচনা সম্পূর্ণ সফল বা সমাপ্ত হয়েছে মনে হয় না—এ সম্বন্ধে অনেক বিচার বাকি আছে। ভারতের বিশিষ্ট জীবনতত্ত্ব ও ধর্ম্মাচার জানা না থাকলে তা' সম্ভব হয় না। আনাসেকি জাপানের আর্ট সম্বন্ধে বলেছেন যে তা'র ভিতর প্রবেশ করা, অনুকূল হ'লেও ইউরোপীয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধেও বলা যায় ভারতের জটিল জীবন ও ধর্ম্মারণ্যের ভিতর প্রবেশ করা পশ্চিমের পক্ষে দুরূহ; সে পথে এদেশের লোককেই অগ্রসর হ'তে হবে। এ বইতে সে সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ বইখানির প্রথম ভাগে রূপজগৎ এবং দ্বিতীয় ভাগে অরূপজগৎ আলোচিত হয়েছে,—যদিও দু'ভাগেই আলোচনা-প্রসঙ্গে এরকম শ্রেণীভেদ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

পরিশেষে বক্তব্য অতি স্বল্পকালের ভিতর একাধিক প্রেশ হ'তে নানা কারণে এই বইখানি ছাপাতে হয়েছে। তা'তে চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক ছাপার ভুল আছে, সে জন্য পাঠকদের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্ত্তে হচ্ছে।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২৮;
৩৫, ল্যান্‌স্‌ডাউন রোড,
কলিকাতা।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

দ্বিতীয় ভাগ।

চিত্রসূচী।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় ভাগ।

—:০:—

[১ পৃষ্ঠা]

অনুরাধাপুরের ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি

আর্ট ও আহিতাগ্নি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আর্টের আলেয়া ও আলো।

আধুনিক কোন চিত্রকর* খ্রীষ্টকে আর্ত্ত শ্রমজীবীর মূর্ত্তি দিয়ে আধুনিক বাণিজ্যযুগের ক্রুশবদ্ধ শ্রমের পীড়া ও ধনের প্রাগল্‌ভ্য ব্যক্ত করেছে। প্রাচীন ক্যাটাকুম্বস্ (সমাধিগহ্বর) হ'তে খ্রীষ্টের যেসব মূর্ত্তি পাওয়া গেছে, সপ্তম শতাব্দীর মোসেয়িক (mosaic) হ'তে খ্রীষ্টের চেহারার যে ক্রম স্থরু হয়েছে—তা' যে শেষটা বিংশশতাব্দীতে মুটের বেশ ধারণ কর্‌বে, সেকালের পোপেরা বা একালের পাদরীরা ও তা' কল্পনা করেনি।

বিখ্যাত জর্ম্মন চিত্রকর ভোন ইডে (Von Uhde) যখন খ্রীষ্টচিত্রে আধুনিক আবহাওয়া ও পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তন কর্ত্তে আরম্ভ করে তখন এ প্রশ্নটি উঠে:—"Could you imagine a sacred story with modern costume, a St. Joseph in a coat of pilot cloth, a Virgin in a dress with a Turkish Shawl thrown over her head ?...And yet the old painters represented all biblical and sacred stories with the costume of their own time". মর্ম্ম। কোন একটা ধর্ম্মগত আখ্যানে কি আজকালকার পরিচ্ছদ দেওয়া কল্পনা করা যেতে পারে? সেণ্টজোসেফকে মোটা ওভার কোটে, ভার্জিনকে তুরস্ক শালের আবরণে কি কল্পনা সম্ভব? অথচ প্রাচীন চিত্রকরেরা বাইবেলের সমস্ত উপাখ্যানের চিত্রই তাঁ'দের সমসাময়িক পরিচ্ছদে অঙ্কিত করেছে।

* Munkacsy's 'Ecce Homo.'

সেকালে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ ছিল ; কারণ সেযুগে খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করত। সেকালের সব জায়গায় খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরের অনুকম্পা অনুভূত হ'ত। খ্রীষ্ট, সমাজকে আচ্ছন্ন করে' ছিল ; তাই শিল্পীরা যে নিজেদের কালের পোষাকে খ্রীষ্টকে চিত্রিত করেছিল তাতে কোনরূপ তরলতা বা অশ্রদ্ধা লক্ষ্য করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু একাল সম্বন্ধে তা' বলা চলে না। আজকেই ঐ কালের পরিচ্ছদে যীশুমূর্ত্তিকে পরিহাস বলে' মনে হয়। অথচ যে হিসাবে প্রাচীন শিল্প, শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও দেবতাদের বিশিষ্ট লক্ষণে যুক্ত করে' একটা প্রামাণ্য মূর্ত্তি বা টাইপ্ (Type) দিয়ে সৃষ্টি করেছে, রিণেসাঁসের (Renaissance) শিল্পীদের তা' মনঃপূত ছিল না। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী অষ্টাদশ শতাব্দী কোন জিনিষেরই কোন স্থির ও স্থায়ী ধারাকে (convention) শিরোধার্য্য করে' চায়নি। তখন হ'তে নিত্য নূতন রূপ-বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা হয়ে' আসছে।

শুধু খ্রীষ্টের মূর্ত্তি সম্বন্ধে নহে ; সমগ্র চিন্তা ও চর্চ্চার ধারাই তারপর হ'তে প্রাচীনতা হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে অগ্রসর হয়েছে। প্রাথমিক খ্রীষ্টীয় আর্ট প্যাগান টাইপকে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করে' যে একটা টাইপ তৈরী করে, তা' রিণাসাঁসের প্রবল প্রতিরোধে নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রাথমিক খ্রীষ্ট কখনও হার্মিস কখনও এপলো, কখনও বা অর্ফিয়াসের অনুকরণে রচিত হয় ; কখনও বা রোমক মন্ত্রণাসভার চেহারা ও তা'কে দেওয়া হয়েছে। মারীকে রোমক মহিলার মূর্ত্তিতে আঁকা দেখ্‌তে পাওয়া যায় ; পিটর ও পলকে গ্রীক্ দার্শনিকদের ভঙ্গীতে পুঁথি-হাতে আঁকা হয়েছিল এবং ডানিয়েলকে হার্কিউলিসরূপে দাঁড় করান হয়। স্থাপত্যে ও গথিকধারাকে এরূপে ক্রমশঃ অতিক্রম করে' রিণেসাঁস একটা নূতন পদ্ধতিতে উপনীত হয়।

মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় আর্ট দেহ-লালিত্যকে খর্ব্ব করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ; এবং তা'র ফলে, বিশীর্ণ, চিন্তা-জীর্ণ, স্নায়ু-দুর্ব্বল সমস্ত চেহারার ভিতর যে টাইপ সৃষ্টি করে তা' টেঁকেনি। কারণ যে কোন আর্টেই শরীরকে একটা

পাপের আসন, মৃত্যুর ছায়া, বা দেহব্যাপারকে একটা হলাহল মনে করলে একটা বিপরীত প্রতিক্ষেপ না হয়ে' যায় না।* কাজেই গথিক আর্ট উরোপীয় শিল্পে যে বিরাট বিশ্বপ্রাণের আদর্শ, জীবনবেদীতে পরমাত্মার (spirit) যে লীলাভঙ্গীর স্রোতোধারা এনেছিল—ভাবের ও জ্ঞানের অসামঞ্জস্য এবং দেহ ও আত্মার একটা অলীক ভেদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তা' অন্যান্য দেশের ন্যায় স্থায়ী হতে পারেনি।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এসিয়ার বিরাট ধর্ম্মস্রোতের পতাকা বহন করে' প্রথমেই ভোগপুষ্ট উরোপকে পরমার্থসন্ধান দেয়। উরোপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মই ভূমার প্রশ্ন প্রথম তোলে। খ্রীষ্টীয় আদর্শই উরোপে পরমার্থ জগৎ (world of spirit) প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু প্রণালীটা বড়ই দুর্ব্বল ছিল এবং সামঞ্জস্যের পরিবর্ত্তে নূতন খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের নব্য মূল্যারোপ (valuation) একটা প্রবল বিরোধের বীজই বপন করে। খ্রীষ্টীয়তত্ত্ব দেহ এবং আত্মা, মানুষ ও প্রকৃতির ভিতর একটা প্রবল বৈপরীত্য ও একটা প্রবল বিরোধ জাগ্রত করে' আত্মার কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত করে। লিবকে† স্পষ্টই বলেছেন :—"Christianity disturbed the harmony between man and nature and introduced a sense of discordance by proclaining to man a higher spiritual law in the light of which his inborn nature becomes a sinful thing which he has to overcome. মর্ম্ম। মানব ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সহজ সম্পর্ক, খ্রীষ্ট ধর্ম্মই প্রথম বিচ্ছিন্ন করে এবং উচ্চতর আত্মার দোহাই দিয়ে মানুষের নিজের প্রকৃতিকে পাপলিপ্ত বলা হয়। পাপকে জয় করাই তা'র পক্ষে পরম পুরুষার্থ বলা হয়।

* Flesh is death...This body is dead because of sin but the spirit Is life because of righteousness. If ye live after the flesh ye shall die ; but if ye, through the spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live, Romans VIII.

† Lübke's History of art.

বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের ধর্ম ও আর্ট বুদ্ধের প্রতিমার মধ্যে বা পরমাত্মার আকৃতিসম্পর্কে তত্ত্ববিদ্‌রা বা ভাবুকেরা এরূপ কোন প্রবল দ্বন্দ্ব ও অশান্ত সংগ্রামশীল বপন করেননি ব'লে অব্যাহত ও অক্ষতভাবে সেখানে নানা পুলকোজ্জ্বল লক্ষণ ও অলঙ্কারে প্রামাণ্য মূর্ত্তি বা টাইপের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা অচ্ছেদ্যভাবে দেশচিত্তের সহিত যোগ রক্ষা ক'রে এসেছে। এশিয়ার ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি, মিশরের রাজা ফেরাউনের মূর্ত্তি, পারস্য আর্টে সম্রাট্ প্রথম সাপুরের মূর্ত্তি—এ সব প্রাচীন আর্টে যে বিধি ও আচারে রচিত হয়েছে সেভাবে উরোপ খ্রীষ্টের কোন মূর্ত্তিকে বিশ্বসমাজে দান করতে পারেনি। উরোপের চিত্ত আদিকালের ভাবের নোঙর ছিন্ন ক'রে অগ্রসর হয়েছে। তাতে নূতন নূতন আর্ট জন্মাচ্ছে এবং রসজ্ঞদের বিস্ময় সঞ্চার কচ্ছে সন্দেহ নেই; কিন্তু সে সব কোন বিশিষ্ট ও প্রামাণ্য ভাবপীঠ প্রতিষ্ঠা করতে পাচ্ছে না এবং তা উদ্দেশ্য ও নহে। যে হিসাবে গথিক, মিশরীয় ভারতীয় বা জাপানী আর্ট পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা ক'রে সংযত ও সংহত প্রবালগুচ্ছের মত জমাট্ হয়ে গেছে সে হিসাবে উরোপের আর্ট ব্যক্তিপন্থী বিচ্ছিন্নতায় ঝরা ফুলের মত সাময়িক হয়ে পড়েছে।

খ্রীষ্টীয় পাপবাদ ও নিরানন্দের প্রতিকূলে রিণেসাঁসের প্রতিক্ষেপ, মাইকেল এঞ্জিলোতে চরম সীমায় এসেছিল। মাইকেল এঞ্জিলো পূর্ব্বানুগত্য একেবারে ত্যাগ ক'রে উগ্রভাবে স্বভাববাদিতার সূত্রপাত করে। মানবের দেহের সৌন্দর্য্য ও প্যাগান টাইপ আবার আর্টে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মধ্য যুগের সহিত ভাবের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কিন্তু উরোপের এই নূতন ও প্রবল ভাবধারা সেকাল হ'তে নায়েগারার মত যে দিকে চলতে আরম্ভ করেছে তা এ যুগ পর্য্যন্ত অব্যাহত আছে। এখন পর্য্যন্ত এমন কোন গভীর ও ব্যাপক ধারা সৃষ্ট হয়নি যা এ স্রোতকে নিরুদ্ধ কর্ত্তে পেরেছে। এ জন্যই কোন লেখক বলেছেন:— It represents the greatest stand which Europe has ever made against the denial of life, humanity and beauty. মধ্য।

উরোপ, জীবন, মানবত্ব ও সৌন্দর্য্যের প্রতি অশ্রদ্ধার প্রতিকূলে রিণেসাঁসের ভিতর দিয়ে যে প্রবলতম বাধা দেয় সেরূপ কখনও আর ইতিহাসে দেখা যায়নি।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় আর্ট ভূমিসাৎ করে' যে আর্ট ক্রমশঃ উরোপে বিকশিত হয়েছে সে আর্টে ও সৃষ্টির সহিত সেই আদিম বিচ্ছেদ নিরাকৃত হয়নি। মাইকেল এঙ্গিলোর উদ্দাম রিয়্যালিজমের প্রাচুর্য্য ও আতিরিক্ত্য ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু সে পরিবর্ত্তন এমন কোন একটা স্থিতিমূলক বিশিষ্ট মানবধর্ম্মে এসে দাঁড়ায়নি যা' আর্টে একটা টাইপ তৈরী কর্ত্তে পারে। আর্টে যা কিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন হয়েছে তা' গ্রীক আদর্শে হয়েছে কিম্বা নীট্‌স্‌সে যা'কে ডাই-ও-নীসিয়ান স্পিরিট বা বিজেতৃভাব (Ruler spirit) বলেছে, সে ভাব হ'তে হয়েছে তা' বলা কঠিন।

ভাবে অনেক পরিবর্ত্তন ও বৈচিত্র্য এসেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু রিণাসাঁসের সে ভিতরকার কথা, "ইহলোকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন"—উরোপ ভুল্‌তে পারে নি। ব্যক্তিগত সাধনায় কেউ তা ভুল্‌তে পার্‌লে ও তত্ত্বে ও আর্টে তা'র প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি। উরোপ নগ্নভাবে বস্তুসম্পর্ক চায়; আধ্যাত্মিক জটিলতার দুর্গম অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করে' রূপরসগন্ধের একটি কণা ও ত্যাগ কর্ত্তে প্রস্তুত নহে। কাজেই বার্ণস্ জোন্সের স্বপ্ন ও রোদাঁর (Rodin) কল্পনা কোন নূতন অপরূপ লোকে উরোপকে আকর্ষণ কর্ত্তে সক্ষম হয় নি।

রিণেসাঁস যুগে মানব ও সৃষ্টির মাঝে যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল তা' ক্রমশঃ আরও গভীর হ'তে থাকে। মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় বিধান শারীরিক সৌন্দর্য্যকে আত্মার প্রতিষ্ঠার দিক্ হ'তে ঘৃণার ব্যাপার করে' তোলে। কোন লেখক বলেন :—"All beauty, all voluptuousness, smoothness and charm were very naturally regarded with suspicion by the promoters of such an ideal ; for beauty, voluptuousness and shapeliness

lure back to life, lure back to the flesh, and ultimately back to the body." মত্ত। এরূপ আদর্শের প্রতিষ্ঠাতারা সহজেই সৌন্দর্য্য, পূর্ণাঙ্গতা, কোমলতা ও সৌকুমার্য্য সব কিছুই সন্দেহের চোখে দেখে, কারণ সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব ও ভোগপ্রবণতা ঐহিক জীবনের দিকে আকৃষ্ট করে' ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দিকে প্রলুব্ধ করে এবং তা'তে করে' পরিণামে ভোগদেহের দিকে টান এসে পড়ে। এ জন্য প্রাথমিক খ্রীষ্টীয় আদর্শে রচিত চিত্র ও ভাস্কর্য্যকে ইচ্ছা করেই কুৎসিৎ ও সৌষ্ঠবহীন করা হয়। মধ্যযুগের ক্ষুদ্রচিত্রে (miniatures) দেয়ালের ও জানলার কাচে (stained glass) অঙ্কিত ছবিতে শারীরিক সৌন্দর্য্যকে দূর করে' দেওয়া হয়েছে। এবং স্বেচ্ছাকৃত খুঁটিনাটিকেই নানারকম আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি ও অলঙ্করণ-প্রাচুর্য্য, প্রলোভনের ব্যাপার করে' তোলা হয়েছে। অর্কেগ্‌নার (Orcagna) চিত্রগুলিতে এ সমস্তের অযথা প্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যাবে।

সে কালের যাজকেরা খ্রীষ্টীয় বিধান হ'তে অধ্যাত্ম আদর্শের খাতিরে সৃষ্টির রূপরসগন্ধের বিচিত্র সম্ভার সযত্নে দূর করেছে বলে' সৃষ্টির সহিত কোন সমন্বয় বা সামঞ্জস্য স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। একজন্য খ্রীষ্টধর্ম্ম গোড়া থেকেই নেতিভাবক ধর্ম্ম (negative) বলে' দাঁড়িয়ে গেছে। এ শাসন টেঁকেনি। ভ্যাটিক্যানের বেদীমূলে আরভিধৃত্রের অন্তরালেই শিল্পীরা মানবের এ গভীর যন্ত্রণার প্রতিবাদ করেছে—চিত্রকলায়। ক্রমশঃ রিনেসাঁস যুগ খ্রীষ্টীয় আদর্শ অসঙ্কোচে ত্যাগ করে' অগ্রসর হয়েছিল এবং আবার নূতন ভাবে জীবনের আকর্ষণে মত্ত হয়েছিল। কিন্তু শুধু খ্রীষ্টীয় বিধান ভেঙে উগ্র ও তেজস্বী ইয়োরোপের তরুণ জাতিব্যূহ তৃপ্ত হয়নি। উপর্য্যুপরি নানা ভাববিপ্লব ইয়োরোপকে বিধ্বস্ত করতে থাকে। রিনেসাঁসের তরঙ্গ, প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসংস্কার, (Reformation) যা' জর্ম্মণীতে ইভাঞ্জেলিজম্ ও ইংলণ্ডে পিউরিটানিজমের রূপ পরিগ্রহ করে এবং তারপরে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবিপ্লব, ইয়োরোপের প্রাচীন

বিধানসমূহকে মথিত করে। এসমস্তের ফলে উরোপ, ধীরে ধীরে ঐহিক জীবনকে গ্রহণ ও স্বীকার করেছে এবং ক্রমশঃ তা'কে সহস্র ভাবে বিশ্লেষণ করে' অগ্রসর হয়েছে। তা'তে সমাজ সভ্যতা, ব্যক্তি, ও সমষ্টির মূল্য ও দায়িত্ব নূতনভাবে অধীত হয়ে' বিচারবিবেক এমনি এক জায়গায় এসেছিল যে আর প্রাচীন সমাজের কোন বিধিই স্বীকৃত হ'তে পারে নি। উরোপ শুধু এ'তে ও নিরস্ত হয় নি। স্বাভাবিক জীবন খুঁজে খুঁজে শেষটা অষ্টাদশ-শতাব্দীতে লোকসমাজকে ও অশ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তে আরম্ভ করে। রুশোর স্বভাববাদিতা মানুষকে আদিম নগ্নতার মাঝে প্রতিষ্ঠিত করে' নিরস্ত হয়।

যা'কে 'সৃষ্টি', বা আরণ্যপ্রকৃতি বলা হয়, অর্থাৎ জলপ্রপাত, শৈল-সমুচ্চয় অনাঘ্রাত বনান্ত,—তা'র প্রতি কাব্যে ও চিত্রে আধুনিক কালে যে একটা আকর্ষণ দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা' একেবারে নূতন জিনিষ। প্রাচীন হিন্দু, দেববাদের ভিতর দিয়ে প্রকৃতিকে আহ্বান ও গ্রহণ করেছে,—অরণ্য, উষা, বজ্র. এ সব দেবতার আকারে সে হৃদয়ে গ্রহণ করেছে। প্রাচীন গ্রীক্ ও প্রকৃতিকে বস্তুসম্ভাররূপে কখনও গ্রহণ করেনি। কোন লেখক বলেন ঃ—"Nothing evoked sympathy from the Greek unless it appeared before him in human shape or in connection with some human sentiment. The ancient poets do not describe inanimate nature as such or attribute a vague spirituality to fields and clouds মর্ম্ম। মানবের আকারে কিম্বা মানবের কোন বিশেষ ভাবের ভিতর দিয়ে না হলে গ্রীক্‌চিত্ত সৃষ্টিতে কিছুতেই তৃপ্ত হ'ত না। প্রাচীন কবিরা জড়প্রকৃতিকে বস্তুর দিক্ হ'তে কখনও ব্যাখ্যা করেনি কিম্বা স্থলের বা মেঘপুঞ্জের ভিতর কখনও অস্পষ্ট আধ্যাত্মিকতা আরোপ করে নি।

বস্তুতঃ নগ্ন প্রকৃতিকে শেলি (Shelley) যেরূপ 'পশ্চিম বায়ুর প্রতি' কবিতায় এবং তাহার সমসাময়িক কবিরা যে ভাবে নানা কবিতায় ব্যাখ্যা করেছে তা'

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার সাহিত্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়নি। তা' একেবারে আধুনিক ব্যাপার। মধ্যযুগের প্রাচ্য সাহিত্যেও প্রকৃতি মানুষের সহিত গভীর সামাজিকতায় যুক্ত এবং মানবীয় ভাবপুঞ্জে সংক্রামিত। কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি মানুষের মত শকুন্তলাকে নানা উপহার দিয়েছে। বনস্পতিরা শকুন্তলাকে যথাক্রমে 'ইন্দুপাণ্ডুক্ষৌম', উপরাগসুভগলাক্ষারস প্রভৃতি দিয়েছে; বনদেবতারা আভরণ দান করেছে। কাশ্যপ তপোবনতরুসমূহের কাছে শকুন্তলার পতিগৃহ গমনের অনুমতি চেয়েছে। বনবাসবন্ধু তরুরা ও কোকিলস্বরে অনুমতি দিয়েছে,—এ সব অতি আশ্চর্য্যভাবে কবি লিপিবদ্ধ করেছে। শুধু তা', নয়—

উদ্গলিত দর্ভকবলাঃ মৃগাঃ পরিত্যক্তনর্তনাঃ ময়ূরাঃ
অপসৃত পাণ্ডুপত্রাঃ মুঞ্চন্তি অশ্রূণি ইব লতাঃ।

খাঁটি প্রেমসম্পর্ক কিরূপ এখানে তা' স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের কবিদের, প্রকৃতির সহিত এরূপ খাঁটি কোন প্রেম সম্পর্ক কি জ্ঞান সম্পর্কও ছিল না। শিলার * যা' বলেছে ঠিক তাই, অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত কোন সম্পর্ক ছিলনা বলেই হঠাৎ ঐতিহাসিক কারণে সংসারের প্রতি বীতরাগ হ'য়ে তা'রা প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কোন কবি এক জায়গায় স্পষ্টই অজ্ঞাতসারে স্বীকার করেছে:—"The world is too much with us, getting and spending." কাজেই হয়রান হয়ে পাগল হওয়া ভাল। এ সব সম্পর্ক অনেকটা ইন্দ্রিয়ের। প্রেমের মূলকথা যে অঙ্গাঙ্গিত্ব তা' এ শ্রেণীর ভাবে পাওয়া যাবে না।

প্রকৃতির প্রতি অষ্টাদশ শতাব্দীর এ উদ্ভট আকর্ষণের ইতিহাস বড়ই কৌতূহলজনক। রুশোর (Rousseau) পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ইউরোপের কোন জাতির কাব্যকথায় এ রকমের ধারা দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না। ফ্রিডল্যাণ্ডার (Friedländer) বলেন:—"It would be difficult to find evidence of

* Schiller.

travellers going to mountain country in quest of beauty before the Eighteenth century মর্ম্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সৌন্দর্য্য-সন্ধানে কোন পথিককে পাহাড়-পর্ব্বতে যেতে শোনা যায় নি। রিল (Riehl) বলেন :—"১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেশভ্রমণের গাইড বইতে দেখা যায়, বার্লিন, লিপজিক প্রভৃতি নগরের চারিদিককে আনন্দজনক ও সুন্দর বলা হয়েছে অথচ আধুনিক নব্য আদর্শে যে সব জায়গা চমৎকার (picturesque) হওয়া উচিত যেমন ব্ল্যাক্‌ফরেষ্ট, হার্জ (Harz) এবং থিরিঞ্জিয়ান অরণ্য, সে সব জায়গা অস্পষ্ট, অপ্রসন্ন, অনুর্ব্বর ও অসুন্দর বলা হয়েছে।" ইহা ব্যক্তির দিক্ হ'তে মন্তব্য নহে ইহা যুগেরই মতামত। কবি গোল্ডস্মিথেও একথা প্রমাণিত হয়।

আসল কথা হচ্ছে, সমাজ, আচার, রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে রুশোর অজস্র আক্রমণ ও প্রতিবাদ এবং সৃষ্টি ও মানবের আদিমপ্রকৃতির নির্ম্মলত্ব ঘোষণা প্রভৃতি হ'তে এসব হয়েছে। মানুষের হাত যা' স্পর্শ করেছে, মানুষের নিঃশ্বাস যেখানে পড়েছে রিণাসাঁসের শেষযুগের গভীর প্রতিবাদে লোকের মন তা' হতে ফিরে' যায়। এ যজ্ঞের প্রধান হোতা রুশো সমগ্র উরোপীয় সমাজে একটা নূতন ভাবধারা প্রবর্ত্তিত করে। কবিবর শিলার * এক জায়গায় স্পষ্টই বলেছে :—"This kind of pleasure at the sight of nature is not an *aesthetic* pleasure but a moral one, for it is arrived at by means of an idea. Whence comes this different sense? How is it that we who in very thing related to nature are inferior to the ancients, should pay such homage to her, should cling so heartily to her and be able to embrace the inanimate world with such warmth of feeling? It is not our greater conformity to nature but on the contrary the

* Schiller.

opposition to her.. which is *inherent* in our conditions and customs that impels us to find some satisfaction in the physical world." মর্ম্ম। প্রকৃতিতে এ শ্রেণীর আনন্দ পাওয়া, সুন্দর অসু-ন্দরের দিক হ'তে হয়নি—ভালমন্দ বিচারের দিক হ'তে হয়েছে। এটা একটা বিশেষ অবস্থা হ'তে হয়েছে। প্রাচীনদের ও আমাদের এ বিষয়ে ভাবের তফাৎ হ'ল কি করে'? প্রকৃতির সহিত সম্পর্কের দিক হ'তে দেখতে গেলে আমরা প্রাচীনদের অনেক নিম্নস্তরে আছি। অথচ আমরাই তাকে একটা ভজনা করছি, অনু-ভূতির দিক হ'তে জড়জগৎকে আলিঙ্গন করে' থাকি—এর মানে কি? প্রকৃতির সহিত আমাদের যোগ বা সমানধর্ম্ম বেশী আছে বলে' এটা হয়নি—বরং ঠিক উল্টো—আচারে ব্যবহারে আমরা প্রকৃতি হ'তে বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী হ'য়ে দূরে গেছি বলেই আজ তা'রই ভিতর আনন্দ খুঁজতে চেষ্টা হচ্ছে।

প্রকৃতির সহিত পরিচয় বেশী ছিল বলে' নহে খুব কম পরিচয় ছিল বলেই তা' পবিত্র ও ভাল বলে' কলরব উঠে। এ সব অনেকটা ইতিহাসের কথা। এ'তে দেখা যায় উরোপ ক্রমশঃ প্রাচীন আচার ব্যবহার ও সমাজবন্ধন একেবারে ত্যাগ করে' অতীতের সমস্ত ধারার বিচ্ছেদ করে' পুলকিত হয়েছে। এ কালে উরোপের সকল প্রদেশের কবিদেরই প্রকৃতির দিকে ঝোঁকটি খাঁটি কোন প্রেম হ'তে হয়নি। প্রেমের যা' ধর্ম্ম, প্রেমিক ও প্রেমবস্তুর যা' সম্পর্ক এ সময়ের কোন কবির জীবনতত্ত্বে তা' পাওয়া যাবে না। শিলার* যাকে নীতিগত বলেছে আমরা তাকে একটা দিক হ'তে ইন্দ্রিয়গত ও বলতে পারি—কারণ সে সৃষ্টি ইন্দ্রিয়ের টানে উরোপের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তা'র রূপ-রস কোন অরূপ ও রসজয়ী গভীর অধ্যাত্ম উৎস হ'তে আসে নি, যা' ইহজগতে প্রেমকে সার্থক ও সুন্দর করে।

সংস্কারযুগে চার্চ ও স্টেটের বিরোধ একটা পরিণামে এসে' শেষটা

* Schiller.

চার্চের ভিতর আর একটা বিরোধ ও বৈপরীত্যের ভাব সৃষ্ট করে। মোট কথা খ্রীষ্টীয় চার্চের শাসন ও বিধান তরুণ উরোপ অন্তর্গ্রহণ কর্ত্তে পারেনি, সেটা পরিচ্ছদের মতই ছিল কাজেই ত্যাগ কর্ত্তে বড় দরদ হয়নি। কিন্তু এ বর্জ্জন-চেষ্টায় উরোপ নিজেও আহত হয়ে' গেছে। চার্চের সঙ্গে ষ্টেটের কলহের ফলে একদিকে সৃষ্ট হল' ন্যাশন্যালিজম্, ক্রমশঃ যা' ব্যক্তিপন্থিতাকে সুতীক্ষ্ণ ও উদগ্র করে' তুলেছে এবং চার্চসম্পৃক্ত রীতিনীতি, ভাষা, আর্ট, আচার প্রভৃতি বর্জ্জনের ফলে, অন্য দিকে দাঁড়াল মানবিকতা (Humanism) যা'তে করে' কোন লেখক * বলেছেন স্বর্গ হ'তে লোকের দৃষ্টি মর্ত্ত্যের দিকে ফিরেছিল।

ক্রমশঃ উরোপের সমাজ, পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে' ব্যক্তির বন্ধনে এসে' পড়েছে। যে চোখ রিণাসাঁস স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যের দিকে ফিরায় সে চোখ মর্ত্ত্যেরও কোথা স্থির হ'লনা। অহরহ অশ্রান্ত বীক্ষণ ও বিশ্লেষণে জগতকে তন্ন তন্ন করে' অধ্যয়ন কর্ত্তে আরম্ভ করে। তা'তে করে' ক্রমশঃ ব্যক্তির ও বস্তুর মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্রমশঃ ঐহিকতা হৃদয়কে আঁক্‌ড়ে' ধরে' বিশ্বজয়ের ও বিশ্ব-বোধের একটা বস্তুমূলক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে' তোলে।

এর ভিতর যখনই ভূমার সহিত কোন সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে, অধ্যাত্ম ও জড়ের ভিতর কোন বোঝাপড়া হবার উপক্রম হয়েছে, অমনি প্রবল প্রতিবাদ ও প্রতিক্ষেপ এসে' পড়েছে। ফলে রিয়ালিজম, ঐহিকতা, ব্যক্তিতন্ত্র বস্তুবাদ, নানা আকারে, কাব্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে জনহৃদয়কে, আচ্ছন্ন করেছে। সম্প্রতি ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য, র‍্যনুভিয়ের † বহুত্ববাদের প্ররোচনায় প্রাগ্‌মেটিষ্টরা আবার বড় করে' তুলেছে।

তত্ত্বের দিক্ থেকে যা' হোক্, মানুষের হৃদয়কথা যে' সমস্ত কারুকার্য্যে এবং কল্পকাব্যে প্রথিত হ'য়ে যাচ্ছে সেখানেও উগ্রব্যক্তিত্ব নিজকেই জগতের কেন্দ্র ও প্রথম শিল্পী মনে করে' অতীতের সহিত একটা প্রবল বিচ্ছেদ ঘোষণা

* Thilly † Renouvier.

করে' অগ্রসর হ'তে প্রবৃত্ত হচ্ছে। আর্ট ক্রমশঃ ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে আরম্ভ করে' বিচার ও বিশ্লেষণের শেষ জায়গায় এসে পড়েছে, যা'র পরে রিয়ালিজমের দিক হ'তেও বস্তুত আর যাওয়া চলে না।

চিত্রশিল্পে, নানা পথ ও নানা দিক ঘুরে' আধুনিক চিত্র ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির দোহাই দিয়ে ইম্প্রেশনিজমে (Impressionism) এসে পড়ে। তা'তেও তৃপ্তি হয়নি। বস্তুপন্থী হ'লে আর্টিষ্টদের হৃদয়নিরপেক্ষভাবে চিত্র আঁকতে হবে। তাই মোনের * ইম্প্রেশনিজম্ ও অসম্পূর্ণ বলে' ছেড়ে দিতে হল এবং আর্ট নিও-ইম্প্রেশনিষ্টদের পোয়াণ্টিলিজমের (Pointillism) উপর এসে দাঁড়াল। মোনের বর্ণসম্ভারের স্তরগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে আরও অসংখ্য বিন্দুপর্য্যায়ে পরিণত হল—বস্তুসত্যের খাতিরে, চরম রিয়ালিজমের খাতিরে। স্যরা ও সিনিয়াকের † বিন্দুমুখী চিত্রপ্রণালীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন লেখক যা' বলেন তা'তে একথাটি সুস্পষ্ট হবে :—"To these two painters is due the method of pointillism i.e. division of tones not only by touches as in Monet's pictures but by very small touches of equal size causing the spheric shape to act equally upon the retina... Neo-impressionism believes in obtaining thus a greater exactness than that which results from the *individual temperament* of the painter."

এরূপে চিত্রকরের হৃদয়সম্পর্ক, যা' চিত্রের প্রথম ও প্রধান কথা, বস্তুর খাতিরে নির্ব্বাসিত হ'ল। জিনিষকে খাঁটি করবার উৎসাহ ব্যক্তিচিত্তের চঞ্চল নিঃশ্বাসকে ও ভয় করেছে। আস্ত জিনিষ, এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ বস্তুর সাধনায় চিত্রকলা এমন জায়গায় এসে পড়েছিল যে আর বস্তুবাদিতার খাতিরেও সামনে

* Monet. † Seurat and Signac.

যাওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ আরও সাম্‌নে যেতে হলে মানুষের হাতের ও আর দরকার হয় না—যন্ত্রে কাজ চলে। এজন্যই কোন আলোচক বলেছে ঃ "It reduces the picture to a kind of theorem, which excludes all that constitute the value and charm of an art that is to say caprice, fancy and the spontaneity of personal inspiration" মর্ম্ম। চিত্রকে ইহা অনেকটা থিওরেমে পরিণত করেছে— যা' হ'তে, আর্টের যা' বিশেষ মূল্য ও আকর্ষণ অর্থাৎ কল্পনা, জল্পনা, ব্যক্তিগত উচ্ছাস প্রভৃতি বাদ দেওযা হয়েছে। এরূপে চিত্রকরের হৃদয়সম্পর্ককে বস্তুবাদিতার খাতিরে নির্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল। যা'তে ব্যক্তিগত ভাবকে একেবারে মুছে' ফেলা যায় এবং জিনিষকে খাঁটি করা যায় সে চেষ্টা চিত্রকলায় এমন জায়গায় এসে পড়েছিল যে আর সাম্‌নে যাওয়া চলে না—তা' হ'লে তা' যান্ত্রিক হয়ে পড়ে, ফটোগ্রাফ্‌ হয়ে উঠে।

সাহিত্যে ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সব কিছু প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে চেষ্টা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীকে তন্ন তন্ন করে নগ্ন করা হয়েছে, কোন রকম সঙ্কোচ বা সম্ভ্রমের দিক্‌ হ'তে অগ্রসর হওয়া আর্ট আবশ্যক মনে করেনি। নাটকীয় সাহিত্যে ইবসেন হ'তে ব্রিয়া * পর্য্যন্ত অশ্রান্তভাবে সমাজ ও ব্যক্তি বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছে। বার্ণাড শ' উনবিংশ শতাব্দীকে লক্ষ্য করে' বলেছে ঃ—"কোন ক্ষমতাশালী আলোচকের হাতে উনবিংশ শতাব্দীর মনস্তত্ত্ব বিবৃত হওয়া বাকি আছে। আমাদের মধ্যে যা'রা শেষ দিক্‌টা উনবিংশ-শতাব্দীকে মার্ক্‌স্‌ ঝোলা, ইবসেন, ষ্ট্রিণ্ডবর্গ, টুর্গেনিফ ও টলষ্টয়ের † হাতে মুখোস ছাড়া হ'য়ে সমগ্র ইতিহাসের মাঝে চূড়ান্ত সয়তানির অধ্যায় বলে দেখ্‌তে পেয়েছি, তা'দের গোড়া দিয়ে এ শতাব্দীকে সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরূঢ় এবং অতীতের তিমির হ'তে মুক্ত বলে' বড়াই কর্ত্তে ও দেখেছি।"

কাব্যে রিয়ালিজমের বিশেষত্ব ছিল মন্দের দিকটা বিশ্লেষণ করে' সমাজের

* Brieux. † 'Marx', 'Zola', 'Ibsen', 'Strindberg', 'Turgenief,' 'Tolstoy'.

দর্প চূর্ণ করা; ভসরেকী বস্তুতন্ত্রকে লোক চক্ষুর সামনে আনা। সৌন্দর্য্যের দিক হ'তে এ সাহিত্য নষ্ট হয়েছে বলা চলে। আর্টিষ্টরা ত স্পষ্ট করে' বলেন যে নীতির দিক হ'তেই তাঁরা এসব লিখেছেন। এ শ্রেণীর রিয়ালিজম্ নূতন বস্তুপন্থী সাহিত্যিকদের মনকে একেবারে রুগ্ন করে ফেলে। যা' কিছু দেখাবার নয় বা বল্‌বার নয় সমাজের দিক হ'তে তা' বল্‌বার ঝোঁক একটা উদ্দেশ্যে পরিণত হয়ে যায়।

এই মজ্জাশায়ী অস্থিমূলের রোগ, সমস্ত নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকদের আক্রমণ করেছিল। Zolaই অতিরিক্ত বস্তুবাদ বিশেষতঃ মন্দের দিকটা—প্রতিষ্ঠিত ক'রে অগ্রসর হয়। তার জ্যাক-দি-রিপার * এ শালীনতার গোড়া প্রথম কাটে। সমগ্র উরোপীয় সাহিত্য এরূপে গলিত ও রুগ্ন বস্তুধারাকে বিশ্লেষণ করার জন্য উৎসুক হ'য়ে পড়ে। যাতে বর্ত্তমান জীবনের সহিত আর্টের সঙ্গতি রক্ষা হয়, তা'র চেষ্টা ও সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে। ক্রমশঃ আধুনিক ট্র্যাজিডির পরিণাম হতে হত্যাকাণ্ড ও মিলনানন্দ তুলে' দেওয়া হয়েছে। কারণ বাস্তবিক জীবনে এরূপ সুখের কাণ্ড বা হত্যার অভিনয় সাধারণতঃ হয় না, একটা ক্লান্তিজনক ঘটনাপর্য্যায়ই চল্‌তে থাকে। মোপাসাঁর † 'উন্ ভি'এর ‡ ট্র্যাজিডি জুলিয়েটের মৃত্যুর চাইতে অনেক বেশী গভীর।

এরূপে উপন্যাসগুলি শেষটা খবরের কাগজ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত পুলিশ রিপোর্টের আদর্শে তৈরী হ'তে থাকে, না হ'লে আর কা'রও ইচ্ছার তৃপ্তি হ'ত না। লোকে কাল্পনিক ঘটনা ত্যাগ করে' যথার্থ বস্তু পাওয়ার জন্য উন্মুখ হ'য়ে যায়। কাল্পনিক হত্যা বা ডাইভোর্স হ'তে চোখ ফিরিয়ে, লোক জানতে চাইল যে বইতে যা' লিখা হচ্ছে তা' বাস্তবিক কোন ঘটনার সহিত সম্পৃক্ত কি না। তা' যদি না হয় তবে তা'র রসগ্রহণ কোনরূপ উৎসাহ সঞ্চার কর্ত্তে সক্ষম হ'ল না, কারণ তা' একেবারে পণ্ডশ্রম বিবেচিত হ'ল। কাজেই ঔপন্যাসিকরা

* Jack the Ripper. † Maupassant. ‡ Une Vie.

প্রাচীন প্রণালী বা মোটিফ * সব ত্যাগ করে' পুঙ্খপুঙ্খানুরূপে পুলিশ রিপোর্টের ভঙ্গীতেই উপন্যাসাদি লিখ্‌তে লাগল। উপরোক্ত লেখকের মতে ঔপন্যাসিকদের কল্পিত হত্যা ও ডাইভোর্স, পাঠকদের আর চিত্তরঞ্জন কর্ত্তে পারে না কারণ তা' তারা বিশ্বাস করে না। কোন ভীষণ ব্যাপার বা কেলেঙ্কারী বাস্তবিক ঘটেছে, বা কোন লোক বাস্তবিক রক্তপাত করেছে ও খাঁটি চোখের জল ফেলেছে এ বিশ্বাস না হ'লে তা'রা বইপড়া হ'তে কোন আনন্দ পায় না।

এ হচ্ছে এ যুগের বৈজ্ঞানিক বস্তুপ্রিয়তা। যা' সাধারণ চেয়েছে, তাই পেয়েছে। ব্রিয়ার † নাটকে এ সব চরমে এসেছে। যে সাহিত্যে ব্রিয়ার 'ম্যাটারনিটি' বা 'ড্যামেজ্‌ড্ গুড্‌স্'‡ ও বার্ণাড শ'য়ের 'মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রফেশন'§ প্রভৃতি এসে' পড়েছে সে সব সাহিত্যের আর সে' পথে বেশী অগ্রসর হওয়া চলেনা; তা' সীমান্তে এসেছে বল্‌তে হবে। বলা দরকার, রিয়্যালিজমের পক্ষে এতটা সম্ভব হয়েছে নীতির দোহাই দিয়ে—সৌন্দর্য্যের নহে। রসার্থীগণের বাধা এই খানেই।

ব্যক্তিতন্ত্র যুগের সাহিত্যে, ব্যক্তিজীবন এবং ব্যক্তিচিন্তা ও এরূপে নানা ভঙ্গীতে বিশ্লিষ্ট হয়েছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় গীতিকাব্যে। গীতিকাব্যের আকার ও ভাব ক্রমশঃ শেষ সীমান্তে এসে পড়েছে, যা'র বেশী আর যাওয়া যায় না। আর বেশী অগ্রসর হ'লে কবিতার গঠন ও টেঁকে না আর ভাবও থাকে না। গীতি কাব্যের আকার বিশ্লিষ্ট হ'য়ে বোদালেয়ারের || গদ্যগীতিকায় এসে পড়েছে। সেখানে, যদি তা' বলা যায়—বিশ্লিষ্ট হয়ে ছন্দ কতকটা পৌয়াতিলিক আকার ধারণ করেছে—অর্থাৎ ছন্দ ছায়ায় পরিণত হয়েছে। ভাব ও যে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস বা হাস্যকণিকায় পরিণত হয়ে' স্থির আছে তাও নহে। ভেয়ারলেইন ¶ তা'কে ও বিশ্লিষ্ট করে' মুহূর্ত্তের

* Motif. † Brieax. ‡ Maternity, Damaged goods. § Mrs Warren's profession. Baudelaire, Petits Poems en Prose. ¶ Verlaine.

পলাতক ভাবছায়াকে বা দূরে এনে নিবদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ তৎপর আরও অগ্রসর হ'লে তাকে আর ভাব বলা চলবে না অভাবই বলতে হবে। এরূপে ক্রমশঃ গীতিকবিতার ভিতর একটা অস্পষ্টতা ও রহস্যের আপনা-আপনি এসে পড়েছে। আধুনিক ব্যক্তিপন্থী বিশ্লেষণপ্রিয় কবির রূপক বা সিম্বলিজমের উদ্দেশ্য ও হচ্ছে ছোট রহস্যাধারের ভিতর বস্তুকে নিহিত করা। বলা-প্রয়োজন, ব্যক্তিতান্ত্রিকের সিম্বল, নিজের সিম্বল; তা সর্বজনগ্রাহ্য বা বোধ্য নহে; প্রাচীন রূপক, সমস্ত সমাজের জনসাধারণের উপর নিহিত ছিল; এসব, ব্যক্তি হৃদয়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ফরাসী কবি মালার্মে * বলেন:—"কোন একটা জিনিষের গোড়া দিয়ে নাম বলে রহস্য ভেদ করলে কবিতার চার ভাগের তিন ভাগ আনন্দই মাটি হয়। কারণ তার উপভোগের মূল আনন্দই হচ্ছে একটু একটু আস্বাদ করে' অগ্রসর হওয়া এবং ভাবকে অল্প অল্প করে' উদ্দীপ্ত করা। এ রকম রহস্যের খেল আনা ব্যবহার করাই সিম্বল বা রূপকের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একটু একটু করে কোন জিনিষের চেহারাকে উদ্রেক করে' মনের অবস্থা বোঝান। কিম্বা ঠিক বিপরীত দিক্ হ'তেও বলা যায়, কোন বস্তুকে উপস্থাপিত করে' ধীরে ধীরে তার রহস্য ভেদ করে' মনের কোন অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলা।"

এজন্যই পার্ণেসিয়ানগণের † ক্লাসিক স্পষ্টতা ও ব্যাপকতা এদের মনঃপূত হয় নি। The Parnassians state the thing completely and show it and thereby lacks mystery; they deprive the mind of that delicions joy of imagining that it cre..tes." মর্ম্ম। পার্ণে-সিয়ানেরা স্পষ্ট ও পূর্ণ ভাবে জিনিষকে প্রকাশ করে; এ জন্য তা'র ভিতর কান রহস্যের আকর্ষণ থাকে না। কাজেই চিত্তের পক্ষে রচনার সঙ্গে সঙ্গেই কল্পনার ক্রমিক আনন্দসম্ভোগ ঘটে না।

* Mallerme. † Parnassians.

আর্টের আলেয়া ও আলো।

আধুনিক ব্যক্তিতান্ত্রিক আর্টিষ্টরা বড় সত্যকে বা খাঁটি সত্যকে পা'বে বলে' বস্তুবিশ্লেষণে একেবারে অক্লান্ত চেষ্টা দেখিয়েছে। নিঃসঙ্গ ব্যক্তিতন্ত্রতা এ-রূপে জীর্ণ হয়ে কাব্যে দুঃখবাদ, যন্ত্রণা ও অস্থিরতার ছায়া এনেছে, যা'তে করে' সিম্বলিক কাব্য, নিখিল কাব্যসাহিত্যে আনন্দের আলোক উপস্থিত কর্ত্তে পারে নি; কেবল মর্ম্মন্তুদ যাতনা ও পীড়ার বাণীকে জীবন দান করেছে।

সঙ্গীত * ও উচ্চতর সত্যের প্রলোভনে এ রূপে খণ্ডতার দিকে অগ্রসর হয়ে' একেবারে চরম প্রান্তে এসেছে, যা'র পরে আর অগ্রসর হওয়া চলে না। যা'কে ওয়াগ্নার † নিরপেক্ষ সঙ্গীতকলা বা এবসলিউট্ মিজসিক্ বলেছে, যার চিহ্ন, বর্ত্তমানের সোনেটা ও সিম্ফনিতে (Sonata, Symphony) দেখা যায়, উচ্চতর আর্টে এখন আর সে ব্যাপার নেই। প্রাচীন রাগিণীর বন্ধনকে খণ্ড ও বিভক্ত করে' আধুনিক সঙ্গীতকলা মুক্তি লাভ করেছে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে আলঙ্কারিক চক্রনিবদ্ধ কলা বা প্যাটরন্ মিউজিকের দিন বহুকাল চলে' গেছে। সঙ্গীতশাস্ত্র, ক্রমশঃ নাট্যের ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতায় অগ্রসর হয়েছে। সঙ্গীতশাস্ত্রকে নাট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হ'লেই নানা ভাব, অনুভূতি ও ঘটনার সঙ্গে যোগ রেখে' তা'কে সুসঙ্গত কর্ত্তে হয়। নাটকের ঘটনা একভাবে অগ্রসর হয় না, ক্রমশঃ বিচিত্র ও বিভিন্ন হ'তে থাকে। কাজেই সঙ্গীতকলাকেও ও'রূপ উত্তরোত্তর পূর্ব্বনিরপেক্ষ বৈচিত্র্যের পথে আন্তে হয়। এজন্য বাঁধা গদের শব্দঝঙ্কার বস্তুতন্ত্র হয় না। কারণ ঘটনা ক্রমশঃই অগ্রসর হ'তে থাকে, চক্রের মত ঘুরে' গোড়াকার জায়গায় এসে দাঁড়ায় না। মোজার্ট ‡ সামান্যভাবে সঙ্গীতের এই শ্রেণীবদ্ধ চক্রালঙ্কার বা প্যাটরন্ ডিজাইন্ ভেঙে' অগ্রসর হয়। ওয়াগ্নার নাট্যের খাতিরে তা' একেবারেই তুচ্ছ করে। এ জন্য ওয়াগনারের হাতেই, বাদ্যাত্মক সঙ্গীতশাস্ত্রের নির্ম্মুক্তি হয়েছে বলা হয়।

* Music. † Wagner. নীট্স্সের সহিত সম্পর্কে এই নাম সুপরিচিত হয়েছে।

‡ Mozart.

ভাবুকদের চেষ্টা ছিল যা'তে নাট্যাভিনয়ে সঙ্গীত, বর্ণ, দৃশ্য, ঘটনা সমস্ত একতালে একভাবে গ্রথিত হয়। মাই-আর-হোল্টের* মতে নাট্যবিষয়ের মূলে যে ভিতরকার একটা আধ্যাত্মিক সমন্বয় আছে সেটাকে অনুসরণ করেই চলাই অভিনয়ের লক্ষ্য। কোন লেখক বলেন † "Meierholdt was first with the idea that the drama is to be represented and interpreted by means of an outer synthesis expressing an inner synthesis"; এই ভাব হ'তেই ওয়াগ্‌নার Nibelungen ও Parsifal রচনা করে। নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে এটা একটা প্রধান ব্যাপার। উপরোক্ত লেখক বলেন :—"When Wagner first made known the theory of his *synthesis of music, chant and colour*, it came as a revelation to most men" মর্ম্ম। যখন ওয়াগ্‌নার সঙ্গীত, আবৃত্তি ও বর্ণক্রমের সংহতি ও ঐক্য (Synthesis) সম্বন্ধে প্রথম কল্পনা করেন, তখন অনেকের কাছে তা' একটা আশ্চর্য্য প্রকাশ বলে' মনে হয়। যান্ত্রিক বাস্তববাদের পক্ষে ঘটনা, আবৃত্তি ও বর্ণের সহিত সঙ্গতি রক্ষার কল্পনা একটা খুব সাহসিক ব্যাপার সন্দেহ নেই।

ওয়াগনার যা' সামান্য ভাবে ছেড়ে' অগ্রসর হয়েছিল ষ্ট্রাওস্ ‡ তা'কে একেবারে সীমান্তে এনে ছেড়েছে। বার্ণাড শ § একজায়গায় বলেছেন : Strauss not only goes from discord to discord leaving the implied resolutions to be inferred by people who never heard them before but actually makes a feature of *unresolved* discords just as Wagner made a feature of *unprepared ones*. বার্ণাড শ' ষ্ট্রাওসের রিয়ালিজমের দুষ্পাচ্যতায় ভীত হন নি। তিনি ষ্ট্রাওসের

* Meierholdt. † Carter.

‡ Straus. § Bernard Shaw.

আর্টের আধুনিক প্রতিবাদ সম্বন্ধে বলেন :—I think this phase of protest will soon pass. I think so because I find myself able to follow Strauss's harmonic procedure; to divine the destination of his most discordant passing phrases (it is too late to talk now of mere passing notes); and tolerate his most off-hand ellipses and most unceremonious omissions of final concords, with enjoyment.

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্ষেপও হচ্ছে। ব্রাহম্ * একটা উল্টো ভঙ্গীতে চল্‌তে আরম্ভ করেছে। কারণ কাব্য ও নাটকের মত, সঙ্গীতেও বিষয়টা অনেকটা চরম সীমান্তে এসে পড়েছে; যার বেশী অগ্রসর হ'লে সঙ্গীতের কোন বন্ধন, ঐক্য বা সংযম থাকে না, কোন বিধৃতি সূত্র সম্ভব হয় না।

সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রসঙ্গে নাট্যমঞ্চের প্রশ্নও উঠে। উরোপের সমস্ত ষ্টেজই কিছুকালের ভিতর আমূল পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে, এ খবর এ দেশে এখনও পৌঁছেনি। মনস্বী ম্যাক্স রাইন্‌হার্ট † এই উন্নয়নচেষ্টার প্রধান নায়ক। ষ্টেজে বা নাট্যমঞ্চে স্বভাববাদিতা বা ন্যাচার্য়ালিজম্ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অনেক কালের কথা। গ্যেটেতে ‡ ষ্টারম্ ও ড্রাঙ্গযুগের § স্বভাবধর্ম্ম লক্ষ্য করা যায়। স্পিনোজা, শেলিঙ্গ ও রুশোর স্বভাবতত্ত্বে (nature philosophy) গ্যেটে আন্দোলিত হলেও রুশোর ন্যায় 'কালচারের' সঙ্গে গ্যেটের কখনও বিচ্ছেদ ঘটে নি। বলা যেতে পারে Tieck, Schlegel এবং Novalis এর কল্পিত রম্যতন্ত্রতার অন্তর্ধান, গ্যেটে ও শিলারের যুগসন্ধিতেই ঘটে। তারপরই উরোপের নাট্য-জগতের প্রধান ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল বার্লিনের ফ্রাই বিউন [Freie Bühne] আন্দোলন। এ উপলক্ষ্যে ইবসেনের Ghosts, ও হোপট্‌ম্যানের Friedensfest প্রথম অভিনীত হয়। স্বভাববাদিতায় খানিকটা অগ্রসর হ'লে মনে হয়, অনেক

* Brahm. † Max Reinhardt. ‡ Goethe. § Sturm and Drang.

কিন্তু মানানসই হচ্ছে না, আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে হবে। তাতে করে প্রথম ক্যাবারেট [Veberbrett, cabaret] থিয়েটারের সৃষ্টি হল। একে, মধ্যরাত্রীয় রেস্তোরাঁ থিয়েটার নাম দেওয়া যেতে পারে। অভিনেতা ও দর্শকের মাঝে যাতে খাঁটি স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়,—ক্যাবারেট থিয়েটারের তাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। ইংলিশ রিভিউর সম্পাদক মি: অষ্টিন হ্যারিসন বলেন:—"দর্শকদের সহিত অভিনেতাদের মন সম্পর্কের জন্য যতটা আয়তন প্রয়োজন আমাদের ষ্টেজ তার চেয়ে অনেক ছোট। কাজেই সম্পর্কটি ড্রইংরুমের ক্ষুদ্র ব্যাপারের মতই দাঁড়িয়ে যায়, রঙ্গমঞ্চের নয়।

এ জন্য ম্যাক্স রাইণহার্টকে ব্রিল (Brille) স্থাপিত করতে দেখা যায়। ক্রমশ: তা বর্দ্ধিত হয়ে 'ধ্বনি ও ধূম্র' (Schall and Ranch) নামে পরিচিত হয়। এ সমস্ত বিখ্যাত আর্টিস্ট ব্রাহমের (Brahm) দ্বারা ক্রমশ: হয়ে উঠে। বিখ্যাত ক্রিনিস্ থিয়েটারের সূত্রপাত হতেই ম্যাক্স রাইণহার্ট্ দেখতে পেলেন যে ব্রাহমের স্বভাববাদিতার সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করতে হবে এবং নাট্য সম্ভোগের সৌন্দর্য্যের বা artistic realism এর, (নাট্যশাস্ত্রে যাকে ষ্টাইল বলা হয়,) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ থিয়েটারে ষ্ট্রাণ্ড্বার্গের Ranch অভিনীত হয়ে যায়। কিন্তু রিয়ালিজমের প্রবল প্রতিষ্ঠা হল গর্কির * Lower Depths নামক বই অভিনীত হয়ে। এ নাটকেই রাইণহার্টের কল্পিত ষ্টাইল প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। এ নাটকের অভিনয় উদ্যোগের নাট্যশিল্পের একটা প্রধান ঘটনা। এ অভিনয় দেখে কোন লেখক বলেন:—This synthesis of Brahm and Vallentin, of naturalism and realism, ran for *five hundred* performances excluding imagination and attracting Berliners by the sheer force of unthinkable brutality মর্ম্ম। ব্রাহম ও ভ্যালেন্টিনের এই সঙ্গম হ'তে বস্তুবাদিতা ও স্বভাববাদিতার যে

* Gorky.

মিলন হয়, তা' শুধু অচিন্তনীয় নিষ্ঠুরতা-বিশ্লেষণের জোরে পাঁচশত বার অভিনীত হয়ে' বার্লিনবাসীদের আকৃষ্ট করে।

ভাব্‌তে গেলে বস্তুবাদকে যে এতটা আস্‌তে হবে, এতটা ভাঙাচোরা করে' অগ্রসর হতেই হবে এমন কোন মানে নেই। চৈনিক আর্টেও রিয়্যালিজম্‌ একটা প্রধান স্থান অধিকার করেছে অথচ সেখানে এরূপ ব্যাপার ত' ঘটে' উঠেনি। সেখানে ও বস্তুতন্ত্রতার দিক্‌ হতে অনেক জটিল আলোচনা হয়েছে; এমন কি সেখানে ভারতের আদর্শও টেঁকেনি। উরোপে বস্তুতন্ত্রতার সূত্রপাত হয়েছে ভূমিচিত্র অঙ্কনের বা ল্যাণ্ড্‌স্কেপের প্রাচুর্য্য ও প্রাবল্য হ'তে। অথচ এ কথা সকলেই স্বীকার করেন চৈনিক ল্যাণ্ডস্‌কেপকে কোন দেশের আর্ট বস্তুবাদিতার দিক্‌ হ'তে অতিক্রম কর্ত্তে পারে নি। চৈনিক আর্টের ষড়ঙ্গের মাঝে তিনটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে * প্রথমতঃ স্বভাবের সহিত আকারের মিল রাখা, দ্বিতীয়তঃ পারস্‌পেক্‌টিভ খাঁটিভাবে ঠিক রাখা, এবং তৃতীয়তঃ আকারের সহিত বর্ণের সঙ্গতি রাখা। ক্যালিগ্রাফের† সহিত যোগ থাকাতে সুশিক্ষিত চৈনিক হস্তের নৈপুণ্যের কাছে প্রি-র‍্যাফেলাইটদের ‡ চেষ্টা ও দুর্ব্বল মনে হয়।

এর কারণ হচ্ছে উরোপের বস্তুবাদ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর আশ্রিত। চৈনিক বস্তুবাদ অক্ষত সমাজবিধানের ধারাবাহী পৌর্ব্বাপর্য্য এবং গভীর চৈনিক জীবনতত্ত্বের উপর নিহিত। তা' অতীত হ'তে বর্ত্তমানকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অসংলগ্ন মনে করেনি বলে' কোন প্রবল ভাবসঙ্ঘর্ষ সমাজে ঘট্‌তে পারেনি।

এরূপে দেখা যাচ্ছে কাব্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে, নাট্যে ক্রমশঃ বস্তুবাদ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে আর সাম্‌নে যেতে হলে আর্টের একান্ত অপরিহার্য্য

* J. C. Fergusson. The scammon lectures for 1918 at the University of Chicago. Outlines of Chinese Art.

† Callgraphy.

‡ Pre-Raphaelite.

সংযম ও বন্ধন রাখা সম্ভব হ'ত না। তার পরে বিজ্ঞান ও দর্শন গঠিত হ'তে পারে কিন্তু কলার রম্যসম্পদ আর রক্ষা করা যায় না। বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিকতা হ'তে উরোপে একটা প্রবল প্রতিক্ষেপও হয়েছে, কারণ রিয়ালিজম্ প্রায় ফটোগ্রাফের মত হ'য়ে অনেকটা চরম সীমায় এসেও শিল্পকলাকে যতটা দেওয়ার ছিল তা' দিতে পারে নি; যা' আশা করা গিয়েছিল তা' পাওয়া যায় নি। এজন্য, কাব্য, চিত্র প্রভৃতি সব কিছুতেই নূতন পথ খুঁজতে হয়েছে। কাব্যে, এরূপে আবার রূপক, দেববাদ ও গূঢ়তত্ত্ব (Symbolism, Mythology, Mysticism) প্রভৃতি এসে পড়েছে। নব্য আইরিশ সাহিত্যে তা' খুব ভাল ক'রে দেখা যায়। কবিবর য়িটস্ (W. B. Yeats) ও ওগ্রেডীর (O'grady) নূতন দেববাদের সমস্ত কাহিনী নিয়ে কাব্য ও গান পূর্ণ করেছে। 'The wanderings of Oisin,' 'The death of Cochullin' প্রভৃতির ভিতর দিয়ে য়িট্স্ ক্রমশঃ সিম্বলিজমে এসে পড়েছে। 'The land of Heart's Desire'এ য়িটসের এই নব্য দেববাদের প্রতি অনুরক্তি দেখা যায়। যাদের "ডব্লিন মিষ্টিক্স্" বলা হয় অর্থাৎ এ-ই * এবং এগ্লিণ্টন † তা'রা দুজনই নানা রহস্য ও অদ্ভুতরসের ভিতর কাব্য সাহিত্যকে উপস্থিত করেছিল। থিওসফিক ধর্ম্ম ‡ অনেক ভাব ও বস্তু দান ক'রে এ-ইর রহস্যবাদিতা পূর্ণ করেছে। এ সব দেখে মনে হয় আধুনিক যুগেও দেববাদ চালান যায়।

তা' ছাড়া মধ্য উরোপে মিস্টিক ও নানা রূপকের (allegories) ভিতর দিয়ে উরোপীয় চিত্তের সৌন্দর্য্যপিপাসা চরিতার্থ করেছে। রুষীয় নাট্যকার এণ্ড্রিয়িফের § সিম্বল ও বহু দূর অগ্রসর হয়েছে। ইংলণ্ডেও ফ্রান্সিস্ থম্পসনের (Francis Thompson)এর মত কবি প্রচুরপরিমাণে রোমান ক্যাথলিকদের গূঢ় আচার অর্চ্চনা, উপাখ্যান, রূপক ও উপমায় কাব্যে এক আশ্চর্য্যালোক সৃজন ক'রে' তাহাকে এক অপরূপ লালিত্য

* G. W. Russell. † Eglinton. John. ‡ Theosophical Movement. § Andreyeef.

ওঐশ্বর্য্য দিয়েছে এবং ভাবকে পরমার্থমুখী করেছে। থম্পসনের, 'The Hound of Heaven,' 'Orient ode.' 'Anthem of 'Earth' এবং বিখ্যাত প্রেমের কবিতা 'Her portrait' প্রভৃতিতে এসব প্রচুর পরিমাণে দেখা যাবে। এ প্রসঙ্গে মরিসের Earthly Paradise'এর দেববাদের উল্লেখ কর্ত্তে হয়।

চিত্রশিল্পও নূতন পথে চলেছে। ফার * ও গোগাঁর † সিম্বলিজম, সিমোঁ বুসীর ‡ আঁতিমিজিম (Intimism) আর একটা নূতন অধ্যায় খুলেছে। তা'তে বস্তুতন্ত্রতার সম্পর্ক নেই। যা'কে ভাবাত্মক চিত্র (Ideologic painting) বলা হয় তার মূলেই আঁতিমিজম্। অপর দিকে বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী আঁরি মাঁর্ত্তাঁ § নানা রূপক (allegory) সৃজন করে' চিত্রকলাকে নূতন গতি দিতে চেষ্টা করেছে। এ প্রসঙ্গে আর্কেয়িক প্রণালীর নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। মোরিস্ দানির ‡ আদিম চিত্রপদ্ধতির অনুসরণ ও এই আন্দোলনের অন্যতম অধ্যায়।

নাট্যমঞ্চ ও রিয়ালিজম্ ছেড়ে' অগ্রসর হয়েছে। রঙ্গমঞ্চে যা'কে সমীকরণ বা "Ensembleism" বলা হয়, তা' ছাড়িয়ে ম্যাক্স রাইণহার্ট ষ্টীফেন জর্জের রহস্যবাদিতা ও রূপকপ্রীতিতে (mysticism ও symbolism) এসে' পড়েছিল। বস্তুতঃ ইম্প্রেসনিষ্ট দৃশ্যপটাদির পরীক্ষণ ও (experiment) হ'য়ে গেছে। বিখ্যাত গর্ডন ক্রেগের ‖ সিম্বলিজমও, এ শ্রেণীর। মিঃ আর্চার, ম্যাক্স্ রাইণহার্টের সেক্সপীয়র অভিনয়ে রূপক-দৃশ্যাদি (Symbolic Scenes) দেখে বলেন :—"The play was Winter's Tale. Almost all the scenes in Sicily were played in a perfectly simple yet impressive decoration—a mere suggestion without any disturbing detail." মর্ম্ম। সমস্ত দৃশ্যগুলি অতি সহজে ও নিপুণ অলঙ্করণের ভিতর উদ্দীপ্ত করা হয়েছে, খুঁটিনাটি কিছুই দেওয়া হয়নি। এ সব দেখে' কোন লেখক উরোপের নাট্যমঞ্চের আর্টকে উপলক্ষ্য করে'

* Feure. † Gaugin. ‡ Simon Bussy. § Henri Martin. ‖ Gordon Craig.
† Maurice Denis.

বলেছে :—"They are passing from naturalism to artistic naturalism, to realism and ultra-realism, thence to artistic synthesis, symbolism and now to ultra-symbolism."

প্রায় সকল শ্রেণীর আর্ট সম্বন্ধেই একথা খাটে। বিশ্লেষক চিত্ত উপস্থিতের মাঝে কোথাও বিরাম পাচ্ছে না। প্রতিক্ষেপ (reaction) ও ক্ষণিকের জন্য হচ্ছে, কারণ তা'ও ব্যক্তিগত খেয়ালের উপরই নির্ভর। রূপকগুলিও (symbol) আধুনিক যুগে ব্যক্তিগত, সমাজগত নহে; কাজেই অতীতের চিন্তাধারার সহিত এসবের প্রকৃতিগত কোন যোগ নেই। সেকালের রূপক ও ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধারণাদির উপর নির্ভর ছিল—ব্যক্তিগত রুচি বা কল্পনার উপর নহে। একালের রূপকের ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিত্ব ও আমিত্ব।

সম্প্রতি নানা ভাব ও আদর্শ ঘুরে' ফিরে' চিত্রে ও কাব্যে নানা বিচিত্রতা সঞ্চারের চেষ্টা কচ্ছে। সেকালের অনেক মোটিফ* ও একালের মনোরথে জুড়ে' দেখা হচ্ছে; এবং সম্প্রতি আর্টে কোন কোন আধুনিক চিত্র, প্রাচীনযুগপ্রবাহ সঞ্চার কর্ত্তে চেষ্টা করেছে, যদি তা'তে রমণীয় কিছু হয়ে' উঠে। তাই আধুনিক যুগের কোন কোন কাল্পনিকদের কাছে মাঝে মাঝে যা শোনা যাচ্ছে তা' এ যুগে শুধু পার্থিনন বা পিরামিডের প্রেমিক, কিম্বা বরবুদর বা আলহাম্‌ব্রার উপাসকের নিকটই সম্ভব হয়। দুটি ভাবুকের কথা মনে পড়ছে। একটি হচ্ছে বার্নস্ জোন্স। তিনি বলেন :—"চিত্র বল্‌তে আমি এমন এক সুন্দর ও অপরূপ স্বপ্নকে বুঝি যা' কখনও ছিল না ও হবে না; যা'র আলো সব আলোকের সেরা; যা' কেউ ধারণা কর্ত্তে পারে না বা স্মরণ করে না, শুধু কামনা করে এবং যা'র মূর্ত্তি (form) স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত।"

অন্যটি হচ্ছে অস্কার ওয়াইল্ড্ (Oscar wilde)। তিনি বলেন :— "আর্টে যে পুষ্পচয় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কোন অনাঘ্রাত অরণ্য তা'

* Motif.

দেখেনি; আর্টের বিহগকুলকে কোন উপবন ধারণ কর্ত্তে পারে নি। আর্ট অনেক বিশ্বকে ভাঙ্ছে ও গড়্ছে। কুঙ্কুম-রক্ত সূত্র দিয়ে আকাশের চাঁদকে আকর্ষণ করাও আর্টের পক্ষে সম্ভব। আর্টের মূর্ত্তি জীবন্ত মানুষের চেয়ে বেশী সত্য এবং আর্ট যে শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য মূর্ত্তি রচনা করেছে তার কাছে যথার্থ মূর্ত্তি ও অসম্পূর্ণ অনুকরণ মাত্র।"

বিশ্লেষণের যুগ এ'ভাবে নানা বিক্ষোভ ও সমস্যার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সব কিছু নিয়ে একটা বড় রকমের কিছু গড়ে' তোলা বা কোন সমন্বয়ের চেষ্টা করা এ যুগে দেখ্তে পাওয়া যাচ্ছেনা। শ্রমবিভাগের যুগে অতটা কা'রও অগ্রসর হওয়ার প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য নেই। উরোপে যথেষ্ট ভাঙাচোরা হয়েছে ও হচ্ছে বলেই সমন্বয়ের একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠে। কিন্তু তা' হওয়ার যো' দেখা যাচ্ছেনা। এখনও এ খণ্ডতার যুগ খণ্ডভাবেই চল্‌বে। কাব্য ও স্থাপত্য প্রভৃতিতে যেমন এপিক্ যুগ চলে' গেছে তেম্‌নি আরও নানা দিকে শুধু খণ্ডের দিক্ হ'তে ভাঙবার ও গড়ে' তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। আধুনিক তত্ত্বশাস্ত্রেও দেখা যাবে সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিকদের পৌরাণিক ভিত্তিসমূহে নানা খোঁচা ও আঘাত দেওয়া হচ্ছে মাত্র, কিন্তু সব জ্ঞানবিজ্ঞান সমন্বয় করে' বড় রকমের কিছু গড়ে' তোলবার ধৈর্য্য বা ক্ষমতা কারও দেখা যাচ্ছেনা। কেবল ভাঙা চলেনা। যে হিসাবে ভাঙা ও, গড়ার একটা অঙ্গ বা অপরদিক্, সে হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এ সমস্ত চেষ্টার মাঝেই একটা বিধৃতি-সূত্র হয়ত বোনা হয়ে যাচ্ছে যা' শুধু উপস্থিতের ভিতর আবদ্ধ হয়ে' থাক্‌তে পারে না; শুধু মুহূর্ত্তের অস্থির অঙ্ক যা'র পক্ষে পর্য্যাপ্ত হবে না। তা' অতীত ও ভবিষ্য কালপ্রবাহকে এক করে' ক্রোশের * কল্পিত ইতিহাসের সমস্তধারাকে, বর্ত্তমানেই আহিত ও জীবন্ত রাখ্‌বে।

উরোপে, আর্টের অপরূপ বহুরূপী সৃষ্টি দেখে' বিস্মিত হ'তে হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমান, সনাতন ও সাময়িকের মাঝে একটা সমন্বয় না দেখে'

* Benedetto Croce.

ঠিক যে সুস্থ থাকে না একথা বলা শক্ত। আর্টে এ প্রশ্ন অহরহ উঠছে। ওদেশে ধর্মের দিক হতে দার্শনিকেরা ও তা করেছে। জার্মানির * বিখ্যাত দার্শনিক অয়কেনের (Eucken, Rudolf) যে মত উদ্ধৃত করেছেন তাতে দেখা যাবে অয়কেন এ ব্যাপারটির উপর তাঁর ধর্মবাদে কতটা জোর দিয়েছেন। "The Greek Culture overrated form. The culture founded by the Renaissance overrated power. True culture which is religious in character, advances essential production as against that of form or force. Both form and force must be subservient to a valuable content. Form production alone, leads to stiffness in plastic works of art, through which man believes that he has expressed the eternal for all times. Force production leads to restless movement, so that all substance is analysed. Essential production on the other hand maintains continuous interaction of eternity and time......The preservation of the given and the creation of new contents must go hand in hand to the end, that we may be able to advance to true reality." মর্ম্ম। গ্রীকসভ্যতা স্থিতিশীল আকারকে বাড়িয়ে তোলে। রিণেসাঁসের সভ্যতা শক্তিকে অধিকতর মর্য্যাদা দেয়। প্রকৃত কাল্‌চারের মূলে ধর্ম্মের প্রেরণা থাকে—তা' মৌলিকচেষ্টাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেয়, আকারকেও নহে, শক্তিত্বকেও নহে। বাইরের আকার বা শক্তির বিক্ষিপ্তিকে একটা গভীর ও মূল্যবান্ ব্যাপারের শাসনে আন্‌তে হবে। যে আর্টে আকার পরমার্থ হয়েছে তা' চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে' জড়ত্ব পায়, কিন্তু তবু মানুষ মনে করে তা'তে করে' অনাদ্যন্ত ভাবকে সে প্রকাশ করেছে। আর্টের শক্তি-উপাসক গতির অস্থিরতায় চট্ ফট্ করে

* Höffding. Modern Philosophers.

এবং সমস্ত বস্তু বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করে। মর্ম্মমৌলিক আর্ট সাময়িক ও সনাতনের ভিতর একটা সম্পর্ক রক্ষা করে' চলে। যা' রচিত হয়ে গেছে এবং যা' রচিত হচ্ছে তার মাঝে একটা ধারাবাহী যোগ রাখ্‌তে হবে নচেৎ যা' ঠিক জিনিষ তা'কে ধরা অসম্ভব হবে।

আধুনিক আর্টের ইহাই সমস্যা। সাময়িক ও সনাতনের মাঝে, এরূপে যোগসূত্র অক্ষত রাখার মানেই হচ্ছে একটা সামঞ্জস্য বিধান। শুধু ব্যক্তিতন্ত্রতায় চলে না, আবার নিঃসঙ্গ তটস্থ পরমার্থতন্ত্রতা জীবন ও আর্টের মাঝে একটা অলীকতা উপস্থিত করে। বিশেষের ভিতর দিয়েই আনন্দের মাঝে অবিশেষকে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা করা, বা অয়কেনের ভাষায় ফরম ও ফোর্সের মাঝে একটা অচপল সামাজিকতা স্থাপন করা উরোপের ও এসিয়ার আহিতাগ্নি আর্টিষ্টরাই সম্ভব করে তুলেছে মনে হয়; যারা সুদূর প্রাচীন হ'তে আহিত কলাগ্নি দিয়ে যুগযুগান্তরের শিল্পীহৃদয়কে প্রজ্জ্বলিত করে' অগ্রসর হয়েছে, অতীতকে নিয়ে নিস্তব্ধ যোগীর মত প্রাচীন ভাবপুঞ্জের রুদ্রাক্ষ-মাল্য আবর্ত্তিত করে' তৃপ্ত হয়নি; প্রাচীন মন্ত্রে উদ্‌ঘাটিত রম্যজগতের নব নব গূঢ় রসধারা সঞ্চার ক'রে যা'রা তৃপ্তি পেয়েছে, অতীতের রুগ্ন জীর্ণতাপুঞ্জকে তিব্বতীয় লামার প্রার্থনা চক্রের ন্যায় যা'রা অলস ভাবের স্রোতে ঘুরিয়ে ক্লান্ত হয়নি। এরূপে তা'রা অব্যাহত ও অখণ্ড সনাতন প্রাণধারাকে কিরীটের মত শিরোধার্য্য করে' সমুজ্জ্বল বর্ত্তমানের মাঝে আনন্দে অগ্রসর হয়েছে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।

—:০:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বর্ত্তমানের ভাবের পাথেয়।

ললিতকলা আলোচনায় বর্ত্তমান ভাবজগতের ধারাগুলি লক্ষ্য করতে হয়। বর্ত্তমান রুচি ও শিক্ষা দিয়ে সে' সব পরখ করতে হয়। ইউরোপও সেজন্য খুব সতর্ক। দর্শন ও তত্ত্বের দিক হতে তুলনামূলক 'ঐতিহাসিক পদ্ধতির' মূল্য কমে' গেছে। কিন্তু তবু ইতিহাসকে একেবারে দূর করা যায় না। ক্রোশ * বলেন ইতিহাস বা অতীত হচ্ছে 'অনন্ত বর্ত্তমান' (Eternal present)। বর্ত্তমানকে তা' অভিভূত ও আচ্ছন্ন করে' আছে, ব্যক্তিগত মননের দিক হ'তেও তা' অপরিহার্য্য।

আধুনিকের মন বস্তুতান্ত্রিকতার উপর দাঁড়িয়ে আছে এ কথা বলা শক্ত, যদিও বস্তুতান্ত্রিকতার একটা বিরাট জোয়ারের সঙ্গে [illegible] সাহিত্য তা' কিছুকাল অগ্রসর হয়েছিল। মোটামুটি ভাবের দুটা স্তর অতিক্রম করে গেছে সন্দেহ নেই। ক্লাসিক যুগের কঠোর নিয়মধারা নিঃসন্দেহ চলে' গেছে। অতিরিক্ত নিয়মের কাঠগড়া ভেঙে রোমান্টিকের বৈচিত্র্য, একটা দৃঢ় ভাবের বেদীমূলে ইউরোপকে আকর্ষণ করেছিল। গোটের 'ওয়ার্দার,' দ্যমুশের† 'রোলা,' বাইরণের 'ম্যানফ্রেড', হাইনের [illegible] সিলারের‡ 'রবার' প্রভৃতি যে বিপ্লব উপস্থিত করে তা' খুবই খাঁটি ছিল অর্থাৎ তা' ইউরোপের ভাবরাজ্যে একটা স্থায়ী জায়গা দখল করেছিল; এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু এ যুগের কোন একটা মাত্র ভাবের ভিত্তিমূলে শক্ত গ্রানাইট পাথর নেই। তা'র ভিত্তিটা অনেক ব্যাখ্যা করে' দাঁড় করাতে হয়। বলা

* Benedetto Croce. † De Musset. ‡ Schiller.

খুব সহজ, ভাবের বিদ্রুপ-গর্ভ গিরিশৃঙ্গে কবিরা এখন বিচরণ করে না বা তা'রা এখন সংসারের রৌদ্রসমুজ্জ্বল রাজপথে দিনদুপুরে বিচরণ কচ্ছে।* কিন্তু স্বভাবের দিনদুপুরেও যে, সকল যুগের ও সকল দেশের ভাব এসে' ডাকাতি কচ্ছে এ কথা সাহিত্যিক ও আর্টিষ্টকে স্বীকার কর্ত্তেই হবে। বস্তুবাদিতা পূরোপূরি কঠিন ও জমাট্ না হ'তেই, পীড়িত ও আতপ্ত হৃদয়ের সন্তাপে তা' তরলিত হ'তে সুরু করেছে।

এ কথা এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুকদের স্বীকার কর্ত্তে হচ্ছে। এ যুগের প্রতিনিধিত্বের দাবী কর্ত্তে পারে এমন একজন বড় কবির মন্তব্য মনে পড়্ছে। ওয়াল্ট্ হুইটম্যান একজায়গায় বলেছেন—"এ যুগে আমাদের জ্ঞান ও কল্পনার সীমার ভিতর যে সমস্ত ভাব এসেছে ও আস্ছে, তা'র কোনটাই আমাদের নয়, সব বাইরের। নানা রকমের কাজের লোক আমাদের যথেষ্ট আছে কিন্তু খাঁটি ভাবে জাতির হৃদয় কষে' দেখ্তে গেলে তাদের চেষ্টার সার্থকতা এক মুহূর্ত্তও টেঁকে না। আমি বল্ছি আমি এমন একটি আর্টিষ্ট, লেখক বা বক্তাকে দেখিনি যে এ যুগের গভীরস্তরে প্রবাহিত অশ্রান্ত উচ্ছাস ও কল্পনাকে অনুকূল ভাব ও পরিচ্ছদে বর্ত্তমান আর্টের ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে পেরেছে।" এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে হয়ত বল্তে হয় গণতান্ত্রিক বস্তুবাদ খাঁটি ভাবে কোন পরিস্ফুট আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে পারে নি কিম্বা নিঃসঙ্গ বা অবিমিশ্র বস্তুবাদ এ যুগের ধর্ম্মই নহে।

আধুনিক আর্টের যথার্থ রসগ্রহণ কর্ত্তে হ'লে, প্রলোভন সত্বেও তা'কে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা ঠিক নহে সমগ্রভাবে দেখ্তে হয়। যেমন বর্ত্তমান সময়টি কাব্যের লিরিক্ যুগ অর্থাৎ কবিতায় এযুগে খণ্ডভাব ও খণ্ড চেষ্টাকে প্রখর আলোক-

* "Neither on mock Parnassus nor on a pasteboard Blocksberg can the poet of the age now worship. The artist walks the world at large beneath the light of natural day." Symonds.

খাতে বাঁধিয়ে তোলা হচ্ছে—কারণ তা'কে চিরকাল মুক্ত করা গেছে—তেমনি চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি চেষ্টাও নানা খণ্ডদিকে সংগীত শাখাপ্রশাখা বিস্তার করছে। কিন্তু তা' ব'লে কোন একটা খণ্ডচেষ্টাকে পরমার্থ মনে করা ঠিক হবে না। আধুনিকের সমগ্র মনন অনুধাবন করতে হ'লে একটা বড় রকমের সমন্বয়ের দিক হ'তে অগ্রসর হ'তে হবে এ কথাটি মানতেই হবে, না হ'লে বর্ত্তমানকে ছোট করা হয়। আধুনিক খণ্ড আর্টে নিমজ্জিত হয়ে আমরা আনন্দে রসগ্রহণ করছি বলে বৃহত্তের সহিত আমাদের সম্পর্কের দিকটা সম্বন্ধে হুঁস থাকা বিশেষ দরকার; কারণ বর্ত্তমান আর্টের উপলব্ধিও সমগ্রের প্রতি সম্পর্কের অপেক্ষা রাখে, যদিও তা' হয়ত সব সময় মনে হয় না। আধুনিক যুগ ভাঙ্‌বার যুগ, যা'কে যে জন্য ভাঙা হচ্ছে তা' জানা না থাকলে এ আর্টের ভূমিষ্ঠ রসসম্ভোগ হ'তে বঞ্চিত হ'তে হবে। এ যুগের সাহিত্য ও শিল্প প্রাচীন চেষ্টার যতটা প্রতিবাদ ততটা তা জানা থাকা চাই-ই। ইবসেনের নাটক বা ভেয়ারলেইনের কবিতায় আর্ট ও জীবনের দিক্ থেকে কোন্ বিষয়ে বিদ্রোহ আনা হচ্ছে এ জানা না থাকলে আধুনিক আর্টের রসভোগ কিছুতেই পূর্ণ হ'তে পারে না। যারা ভাঙছে তাদের ভাঙ্‌বার আনন্দেও আর্ট উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। কাজেই শুধু অনাসক্ত আস্বাদন মাত্র এ আর্টের উদ্দেশ্য নহে। এ দিক্ থেকেও এ আর্ট অতীতকে টেনে নিয়ে আসছে। হুইটম্যানের কাব্যরস, দুনিয়ার সব ইতিহাসকে মুছে ফেলে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কোন আর্টেরই নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে এ যুগের বহুমুখী কাব্যচেষ্টাদি অনুধাবন করতে হ'লে, কিছুকাল পূর্ব্বের, এমন কি প্রাচীন কালের আর্টেরও উপলব্ধি আবশ্যক হয়ে পড়ছে। বর্ত্তমানকে বুঝ্‌তে হ'লে অতীতকে জানা দরকার হচ্ছে; এটা হয়ত অতীতের সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। হয়ত এমনিভাবেই অতীত বেঁচে থাকবে। ব্যক্তির জীবনে ও স্মৃতি অহরহ সহায় হয়ে উঠে; কাব্য, চিত্রেও ভাস্কর্য্যে এরূপ শতস্মৃতি অমর হ'য়ে গেছে। স্মৃতির সহস্র পরাগ ও শতদল চিত্তনীড়ে অক্ষয়

আসন রচনা করে' অহরহ মানুষের জীবনকে ঐশ্বর্য্যবান্ কচ্ছে। মানুষ এদিক্ হ'তে ক্রোশের ভাষায় অনন্ত বর্ত্তমানের জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছে। সাধকের ব্রহ্মোপলব্ধি এরূপ সহস্র স্মৃতিকণার সহিত জড়িত; প্রেমিকের নিঃশব্দ অন্তর্গূঢ় স্মৃতি বহু জ্যোৎস্নালোক ও ধুসর প্রদোষকে আচ্ছন্ন করে' আছে। বর্ত্তমানকে সার্থক ও সমৃদ্ধ কচ্ছে বলেই তা'র বিশেষ আকর্ষণ। এজন্য বর্ত্তমাননিরপেক্ষ কলাকে—যদি তা' সম্ভব হয়—বর্জ্জন কর্ত্তে কারও দরদ হয় না।

কাজেই আধুনিকের মনের উপাদানগুলি একবার বিচার করে' দেখা দরকার। মিঃ বোসান্‌কোয়ে * আধুনিকের চিত্ত বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে এক জায়গায় † কিছুকাল হ'ল বলেছেন, "১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ইংলণ্ডের সাধারণের চিত্ত রম্যপরীরাজ্য ছেড়ে সরল ও সহজ কল্পনা ও মানবত্বের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হয়"।এটাকে এযুগের নব্য রিণেসাঁস বলা যেতে পারে যদিও তা' কেউ এখন বলে না। অথচ এক সময় ওরূপ চোখেই নব্য মানবিকতাকে (humanism) সকলে দেখেছে অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীন রিণেসাঁস সম্বন্ধে যেমন অনেক আলোচক গৌরব করে' বলেছে যে তা'তে স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যের দিকে লোকের দৃষ্টি ফিরেছিল, আধুনিকের মনেরও এই নব্য পরিবর্ত্তনের ভঙ্গী সম্বন্ধে ঠিক সে রকম কিছু বলা হয়নি, কারণ এ পরিবর্ত্তনটির ভিতর নানা জটিলতা এসে জুটেছে যা' বিশ্বের সহিত আধুনিকের নব্য সম্পর্কে নানা বিচিত্রতা সঞ্চার কচ্ছে। অনেক বৈষম্য, ভাব ও আদর্শের অনেক উর্ম্মি ও প্রত্যূর্ম্মি এক সঙ্গেই এ যুগে কাজ কচ্ছে। কাজেই এ যুগের শিল্পচেষ্টার মাঝে কোথাও দাঁড়ি টান্‌বার যো' নেই। উপরোক্ত ভাবুকের মতে যে সব কারণে পরীরাজ্য হ'তে লোকের মন ঘরে ছুটে' এসেছিল তা' একবার আলোচনা কর্ত্তে হয়। কারণ সে সবের ভিত্তি অনেকটা সাময়িক বলে' সে গৃহবাস স্থায়ী হয়নি। তাঁর মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, গ্যেটের ও হাইনের ‡ অনুকরণে রচিত

* Bosanquet. † Lectures on Aestheties. 1914 London University. ‡ Heine.

রোমান্টিক ব্যালাডের ভাবুকতা-পূর্ণ ভগ্নাবশেষ, সাদের * প্রৌঢ়া কল্পনার গ্রথিত কাব্যচয়, স্কটের রমাকাব্যাদি, শেলীর অতিরিক্ত কল্পনাপ্রসূত কয়েকটা কবিতা এবং নোয়েল প্যাটনের পরীর দৃশ্য এবং দৃশ্যগত কল্পনালোক প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল। যখন সেক্সপীয়রকে অধ্যয়নের চেষ্টা হ'ত তখন তাঁকে আরক্ত ভাবজোয়ারণের মাঝে প্রতিষ্ঠিত কিম্বা মেঘালিঙ্গিত দুর্গচূড়ার মাঝে উপলব্ধি করা হ'ত; কিম্বা তরল তরণীর উপর সমাসীন ক্লিওপেট্রার কাল্পনিক মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা হ'ত। সেকালের রয়েল একাডেমীর ছবিগুলিও বহুকাল ও বহুদূরের করুণ রসাত্মক ঘটনা ও দৃশ্যে পূর্ণ ছিল যা' ব্যাখ্যা না করলে বোঝ্বার যো' ছিল না।

কতকগুলি নূতন ব্যাপারে এ সব ইন্দ্রজাল চলে' যায়। এ সময় রস্কিন † টার্ণারের ‡ আঁকা ছবিগুলি সম্পর্কে একটা নূতন অর্থ দিতে চেষ্টা করে এবং সে প্রসঙ্গে সৌন্দর্য্যের একটা নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে কালের নাটক ও গ্রীক নাটকের মাঝে, মানবিকতার দিক হ'তে একটা যোগ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় এবং অভিনয়ের ভিতর দিয়েও এ যোগ ও সম্পর্ককে যথার্থ বলে' প্রমাণ কর্বার চেষ্টা হয়। তা' ছাড়া এ' সময় ইংলণ্ডের প্রি-র‍্যাফেলাইট আন্দোলন, রোমান্সের অনেক উচ্ছ্বাস থাকা সত্ত্বেও আধুনিকের সহজ মানবধর্ম্ম ও কৌতুককলার সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়ে' একটা স্বভাববাদের নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

অথচ এ শ্রেণীর সমস্ত আলোচনা, ব্যাখ্যা ও চর্চ্চার ভিত্তি ও যুক্তিবল প্রভৃতি অতি অপ্রচুর ছিল বল্‌তে হয়। ইতি মধ্যেই ওসব প্রত্যাঘাত হয়েছে। যে সব যুক্তির উপর এ ভাবগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সব আর এখন চলে না—কাজেই আধুনিকের মন স্বভাববাদিতাকে একালে তেমন ভাবে আর পরমার্থ করে' তুল্‌তে পাচ্ছে না। রসকিনের গোঁড়ামি এবং টর্ণারের ছবি সম্বন্ধে মতামত

* Southey. † Ruskin. ‡ Turner.

রসকিনের কাল হ'তেই অনেকটা মূল্যহীন হয়ে গেছে। সৌন্দর্য্যকে শুষ্ক বিচার ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার বিপুল চেষ্টা কোন পরিমাণ রক্ষা কর্ত্তে পারেনি। বাস্তবিক আর্ট সম্বন্ধে এতটা ভাল মন্দ লঘু তর্ক আর কখনও দেখা যায়নি। এজন্যই অস্কার ওয়াইল্ড্ বলেছে যে রসকিনের মতামতের মূল্য না থাক্‌লেও অমন আশ্চর্য্য গদ্য লিখ্‌বার আর্ট এ যুগের কা'রও নেই। দেখা যাচ্ছে রসকিনের মূল্যকে শেষটা রস্‌কিনের ষ্টাইলকে আশ্রয় করে' বেঁচে থাক্‌তে হচ্ছে। হুইস্‌লার * ত' স্পষ্টই রসকিনকে লক্ষ্য করে' বলেছিল যে দেশের শ্রেষ্ঠতম সজ্জন ও চূড়ান্ত কোন পণ্ডিত সম্বন্ধেও যদি সৌন্দর্য্য বিচারের চোখ ও কান নেই বলা হয় তবে তা' তিরস্কার করা হয় না। হুইস্‌লারের 'দশ ঘটিকা'য় † এ শ্রেণীর নানা আলোচনা আছে।

গ্রীক নাটকের সহিত যে একটা সাম্য আবিষ্কৃত হওয়া বা উপলব্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সে'টাও একটা সাময়িক খেয়ালে; কোনরূপ গভীর বিচারের তা' অপেক্ষা রাখেনি। গ্রীক নাটক সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালে অনেক আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। রঙ্গমঞ্চে প্রাচীন, অধুনিক ও প্রাচ্য নানা রকমের নাটক, নানা আদর্শে অভিনীত হয়েছে—যা' কিছুকাল পূর্ব্বে অসম্ভব ছিল। তা'তে করে' এবং বিশেষভাবে আরও গভীরতর প্রত্ন-তত্ত্বাদি অধ্যয়নের ফলে উরোপের শ্রেষ্ঠ ভাবুক ও নাট্যশিল্পীগণের নাটক সম্বন্ধে মতামত একটা সুস্থ ও সবল ভিত্তিতে এসে' পড়েছে। শ্রেষ্ঠ ভাবুকদের মতে ক্লাসিক নাটক আধুনিক নাট্যমঞ্চে অভিনয় করা অসম্ভব। ভাবের দিক্ হ'তে গ্রীক্ কালচারের আবহাওয়া এ যুগে জন্মান যায় না এবং দৃশ্যের দিক্ হ'তেও ষ্টেজকে মিউজিয়াম, প্রত্নতত্ত্ব বা আর্কিওলজির † একটা বিপুল সংগ্রহ করে' তোলা অসম্ভব। তাঁরা বলেন যে অতি গভীর ও নিবিড় অধ্যয়ন না থাক্‌লে এবং মনের ভঙ্গীরও একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব না থাক্‌লে সে কালের রহস্যমূলক গ্রীকচিত্তে

* Whistler. † "Ten O'clock."

কোন আধুনিকের প্রবেশ সম্ভব নহে। গ্রীক নাটক হ'তে এই নিয়তির ভাবটি দূর করবারও যো' নেই কারণ তা' হ'লে জীবনতত্ত্ব ও চেষ্টা সম্বন্ধে গ্রীক চিত্তের যে একটা বিশেষ ধারণা ছিল এবং যে সমস্ত অবশ্যম্ভাবী গূঢ় কারণে গ্রীসে বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল—সে সব কিছুই বাদ যায় না। এজন্যই তাঁরা বলেন যথার্থ ভাবুক নাট্যকার এসব কারণে খাঁটি গ্রীক ভাবের কর্তৃত্বকে প্লেগের মত দূর করতে চায়। কারণ এ যুগের শিক্ষিত লোকেরা কেউ গ্রীক মন্দির তৈরী করে না—কিম্বা তা' করবার কোন প্রবল প্রেরণাও অনুভব করে না; তারা' এ যুগের আদর্শ, ভাব ও আচারে নিজেদের মন্দিরই তৈরী কচ্ছে। এযুগে ক্লাসিক নাটক অভিনয় করার অর্থ হচ্ছে তাকে একটা আধুনিক রূপ দেওয়া, কারণ তা' ক্লাসিকত্বের কোন হাওয়াই বহন করে না। আধুনিক যুগে গ্রীক্ আর্টের সহিত যে একটা ভাবসম্বন্ধ হয়েছে বলা হয়, সেটা ও গ্রীক আর্ট সম্বন্ধে জ্ঞানের অপ্রচুরতা হ'তে হয়েছে। এ যুগের মুখোস্ দিয়ে গ্রীক নাটককে এযুগের সহিত এক করা যায় না। শুধু গ্রীক নাটক কেন, সেক্সপীয়রকেও বস্তুবাদের দিক্ হ'তে অভিনয় করা হয়েছে এবং ক্রমশঃ সাময়িক রুচির অনুকরণে ইম্প্রেশনিষ্টিক্ ও সাঙ্কেতিক (Symbolic) দিক্ থেকে অভিনয় করা হয়েছে। সেক্সপীয়র এসব পরিবর্তনে অনেকটা নূতন চেহারাই পেয়েছে বলতে হয়। এজন্যই আধুনিক নাট্যকারদের শিল্পস্রষ্টা (Creative Artist) বলা হয়।

তা' ছাড়া গ্রীক্ নাটকের ঐক্যে—যা'তে করে গ্রীক্ দর্শকের চিত্তে শুধু একটা বিশেষ ভাব মুদ্রনের চেষ্টা করা হ'ত—ও একালের নাটকীয় ঐক্যে কোন সাম্য বা সম্পর্ক নেই। গ্রীক্ নাট্যকার, ত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য, প্রতিহিংসা, বিচার বা শাস্তি প্রভৃতি বিষয়ের মাঝে যে কোন একটাকে—শুধু একটা ভাবমাত্রকে—পরমার্থ করে তুলত; লা ফোঁতেইনের * গল্পের মত শুধু একটা

* La Fontaine.

ভাবকে দর্শকের মনে আঁক্‌তে চেষ্টা কর্ত্ত। কিন্তু এযুগের নাটকের তা' ধর্ম্ম নয়। এযুগের ঐক্য, বৈচিত্র্যের ঐক্য; বৈচিত্র্যকে অবিরোধে সামঞ্জস্যের ভিতর বিকশিত করার প্রবল চেষ্টা এযুগের কাজ। গ্রীক ঐক্য—একত্বের ঐক্য। কোন লেখক বিপরীত দিক থেকে বলেছেন, "এক হিসাবে আধুনিক যুগের নাট্যকলা রিণেসাঁস যুগ অপেক্ষা গ্রীক্ যুগের সহিতই নিকটতর হয়েছে বল্‌তে হবে; কারণ এ দু'টি আর্টই এক হিসাবে ঐক্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু তা' এক শ্রেণীর বা নিয়মের ঐক্য নহে। গ্রীকযুগ ঐক্যেরই ঐক্য দিতে চেষ্টা করেছে আধুনীক যুগ বৈচিত্র্যের সুসঙ্গত ঐক্যবিধানের চেষ্টা করেছে।*

ওয়াগনারই প্রথম এই সৌন্দর্য্যের ঐক্যবাদের (Aesthetic Synthesis) দিকে সকলের মন আকৃষ্ট করে। নাট্য, গীতি, আবৃত্তি, আলোকপাত, বর্নবিক্ষেপ, অভিনয় প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপরের ভিতর একটা ব্যাপকতর সর্ব্বগ্রাহী যোগ ও সমন্বয় সাধন করার কল্পনা ওয়াগ্‌নার হ'তেই সুরু হয়েছে বল্‌তে হবে। যা'কে উরোপের নাটকীয় আর্টের ভাষায় 'ষ্টাইলিজেস্‌ন্' (Stylisation) ও সমন্বয় (Synthesis) বলা হয় তার মানেই হচ্ছে এই। শ্রেষ্ঠ ভাবুক মিঃ মাইআরহোলট্ † এ'কে লক্ষ্য করেই বলেছেন যে ষ্টাইল দেওয়ার মানে হচ্ছে যতরকম আনুষঙ্গিক উপায় সম্ভব সব কিছু দিয়ে কোন সময়ের বা ঘটনার ভিতরকার একটা গভীর ঐক্যকে প্রস্ফুটিত করা—যা'তে করে' সুন্দর কলাসৃষ্টির অন্তর্নিহিত মূল কথাটি ব্যক্ত করা হয়।‡

* The movement in the theatre to-day is more Greek than Renaissance owing to its feeling for Unity. But the Unity sought is not the same. For whereas the Greek sought Unity of Unity aud obtained it the moderns are seeking unity of variety. H. Carter.   † Mr. Meirholdt of St. Petersberg.

‡ By the Stylisation of a period or a phenomenon I mean the use of all means that bring out the inner synthesis of a period or phenomenon and that enable the latent characteristics of artistic works to be clearly presented.

তা ছাড়া এ' দিক থেকে বলা চলে জার্মাণীর থিয়েটারগুলিতে আরও একটা জিনিষের ভাব এসে পড়েছে যা এখনও ইংল্যাণ্ডের ফেশানেবল নাট্যমঞ্চকে অধিকার করে নি। এ হচ্ছে "Art of Ensemble" বা সুসমন্বয়ের আর্ট; নাট্যমঞ্চে, অভিনয়, দৃশ্যপট, সঙ্গীত ও আলোকসম্পাতকে একই ভাবে একই দিকে ও লক্ষ্যে চালাবার একটা প্রবল চেষ্টা। কাউকেও কিছু বাড়িয়ে তোলা হবে না, কোন অভিনেতাকেও নয়, সঙ্গীতকেও নয়, দৃশ্যকেও নয়। সব কিছুকেই সমান সঙ্গতি রক্ষা করে' চল্‌তে হবে। নায়কের খাতিরে অন্য কাউকেও ছোট করা হবে না, দৃশ্যপটকে বড় করবার জন্য কোথাও কিছু থমকে যাবে না। সকলকেই পরস্পরের পরিমাণ রক্ষা করে চ'লে, যাতে সমস্ত নাটক সুসম্বদ্ধ ও পর্য্যাপ্ত হবে। এ'কে দার্শনিক ভাষার অনুকরণে নাটকীয় কর্ত্তৃশক্তি বা Will of the Drama নাম দেওয়া হয়েছে। নাটকের এই মননকে সম্পূর্ণ ভাবেই বিকশিত করতে হবে, কোন অংশকে বাড়িয়ে সমগ্রকে ক্ষুণ্ণ করলে চল্‌বে না। জার্মাণী, ফরাসী ও রুষে এ আদর্শের প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার বা নায়ক অভিনেতাদের করতালি ও বাহবা লাভের দিনও চলে গেছে। ব্রাহম* সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি খুব দৃঢ় ভাবেই মনস্তত্ত্ব মূলক সমত্ব†প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং সেজন্য অতি ছোট ছোট অংশ গুলিও (part) যোগ্যতম লোককে দিয়ে অভিনয়ের চেষ্টা করেন। ব্রাহমের তত্ত্বাবধানে কোন অভিনেতাকে দর্শকের খাতিরে বাড়িয়ে তোলা হ'ত না, নাট্যকারের কর্ত্তৃশক্তির নিকট নত হ'তে হ'ত। সামান্য ও সাধারণ আসবাব প্রভৃতি ও সমগ্রসৌষ্ঠবের খাতিরে পরিচালকের ভাব-ধারার সহিত সুর রক্ষা করে চল্‌তে হ'ত। এরূপে ব্রাহম নাটকের প্রবল শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নাট্যমঞ্চকে শিক্ষা ও চর্চ্চার উচ্চতম কেন্দ্র করে' তোলে। ব্রাহম এ সমন্বয়কে আশ্চর্য্যরূপে সফল করেছিল। ক্রমশ: তারই আদর্শে

* Brahm. † Pychological Uniformity.

প্রত্যেক নাটককে সমগ্র ভাবে দেখ্‌বার চেষ্টা হয়েছে এবং কোন অংশকেই বাড়িয়ে তোলা হয়নি। এরূপে অভিনয়ে নাটকের বৈচিত্র্যের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত (collective will) হয়। কোন শ্রেষ্ঠ ইংরাজ লেখক স্পষ্টই এ' প্রণালীর শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন নাট্যে সুসঙ্গতির চেষ্টা ইংলণ্ডের এক-লোকো-ব্যাপার (one-man-system) হ'তে অনেক উচ্চ ব্যাপার। তাতে চিহ্নিত অভিনেতারা (stars) ষ্টেজের করতালি ও আলো, ষোল আনা দখল কর্ত্তে পারে না; অভিনেতাদের ষ্টেজের কেন্দ্র ভাগ দখল কর্ত্তে লড়াই কর্ত্তে হয় না, প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর উপর মাত্র সবদিক হ'তে নাটকের প্রখর আলো পড়ে না।

উরোপের নাটকীয় আর্টের এই সমস্ত আদর্শ ও ভাবের ভিতর দিয়ে যারা কখনও অগ্রসর হয়েছে তা'দের পক্ষে বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চগুলি, ভাবের ইতরতা ও আর্টের দৈন্যের দিক্ হ'তে—অন্যান্য দিক্ ছেড়ে দিলেও—কতটা দুঃসহ, কল্পনা করা কঠিন হবে না। বস্তুতঃ ওসব মঞ্চে এ দেশের খাঁটি পুতুলনাচ ব্যবস্থা করাই ভাল; তা'তে কল্পনা আঘাত পাবে না রুচিও মথিত হবে না। তা'তে রিয়্যালিজম্ সম্ভব না হ'লেও সিম্বলিজম বা সঙ্কেতের কাজ ভাল চল্‌বে। সে চেষ্টা ও এ দেশে পুতুল দিয়ে যতটা সম্ভব হবে মানুষের দ্বারা ততটা নহে, কারণ পুতুলের পক্ষে চালাক হ'য়ে সব মাটি করা সম্ভব নহে।'

দেখা যাচ্ছে আধুনিক নাটকের রসধারার মূলের সহিত গ্রীক নাটকের প্রবল বিরোধটি ক্রমশঃ ধরা পড়েছে। গ্রীক নাটককে মানবরসাত্মক বা humanistic বল্‌লে ও তা' আধুনিক কালের মানবরস নহে, যদি ও তা'কে ও'রকম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। গ্রীক নাটকের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীকের ধর্ম্মগত জটিল রীতিনীতি ও আচারের গূঢ় ও গভীর যোগ আছে এবং সে জন্য তা' উপভোগ করবার প্রণালীও অন্য রকমের ছিল। কোন লেখক বলেন, আজকালকার নাটক আমরা যে ভাবে দেখি, সেকালে গ্রীকদের চোখে তেমনি

ভাবে গ্রীক নাটক কখনও দেখা যেয়নি। গ্রীক নাটক চিরকালই গীত ও সুরের উপর নির্ভর করেছে। সামাজিক ও ধর্ম্মগত উৎসব কিম্বা মন্দিরে অর্চনাদি উপলক্ষ্যে সমবেত বিরাট জনতার সামনে এই নাট্য কথা গীত ও সুরের ভিতর দিয়ে উপস্থিত করা হ'ত। ডাই-ও নিসিয়াস এ ব্যাপারের অধিষ্ঠাতৃদেব ছিল এবং তাহার উৎসবেই এসব হ'ত। এর ভিতর অন্য কোন রহস্যের বা ব্যাখ্যা ছিল না। এযুগের সহিত কোনরূপ যথার্থ সম্পর্ক প্রাচীন ধর্ম্মাচারযুক্ত আর্টের ভিতর খুঁজতে চেষ্টা করা বৃথা। রিয়েলিসম ছেড়ে গ্রীক আর্টকে পিতৃত্ব দান করার চেষ্টাও অলীক।

মানবজীবন ও চরিত্র এবং বিশেষতঃ নাটকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাচীন নাটক ও আধুনিক নাটকের গোড়াতেই একটা প্রবল ভেদ আছে। সাধারণতঃ বিয়োগান্ত উচ্চ রকমের নাটকগুলি গভীর সামাজিক কারণে নানা সময়ে রচিত হ'য়ে থাকে। ইডিপাস * এক শ্রেণীর ঘটনাবৃত্ত হ'তে সৃষ্ট হয়েছে, 'কিংলিয়ার' † অন্যরকম ঘটনাপুঞ্জকে আশ্রয় করে স্বরূপ পেয়েছে। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নাটকীয় ভিত্তি ছিল। নাটকের গঠন, ভাবাবেগ অভিনয় ও ব্যাখ্যা নানা জাতিতে নানা কালে, নানা শিক্ষা ও চর্চ্চার বিভিন্নতার ভিতর সৃষ্ট হয়েছে।

আধুনিক কালে চৈনিক, জাপানীয়, গ্রীক বা সেক্সপীয়রীয় নাটকের অভিনয় অনেকে উপভোগ কচ্ছে সন্দেহ নেই। তার কারণ হচ্ছে রঙ্গমঞ্চে বহু লোক তাতে আধুনিককালের ভাবাবেগ ও চরিত্রকল্পনা নিবিষ্ট করে প্রাচীনকালের বিচিত্র ভাবগুলিকে বর্জ্জন করতে পেরেছে। এ শ্রেণীর প্রত্যেক নাটকই হচ্ছে একটা নূতন সংস্করণ, গোড়াকার খাঁটি ব্যাপার নহে। জিনিষটা এ হিসাবে ভেজাল—খাঁটি নহে।

প্রি-র‍্যাফেলাইট আর্ট সম্বন্ধে রস্কিনের প্রবল সমর্থন ও পণ্ডশ্রমে পরিণত

* Oedipus. † King Lear.

হয়েছিল। কারণ খাঁটি স্থষ্টির প্রাণপদার্থের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন, এ'র মূলে নেই। কোন আলোচক বলেছে প্রকৃতিকে যদি পেরেক দিয়ে বিদ্ধ ও নিঃস্পন্দ করে' অপরিবর্ত্তনীয় অংশ গুলি আঁকা সম্ভব হয় তবে প্রি-র‍্যাফেলাইটরা সফল হয়েছিল।*

কথা হচ্ছে স্থষ্টিকে যন্ত্রবদ্ধ করা যায় কি না, বজ্রমুষ্টির আয়ত্ত করা যায় কি না। বার্গসোঁ স্থষ্টিকে প্রতিমুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনের (change), উপর নিহিত মনে করেন—স্থষ্টির মাঝে পরিবর্ত্তনটাকেই একটা মুখ্য ও বড় রকমেই সত্য মনে করেন—তা'কে যদি উদ্দীপ্ত করা না যায় তবে স্থষ্টিকে সত্যভাবে গ্রহণ কি করে হল? বাস্তবিক এই তরুণ কলাচেষ্টা মাত্র পাঁচ বছর টিঁকেছিল (১৮৪৮ খ্রীঃ হ'তে ১৮৫৩ খ্রীঃ)। তা'র পরে আর কেউ পি. আর. বি. † অক্ষর গুলি নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করেনি। দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক বা মধ্যভিক্টোরিয়া যুগের 'আধুনিকতা' কোন সুসম্বদ্ধ তত্ত্বের উপর নিহিত ছিল না। এ জন্য এ'কালে তা'র কোন মতামত স্থায়ী হ'তে পারে নি। প্রি-র‍্যাফেলাইটদের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল টাইপ (type) স্থষ্টি করা। অবশ্য এ' বিচিত্রতা ও বিচ্ছিন্নতার যুগে যথার্থ যুগ-চিত্র (type) আঁক্‌তে পার্‌লে এবং তার প্রতিষ্ঠা দিতে পার্‌লে একটা বড় রকমের কাজ হ'ত। কিন্তু এ আর্ট সে দিকে যায় নি। চল্‌তি চিত্র ও দৃশ্য আঁক্‌লেই টাইপ আঁকা হয় না বরং ঠিক উল্টো। খুঁটি নাটি এঁকে এ' কাজ হয় না খুঁটি নাটি বাদ্ দেওয়াই এ'তে প্রধান ব্যাপার। সে হিসাবে, টাইপ স্থষ্টি মোটেই বস্তুতন্ত্র ব্যাপার নহে।

আশীরীয়, মিশর, গ্রীক ও ভারতীয় আর্টের টাইপ মুখ্য ভাব ও বস্তুর ধারাকে আশ্রয় করে' রচিত হয়েছে। যা' সাময়িক তা'কে নহে, বস্তুচিত্রের

* "And so far as it was possible as it were to nail nature down to record her most permanent parts these Pre-Raphaelites succeeded." Hueffer. † P. R. B.

যা' অপরিহার্য্য (essential) তা' নিয়েই চীনা পদ্ধতি সম্ভব হয়েছে। গ্রীক আর্টে ডিলসের এপোলো মূর্ত্তি, মিশরীয় আর্ট সম্রাট ফেরাউনের মূর্ত্তি, চীনের কুও-যু-ই* মূর্ত্তি পারস্য আর্ট সম্রাট প্রথম শাপুরের মূর্ত্তি প্রভৃতি লোকের আসল ও অকৃত্রিম মূর্ত্তি নয়। এমন কি গ্রীক আর্ট দার্শনিকদের মূর্ত্তিগুলো ও যথার্থ গ্রীকদের অনুকরণে রচিত হয় নি। এরিষ্টোফেনিস্ পড়ে দেখা যায় আথেন্সের মেয়েরা কসে ড্রেস্ ব্যবহার করত, উঁচু জুতো পরত, চুলে কলপে রঙ দিত, মুখেও রঙ দিত; মোট কথা ফ্যাসনের ধার পুরই ধারত।

কলাচেষ্টাকে আধুনিক কালের ভাব ও ঘটনাতে নিবদ্ধ করা উচিত,—এ মতামতও বেশী কাল স্থায়ী হয় নি। চিত্র ও কাব্য কেবল আধুনিক ঘটনা ও বস্তুব্যঞ্জনাতে পর্য্যবসিত করা উচিত এরূপ মত এ কালে চলছে না। অস্কার ওয়াইল্ড্† তা' ঠিক বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন বর্ত্তমানের ঘটনা নিয়ে উচ্চতর আর্ট হ'তে পারে না। আর্টের দিক হ'তে ও অগণিত বর্ত্তমান—যাঁকে জীবন বলা যেতে পারে—তা' অপূর্ণ। আমাদের অভিজ্ঞতার তৃপ্তি ও পরিপূর্ত্তির জন্য জীবনকে পরমার্থ মনে করা বৃথা। উহার ঘটনাপুঞ্জ সঙ্কুচিত, প্রকাশ অসমান এবং আকার ও প্রাণের ভিতর কোন সংহত সামঞ্জস্য নেই—যাতে করে আর্টের দিক্ থেকে আলোচক ও ভাবুকদের তৃপ্তি হ'তে পারে। আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট, কবিবর য়িটসও বলেন বর্ত্তমানের ঘটনা অপেক্ষা সুদূরের ঘটনাই কল্পনাকে প্রাচুর্য্য দেয়।‡ এক জায়গায় অস্কার ওয়াইল্ড বলেন:—"যত খারাপ ও দুর্ব্বল আর্ট, বর্ত্তমান জীবন ও সৃষ্টির প্রতি এক চোখো দৃষ্টিপাতে সম্ভব হয়েছে। জীবন ও সৃষ্টিকে আর্টে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু

* Kuo-Tzu-I † Oscar Wilde. Blake.

‡ So far from the discussion of our interests and the immediate circumstances of our life being the most moving to the imagination it is what is old and far-off, that stirs us the most deeply. W. B. Yeats. "Discoveries"

তা'কে কাজে খাটাবার আগে আর্টের বিশিষ্ট নিয়মবিধির মাঝে এনে' তা'কে রূপান্তরিত কর্ত্তে হয়। যে মুহূর্ত্তে আর্ট কল্পনামূলক উপকরণসম্ভারকে বর্জ্জন করে, সে মুহূর্ত্তে আর কিছুই থাকে না। প্রত্যেক আর্টিষ্টকে দু'টি জিনিষ দূরে রেখে চল্‌তে হয়—আধুনিক ফরম ও আধুনিক বিষয়। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাস করি বলে' এই শতাব্দী ছাড়া অন্য যে কোন শতাব্দীই আর্টের বিষয়ীভূত হ'তে পারে।" এ জন্য ব্লেক* বলেছে:— "The best wine is the oldest, the best water is the newest" অর্থাৎ সুরা বিচার কর্ত্তে গেলে সব চেয়ে বেশী পুরাতনকে ভাল বল্‌তে হয়, জলের বিচার কর্ত্তে হলে সব চেয়ে, বেশী নূতন ও টাট্‌কাই ভাল। এ'র মানে হচ্ছে উপস্থিত ঘটনা বিচার কর্ত্তে হ'লে বর্ত্তমানের ইন্দ্রিয়-জগতের উপর সব চেয়ে বেশী নির্ভর কর্ত্তে হয়, কিন্তু গভীর ভাবাবেশ যত পুরাণ হয় ততই ভাল; তা' হ'লে স্মৃতির বৈচিত্র্যে সৌন্দর্য্যের মাদকতা ঘনীভূত হয়।

স্বভাববাদের গোড়াকার ইতিহাস এ' ভাবে পর্য্যবসিত হয়েছে। তা' অপ্রচুর ও অসংলগ্ন বলে' এ প্রসঙ্গে নূতনভাবে সব প্রশ্নগুলি আবার আলোচিত হয়েছে। স্বভাবকে ভাবের হিমাদ্রিচূড়া হ'তে বিচ্যুত করে' আর্টের শীর্ষেই সম্রাটের হীরক-খচিত জয়মুকুট দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হয়েছে, স্বভাব কা'কে বলে? প্রকৃতি বড় না আর্ট বড়? অতি সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেছে। প্রকৃতির গর্ভে আমাদের জন্ম হয় নি আমরাই প্রকৃতির জীবন দান করেছি। সৃষ্টি আমাদেরই ভাবের তৈরী জিনিষ, আমাদের মনোরাজ্যেই সৃষ্টির জন্ম। আমরা দেখ্‌ছি ও ভাব্‌ছি বলেই বস্তুপর্য্যায় একটা ধর্ম্ম পেয়েছে। আমরা যে ভাবে দেখ্‌ছি সেটা আমরা যে শ্রেণীর আর্টের ভিতর শিক্ষিত ও পুষ্ট হয়েছি তা'র উপর নির্ভয় করে। কাজেই এ যুগ অনুভব কচ্ছে, আর্ট সৃষ্টিকে

* Blake's The marriage of Heaven and Hell.

অনুসরণ করে না; সৃষ্টিই আর্টকে অনুসরণ করে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র ও নানা কলার রসাভাসের ভিতর দিয়ে জগৎ প্রস্ফুট ও প্রসাদিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ছে। জগৎ-কপালের উপরই সৃষ্টির আরক্ত শতদল বিকশিত হয়েছে। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে উনবিংশ শতাব্দী ব্যালজ্যাকের* সৃষ্টি। কোন লেখক বলেছিলেন ব্যালজ্যাকের গ্রন্থাদিতে যে সব চরিত্র ও চিত্র দেখতে পাওয়া তার তুলনায় পরিচিত মানবজীবন ও ঘটনাপারম্পর্য্য রসহীন ও স্বাদহীন মনে হ'ত। ব্যালজ্যাকের সাহিত্য ভবিষ্যযুগের সমস্ত বৈচিত্র্য মন্থন করে' সমাজকে আদ্যোপান্ত রূপান্তরিত করে' ফেলে!

নীট্সসে একজায়গায় চমৎকারভাবে একথাটি বলেছে। "মানুষ ভাবছে, দুনিয়া সৌন্দর্য্যে ওতঃপ্রোত হয়ে আছে—কিন্তু সে ভুলে যায় যে তার কারণ সে নিজেই। সে নিজেই তাকে সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করেছে....... বাস্তবিক, মানুষ সৃষ্টিপর্য্যায়ে নিজের ছবিই দেখে, নিজের অনুরূপ হ'লেই তা'কে সুন্দর মনে করে। সংসার কি বাস্তবিক সুন্দর?—মানুষ মনে করে বলেই তা' সুন্দর। মানুষ তাকে মানবরসে পূর্ণ করেছে—এই হচ্ছে কথা।† এজন্যই বলা হয়েছে বর্ত্তমানের স্বভাববাদে সম্প্রতি আর গোঁড়ামি নেই—ভাবরাজ্যে উহার আধিপত্য সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। যে সমস্ত কারণে তা' হয়েছে সে সমস্ত, আর্ট ও আর্টের অনুশীলনে নানা গভীর ও ব্যাপক প্রশ্ন তুলেছে,—যা' কোন ভাবুকের পক্ষে কোন খাতিরে অশ্রদ্ধা করা সম্ভব নহে। সম্প্রতি 'আধুনিক' বল্তে বস্তুবাদী মাত্র বোঝায় না। আধুনিক সাহিত্য ও চিত্রশিল্প নানা রস ও ফলভারে পূর্ণ হয়ে' জীবনযাত্রার যে বিচিত্র পাথেয় সংগ্রহ করেছে, সব কিছুই কল্পনায় জাগ্রত হয়ে উঠে।

* Balzac.

† "Man believes the world itself to be overcharged with beauty, he forgets that he is the cause of it. He alone has endowed it with beauty. In reality man mirrors himself in things; he counts everything beautiful which reflects his likeness......Is the world beautiful ?—just because man thinks it is. Man has humanised it after all !" The Twilight of of the Idols. Nietzche.

বর্ত্তমানের ভাবের পাথেয়।

সোণালি পরীর পাখা হ'তে নেবে ঘরে ফিরে' আসার যে কথা হয়েছে হয়ত তা' ঠিক। কিন্তু ঘরের ভিতরও সোণালি রঙের অপরূপ আলো এসে পড়েছে। ঘরের ভিতর নানা বিচিত্রতা, নানা সমস্যার ভিতর দিয়ে ঢুকে' পড়েছে সে সমস্ত সমস্যার কোন কূল' পাওয়া যাচ্ছে না বলে' মানবচিত্ত কখনও সাম্নে কখনও বা পেছনে দৃষ্টিপাত করে' জীবনের গভীরতম দ্বারে আঘাত কর্ত্তে আরম্ভ করেছে। ঘরে যা' পেয়েছে তা' হয়ত অতি সামান্য বলে' বহু যুগ ও কালের পসরায় তা'কে পূর্ণ করা হয়েছে। বস্তুবাদের তুষারিত শৈত্য হৃদয়কে জীর্ণ ও শুষ্ক করে' এরূপে নববসন্তের উন্মাদনার জন্য প্রস্তুত করে' এসেছে। পত্রপুষ্প ও ছায়াচ্ছন্ন ভাবকুঞ্জ একেবারে শীর্ণ হয়েছিল বলেই আবার দক্ষিণ হাওয়ার সূচনায় কাব্য, চিত্র ও সমগ্র কলারাজ্য অশ্রুতপূর্ব্ব কাকলিতে পূর্ণ হয়ে গেছে! এ জন্যই কবিবর য়িটস্ এক জায়গায় বলেছে, এ যুগে সাহিত্যের পক্ষে দুটি পথ আছে; একটা হচ্ছে উর্দ্ধদিকে ও ভেয়ারহায়েরাঁ* ম্যালারমে† ও মিতরলিঙ্কের মত কবির গভীরতর পেলব ও সূক্ষ্ম কল্পনায়, মার্জ্জিত ও সুশিক্ষিত ভাবুকদের মাঝে একটা নূতন বোঝাপড়া করা এবং একটা নূতন উচ্ছাসের সৃষ্টি করা—যা' সাহিত্যকে ধর্ম্মে পরিণত কর্‌বে; কিম্বা নীচের দিকে আত্মাকে বহন করে' নিয়ে যাওয়া এবং সব্ কিছু শুধু সহজ ও স্পষ্টভাবে জমাট্ করা। একটা হচ্ছে বিহগের প্রয়াণের মত, ক্রমশঃ যা' চোখের দৃষ্টির বাইরে চলে যায় আর একটা হচ্ছে মালবোঝাই বাজারের গাড়ীর গতির মত!

আর্টে নূতন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে। কাব্যে ও চিত্রে মন অতি গভীর ভাবস্তরে যাতায়াত কর্ত্তে চেষ্টা কচ্ছে যা' প্রকাশ কর্‌বার এক মাত্র উপায় হচ্ছে সঙ্কেত, সিম্বল, রূপক বা কোন নূতন পদ্ধতি ও কন্‌ভেন্‌সন। মধ্যযুগের ভাবস্তরগুলির উপর আবার বহুকাল পরে আলোকপাত

* Verhaeren Emile. † Mallarme.

করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব ও অধ্যয়ন, ভারতের দিক হ'তে মিসর, চীন ও জাপান প্রভৃতির চিত্র ও কাব্যের সহিত নূতন সার্ব্বিকতা সৃষ্টি করেছে এবং তা'তে উরোপ উচ্চতর মননের অধিকারী হয়েছে। এবং সব চেয়ে বেশী, উরোপীয় সাহিত্যে, এসিয়া ও উরোপের মধ্যবর্ত্তী ও উভয়বর্ত্তী, বিশিষ্ট রুশিয়ার নিঃশব্দ, ক্রন্দন-বিদ্ধ অতলস্পর্শী অন্তর হ'তে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে যে অপরূপ আর্ত্তনাদ পাওয়া গেছে তা'র ঐশ্বর্য্য সমস্যাকে দেখে, উরোপ বিস্মিত হয়ে' গেছে। রুশীয় চিত্ত গভীরভাবে উৎঘাত ও আন্দোলিত হয়েছে, এবং তা'তে বিচিত্র সম্পদ্ সৃষ্ট হয়েছে। রূপক ও সঙ্কেতাত্মক কাব্য ও নাটক, রুশিয়া হ'তে নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে যা' অন্য কোথাও সম্ভব হয়নি। রুশীয় নাট্যকারেরা প্রচুর সাহসের সহিত মনস্তত্ত্বমূলক বা মানসিক নাটক ও মঞ্চ সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে উদ্গ্রীব হয়েছে। মিটারলিঙ্কের মত এণ্ড্রিয়েফও শুধু বাইরের গতি ও কর্ম্মচেষ্টার ব্যঞ্জনায় নাটককে পরিবেশিত করতে চাননি।* মানবের যাবতীয় অধ্যাত্ম প্রশ্ন ও আন্তর ব্যাপারকে রূপগ্রাহী করে' বিশ্বজনবোধ্য করবার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু যে সমস্ত সঙ্কেত ও সিম্বলের সাহায্যে বা রূপক-প্রয়োগে আত্মার গভীর প্রশ্নগুলি প্রস্ফুট করার চেষ্টা হয়েছে তা' অপ্রচুর ও দুর্ব্বোধ্য হয়ে' পড়েছে কারণ সে সমস্ত সাধারণের আধ্যাত্মিক বা সামাজিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সে সব ব্যক্তিগত—প্রাচীন রূপকাদির বা গূঢ় সঙ্কেতাদির মত সমগ্র জাতির আচার ও অর্চ্চনা কিম্বা ধ্যানধারণার উপর নিহিত নয়। এণ্ড্রিয়েফের 'মানবজীবন' নাটকখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন বইখানি সিম্বলিজম, ও রূপকের বাড়াবাড়ি, এবং দুর্ব্বোধ্যতার জন্যই বিশেষ ভাবে সমালোচিত হয়।

* In this respect Andreyeff is closely akin to Maeterlinck in whose plays dramatic collisions are not marked by external actions, but the problems that characterise the life of the soul with its premonitions, yearnings and searchings are brought in concrete forms before the footlights. V. V. Brusyanin.

রূপক বা সঙ্কেত নূতন হ'লে এ বিপদ অবশ্যম্ভাবী। যে সমস্ত নাটক উপাখ্যানের কল্পনাকৌশলে গ্রথিত—যেমন মিতরলিঙ্কের কোন কোন সুপরিচিত রচনা—সেগুলি অনেকটা হৃদয়গ্রাহী হ'তে পারে। কিন্তু এণ্ড্রিয়েফের নাটকের রূপকপর্য্যায় রুষচিত্তের গভীর অন্ধকার গুহার মতই রুষীয়দেরই দুর্লক্ষ্য মনে হয়েছে। মিতরলিঙ্কের 'লোয়াসো ব্লা'* বা নীলপাখী ও 'লে আভাগ্লে'† বা 'দৃষ্টিহীনের' ভিতরকার রূপক মোটেই সে শ্রেণীর নহে; যদিও অনেকে তা'র ভিতর নানা দুর্ব্যাখ্যা প্রয়োগের চেষ্টা করেছে।

মিতরলিঙ্ক ও বাক্যহীন নাট্যমঞ্চের অন্যতম কাল্পনিক। মিতরলিঙ্কের আধ্যাত্মিক নাটক ‡ সম্বন্ধে এমিলে ফোগে বলেন: মিতরলিঙ্ক প্রাণপণ চেষ্টা করে' এমন একটি নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কচ্ছে যা'তে কর্ম্মপ্রবাহ বা কোন রকমের উত্তেজনা থাকবে না, যা' শুধু মানবত্মার গভীরতম প্রদেশের প্রশান্ততা, এবং ধীর ও নিঃশব্দ রহস্যপর্য্যায়কে প্রকাশ কর্‌বে। এ শ্রেণীর নাটককে মিতরলিঙ্ক 'ষ্টেটিক' নাম দিয়েছ।

এরূপে উরোপে হৃদয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে আর্টও বিচিত্র হয়ে উঠেছে। আধুনিক উরোপ মিতরলিঙ্ককে নিজের বলে' দাবী করে অথচ ত'াকে কবির বা সাহিত্যেকের কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূত কর্‌বে তা' ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছে না। আধুনিক উরোপের চিত্তে যে বিচিত্রতা এসেছে মিতরলিঙ্কের ভিতর সমস্তের ছায়া পাওয়া যায়, কাজেই তা'কে কোন দলের ভিতর ফেলা মুস্কিল। তা' ছাড়া উরোপের সাহিত্যে যারা আধ্যাত্মিক প্রশ্নাদি নূতন ভাবে উপস্থিত করেছে মিতরলিঙ্ক তাদের মধ্যে একজন প্রধান। সমালোচকেরাও তাই স্বীকার করে।§

শুধু এণ্ড্রিয়েফ ও মিতরলিঙ্কের আদর্শে ও নাট্যকলা পর্য্যবসিত হবে

* L'Oiseau Bleu. † Les Aveugles. ‡ Static Theatre.

§ He has helped to open a new era in the thought of Europe, the period of soul development which came as a reaction to the materialism that threatened to swamp the fields of modern phelosophy. Macdonald Clark.

এরূপ মনে হয় না। উপরন্তু সাত্ত্বিক কল্পনা ও হয়েছে। নাটক হ'তে ঘটনাবাহুল্য ত্যাগ ক'রে অন্তর্জগতের চিত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। তার পর বহির্জগৎকে নাটকে গ্রহণ ও রূপান্তরিত ক'রে বৃহত্তর জগৎসৃষ্টির কল্পনাও হয়েছে। এবং পরিশেষে নাটকেরই খাতিরে, নাট্য অভিনেতৃবর্গও দৃশ্যকেও বর্জ্জন কর্ত্তে হবে এ কথাও উঠেছে।

ইউরোপের নাট্যশিল্পে গর্ডন ক্রেগের নাম সুপরিচিত। ক্রেগের নাটকীয় প্রতিভা, নাট্যসংক্রান্ত নানা প্রশ্নে ও ব্যাপারে যে ভাবে চিন্তা করেছে তা' আলোচনা কর্ত্তে হয়। গর্ডনক্রেগের বিশ্বনাট্য (Cosmic Drama) কল্পনা সম্বন্ধে কোন লেখক বলেন:—"কখনও তিনি বলেন, বাস্তবিক নাট্য হচ্ছে বিশ্বনাট্য; তা' নাট্যভূমির বাইরে জন্ম লাভ করে, এবং মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে দর্শকদের বৃহত্তর জগতে নিয়ে যায় এবং ক্রমশঃ উচ্চতর বিশ্বানুভূতিরূপে দেখা দেয়।* আবার কখনও বা ক্রেগ বলেছেন "আমরা এখনও খাঁটি জায়গায় এসে পৌঁছতে পারি নি। গভীরতম রহস্যের ভিতর যেতে হ'লে নাটক হ'তে অভিনেতাদের নির্ব্বাসিত কর্ত্তে হবে এবং নাটককে বাক্য ও শব্দহীন ক'রে রূপক-পুতুল ব্যবহার কর্ত্তে হবে।†

এরূপে ইউরোপের মন বস্তুবাদিতা ছেড়ে অতি বিচিত্র জায়গায় এসে পড়েছে। প্রাচীন রহস্যবাদ ও শ্রেষ্ঠতম আর্টের গূঢ় ও গুপ্ত রহস্য, কন্দরকন্দরের লুক্কায়িত অব্যক্ত ছায়ারাজ্য প্রভৃতি প্রস্ফুটতর ক'রে সৌন্দর্য্যের নানা নূতন দ্বার উদ্ঘাটনের চেষ্টা হচ্ছে। প্রাচীনদের মধ্যে সমানধর্ম্মীও ও সমপ্রেরণার বার্ত্তা খোঁজা হচ্ছে।

* "The only drama is the Cosmic Drama and this is born out side the theatre, passes through the theatre and carries the spectator out of the theatre with it, re-appearing in time in the form of an enlarged cosmic consciousness."

† "There are tremendom things to be done. We have not yet got hear the thing. Uber-marionettes and wordless plays and actorless dramas are the obvious steps to a far deeper mystery."

এ জন্য ইংলণ্ডে ব্লেকের কাব্য ও চিত্রের দিকে আধুনিক কালে একটা বিশেষ নজর পড়েছে দেখ্তে পাওয়া যায়। ব্লেকের সমসাময়িক লোকেরা তা'কে পাগল বলে' উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজকাল ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ভাবুকেরা তা'কে মাথায় তুলে' নিয়ে প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। রসেটি ও স্থইনবার্ণের মত হৃদয়বান্ লোকেরা ব্লেকের ম্যাজিকে মুগ্ধ হয়েছে। রূপক ও রহস্যাদির গভীরতা ও প্রাচুর্য্যের জন্য ব্লেক স্থইডেনবরোর সহিত তুলিত হয়েছে।* অনেক রহস্যপ্রাণ শিল্পীই ব্লেক হ'তে উপজীব্য সংগ্রহ কচ্ছে; অনেকেই ব্লেকের কল্পনা নিজের বলেও চালাচ্ছে। কোন লেখক স্পষ্টই বলেন—"ব্লেকের চিত্রাদিতে নানা শিল্পীর চেষ্টা মনে আসে; ওয়াটস্, বার্ণ জোন্স্ পুভি-দ্য-স্যাভাঁনে, রবিন্‌সন্, অগাষ্টিন জন্ পোষ্ট-এক্স্‌প্রেশনিষ্ট সকলেরই ভাবের সূত্র ও ছায়া ব্লেকে পাওয়া যাবে। বাস্তবিক যে সব শিল্পীর কল্পনায় সাঙ্কেতিক বা বীরত্বমূলক চেষ্টার সম্পর্ক আছে, তাদের ছায়ামূর্ত্তি ব্লেকে পাওয়া যাবে।†

ব্লেকের ভিতর একটা আদিম গূঢ় অপরিসীমতা আছে। ব্লেকের নূতন প্রভাবের মূল্য বুঝ্তে হ'লে উরোপের নানা যুগস্তরের সহিত বর্ত্তমানের সম্পর্ক দেখ্তে হয়, কারণ যুগ হিসাবে ভাব্তে গেলে ব্লেককে, কালের একটা বিপরীত স্থষ্টি বলে হঠাৎ মনে হয়। যা'রা মনে করে, আধুনিক উরোপীয়ের রহস্যদীক্ষা বাইর হ'তে হয়েছে তাদের যুক্তি সমীচীন কি না এ প্রসঙ্গে সে প্রশ্নও উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীকে সাধারণতঃ যুক্তির (reason) ও স্বভাবের (nature) যুগ বলা হয়েছে। তা'র ভিতর ব্লেকের মত রহস্যতান্ত্রিক শিল্পী কি করে' সম্ভব হল এ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে এ যুগের

* There was in him, besides the beneficent wealth of Swedenborg, some touch of Cagliostro and the Freemason. G. K. Chesterton.

† Look through his illustrations and there spring forth the memories of Watts, Burne Jones, Puvis-de-chavannes, Robinson, Augustin John, Post-expressionist in fact every artist of note, who has had anything to do with the imagination, symbolic or heroic.

রহস্যপ্রিয়তা বা মিষ্টিসিজম্, আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সম্বন্ধ বা রূপক সংযোগের উৎসাহ, যে একটা উড়ো ব্যাপার নয়, এ কথা কোন কোন ভাবুককে ভাল করেই বলতে হয়েছে।

এ জন্য ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ ভাবুক বর্ত্তমান ইউরোপের অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে যা' বলেছেন তা আলোচনা করতে হচ্ছে। তা হ'লে আধুনিক আর্টের নানা কারণমূলক জটিলতা দূর হ'তে পারে। মিঃ চেষ্টারটন * বলেন আধুনিক ইউরোপীয়ের ভিতরে তিনটি মানুষ লুকান আছে। প্রথমতঃ সে হচ্ছে খ্রীষ্টধর্ম্মী; খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও চার্চের মতামত—ভাল হোক মন্দ হোক—সে দু' হাজার বছর পর্য্যন্ত মাথায় বহন করে' এসেছে। দ্বিতীয়তঃ সে হচ্ছে রোমান; নিয়মবিধিনিয়ন্ত্রিত রোমক প্রজাতন্ত্রের সে অন্যতম উত্তরাধিকারী ও নাগরিক—সে জন্য সম্রাট অপেক্ষাও তার গর্ব্ব অধিক। তৃতীয়তঃ তার ভিতর আদিম অরণ্যজীবীর জীবন-প্রেরণা আছে।† উত্তরাধিকারিত্ব-সূত্রে এ তিনটি ভাব আধুনিক ইউরোপীয়ের ভিতর চলা ফেরা করছে।

মিঃ চেষ্টারটনের মতে খ্রীষ্টধর্ম্ম 'প্যাগানিজম্' বর্জ্জনের দোহাই দিয়ে পরোক্ষভাবে দেবতাদের ভিতর দিয়ে প্যাগানের অধিকাংশ সংস্কারই স্বীকার করে' নিয়েছিল।‡ অষ্টাদশ শতাব্দীকে যুক্তির (reason) প্রত্যাবর্ত্তনের কাল বলা হয়। এ যুগে রোমক ব্যবহারশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থার প্রভাব সব চেয়ে বড় কথা। যে সমস্ত দেশে তা' বাস্তবিক গৃহীত হয়ে' মর্য্যাদা পেয়েছিল সেখানে বিপ্লবও হয়েছে। আইন সম্বন্ধে জ্ঞান যেখানে বেশী, অনুরক্তি প্রগাঢ় ছিল, সেখানে আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবও প্রচণ্ড হয়েছে। ইংলণ্ডে বিপ্লব হয়নি, তার মানে হচ্ছে সেখানে আইনকানুনের গভীর কোন বিধি (legal principle) সর্ব্বগ্রাহী

* "Every man of us to-day is three men. There is in every modern European three powers so distinct, as to be almost personal, the trinity of our earthly destiny." G. K. Chesterton. † "He is the origins he is the man in the forest."

‡ "Christionity called to a kind of clamorous resurrection all the old supernatural instincts of the forest and the hill."

হয়নি। এ জন্য উপরোক্ত লেখক এ বিষয়ে বিদ্রুপ করে' ইংলণ্ড ও মরোক্কোর অবস্থা এ বিষয়ে সমান ছিল বলেছেন।

উপরোক্ত দু'টি ভাবের প্রাবল্য থাক্‌লেও, অপরটিও সামান্য প্রভাব বিস্তার করেনি। খ্রীষ্টীয় ভাব, প্যাগান ভাব ও আদিম আরণ্যভাবের ভিতর তৃতীয়টি নিঃশব্দে সঞ্চারিত হয়ে সমস্ত ধর্ম্ম ও বিধানের ভিতর একটা অসম্বদ্ধ বৈচিত্র্য এনেছে। যা' কিছু রহস্যমন্ত্রাত্মক—তা' এই অজ্ঞাত আদিম যবনিকার ভিতর হ'তে এসেছে *। অষ্টাদশ শতাব্দীকে বিশেষভাবে চার্চের বন্ধন হ'তে স্বভাব ও যুক্তির স্বাতন্ত্র্যলাভের কাল বলা হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত আলোচকের মতে যুক্তির (reason) মুক্তির সঙ্গে অনেক কিছুই মুক্ত হয়েছে এবং তা'র ভিতর একটা পুরাতন অযৌক্তিক ব্যাপারও নির্ম্মুক্ত হয়েছে। স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবাতিরিক্তের এবং অস্বাভাবিকেরও মুক্তি ঘটেছে †। যা' কিছু গূঢ় ও মিষ্টিক ব্যাপার ছিল তা' এ সময় পুনর্জন্ম লাভ করে। ফ্রি ম্যাসন্‌রির প্রতিষ্ঠার কাল হচ্ছে এ সময়; মেস্‌মারও সম্মোহনবিদ্যার প্রাধান্য ও যাথার্থ্য প্রমাণ করেন, একালে। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ (rationalist movement) ধর্ম্ম ও আচারের ভিত্তিকে দুর্ব্বল করে ফেলে, এবং তা'তে করে' যাদুকরেরও (wizard) উত্থান ও প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়।

এ আলোচনার মতামত যদি গ্রহণ করা যায়—তবে আধুনিক উরোপীয়ের মন্ত্রতন্ত্রও রহস্যানুরক্তির মূলে একটা গভীর কারণ আছে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে; এবং এ কারণটি আছে বলে' উরোপীয়ের পক্ষে এযুগে আর্কিওলজির ভগ্ন

* "This element appeared popularly in the eighteenth century in an extravagant but unmistakeable shape—the element can be summed up in one word, Cagliostro. No other name is so adequate but if any one desires a nobler name, we may say Swedenborg."

† It was not the release of the natural but also of the supernatural, and also, alas of the unnatural! The heathen mystics hidden for two thousand years came out of their caverns and Freemasonry was founded. G. K. Chesterton.

দৃষ্টি ছেড়ে' ব্যাপকতর আত্মিক অনুভূতির সাহায্যে প্রাচ্য সাহিত্য ও কলা অনুধাবন সফল হয়েছে বল্‌তে হয়।

এসব কারণে, প্রাচীন ইয়োরোপ ও আধুনিক এসিয়ার কাব্য ও চিত্রকলার নব্য ঘনিষ্ঠতার মাঝে কতকগুলি সমানধর্ম্ম এযুগের চোখে বিশেষভাবে পড়েছে। প্রাচীন আর্টে সিম্বলিজম্‌, রূপক, পদ্ধতি, অলঙ্করণ, প্রভৃতি অতি বিস্তৃত জায়গা অধিকার করেছে। তা' ছাড়া এসিয়ার ধর্ম্ম-নিষ্ঠ শিল্পের বিশেষ বার্ত্তা ও অধ্যাত্মবাদের সূক্ষ্ম রূপকল্পনার প্রকৃতির উপর এ যুগসন্ধিতে দৃষ্টি পড়েছে। আর্ট ভবিষ্যতের সহিত সম্পর্ক রাখতে চায় বলেই সেকালের বিধৃতিসূত্রকে ঠিক করে নিতে চাচ্ছে ও এজন্য অতীতের সহিত সম্পর্কের হারাণ পথটি ঠিক কর্ত্তে চাচ্ছে। তাদের পিতৃত্বের দাবী কর্ত্তে হ'লে গৃহে বিদ্রোহের আব-হাওয়া সঞ্চার করাটি ঠিক নয়—তা' ভবিষ্যতের মানস-পুত্রদের বিদ্রোহী করে' তোলা সম্ভব। শুধু বর্ত্তমানের ভিতর কেউ আবদ্ধ থাক্‌তে চায় না—তাতে বর্ত্তমানকেই জানা হয় না। এ শতাব্দীকে জানতে হলে পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত শতাব্দী জানা দরকার এ সত্যের প্রতি এ যুগ অন্ধ নহে। এজন্য নূতন ভাবে আর্টের আবহমান কালের নানা অদ্ভুত ভাব-ধারা এবং প্রয়োগনৈপুণ্যের প্রতি এযুগের শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়েছে।

ফরাসী দেশে কেউ কেউ প্রাচীনদের অনুকরণ করে' আর্কেয়িক আর্ট নাম দিয়ে চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করেছিল। এ আর্ট আধুনিক মনের ধারার সহিত কতটা সঙ্গতি রক্ষা কর্ত্তে পেরেছে বলা কঠিন, কারণ শিল্পীরা মাঝ-পথে গিয়ে কোথাও দাঁড়ায়নি ; প্রবল প্রেরণায় জিয়তোর * পদ্ধতি হ'তে চিত্রধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। চিত্রে সরলভাবে মূল ধর্ম্মের উপর জোর দিয়ে খুঁটিনাটি ত্যাগ করা, গথিক কারুকার্য্য ও চিত্রিত কাচের আদর্শ গ্রহণ করে' অলঙ্করণের জন্য নানা রকম নমুনাসংগ্রহ, এবং গূঢ়রহস্যাত্মক বিষয় নির্ব্বাচন—এসবের ভিতর, সেকালের

* Giotto.

আর্টের একটা বলিষ্ঠ প্রেরণার আনুকূল্য গ্রহণ করা—আর্কেয়িক আর্টের বিশেষত্ব। মোরিস্ দানির * আর্কেয়িক আর্টেও অনেকে একালে আনন্দ পাচ্ছে—এটাও একটা যুগধর্ম্ম বল্‌তে হবে। কোন লেখক আর্কেয়িষ্টদের সম্বন্ধে বলেন ঃ—"তারা যা' কিছু দেখ্‌বার যোগ্য তা'ই দেখ্‌তে চেষ্টা করেছে; তা' শুধু বস্তুর দেখা বা ইন্দ্রিয়ের দেখায় পর্য্যবসিত হয়নি—একটা মহত্তর দৃষ্টি—অন্তরতম অধ্যাত্ম দৃষ্টি, এসব চিত্রে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেটা শুধু যে আধ্যাত্মিক প্রসারতায় ব্যাপক তা' নয় আর্টের দিক হ'তেও তা' বিপুল ও বিরাট্"।

মোরিস্ দানির আর্ট এ ব্যাখ্যার কতটা যোগ্য বলা কঠিন। তবে এটা ঠিক, বর্ত্তমানের অন্ধকূপকে জ্ঞান ও চর্চ্চার জন্য প্রচুর মনে করা আর সম্ভব হচ্ছে না এবং দেশ ও কাল নির্ম্মুক্ত সমুজ্জ্বল বিরাট ভাবের রাজপথে বিচরণের পথ যে প্রশস্ত হয়েছে—তার প্রমাণও ক্রমশঃ প্রচুর হয়ে উঠ্‌ছে।

এজন্যই বংশধারা, সংস্কার, ট্রাডিসন, আবহাওয়ার সহজ আনুকূল্যের দিকে সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত দেশে শিল্পের চক্রবাল ফ্যাক্টারী বা কারখানার মাঝে পর্য্যবসিত হয়নি—সে সব দেশের আর্টকে ভাল করে' বোঝ্‌বার চেষ্টা হচ্ছে।

কলাচর্চ্চায় জন্ম ও বংশগত সংস্কারের (Heridity) স্থানটিও গভীরভাবে অধীত হচ্ছে। যা'কে অস্কার ওয়াইল্ড্ আমাদের পরিজ্ঞাত একমাত্র দেবতা † বলে আখ্যা দিয়েছে, মানবজীবনে, ত'ার কর্ত্তৃত্ব যে কত বেশী তা' ভাল করেই আর্টে দেখা যাচ্ছে। বহির্জীবনে ও জগতে যা' মানবের স্বাধীনতা হরণ করেছে, আধ্যাত্মিক অন্তর্জগতে তা' নানা বিভব ও সম্পদে পরিপূর্ণ করেছে। প্রাক্তন সংস্কার জীবনের যে দুর্ব্বোধ্য ছায়ামূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তা'তে নানা অলঙ্করণ ও উপহারের করকা-কণাও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। নানা অজ্ঞাত মনোরাজ্যের সম্পদ্, সূক্ষ্ম ভাবাবেশ, আরণ্য উৎসাহ, এবং মনের জড় ঔদাস্য

* Maurice Denis. † "The only one of the Gods whose real name we know.'

নানা প্রতিবোধী ভাবসংঘাত প্রভৃতি বহু কালের অশরীরী মূর্ত্তি নিয়ে এসে' পড়ে। মনের দিক হ'তে বহু কল্পের কল্পনা, স্বপ্ন, ভাবধারার সহিত শোণিত-সম্পর্ক সামান্য ব্যাপার নহে—কল্পনার তাই ত' সম্পদ, তাই ত' উপজীব্য।

সংস্কার ও বংশক্রমাগত আর্টের মার্জ্জিত নৈপুণ্যের মূল্য এ যুগে সকলে ভাল করে' ভেবে' দেখছে। বড়র কর্মের চিহ্ন, ভাস্কর্য্য বা স্থাপত্যের কথা ছেড়ে' দিলেও ছোটখাট শিল্পগুলির প্রেরণা ও প্রণালী দেখে অনেকে বিস্মিত হয়ে' যাচ্ছে। চীনের তাম্র-শিল্প বিশেষতঃ মৃৎ-শিল্প * জাপানের বার্ণিসের কারুকার্য্য † এনামেল, লৌহ ও তাম্রশিল্প, ভারতের কাঠের, হাতীর দাঁতের কাজ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের শিল্প, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি উরোপ বিশ্লেষণপ্রিয় বলে' ভাল করেই আলোচনা কচ্ছে। মিঃ জে, সি, ফার্গুসন বলেন, উরোপ বিশ্লেষণের দিক হ'তে বিচার করে' আনন্দ পায় বলেই চীনেমাটির শিল্পের ন্যায় ছোটখাট কারুকার্য্যের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকে।‡

যে সমস্ত আবহাওয়া ও শিক্ষার প্রণালীর ভিতর এ সব তৈরী হয়েছে, বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগে সে রকম আবহাওয়া নেই বলে অনুশীলন খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা' আয়ত্ত কর্ত্তে সম্প্রতি নানা প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম কর্ত্তে হয় সেকালে তা' তরুণহস্ত ও সহজে সম্পন্ন করেছে এবং এখনও নানা জায়গায় কচ্ছে। কারণ কলারাজ্যে যন্ত্রের সাহায্যে কাজ ততটা অগ্রসর হয় না। শৈলপুঞ্জ চূর্ণ করে' টনেল রচনা করা কিম্বা উর্ম্মিমুখরা আবর্ত্তসঙ্কুলা তটিনীর উপর লৌহসেতু রচনা করা যতটা সহজ, চিত্ররাজ্যে একটা প্রজাপতি নিপুণভাবে আঁকা কিম্বা কাব্যে একটা হৃদয়বেদনাকে ফুটিয়ে তোলা ততটা নহে। যে সমস্ত মার্জ্জিত ও সুশিক্ষিত আর্টিষ্ট আধুনিক উরোপে নূতন ভাব ও আদর্শে

* Pottery. † Lacquer work.

‡ Another reason for the especiel attention devoted by westerner to pottery and porcelain is that the study can be conducted easily along the lines of analytic reasoning familiar to our western method of education. J. C. Fergusson.

চিত্র রচনা করেছে তাঁদের অধিকাংশের মাঝেই তুলিকা প্রয়োগের অভ্যাস ও সংস্কারের অপ্রাচুর্য্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এ জন্যই মরিস্* এ দিক্‌টার উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়েছিল। কোন লেখক বলেন, মরিস্ নিজে, হাতের কারিগরীর দিক্ হতে, শিল্প অধ্যয়ন করেছিল এবং প্রত্যেক আর্টের যে নানা গূঢ় সঙ্কেত ও প্রণালী আছে যা' আয়ত্ত কর্ত্তে না পার্‌লে কাজ হয় না, তা' ভালই বুঝ্‌তে পার্‌ত।

শিক্ষার প্রণালীই এ যুগে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গেছে। উরোপে শিল্পাচার্য্যের (masters) দিন আর নেই। আদর্শের বা আচার্য্যের নিকট শিল্পীর সেই বিনীত দৈন্য ও আত্মসমর্পণ এখন আর সম্ভব হয় না। এ জন্য নানা শিল্পরহস্য হারিয়ে গেছে। ভাবানুধৃত শিল্পের প্রবাহ, কঠিন চিত্তপ্রস্তরের সঙ্ঘাতে চূর্ণিত হয়ে' সহস্র বারিরেখার বৈচিত্র্যে নানা দিকে ছড়িয়ে গেছে। উরোপীয় প্রাচীন শিল্পে যে তিনটি স্তর দেখ্‌তে পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রথমতঃ গিয়টোর পর্য্যায়, দ্বিতীয়তঃ ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি, পেরুগিনো, বটিসেলি প্রভৃতির চেষ্টা এবং তৃতীয়তঃ লিয়নার্দ-ছ-ভিন্সি, র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জিলো, করেগিও প্রভৃতির চিত্রাদি—এ সবের শিক্ষা ও অনুশীলন আচার্য্য হতেই জগতে সম্ভব হয়েছে। পরবর্ত্তী কালেও ভিনিসের টিন্‌টরেট, পেওলো ভিরোনিস্ প্রভৃতি, ফ্লেমিশ চিত্রশিল্পে রুবেন্স্ ভ্যানডিক্ প্রভৃতি কিম্বা ডচশিল্পের রেম্‌ব্রাঁদ্, কুইপ প্রভৃতির শিল্প আচার্য্যানুগত পরিবারবন্ধনমূলক আবহাওয়ার ভিতর পুষ্ট হয়েছিল, যা' একালে কোন কোন প্রাচ্য দেশ ছাড়া আর কোথাও সম্ভব হচ্ছে না।

আদর্শের যতই বৈপরীত্য ঘটুক না কেন শিক্ষাপ্রণালীর একটা সুনিবদ্ধ সুস্থতা সেকালের আর্টকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেছিল। উরোপে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তা' প্রায় অক্ষত ছিল। সে কালের কোন শিল্পীই আর্ট স্কুলের সৃষ্টি ছিলনা। কোন লেখক* উরোপের জাতীয় আর্ট ধ্বংশ হ'য়ে কি করে'

* Morris learnt himself and taught others to regard every art as a craft with technical secrets that must be learned before it could be well practised.

আধুনিক যুগে প্রত্নতাত্ত্বিক আর্ট (archaeological art) কেমন ব্যাপার সম্ভব হয়েছে তা' আলোচনা করে' বলেন* যে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে ইয়োরোপের সব দেশেই ভারতবর্ষের স্থপতি-জাতির মত শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষিত কারিগর সঙ্ঘ জাতীয় স্থাপত্যের নানা দৃষ্টান্ত রচনা করেছিল, প্রত্যেক বাড়ী ও গির্জা, চিত্র ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের এক একটা কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছিল এবং প্রত্যেক ক্যাথিড্রেল, গির্জা, প্রভৃতিতে মানবের জীবনেতিহাস মুদ্রিত হয়েছিল।† সে দিন চলে গেছে।

বর্ত্তমানকে ছোট করার একটা উৎসাহ এক শ্রেণীর লোকের দেখা যায়। প্রাচীনতার অস্পষ্ট ইতিহাসকে বাড়িয়ে তোলা অনেক সময় বর্ত্তমানের দিকে বিরক্তি দেখাবার একটা উপায়। পৌরাণিক যুগকে অসম্ভবরকমভাবে বাড়িয়ে তোলা যেমন মার্জ্জনীয় নয় তেমনি আধুনিকতার সুস্পষ্ট ও বিপুল শিল্পচেষ্টাপ্রবাহকে চিরকাল তুচ্ছ করা সম্ভব নহে। আধুনিক যুগে আর্টের যে চেষ্টা পশ্চিমে দেখা গেছে, তা' সামান্য নহে। সৌন্দর্য্যের অর্গলিত সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত করে' নানা রকম সোনার কাঠির সৃষ্টি হয়েছে। প্রবলভাবে অতীতের সহিত বিচ্ছেদ ঘোষণা করে' ইয়োরোপ উগ্রভাবে একালের চিন্তার আবহাওয়া পরিবর্ত্তন করেছে; সঙ্গে সঙ্গে রামধনুর নানা রঙের মত নানা ভাব-সম্পাতে আশ্চর্য্য মায়াজালও বোনা হয়েছে।

দুনিয়ায় স্বাধীন মনন ও স্বচ্ছন্দরসগ্রহণের একটা মহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্য আছে। এমন কি প্রাচীন গতানুগতিক, সঙ্কেতাত্মক ও পদ্ধতিগত (Conventional) আর্ট বুঝতে হ'লেও অপরদিকটা ভাল করে' বোঝা দরকার। স্বাধীন মনন সাময়িক নিষ্পন্দ নির্জীবতার বন্ধন ছিন্ন করে' ভূমার সন্ধান পায়। এটা খুবই একটা বড় কথা, যে উগ্রভাবে স্বাতিশয় ও স্বাতন্ত্র্যপন্থী

* Edward. S. Prior.

† "He has shown how in every country and every epoch before the eighteenth century, a national architecture was created by trained bodies of craftsmen organised like the artisan castes of India, so that every building was a school of painting sculpture and engineering of art and of craft, every cathedral, church, palace or mansion, a human document in which was written the life of the nation."

উরোপই আর্টের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে ভাবের একটা বিশ্বসামাজিকতা সৃষ্টি করেছে। এ ঋণ স্বীকার কর্ত্তেই হবে। এ যুগে উরোপ হ'তেই জাপানী ও চৈনিক শিল্পের উচ্চতর রসভোগের সূত্রপাত বিশ্বমানবের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তেম্‌নি তুরস্ক ও পারস্য শিল্পের প্রাণ ও উরোপের সংস্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। ভারতশিল্পের ইদানীন্তন প্রতিষ্ঠার কথাও বেশী দিনের ব্যাপার নহে। উরোপ, ভাবে বলিষ্ট ও হৃদয়ে ঐশ্বর্য্যবান্ বলেই প্রাচ্য শিল্পকে ব্যাখ্যা কর্ত্তে, বা উচ্চস্থান দিতে সঙ্কোচ করে নি। আর্টের আলোচনায় একটা মোহনীয় ও নিরপেক্ষ সহৃদয়তা পশ্চিমের ভাবুকদের মধ্যে এসে' পড়েছে যা'তে করে' নানা দেশের কাব্য ও চিত্রকলা নূতনভাবে অধীত হ'য়ে প্রাণকম্পে আবার জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌ছে। এরূপে আধুনিক নানা চর্চ্চাও রুচির সংগ্রামের (cultural conflicts) মাঝেও নানা দেশের ও কালের কলাবিচার সম্ভব হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উৎকট স্বাতন্ত্র্যও ইচ্ছা-শক্তির কর্ত্তৃত্ববাদে * এই গভীর প্রশ্ন সকলের মনে উঠেছে যে আধুনিকের উৎকট পরিবর্ত্তনস্পৃহা ভাল, না ধারাবাহী, অপেক্ষাকৃত পুরাতন শিল্পের অচঞ্চল নিষ্ঠা শ্রেয়? কারণ চিত্রশিল্পে জীবনের উচ্চতর চিন্তা ও গভীরতম প্রশ্নাদি বর্ত্তমানের আর্ট প্রস্ফুট করে' তুল্‌তে পাচ্ছে না, তা' অপ্রচুর ও সামান্য হয়ে পড়েছে। একটা বিষয় আলোচকদের চোখে বেশীরকম পড়েছে; সেটা হচ্ছে কিছুকাল পূর্ব্বের সামান্য শিক্ষা ও নগণ্য চর্চ্চার কাছে কোন কোন বিষয়ে পুঞ্জীভূত জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্ভার ও তুচ্ছ হয়ে গেছে।

প্রবল প্রতিকূল অবস্থার ভিতর ও সেকালে যে সমস্ত বিরাট শিল্পচেষ্টা সম্ভব হয়েছে, এ যুগের পক্ষে তা' পরাভব করা কিম্বা তা'র সামীপ্য প্রত্যাশা করা সহজ হচ্ছে না। এই যে বাধা, প্রতিমুহূর্ত্তে আধুনিকদের চোখে পড়্‌ছে তা'তে করে'ই প্রাচীন শিল্প ও সমাজগঠন প্রভৃতি অধ্যয়নের একটা বিশেষ উৎসাহ দেখা দিয়েছে, যদি তা'তে পরম আশ্চর্য্য কোন ইঙ্গিত পাওয়া

* Freedom of the will.

যায়। আর্কিওলজিষ্টদের পুঙ্খানুপুঙ্খ দুর্বোধ্য উপকরণস্তূপ ক্রমশঃ তাঁদের দৃষ্টি ও কল্পনার সংস্পর্শ পেয়ে, বহুকাল পরে যেন আলাদিনের দীপ-স্পর্শে নূতন রূপ পরিগ্রহ করছে, যা প্রত্নতত্ত্ববিদের ধারণার অতীত ছিল।

প্রাচীন জাতিদের ভিতর অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে গেছে—তাদের সমাজ ও শিল্পতত্ত্বের কঙ্কাল মাত্র পাওয়া যাচ্ছে। তবু এ কালে প্রাচীন কয়েকটা জাতি বেঁচে আছে যাঁদের ভিতর যুগাগত শিল্পধর্ম এখনও অক্ষতভাবে কাজ করছে। সে গুলির উপর প্রচুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁতে দেখা যাচ্ছে গভীরভাবে জীবন ও সমাজের অখণ্ড ধারায় সে আর্ট বিকশিত হয়ে' উঠেছিল। অতি সংযত ও ব্যাপক ধর্ম্মশাসন ও সংস্কারের নিষ্ঠাপূত ছায়ায় ভারতীয় মিশর, আসীরীয় মুরিস ও চৈনিক শিল্প অবশ্যম্ভাবী বলেই অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়েছিল। একটা অব্যাহত গতানুগতিক আচারানুগত ভাবধারায় এ সমস্ত শিল্পস্রোতঃ চলে এসেছে যা' অতীত ও পৌর্ব্বাপর্য্যকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করা আবশ্যক মনে করে নি এমন কি চৈনিকশিল্পের ন্যায় কোথাও বা অনুকরণ করাও একটা অধিকার মনে করে' এসেছে—অথচ এ সব সত্ত্বেও অপূর্ব্ব শিল্পকীর্ত্তি রেখে গেছে। তাঁদের কলাশ্রির শিখা কোথাও বা গিরিকন্দরের অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত কোণে এবং কোথাও বা স্মৃতিসমুজ্জ্বল গৃহ কোণেও এখন জ্বলছে। এখনও স্তূপাকার প্রস্তর সমুচ্চয় আনন্দে তাঁদের পবিত্র ও ভক্তিনম্র শিল্পালঙ্কার বহন করে' প্রাচীনকে অনন্ত জীবনদান করে' অহরহ নূতন করে তুলছে।

উরোপে আদিম সমাজের ভিত্তি চূর্ণ হয়ে গেছে। সেকালের আচার বিচারকে প্রত্নতত্ত্বের যাদুঘরে লুপ্তজীবের কঙ্কালের মত স্তূপীকৃত করা হয়েছে। শুধু মাঝে মাঝে হৃদয়বান নূতন আধুনিকের পেলব-চিত্তে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কাব্য ও আর্ট বীণাতন্ত্রীর ন্যায় অপূর্ব্ব পুলক উপস্থিত করে' সমগ্র অতীতকে জাগ্রত ও মুখর করে' তুলছে। অতীত বেদনা ও কল্পনাকে এরূপে নূতনের অঞ্জলিতে গ্রহণ করে', নূতনে রূপান্তরিত করে' উরোপ ধন্য হয়ে গেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ললিতকলায় আচার্য্যের পদাঙ্ক।

এটা সংগ্রহের যুগ। আর্টের কোন্ ললিত সম্পদ্ কোথা গিয়ে' সঞ্চিত হচ্ছে তা'র ঠিক নেই। য়ুরোপের নানা শিল্পসম্পদ্ ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে নানা দিকে ছড়িয়ে গেছে; অসম্ভব ও অকল্পিত মূল্যে একালে শিল্পসংগ্রহ (art treasure) কেনাবেচা হচ্ছে।* এ দেশের শিল্প-সমূহের দশাও তাই। বৌদ্ধশিল্প চর্চ্চা কর্ত্তে হ'লে বার্লিন মিউজিয়ামের শরণাপন্ন না হ'লে চলে না। এ যুগে আমদানি রপ্তানির পথ রুদ্ধ করার উপায়ও নেই।

ভারতের ময়ূরসিংহাসন কত জায়গা ঘুরে' কত উপন্যাস রচনা করেছে ঠিক নেই। য়ুরোপের ঐতিহাসিক হীরকহার † নিয়ে কত অভিনয় হয়ে গেছে। উদ্বাহ্য কলার (Portable art) দুর্ভাগ্যই হচ্ছে তা'কে কোথা নিয়ে কে উপস্থিত করে তার ঠিক নেই। তাজমহালকে যমুনার শুভ্র বেলাবন্ধন হ'তে নিৰ্ম্মুক্ত করা যায় না, তা' কালের কল্লোলিত প্রবাহে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, নিভৃত নিশীথ ও দিবসের উজ্জ্বল রৌদ্রচূর্ণের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত থাক্‌বে। অজান্তার চিত্র-সম্পদ্ গভীর ও সংযত তপোগুহার মৌন চত্বরে অবিচলিত কালপ্রবাহে অজস্র রম্য ইন্দ্রজাল রচনা কর্‌বে। এ সব বিজিগীষু দস্যু বা যাদুকর বণিক্ দেশবক্ষ হ'তে ছিন্ন কর্ত্তে পারে না। এ জন্য শিল্পীরা চিত্র-শিল্পে চিরকালই ফ্রেস্কোচিত্রের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। জনসাধারণের চিত্ত

* "The nation has paid £ 70,000 for a Raphael.......Two pictures are said to have changed hands this year at a price of £ 20,000 in each case, one of them being the "Darnley" Titian of Europa and the Bull." F. S. Robinson.

† The episode of the Diamond Necklace which Carlyle so magnificently describes was one of the most astonishing intrigues with which any work of art has ever been connected. Ibid.

উপায় কলাই বেশী রকম আকৃষ্ট করে' এসেছে। শিল্পীর সমস্ত সংস্কার বশতঃ দেশধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় দেশবক্ষ হ'তে মুক্তহস্ত রমাপতিকে আত্ম নিয়োগ করে' এসেছে।

বিরাট জাতিগত শিল্পচেষ্টা আলোচনার মূলে স্থাপত্য অনেকটা উচ্চ স্থান অধিকার করে' আছে। স্থাপত্যকে আশ্রয় করে' অনেক সময় ভাস্কর্য্য চিত্র, প্রভৃতি অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। গ্রীক আর্ট মন্দিরের সম্পর্কেই ভাস্কর্য্য মুকুলিত হয়। বৌদ্ধ শিল্পে ও বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিগুলি, বিহার প্রভৃতির সম্পর্কে রচিত হয়। জাতিগুলির অনুধাবন করে' গেলে জাতির স্থাপত্য কলাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক স্থান অধিকার করে দেখতে পাওয়া যায়।

সবদেশেই দেখা যাবে স্থাপত্য দেশকালজয়ী অবিনশ্বর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' জাতির হৃদয়কথাকে মুখর করে' তুলেছে। এ জন্য কোন লেখক বলেছেন :—"It posseses the privilege of permanence, of solidity, of impressive magnitude, of undefinable but wonderwaking symbolism." মর্ম্ম। স্থাপত্যে ভাবকে কালজয়ী রূপ দেয়, কঠিন ও বিরাট আয়তনে তা' দীপ্যমান হয় এবং অনির্দ্দেশ্য ও বিস্ময়কর রূপকান্তিতে তা'কে পূর্ণ করা যায়।

যে দেশে বাস্তবিক খাঁটি আর্ট ও আদর্শ আছে সে দেশের স্থাপত্যের (architecture) ধর্ম্ম তা'কে আশ্চর্য্যভাবে মুখর করে' তুলবে। স্থাপত্যের বিশিষ্ট কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া না গেলে কোন যুগের আর্টের মূল্য সম্বন্ধেই সন্দিহান হ'তে হয়। এ জন্যই রস্কিন খুব জোর করে' বলেছিল যে এ যুগে স্থাপত্যের একটা ষ্টাইল বা আদর্শ দাঁড় করান বিশেষ দরকার। কারণ স্থাপত্যই সমস্ত আর্টের গোড়াকার জিনিষ– অন্যান্য আর্ট ক্রমশঃ স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠাকে অনুসরণ করে। তিনি বলেন "আমি মনে করি আমাদের চিত্র ও ভাস্কর্য্যবিদ্যার উন্নতি—যা' সুস্থ হোক্ না হোক্ জীবন্ত বলে স্বীকৃত হচ্ছে—

বহু পরিমাণে স্থাপত্যের উপর নির্ভর করে। আমি মনে করি স্থাপত্য শীর্ষ স্থান অধিকার করে' অগ্রদূত না হ'লে সমস্ত আর্টই দুর্ব্বলও রুগ্ন হ'য়ে পড়্‌বে। তা' সম্ভব কি অসম্ভব সে প্রশ্ন উঠে না। সম্ভব না হ'লে সমস্ত কলা বিদ্যা ছেড়ে' দেওয়া ভাল। শুধু তা'তে সময় ও অর্থ নষ্ট হবে এবং যদি শতবর্ষ-ব্যাপী চেষ্টা হয় বা অগণিত অর্থ ব্যয় হয় তবুও তা'তে খাঁটি কিছু হবে না।*

এ কথা ইতিহাসেরই কথা—রসকিনের ভিতর দিয়ে অবশ্যম্ভাবী প্রতিধ্বনি হচ্ছে মাত্র। পিরামিড্, এক্রপলিস্, আলহাম্ব্রা, পার্থিনন, বরভূধর এবং তাজ প্রভৃতির ভিতর জাতির চরিত ও মর্ম্মকথা মুখর হয়েছে; এ সবের ভিতর জাতির কল্পনা, স্মৃতি, সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও জীবনতত্ত্ব যতটা প্রস্ফুট হয়েছে, অন্য কোথাও তেমন হ'তে পারে নি। এ জন্য স্থাপত্যের ইতিহাসে জাতির বিরাট ইতিহাস ও বহু পরিমাণে প্রচ্ছন্ন থাকে বলা হয়। কাজেই স্থাপত্যের ভিতর দিয়ে জাতির হৃদয়কথাকে অনুধাবন কর্ত্তে কৌতূহল হয়।

বিশেষতঃ ভারতবর্ষের স্থাপত্য এখনও জীবন্ত ও জাগ্রত আছে। এ জন্য নানা দেশের ভাবুক এখানে এসে' বিরাট আদিকালের কার্য্যকরী (practical) শিল্পপ্রণালী অধ্যয়ন কর্ত্তে চেষ্টা কচ্ছে। ভারতবর্ষে স্থাপত্যের প্রাচীন আদর্শ এখনও অনির্ব্বাপিত অগ্নিশিখার ন্যায় আহিত আছে এখনও পুরাতন হলেও তা' জাগ্রত, জীবন্ত ও নূতন। তা'কে বিস্ময়ের সহিত দেখ্‌তে হচ্ছে কারণ তা'তে শুধু ভারতের নয়, ইউরোপের ও আদিম শিল্পধারাক্রম অনুধ্যান করা সম্ভব হয়েছে। বর্ত্তমানের কঙ্কালিত (fossilised) যুগে সব কিছুই

* I believe architecture must be the beginning of arts, and that others must follow her in their time and order; and I think the prosperity of our schools of painting and sculpture, in which no one will deny the life though many the health, depends upon that of our architecture. I think that all will languish until that takes the lead...I have nothing to do with the possibility or impossibility of it. If it be impossible give it up. Though you exhaust centuries and treasuries, you will never raise it above merest dilettanteism, Seven lamps of Architecture chap VII.

মিউজিয়ামে ঢুকে' পড়েছে, সব কিছুই প্রাণহীন কিউরিওস্* হ'য়ে পড়েছে। কেবল স্থাপত্যই আশ্চর্য্যভাবে অনাদিকালের নৈশ আরতি কাল যাপন করে' নূতন যুগের প্রভাতেও বিরাট অতীতের আশ্চর্য্য ও সুকুমার প্রহরীর মত একটা সৌন্দর্য্যালোকের ধারা বহন করে' দাঁড়িয়ে আছে। এ'রই ভিতর শিল্পানুচর্চ্চার আদিম ও অজ্ঞাত রহস্য জানবার সুযোগ আছে। এ যুগের সব চেয়ে বেশী অসুবিধা হচ্ছে শিল্পীসংখ্যার সামান্যতা। বিরাট কাজে অগ্রসর হ'তে কৃতী লোকের সংখ্যা বেশী পাওয়া যায় না; অথচ আর্ট স্কুলেও তা তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে না। সেকালে কোন্ শিক্ষার ধারা প্রচুর মার্জ্জিত শিল্পীদের জন্মদান করেছে—তা দেখ্তে এ যুগের একটা বিশেষ ঝোঁক হয়েছে। সেকালে বিপুল মন্দির ও মস্জিদ্, চার্চ ও সমাধি-হর্ম্ম্য রচনায় কি করে' সহস্র হস্ত একই তরঙ্গিত রসাস্পন্দনে চঞ্চল হ'ত, সহস্র চিত্তের একই হিল্লোলিত বেদনা কি করে' সে সমস্তকে বিশিষ্ট প্রাণস্পন্দন দান করে' শরীরী করে' তুল্ত—এ সব এ যুগের আর্টের ভাল মন্দ পর্য্যালোচনার ভিতরও এসে পড়ছে।

তা' ছাড়া স্থাপত্যের ভিতর নানা দেশের বিরাট ও বিশিষ্ট যে সমস্ত আদর্শ অসামান্যভাবে প্রস্ফুট হয়েছে তা' অনুধাবন করবার আনন্দ, শুধু ভাবের দিক্ হ'তেও সামান্য নয়। গথিক স্থাপত্যের ভিতর নিহিত শ্রান্তিহীন বৈচিত্র্য ও অগণিত রেখাজালকে 'Protestantism in stone' বলা হয়েছে। ভারতের তাজকেও শুধু নৃপতিকল্পিত প্রেম নহে ভারতেরই রূপগ্রাহী 'প্রেম' বলা হয়েছে। কোন পশ্চিমের ভাবুক† পার্থিননকে দেবমূর্ত্তির আধার আখ্যা দিয়ে তাজ মহাল সম্বন্ধে বলেছে: The Taj is the jewel, the ideal itself! অর্থ্য। তাজ আধার নহে, তা' নিজেই মণি। ভারতের সার্থক কবিও ভারতের গভীর প্রেমরূপকে তাজের মাঝে প্রস্ফুষ্ট দেখেছে:—

* Curios.

† E. B. Havell. "It is India's noble tribute to the grace of Indian womanhood the Venus-de-milo of the East.

ললিতকলায় আচার্য্যের পদাঙ্ক।

"প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা'
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।" বলাকা*

মিঃ পেটার † সঙ্গীতকে সমস্ত আর্টের আদর্শ বলে মনে করেন এবং যে পরিমাণে যে আর্ট সঙ্গীতকে 'Anders-Streben'এর লক্ষ্য করে' অগ্রসর হ'য়েছে অর্থাৎ সঙ্গীতের মত বস্তুমাত্রকে দুর্লক্ষ্য করে' সঙ্গীতের ধর্ম্মে অনুসিক্ত হতে পেরেছে, সে পরিমাণে তা' সফল হয়েছে মনে করেন। এ কথা যদি ঠিক হয় তবে তাজের মোহমন্ত্র ও মদিরার নিকট দুনিয়ার প্রায় স্থাপত্যকেই পরাজয় স্বীকার কর্ত্তে হবে। অবশ্য তা'র গভীর কারণও আছে।

সে যাক্, এ সমস্ত মন্দিরও মস্‌জিদের আশ্চর্য্য সফলতা স্বীকার কর্‌লেই তা'দের পশ্চাতে নিহিত শিক্ষার ধারাকে লক্ষ্য কর্ত্তে হয়। তা'তে দেখা যায় আধুনিক চেষ্টাও সেকালের কারুকার্য্যচর্চ্চার পার্থক্যটি কোন্ জায়গায়। এখানেই একটা বড় রকমের ব্যাপার চোখে পড়ে যা' সমগ্র আর্টের সাধনায় কেন্দ্রমূল হয়ে' রয়েছে। সেটা হচ্ছে আচার্য্যের প্রভাব। উরোপের 'মাষ্টারস্' প্রাচ্যদের আচার্য্য—সমগ্র কলার ইতিহাসে মধ্যমণির মত কাজ করেছে। আচার্য্যের চারিদিকেই সমগ্র কলানুধ্যায়ীরা জমাট্ হয়ে' শিল্পগোষ্ঠী রচনা করেছে। আচার্য্যের বিরাট ভাবাবর্ত্তের ভিতর অনুপ্রবেশ না কর্‌লে শত হস্তের অনুরূপ সংযম ও অলঙ্করণ-নৈপুণ্যের সাম্য সম্ভব হ'ত না। বিরাট মন্দির ও মস্‌জিদাদি রচনায় সহস্র শিল্পী একই শিল্পাত্মার অঙ্গরূপে অগ্রসর হয়েছে। কার্ত্তবীর্য্যের মত আচার্য্যের সহস্র শিষ্যবাহু একই ধর্ম্মে স্পন্দিত হয়েছে এবং ইন্দ্রের ন্যায় সহস্র শিষ্য-চক্ষু একই রূপ-সঙ্গমে পুলকিত হয়েছে। এ সাম্য ও সমানধর্ম্মিত্ব না থাক্‌লে কোন বিরাট কল্পনা কার্য্যে পরিণত হ'ত না। তা' অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরবিরোধী হ'য়ে উঠ্‌ত।

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। † Walter Pater.

শিল্পরচনায় এ প্রশ্ন খুবই শক্ত—একে কি করে প্রকাশক করা যায়। প্রাচ্য স্থাপত্যে একে এক হ'তে হয়। বহুজনের বা অল্প একজনের রচনা নয় একটি জ্যোতিষের আলোকে তা' দীপ্ত নয়—একটি শিল্পধারা হ'তে তা' গড়ে উঠেনি। এ শত শিল্পীর রচনা, তা'কে একটা গোষ্ঠী উপাসক জাতির সৃষ্টি বলা যেতে পারে। কাজেই প্রশ্ন উঠে শিক্ষার কোন প্রণালীপরম্পরা এরূপ শিল্পপ্রাচুর্য্য সম্ভব করেছে? একটি পরিবারে আর্টিস্টকে গড়ে তুলতে যে যুগকে অন্ধকার হ'তে হয় এবং আধিভৌতিক অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে তাকে বিধিবহির্ভূত বলা হয়, সে যুগে এর চেয়ে আর বড় হেঁয়ালি কি হ'তে পারে? পৌরস্ত্য দেশের ধারাবাহী শিক্ষাতন্ত্রের মত ইউরোপে ও কিছুকাল আগে ট্রাডিশন ও শিক্ষার আদিম আদর্শ অক্ষুণ্ণ ছিল যাতে করে' অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সমগ্র উচ্চ কলা সম্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অনেকে * দেখিয়েছেন যে ইউরোপের প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জাতিগত কারিগরদের মত নিপুণ কারিগরগণ একটা জাতীয় স্থাপত্য রচনা করে তুলেছিল; তখন প্রত্যেক গির্জ্জা ও প্রাসাদই, নির্ম্মাণের সময় চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য কলার একটা বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠ্‌ত এবং তা'তে করে' জনসম্প্রদায়কে সমগ্র জাতির প্রাণের ইতিহাস বহন করে' এসব রচিত হ'ত। তার পর দপ্তরখানার শিল্পের যুগ, আর্কিওলজিস্টদের বাক্সে কুড়ান সম্পদ ও বাণিজ্যের অশ্রান্ত ফরমাসের কাল এসে পড়েছে।

ভাব বিপ্লব হ'লেও রিণেসাঁসযুগ, মধ্যযুগের অধ্যয়নপ্রণালী অক্ষত রেখেছিল। রিণেসাঁস যুগের শিল্পধারার প্রাণ-কথা সম্বন্ধে নানা আলোচনা চলে; মানব ইতিহাসের দিক্ হ'তে তা' ভাল কি মন্দ, উচ্চ কি নীচ এসব নিয়ে তর্কবিতর্ক হচ্ছে ও হবে। কিন্তু এটা ঠিক, আদর্শের বৈপরীত্য সত্ত্বেও তা'

* Edward. S. Prior.

অধ্যয়নপ্রণালী ও উপায় সম্বন্ধে মধ্যযুগের পদচিহ্ন অনুসরণ করে' সে যুগের শ্রেষ্ঠতম শিল্পসম্পদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। এরূপ প্রণালী মিশর গ্রীক, ও ভারতে আদিকাল হ'তে চলে' এসেছে—মধ্যযুগও ঐতিহাসিক সম্পর্কে এই ধারা বহন করেছিল। রিণেসাঁস যদি একটা ভ্রান্তগতি (wrong turn) নিয়ে থাকে তবে তা' আদর্শমূলক—কিন্তু প্রাচীন সম্ভার ও শিক্ষার আয়তনের ভিতর নূতন আদর্শে তা' যা' গড়ে তুলেছিল এযুগের চোখে তা' সামান্য নয়।

একালের বাণিজ্যযুগ শিক্ষাদান বা গ্রহণের ও'সব পুরাণ ধারাকে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে পাচ্ছে না। নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে সে ধারার রম্যসূত্র হারিয়ে গেছে। ও'র পরিবর্ত্তে যা' এসে' দাঁড়িয়েছে—তা'তে কোন বড় রকমের কাজই হ'তে পাচ্ছে না—কারণ তা' নিঃসঙ্গ ও একক হ'য়ে চারিদিকের সহিত সম্পর্কচ্যুত হয়েছে। এজন্য একালের সকল রকমের অধ্যয়ন-অধ্যাপন বিষয়ে নানা গলদ খোঁজা হচ্ছে—নানা থিওরী বা আদর্শ দাঁড় করান হচ্ছে—অথচ কোনটাই কাজের মত হচ্ছে না। এক সময় শিল্পচক্রের আবহাওয়া যে কলাচার গড়ে' তুল্‌ত তা' আলোক ও বায়ুর মত সহজেই রূপরসগন্ধে সকলের চিত্তায়ত্ত হয়েছে। তা'কে হাজার চেষ্টা করে'ও আস্‌বাবের বাহুল্য ও জটিল জীবনযাত্রার মাঝে অর্জ্জন করা যাচ্ছে না। বুদ্ধি ও বিচারের সহায়তায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়োজন পুঞ্জীভূত হচ্ছে—কিন্তু তা'ও শিল্পের কার্য্যকরী দিক্ হতে (craft) পর্য্যাপ্ত হচ্ছেনা।

সম্প্রতি ইউরোপে স্থাপত্যের কোন জাগ্রত ও জীবন্ত ষ্টাইল দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না। পুরাণ দু' একটা ধারাকে অনুসরণ করা হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত চেষ্টায় দু' এক জায়গায় নূতন ভিত্তি গঠনের চেষ্টা হচ্ছে মাত্র। স্থাপত্যের চেষ্টা অনেকটা সংহত জাতিগত বলে' ব্যক্তিমৌলিক ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসে, শুধু প্রাচীনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে মাত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে স্থাপত্যে গ্রীসিক আদর্শের দিকে একটা আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবার গথিক আদর্শের দিকে ঝোঁক পড়ে। এখন কোন দিকেই তার স্থির হচ্ছেনা— ব্যবহারের সুবিধা ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের (Utilitarian tendency) দিক দেখে ভাবের পেণ্ডুলম ফিরছে। কোন আলোচক এ প্রসঙ্গে বলেন: আধুনিক উরোপীয় স্থপতি কোন একটা কল্পনা বা ডিজাইন্ করে গেলেই প্রাচীন একটা ভঙ্গীকে অনুকরণ করার মতলব করে; তাতে থিয়েটারগুলি গ্রীক মন্দিরের আকারে, হাসপাতাল চার্চের ভঙ্গীতে এবং পল্লী নিবাসগুলি মধ্যযুগের দুর্গের মত তৈরী করে বসে।* ভারতের আধুনিক ইংরাজী স্থাপত্য আলোচনা করে' তিনি বলেন সেখানের কোন শিল্পী এ সব আত্মবিরোধী ব্যাপার রচনা কর্ত না। "No one can suppose that they would have been so stupid as we are and make a hospital like a mosque or a townhall like a mausoleum, অর্থ। কেউ ভাবতেই পারে না, পুরাণ শিল্পীরা হাসপাতালকে গির্জার মত করে তৈরী কর্ত বা টৌনহলকে সমাধিস্মৃতির অনুরূপে সৃষ্টি কর্ত।

স্থাপত্যের একটা সংহত আদর্শ দেখ্তে পাওয়া যাচ্ছে না বলে' কেউ কেউ এ যুগের সমগ্র শিল্পচেষ্টার মূল্য ও যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কচ্ছে। এ বিষয়ে উরোপ নিজের দৈন্য দেখ্তে পাচ্ছে; এবং সে জন্য মধ্যযুগের সৃষ্টি দেখে' বিস্মিত হ'য়ে যেখানে ওরূপ কোন শিল্পের ধারা দেখ্তে পাচ্ছে সেখানেই তা' রক্ষা করবার মন্ত্রণা দিচ্ছে। ফার্গুসন ভারতের স্থাপত্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ভারতের স্থাপত্য এখনও জীবন্ত ও জাগ্রত; উরোপের স্থাপত্য দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে প্রণালীতে পরিস্ফুট

* "This is why we often see theatres like Greek temples, hospitals like churches and suburban villas like medieval castles."

হয়ে' বিস্ময়জনক সৃষ্টি সম্ভব করে এ প্রণালী ঠিক সেরূপ; কাজেই যা'রা মধ্যযুগের প্রণালী অধ্যয়ন কর্ত্তে ইচ্ছুক তা'দের পক্ষে তা' ভারতের চলিত ও জীবন্ত বর্ত্তমান স্থাপত্যে লক্ষ্য করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আধুনিক উরোপের স্থাপত্য একটা অলীক ও অসম্বদ্ধ উপায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে' কেউ স্থাপত্যের সঙ্গে জীবনের যথার্থ সম্পর্ক দেখ্‌তে পাচ্ছে না।*

অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী যুগ নানা সম্পদ্ ও আড়ম্বরের নানা প্রাগল্‌ভ্য নিয়ে'ও কোন জাতিগত ভাবের গভীর শিল্পাত্মিকা কেন্দ্ররেখা সৃজন কর্ত্তে পারে নি। বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক প্রচুর সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু আর্টের গভীরতর ও ব্যাপক কোন সংহত ও সংযত সৃষ্টি সম্ভব হয় নি—এ কথা শিল্পীরাই বল্‌ছে; কারণ অনিবার্য্য সামাজিক কারণে শিল্পাদর্শের নানা স্তরের ক্রমিক ধারা ছিন্ন হয়ে' গেছে এবং তা'তে অনুশীলনের পরম্পরা ক্ষত হয়ে' শিক্ষার আবহমান অবস্থাটি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গেছে। এটা হয়েছে নির্ম্মাণের দিক্ হ'তে; আদর্শের দিক্ হ'তেও ভাবের ধারা ছিন্ন হ'য়ে ব্যক্তিচিত্তের খেয়ালের উপরে এসে পড়েছে, তাই সকলের পক্ষে কোন একটা আদর্শ বা ভাবের চন্দ্রাতপতলে এসে দাঁড়ান সম্ভব হয় নি।

এ জন্য এ যুগে শিল্পচর্চ্চা ও শিল্পসম্পর্ক শিক্ষা ও সমাজবন্ধনের বিপর্য্যয়ে জাতিগত হ'তে পারে নি এমন কি সামান্যভাবে ও কোন সমানধর্ম্ম, জাতির কোন স্তরবিশেষে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। দু' পাঁচজনের মিশ্র (ecletic) আদর্শ ও কোন গভীর ভাবপীঠ সৃজন কর্ত্তে পাচ্ছে না। কোন আলোচক স্পষ্টই

* Architecture in India is still a living art, practised on the principles which caused its wonderful development in Europe in the twelfth and thirteenth centuries and there consequently and there alone the student of architecture has a chance of seeing the real principles of the art in action. In Europe *at the present day* architecture is practised in a manner so anomalous and so abnormal that few if any have hitherto been able to shake off the influence of a false system.

History of Indian and Eastern Architecture. Furgusson.

বলেছে প্রত্যেক জনপদের প্রত্যেক গৃহই বিশিষ্ট কলানীতিতে রচিত হওয়া উচিত কিন্তু এত শিল্পী কোথা পাওয়া যাবে? তিনি বলেন এ যুগের কারিগরদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা কারণ তাগিদ করলেই কখনও কারিগর এসে জুটবেনা। শিক্ষা যাদের বোকা করে তুলে এবং রুচি যাদের মূর্খ করে তাদের চেয়ে বেশী মূর্খ ও বোকা পাওয়া সম্ভব নয়।*

এ যুগের বাইরের দিকটা খুব পরিপাটি ও মার্জিত হ'য়ে উঠেছে কারণ নানা রকমের খবর সকলেরই কানে পৌঁছবার বন্দোবস্ত আছে। সকলেরই পাকা সমজদার হওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। এ যুগে সহজেই মতামতের ও ফ্যাশান্ দাঁড়িয়ে যায়, কাজেই তা' প্রকাশ কর্ত্তে ও বিপদ বেশী নেই। কিন্তু বানান কথা বা ফ্রেমে বাঁধা কল্পনা সীমার বাইরে কূল পায় না নেহাৎ পঙ্গু হ'য়ে পড়ে। কলাচর্চ্চাকে কৃত্রিমতার মুখোস ছেড়ে সহজ জীবনধর্ম্মের প্রেরণার মাঝে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে। সে জন্য সৌন্দর্য্যসাধনাকে সহজ জীবনমূলের শোণিতধারার সহিত যোগ রক্ষা কর্ত্তে হবে। বৃক্ষ যেমন পত্রপুষ্পবেষ্টনীর মাঝে, প্রাকৃতিক বিচিত্রতা অঙ্গগ্রহণ করে' বেড়ে' উঠে ফুল যেমন ক্রমিক জীবনধারায় পরিপুষ্ট হ'য়ে বৃন্তমুখে শতকিশলয়ে পর্য্যাপ্ত ও পূর্ণ হয়ে উঠে তেমনিভাবে নানা অনুকূল পাথেয়ের মাঝে কলাচর্চ্চাকে সহজ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে। আর্টের সোনার হরিণকে জোর করে ধরা যাবে না, শুধু আর্ট স্কুলের বক্তৃতা গলাধঃকরণ করলে প্রাণরোগের বীজাণু নষ্ট হ'য়ে দেহপ্লাবী রমাচাঞ্চল্যে জীবন উদ্বেলিত হবে না।

পম্পীনগরী ও ফতেপুরসিক্রীর ভগ্নাবশেষ দেখে' কোনও লেখক বলেন :- এ দুটি জায়গার ঘাট মাঠ, মন্দির, স্নানাগার, দোকান প্রভৃতি সব জায়গায় নিপুণ হস্তের কারুচিহ্নে পরিপূর্ণ। এত সুনিপুণ শিল্পী কোথা হ'তে এল

* "Do not think you can educate your workmen or that the demand for perfection will inlcrease the supply. Educated imbecility and finessed foolishness are the worst of all imbecilities and foolishnesses."

ভাব্‌লে বিস্মিত হ'তে হয়। আধুনিক যুগের শিক্ষার কোনরূপ ষড়যন্ত্রও বহ্বারম্ভ সহজ জীবনযাত্রার মাঝে এরূপ কলাসম্পদ্ আন্‌তে পারে নি। কারণ তা' জীবনের বহুমুখী চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত নয়।

তা ছাড়া' শুধু এঞ্জিনিয়ারদের কৌশলের দিক্ হ'তেও আদিকালের আর্টে যা' সম্ভব হয়েছে এ কালে তা' হচ্ছে না। ফার্গুসন ও হ্যাভেল এ সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। বিজাপুরে মহম্মদের সমাধি-মস্‌জিদের কৌশল সম্বন্ধে ফার্গুসন বলেছেন ঃ—'It is a wonder of constructive skill.' শুধু তা' নয়, ফার্গুসন বলেছেন ভারতের কারিগরদের কাজ দেখে' উরোপের মধ্য যুগের স্থাপত্য সম্বন্ধেও যতটা ধারণা হয়েছে রাশি বাশি বই পড়ে তা' হয় নি।

বরভূধর, সারানাথ, সাচি, অমরাবতীর শিল্পেও অসংখ্য শিল্পীসংগ্রহের হাতের স্পর্শ মুদ্রিত হ'য়ে গেছে। সে সময় শিল্পীর জীবন ললিতশিল্পের তালে অনুধৃত হ'য়ে যেত—একালে তা' কোথাও হয়ে উঠ্‌ছে না। বলাকার মত সেকালের শিল্পীরা শিল্পাকাশে দলে দলে দেখা দিয়েছে—প্রণালী সহজ ও স্বাভাবিক না হ'লে তা' সম্ভব হ'ত না। এদের ভিতর কেউ শুধু যন্ত্রের মত কাজ করে যায় নি—এ সব শিল্পের প্রত্যেক অংশই সমগ্রের আনন্দে ভরপুর হয়েছে। শিল্পীরা প্রত্যেকেই সমগ্র কল্পনার ভিতর নিজের আত্মীয়তা অনুভব করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে আচার্য্যানুগত্য ও ধারাবাহিকতার ক্রম, উরোপ ও ভারত—এ দু'জায়গায় আশ্চর্য্যরূপে শিল্পপরম্পরার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছে।

অপরদিকে চীন ও জাপানের ইতিহাসেও আশ্চর্য্যভাবে এই নিঃশব্দ আনুগত্য, শিল্পরচনার এই জীবন্ত ও জাগ্রত গতানুগতিকতা, এই ঐতিহাসিক ক্রমস্রোতঃ ব্যক্তিগত দম্ভকে শীর্ণ করে' একটা প্রবল শিল্পধারাকে বিশিষ্ট গৌরব ও মর্য্যাদা দিয়েছে। চৈনিক শিল্প তত্ত্বতঃ ভারতীয় বা অন্য কোন শিল্পের সহিত সমানধর্ম্মী নয়। চীন দেশে আর্টকে মার্জ্জিত রুচির (culture) প্রকাশ বলে' মনে করা হয়। অসংখ্য বন্ধন স্বীকার করে'ও চৈনিক চিত্ত পরিবারগত

পিতৃভক্তি ও সম্রাটানুবর্তিতাকে সমাজবন্ধনের কেন্দ্রস্থানে রেখেছে। কোন আলোচক বলেছেন চীনদেশে 'সজ্জন'ই সমাজের ভিত্তি, গ্রীস ও রোমে তা শুধু ব্যক্তিমাত্র গঠন করেছে।* এ সব কারণে আধুনিক সমালোচকেরা চৈনিক শিল্পকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মনে করেন।† চৈনিক শিল্পের দেখতে পাওয়া যাবে, আচার্য্যেরা আর্টে একটা প্রধান জায়গা অধিকার করে' আছে। আচার্য্যের হস্তলিপি প্রতিলিপিতে অনুকৃত হয়ে' থাকে; আচার্য্যের রচিত চিত্রকে অনুকরণ করে' হস্তকে সুশিক্ষিত করতে তরুণ শিল্পীরা লজ্জা অনুভব করে না। প্রসিদ্ধ আচার্য্যের মধ্যে কেউ বা শিষ্যদের রচিত চিত্রে নিজের নাম দেওয়ার অনুমতিও দিয়ে থাকে। বিখ্যাত মিঙ্ আর্টিস্ট চিউ-চিঙ্-এর নাম এরূপ অনেক শিষ্যের চিত্রে দেখতে পাওয়া যাবে। তা'ছাড়া একই বিষয়ে এত অসংখ্য চিত্র রচিত হয়েছে এবং অনুকৃতও হয়েছে যে তা'তে কোনটি আসল ও কোনটি নকল ঠিক করা অনেক সময় মুস্কিল হয়ে পড়ে। এ'তে দেখা যাচ্ছে প্রধানতম আচার্য্যকে অনুসরণ করা চৈনিক শিল্পের একটা বহুকালপ্রচলিত প্রথা।

জাপানী শিল্পেও এই আচার্য্যানুগতা আরও গভীরতরভাবে যুক্ত। কোন লেখক বলেন, জাপানের ইতিহাসে আর্টের যে সুগুপ্ত ধারা ও রহস্য, আচার্য্য হ'তে শিষ্যে ক্রমশঃ সংক্রামিত হয়ে' এসেছে তা' জাপানী আর্টে খুব একটা বড় রকমের কাজ করেছে। 'ওকুগি' বা ভিতরকার রহস্য-পরম্পরা এবং 'নিযুৎস্ব' বা গুপ্তশিল্প সম্বন্ধে অনেক কথা শুনতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত শিল্পের গোপনীয় সম্ভারসমূহ যা'রা যে পরিমাণে পেয়েছে তারাই নানা আর্টের চক্র সৃষ্টি করেছে। তা'তে কোন জায়গায় অনেকটা ধর্ম্মের সম্পর্কও দাঁড়িয়ে গেছে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মতন্ত্রের কোন কোন দিক আর্টে এসে পড়েছে।

* In a word the early civilization of China centred around the gentleman *chün*, while that of Greece and Rome placed man *homo* at the centre. Scammon lectures.

† "When foreign influences were stronger than at any other period of the history of china. Art continued to show an adherence to early indigenous tradition which refused to be perverted." Ibid.

······শিক্ষার্থীদের আচার্য্যের সম্পর্কে যেরূপ সম্পূর্ণ আত্মলোপ কর্ত্তে হয়', তেমনি নিজের কাজেও গভীর আত্মনিয়োগ অপরিহার্য্য ছিল।"*

এরূপ আচার্য্যানুগত্য ও আচার্য্য-দীক্ষা—যদি তা' বলা যেতে পারে—জাপানী শিল্পকে আশ্চর্য্যরূপে সুকুমার ও সূক্ষ্ম করেছে; এবং তা'তে করে' যা' সম্ভব হয়েছে, এযুগের নানা চেষ্টাও তা'র কাছে ব্যর্থ হয়েছে। এরূপে এসিয়ার আর্টে যেমন অনেক কিছু অননুকরণীয় এমন কি দুঃসাধ্য ও দুর্ব্বোধ্য হয়েছে তেমনি আদিকালের উরোপের অনেক চেষ্টাও একারণে এযুগের কাছে হেঁয়ালি হয়ে' পড়েছে। জাপানী ধাতব শিল্পের মিশ্রণপ্রণালীর দুর্ব্বোধ্য বৈচিত্র্য, এযুগে উরোপের পক্ষে আলাদিনের আলোর মত রহস্যজনক হয়েছে। নানা ধতু মিশিয়ে, ধাতু-পত্রে নানা রঙের বৈচিত্র্য, অবয়বের সৌকুমার্য্য ও সূক্ষ্মতা সম্পাদন করা পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহী শিক্ষায় জাপানী কারিগরের পক্ষে যেরূপ সম্ভব হয়েছে, জ্ঞান বিজ্ঞান সমন্বয় করে' উরোপীয় শিল্পীরা তা কর্ত্তে পাচ্ছে না। কোন আলোচক বলেন "It is the despair of our European workers in metal who have attempted in vain to imitate the effects obtained by the Japanese" মর্ম্ম। ধাতব শিল্পে আমাদের উরোপীয় শিল্পীরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে, —জাপানীদের অনুকরণ করে' হতাশ হয়ে' গেছে। জাপানীরাও প্রাচীনতর চৈনিকদের নিকট হ'তে নানা জ্ঞান ও সম্ভার আহরণ কচ্ছে। 'চৈনিক কালি' কিছুতেই জাপানে তৈরী হ'তে পারেনি, তা' চীনদেশ হ'তে জাপানে আমদানী করা হয় এবং অতিরিক্ত মূল্যে ক্রীত হয়*।

* "The secret trade thus passed on from master to pupil, played an important part in the history of the arts of Japan. We hear much of 'Okugi' the inner mysteries and of the 'Nijutsu' the secret art. By the possesion of these craft-secrets the divisions of various schools are in a measure founded. In some cases there is a sort of religious sanction and we come again into contact with the tenets of some Buddhist sects. The self-effacement of the apprentice in the interests of his master was demanded of him no less than a complete devotion to his task." E. Dillon.

আচার্য্যমূলক শিক্ষার ভিতর এরূপে অন্যকাণ্ড ও গোপন নানা তথ্য সংগৃহীত হ'য়ে থাকে। ইতালীয় শিল্পীদের বর্ণসম্ভারের কাছে আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের তৈরী রং তুচ্ছ ও অপ্রচুর প্রমাণিত হচ্ছে।

ধারাবাহিক চিত্রশিল্পের এরূপ নানা বিস্ময়জনক সংগ্রহকে এযুগ কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছে না। আচার্য্যের গতানুগতিক ভাবোদ্দীপনা এ শ্রেণীর আর্টে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় প্রাণ সঞ্চার করেছে—যা' আধুনিক আর্টস্কুলের শিক্ষকের বক্তৃতা হ'তে সম্ভব হচ্ছে না।

জাপানী আর্ট এবং চৈনিক আর্টেও আচার্য্যের একালে বিশেষদিকে মনোযোগ দিয়ে আর্টকে একটা অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে এসেছে। তা' শুধু বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আয়ত্ত করা যাচ্ছে না—একাগ্রভাবে আচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে অগ্রসর হ'তে হচ্ছে। যে সমস্ত আর্টে প্রামাণ্যমূর্ত্তি বা টাইপ কল্পিত ও রচিত হয়েছে—সে সব আর্টে এরূপ গূঢ় ব্যাপার কতকটা দেখ্‌তে পাওয়া গেলেও, কতকগুলি বিশেষ কারণে তা' জাপানে ও চীনে একটা প্রধান স্থান অধিকার করেছে।

জাপানী সাহিত্যে যেমন শব্দ প্রয়োগের একটা বিশেষত্ব, ভাবকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে তেমনি চিত্রেও রেখাপ্রয়োগের প্রণালীও একটা বড় জায়গা অধিকার করে' আছে। এ আর্টের বিশেষত্ব বর্ণপ্রয়োগ বা বিষয়ের কোন মৌলিক নূতনত্বের উপর নিহিত নহে, তুলিকাপ্রয়োগের আশ্চর্য্য সূক্ষ্মত্ব ও নৈপুণ্যের উপর নিহিত। তুলিকান্যস্ত রেখাভঙ্গীর মাঝে বিচারের নানা বিষয় এবং ভাব্‌বার নানা কথা আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। জাপানী আর্টে বিষয়-বৈচিত্র্য বেশী নেই ; ব্যক্তিগত শতমুখী ভাবোচ্ছ্বাসকে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য নহে—ধারাবাহী কোন আর্টেরই তা' নহে। কয়েকটা উচ্চ বিষয়কে

* "Of the so called modern ink used by the Japanese, the best quality comes from China ; extravagant prices are paid for what may be described as historic price."

বিশিষ্টভাবে জাতিহৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত করে' একটা চিরন্তন ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দেওয়াই এ শ্রেণীর আর্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগত ভাবের বুদ্‌বুদ্ সমগ্র দেশের বা অনাগত কালের বোধ্য হয় না। এজন্য বিষয়ের বৈচিত্র্যকে বড় না করে কয়েকটা বিষয়কে জাতির হৃদয়ে একটা অজস্র ও অফুরন্ত প্রতিষ্ঠা দিয়ে—তা'দের ভিতরই সমগ্র জাতির আশা, ও আনন্দ, বেদনা ও কল্পনা গ্রথিত করা এ শ্রেণীর আর্টের উদ্দেশ্য হয়ে' পড়েছে।

অথচ নানা হাতের শিল্প, নানা শিল্পীর মনন একই জিনিষের ভিতরও একটা বিশেষভঙ্গী ও ঊর্ম্মি উপস্থিত না করে' পারে না। তা' এখানে তুলিকা প্রয়োগের অজস্র ও অশ্রান্ত বৈচিত্র্যের ভিতর দেখ্‌তে পাওয়া যায়—এমন কি জাপানী বা চৈনিক আর্টে তুলিকাপ্রয়োগ দেখেই শিল্পীর স্থান নির্ণীত হয়। কাব্যের মাঝে ছন্দের যা' স্থান কিম্বা জাপানী কাব্যে, বাক্যের সান্নিধ্য ও সংযোগ যেমন মহার্ঘ—এমন কি যা' বহু চিন্তা ও সাধনার অপেক্ষা রাখে—তেমনি চিত্রেও রেখা সঞ্চারের সূক্ষ্মতা, চিত্রের উপায় মাত্র নহে—তা' উদ্দেশ্যেরই অঙ্গীভূত। বর্ণমালা অঙ্কনে অভ্যস্ত জাপানী ও চৈনিক হস্ত, তুলিকাপ্রয়োগে অপরাজেয় দক্ষতা লাভ করেছে। কোন লেখক বলেন :- "জাপানীদের তুলিকা সঞ্চালনের প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। তুলিকান্যস্ত নিপুণ রেখাপ্রণালীতেই জাপানের দেশীয় সমালোচকেরা আকৃষ্ট হয়। কোন আর্ট সমালোচক ভূচিত্র আঁকার মাঝে ষোল রকমের রেখাভঙ্গীর উল্লেখ করেছে এবং পত্রপুঞ্জও খুঁটিনাটি আঁকার ভিতরও ছত্রিশ রকমের তুলিকা প্রয়োগের কথা লক্ষ্য করেছে।*

এরূপে জাপানের চিত্তে, প্রত্যেক রেখাই প্রেম ও স্বপ্নের ভিতর জড়িত

* "It is the quality of this brush power that first arrests the attention of native critic in examining a picture or drawing. One writer on art has enumerated sixteen styles of touch for landscapes generally and as many as thirty six for details and foliage." Dillon.

হয়ে' একটা নূতন ভাবলোক গঠন করেছে, যা' বর্জ্জন করা যায় না। বহু চিত্রের সম্পর্ক ও বহু কালের স্মৃতি, এসব গভীর ছাপ ও চিহ্নাঙ্কিত করে রেখেছে—পাশ কেটে' গেলে এ শ্রেণীর আর্টের রসসম্ভোগ হয় না। এসব পুরুষানুক্রমিক সংস্কার ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব দিয়ে আকৃষ্ট এবং বহুবিধ বিশেষ প্রথার (convention) ভিতর দিয়ে এসব শিল্পে চলাফেরা করতে হয় বটে, তাতে নূতন নূতন অকল্প্য সৌন্দর্য্যধারার উদ্ঘাটিত হয়ে' প্রত্যেক অনুসরণকারীকে মুগ্ধ করে তুলেছে। সব কিছুই নূতন অর্থ পেয়েছে—বহুস্মৃতি তুলিকাভঙ্গীকে দিয়ে' অনেকটা সঙ্কেতাত্মক (symbolic) করে' এমন অনেক কথা প্রকাশ করছে—অনেক ইতিহাসের স্পর্শ দেখাচ্ছে, যা' বাজে লোকের চোখে পড়ে না। ট্র্যাডিশন বা বহুকালের আহিত পদ্ধতিনিষ্ঠতা এরূপে ক্রমশঃ শিল্পচ্ছন্দকে সামান্য পরিসরের মাঝেও ভারাক্রান্ত করে' তুলে এবং আর্টিষ্টকেও অগ্রজের পদচিহ্নে প্রেরণ করে' আশ্চর্য্যভাবে নিপুণ করে' তুলে।

বার্গসোঁ আর্ট সম্বন্ধে সাধারণভাবে এক জায়গায় যা' বলেছেন তা' এ শ্রেণীর আর্টের অন্তর্নিহিত অজস্র রসধারাকে উল্লেখ করে' বলা যেতে পারে। তিনি বলেন "Art reveals in things a great number of qualities and *finer shades* than we ordinarily discover in them." সূক্ষ্মতম ভাবছায়া জাপানী ও চৈনিক চিত্রাদির ভিতর পাওয়া যাবে—যা' শুধু চোখের ব্যাপার বা ইন্দ্রিয়ের কথায় পর্য্যবসিত হয়নি। অনেক কিছু উদ্দীপনা সম্ভব হচ্ছে, জাতিচিত্রের বিশেষ ধর্ম্মের সহিত রেখা-সংগ্রহ যুক্ত হয়েছে বলে'। চিত্রকর শেসুইউ (Sesshiu) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে অতি তরল রেখান্তরপ্রবাহে বিরাট্ দূরত্ব জ্ঞাপন করতে শিল্পীর একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল। মিঃ এণ্ডারসন, শিল্পী নেওনোবু (Naonobu) সম্বন্ধে বলেছেন যে মাঝে মাঝে রেখাভঙ্গীর মাঝে ফাঁক্ রেখে' দিয়েও নানা ভাব শিল্পী উদ্দীপ্ত করেছে। বাস্তবিক জাপানী ও চৈনিকদের রেখাসঙ্কারের যাদুকর বলা যেতে পারে।

এজন্য একটু অধ্যাত্ম ব্যাপার বা নিগূঢ় রহস্যবাদিতা (mysticism) ও জাপানী আচার্য্যদের সম্পর্কে এসে' পড়েছে। আচার্য্যের তুলিকাসম্পর্ককে জাপানী আর্টে অনেকটা অন্তর্গূঢ় চেতনার ব্যাপার (subliminal consciousness) বলা হয়েছে। আর্টের ভিতর, জাপানী সমালোচক জাপানী আচার্য্যদের 'হাতের স্পর্শ' খোঁজে। কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিগূঢ় তত্ত্বের সহিত এ ব্যাপার যুক্ত হয়ে' গেছে। আচার্য্যনিষ্ঠ আর্টসম্পর্কে এটা একটা খুব মূল্যবান্ ব্যাপার। কারণ এ সব আর্টে বিষয়ের বৈচিত্র্য একটা বড় কথা নয়। যা' কিছু মোটিফ ও বিষয় দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা' বহুকাল হ'তেই সঞ্চিত হয়ে' আছে। এ জন্য জাপানী চিত্ত সংস্কারবশতঃ ছবিতে আচার্য্যের নিপুণ হাতের গভীর স্পর্শ খোঁজে। কোন লেখক বলেন :- "খাঁটি আচার্য্য সম্বন্ধে, শুধু মস্তিষ্কের সম্পর্কে কোন রেখাসম্পাত হয়ে' থাকে—এ কথা জাপানীরা মনে করে না, তা'রা মনে করে একটা অলৌকিক অধ্যাত্ম সম্পর্ক হ'তেই তা সম্ভব হয়।"*

কোন কোন লেখক এই নিগূঢ় নৈপুণ্যকে বিবর্ত্তননীতির সম্পর্কে মস্তিষ্কের বিশেষ উপাদান সংগ্রহের সহিত যুক্ত করে' সুবোধ্য কর্ত্তে চায়। সেটা কি ঠিক না ভুল সে আলোচনা কর্ত্তে যাওয়া বৃথা। তবে তা'কে সহজে ব্যাখ্যা করে' নিঃশেষ করে' দেওয়া ও কোন কাজের কথা নয়। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা জীবতত্ত্বকে (Biology) অতটা অধিকার দিচ্ছে না। মনোরাজ্যের দেহনিরপেক্ষ অজ্ঞাত কক্ষ ও স্বীকৃত হচ্ছে। বার্গসঁ 'জড় ও স্মৃতি' নামক বইতে একজায়গায় বলেছেন :—"মস্তিষ্কের ঘটনা পুঞ্জের সহিত মানসিক জীবনের সম্পর্ক সঙ্গীতচক্রের মাঝে অনেকটা পরিচালকের যষ্ঠির মত কাজ করে;

* "The hand should be guided in the case of a true master not by the active and conscious interference of the brain but by some thing that we may perhaps call the 'subliminal consciousness', some thing that comes into play when complete command of the craft has been attained."

তা'তে কেবল গতির স্থূল জড় উপকরণের চাঞ্চল্যই প্রকাশ হয় আর কিছু নয়। ব্রেনের ভিতর মনের গতিবিধির কোন ব্যাপারই পাওয়া যাবে না। মস্তিষ্ক শুধু মানসজীবনের একটা অপূর্ব ও অপর্যাপ্ত অনুকৃতি হয় মাত্র।"*

এ সমস্ত কারণে আর্টের সম্পর্ক মানসিক দীক্ষার উপর নির্ভর করে; ধারা ও পদ্ধতির সহিত একটা গভীর অধ্যাত্ম যোগ না হ'লে শুধু বই পড়ে তা' সম্ভব হয় না। এই সাক্রামিত স্পর্শ ও দীক্ষার জন্য উরোপীয় চিত্রশিল্পে "মাস্টার্স" এবং প্রাচ্য শিল্পে 'আচার্য' ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে। এ শ্রেণীর পদ্ধতিনিষ্ঠ বিধিবদ্ধ আর্টের চাবি সেকালে এবং যেখানে তা' জাগ্রত আছে, একালেও—একমাত্র আচার্যের মঙ্গলহস্তেই শিক্ষার্থীর প্রাপ্য ছিল, তা' জটিল যন্ত্রপ্রাচুর্যের ভিতর কলের চাপে আদায় করা সম্ভব হয় নি। আজকাল আর্টের এই আচার্যান্বিধৃত পরম্পরা নানা জায়গায় ছিন্ন হওয়াতে তা' হেঁয়ালী হয়ে' পড়েছে; এ জন্য সেকালের উৎকৃষ্ট কলাচেষ্টা ও কিউরিওস্ বা তাজ্জব ব্যাপার হয়ে' দেশবিদেশে ড্রইং-রুমের কোণে বা প্রদর্শনীর শ্রেণীবদ্ধ প্লাটফরমে দেখা দিচ্ছে।

এ দেশের আচার্যনিষ্ঠ গতানুগতিক আর্ট আদিকাল হ'তে যে জীবন্ত জীবনধারার সংস্পর্শে উপচিত হয়েছিল এ কালে তা'র একটি শুভমুহূর্তও কোন কোন আর্টে স্মৃতিতে উপলব্ধ হচ্ছে না। যাপত্রো যতটুকু আছে তা'ও টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে' যাচ্ছে এবং অন্যান্য আর্টের সহিতও তা'র যোগ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। আজ প্রাচীনকালে অজস্র জীবনস্রোত ও কোন

* "Cerebral phenomenana are indeed for mental life what the movement of the conductor's baton are for the symphony, they indicate the motor articulations, they do no more. We should find nothing of the operations of the mind, properly so-called within the brain. The brain apart from its sensorial functions has no other office than to exhibit in pantomime, the mental life." Matter and Memory.

চিত্রশালার প্রান্তে, প্রত্যক্ষ জীবনস্পর্শে কম্পিত ও পরিপুষ্ট হচ্ছে না; তা' যেন অতীতের সুখ দুঃখ ও জীবনমরণের নিঃশব্দ প্রতিভূর মত দাঁড়িয়ে আছে। অজান্তার নরনারীর ললিত সৌন্দর্য্য ও আবেগধারা আজ বিজ্ঞতার চস্‌মা দিয়ে দেখ্‌তে হচ্ছে—বিবেচনা করে' তা'কে বাহবা দিতে হচ্ছে, গৃহকোণের মঙ্গলদীপালোকিত হৃদয়মুকুরে ও'সবের কোন ছায়া পড়্‌ছে না। বস্তুতঃ ভাবের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে' গেছে বলেই জ্ঞানের দিক্ হ'তে এ কালে আবার নূতন সামাজিকতার চেষ্টা হচ্ছে। এ শ্রেণীর আর্টের গোড়াকার কথা ছিল বিচ্ছিন্নতা নয়, বিচিত্রতা নয়, স্বাতন্ত্র্যও নয়; আচার্য্যের একান্ত আনুগত্যের ভিতর সৌন্দর্য্য সাধনায় আত্মসমর্পণে ও তা'তে আত্মার পরিপূর্ণ তৃপ্তি। এরূপেই আচার্য্য হ'তে শিষ্যে, শিষ্য হ'তে শিষ্যান্তরে, পরম্পরা রক্ষিত হয়ে' এসেছে। এ শ্রেণীর আর্টের আচার্য্যানুগত্যের আর একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে, এ সব দেশে সৌন্দর্য্যসাধনা ধর্ম্মসাধনেরই অঙ্গীভূত ছিল। এ কালের বিশ্লেষক চিত্ত জীবনকে নানা দিক্ হ'তে নানা ভাবে খণ্ড করে' অগ্রসর হয়েছে। শ্রম বাঁচাতে গিয়ে শ্রমবিভাগ হয়েছে, মনের ভিতরও নানা প্রকোষ্ঠ হ'য়ে গেছে। জ্ঞান বিজ্ঞান সব স্বতন্ত্র হয়ে' বন্দীর মত এক একটা মনের গুহা (cell) দখল করে' বসেছে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন ও নানা ভাগে বিভক্ত হয়েছে, একটা ভাগ আর একটা ভাগের সঙ্গে সহজে সম্পর্ক স্বীকার কর্ত্তে চায় না। আধুনিক ধনতন্ত্র যুগে কাজের পক্ষে হয়ত তা' সুবিধাজনক। কিন্তু সেকালের জীবনযাত্রা এরূপ খণ্ডভাবে চলে নি তা' সব কিছুকে নিয়ে একটা অখণ্ড স্রোতেই অগ্রসর হয়েছে; যা' কিছু সাধনা, তা' সমগ্র জীবনের সম্পর্কেই পুষ্পিত ও ফলিত হয়েছে।

গথিক আর্টে ধর্ম্মজীবনের গভীর সাধনা হ'তে শিল্পীরা প্রেরণা পেয়েছে, ভারতীয় আর্টে ও বৌদ্ধ ও শৈবধর্ম্মের তত্ত্ব, নিষ্ঠাবান্ শিল্পাচার্য্যের ভিতর দিয়ে প্রস্তরে মুখর হয়েছে। রিণেসাঁসের শিল্প ও উদ্দাম মুক্তির

সংঘাত—ধর্মাচারের ভিতর না হ'লেও জীবনের বহুমুখী সম্পর্কের প্রবল প্রকোপে—পরিপুষ্ট হয়েছে, জীবনচেষ্টার শতমুখী ধারার ভিতর বিচ্ছিন্ন হয় নি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি নিজে শুধু যে প্রধান শিল্পী ছিল তা নয়—সে যুগের একজন প্রধান ভাবুক ও শ্রেষ্ঠতম এঞ্জিনিয়ারও ছিল। তা ছাড়া সেকালের বাণিজ্য ব্যাপার এবং ব্যবসাও আর্টিষ্টদেরই হাতে ছিল। কোন লেখক এ প্রসঙ্গে বলেন সে কালে ইয়োরোপের বাণিজ্য ব্যাপার প্রভৃতি আর্টগিল্ডের ভিতর দিয়ে আর্টিষ্টরাই পরিচালনা করত।* আর্টিষ্ট নিজেই বণিক, শিল্পী ও ভাবুক ছিল—নানাদিকের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট ছিল। জীবনচেষ্টা এ ভাবে সব কিছুরই ভিতর ব্যাপ্ত হ'য়ে উঠেছিল।

এ যুগে আবার বিশ্বময় সমস্ত মতামত নূতনত্বের বিরাট অস্থিরতাতে পরীক্ষিত হচ্ছে, কোন কিছু সম্বন্ধে প্রবল নিষ্ঠা জাগ্রত হয়ে উঠছে না। ভাব ও কল্পনা ব্যক্তির ভিত্তিতেই যা' কিছু গভীর ও নিষ্ঠাযুক্ত হয়ে উঠছে। অবশ্য পশ্চিমের রসতাত্ত্বিকগণ এই বিচ্ছেদ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণের যুগে নানা শ্রেণীর ধারাবাহী আর্টের ভিতর রসসম্পর্কের সন্ধান পেয়েছে, এ গৌরব তাঁদের দিতেই হবে। আর্কিওলজী ও বৈজ্ঞানিকতার দুর্বল মঞ্চ ছেড়ে' বিশ্বের বিরাট একাত্ম ভাবপীঠে এসে' তাঁরাই প্রথম উপস্থিত হয়েছে। এটা বড় [illegible] কথা নয়। হয়ত এযুগের বিক্ষিপ্ত ও বিশ্লেষণ একটা উচ্চতর সমন্বয়কে (Higher synthesis) হৃদয়কোণে জাগ্রত করে' পেরেছে বলেই আহিতাগ্নি আর্টের পুরাতন অথচ চিরনূতন ধারার জয়কার, ইয়োরোপের ভাবুকের মুখেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছে। এ যুগে তারা এ পথের পথিক নয়।

* "In former days in Europe trade was to a very large extent controlled by artists, through the great art-guilds and the craftsman and the artist were one and the same person. Leonardo-da-vinci one of the greatest artists Europe ever produced was the greatest engineer of his time."

বিপরীত ধর্ম্মী বলেই ধারাবাহী আর্টের আকর্ষণে তা'রা হয় ত' মুগ্ধ হয়েছে। হিগেলের সেই কথা হঠাৎ মনে হচ্ছে, "বৈপরীত্যই জীবন প্রেরণার মূল, বৈপরীত্যই বিশ্বকে নিমন্ত্রিত করে, সব কিছু বিপরীতের মাঝে ডুব্‌তে চায়।" † কিন্তু তা'দের পক্ষে শুধু দিক্ নির্ণয় ও অবগুণ্ঠনমুক্তি মাত্র সম্ভব হয়েছে। ধারাবাহী আর্ট যেখানে জাগ্রত সেখানকার হৃদয়বান্ কলারসজ্ঞদেরই তা'র ভিতর প্রবেশ কর্ত্তে হবে, আর সকলের পক্ষে সে পথ অনেকটা রুদ্ধ। আনেসকি জাপানে 'বৌদ্ধ আর্ট' সম্বন্ধে যা' বলেছেন তা' মনে হচ্ছে—এসিয়ার জটিল সাধনা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা-রচিত চিত্তারণ্যের মাঝে প্রবেশ করা দেশচিত্তেরই কাজ বাইরের আলোচকের পক্ষে তা' সম্ভব নয়।

* M, Anesaki. Buddhist Art (1916).

† "Cortradiction is the root of life and movement......The principle of contradiction rules the world. Every thing tends to change, to pass over into its opposite"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আর্টের আনন্দমঠ ও আবহাওয়া।

বিশেষভাবে আর্টের দু'টো দিক দেখতে রসজ্ঞেরা ঝুঁকে পড়ে। একটা হচ্ছে নির্ব্বাচিত বিষয়ের দিক অর্থাৎ বিষয়টা ভাল না মন্দ কিম্বা কি ভাবে তা'কে কাব্যে বা চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; দ্বিতীয় হচ্ছে চিত্র বা কাব্য হিসাবে শিল্পীর নৈপুণ্যের দিক, যা'কে টেক্‌নিক্যাল দিকও বলা যেতে পারে। একটা হচ্ছে আর্টের আখ্যানগত ব্যাপার, অন্যটি হচ্ছে আর্টের প্রকাশভঙ্গী নিপুণতা। বিষয়টি শুধু অদ্ভুত বা বড় রকমের হ'লে চলে না—দেখ্‌তে হবে কতটা তা' শিল্পী নিজের কর্ত্তে পেরেছে, বিশেষতঃ কতটা তা শিল্পধর্ম্মের (technical skill) সহিত একাত্মক হ'তে পেরেছে। এমন কি কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতিতে শিল্পীর স্থান, বিষয় নির্ব্বাচন অপেক্ষা কারুকার্য্যের নিপুণতার উপর বেশী নির্ভর করে।

রসজ্ঞেরা এ' দুটি দিক হ'তেই প্রত্যেক কলাচেষ্টাকে পরিচ্ছিন্ন করে। যে সমস্ত শিল্প ধারাবাহী হয়ে' এসেছে সে সব বিষয়বৈচিত্র্যের দিকে ততটা লক্ষ্য করে নি। রিণেসাঁসের প্রাথমিক শিল্পীদের ভিতর বিষয়বৈচিত্র্য তেমন দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না। খ্রীষ্ট, ম্যাডোনা, ক্রুশবহন প্রভৃতি নিয়ে প্রায় সকলেই রচনা করেছে কিন্তু তা বলে' সবই এক রকম বা একঘেয়ে হয়ে' পড়েনি। সকলেই নিজের কলাধর্ম্মের একটা বিশেষ দিক হ'তে সে সব সজ্জিত ও উপস্থাপিত করেছে বলে' নৈপুণ্যের দিক হ'তে দেখ্‌তে গেলে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। র‍্যাফেল, লিয়নার্ড বা বটিসেলির আঁকা একই চেহারা, নানা ভাব উদ্দীপ্ত করবে। ফিডিয়াস সেলেনি, গিয়ো বলোনা বা মাইকেল এঞ্জিলোর রচিত একখানি হাত বা

দেহমধ্য বিভিন্ন রস সঞ্চার কর্‌বে; সঙ্গীতে ও একই বিষয় মোজার্ট, সেরুবিনি, রোসিনি ও চোপিন* প্রভৃতির বিভিন্ন স্পর্শ পেয়ে, আশ্চর্য্যভাবে নানা রসের সঞ্চার কর্‌বে। আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন হ'লেও রসজ্ঞেরা শিল্পনৈপুণ্যের দিক্ হতে আর্টকে বিচার করে' থাকে, কারণ আর্টিষ্টদের প্রাণকথাকে তা'রা এই নৈপুণ্য ও সৃজন ভঙ্গীর ভিতর লক্ষ্য করে। সেলিনির 'পার্‌সিয়াস্'† মূর্ত্তিতে সৃজননৈপুণ্য দেখে' বিস্মিত হ'তে হয়—যদিও 'পার্সিয়সে'র সঙ্গে আর্টিষ্টের গভীর আত্মিক সহানুভূতির অভাবে মূর্ত্তিটির ভিতর মহত্ত্বের ছায়া তেমন এসে' পড়ে নি। শিল্পবস্তুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য চিত্তসম্পর্ক প্রয়োজন এ জন্য দেওয়ার ভঙ্গী বা কায়দাটি ও বড় কম কথা নয়।

ধারাবাহী শিল্পে আচার্য্যেরা অনিবার্য্য কারণে বিষয়বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করে নি। যেমন এযুগে প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বিষয় কিছু আঁক্‌তে বা লিখ্‌তে না পার্‌লে কোন কোন শিল্পী নিজের চেষ্টাকে ব্যর্থ মনে করে, সেকালে তা'র প্রয়োজন ছিল না; কারণ লোকের মন তখন কয়েকটা স্থির ও স্থায়ী বিষয় হ'তে রসভোগে অভ্যস্ত ছিল। সে সব গভীর ভাবে চিন্তিত ও ধৃত হয়ে সকলের হৃদয়ে প্রামাণ্য ও পরিস্ফুট আসন রচনা করেছিল। অনাগত ভবিষ্য শিল্পীরা সে সব নিয়েই নাড়া চাড়া করেছে এবং যদিও সে সবের ভিতর অজস্র বৈচিত্র্য সঞ্চার সম্ভব হয় নি বা কোন নূতন মোটিফ যোগ করা দুঃসাধ্য হয়েছে তবুও দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, প্রত্যেক হৃদয়বান শিল্পীই প্রকাশধর্ম্মের ভিতর দিয়ে একটা অফুরন্ত বিস্তৃতির বিচিত্র পথ খুলে' তা'রই ভিতর নূতন হৃদয়কথায় পরিব্যাপ্ত করেছে। এ জন্য একই বিষয়ের বিভিন্ন রচনাকে ছাপ' বইর মত শুধু সংখ্যা বাড়াবার দিক্ হ'তে দেখা সম্ভব হয় না।

এরূপেই এক একটা কালে বা যুগে স্থায়ী মূর্ত্তি বা টাইপ রচিত হয়েছে। অনেক ভেবে এবং সে ভাবকে সমাজে ছড়িয়ে ও গৃহীত করে' শিল্পীরা

* Cherubini, Chopin, Rossini. † Perseus. Cellini

পরিস্ফুট ও মার্জিত কল্পনায় কতকগুলি সারবান্ মূর্ত্তি স্থির করে' অগ্রসর হয়েছে। বস্তুতঃ টাইপ রচনা করাই যুগের শ্রেষ্ঠ কাজ—টাইপের ভিতর দিয়েই যুগের শ্রেষ্ঠ প্রাণকথা উপলব্ধ হয়। মিশর, চীন ও ভারতের টাইপের ভিতর দিয়ে সমস্ত দেশের চর্চ্চা, রুচি ও সভ্যতা অনুধ্যান করা যেতে পারে। এ জন্য সমস্ত বিরাট ও প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে, কাব্যে ও চিত্রে টাইপের প্রতিষ্ঠা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। জাতিজন্ম জমাট্ না হ'লে এবং বিশেষ একটা বিরাট ভাব জাগ্রত হয়ে' জাতিচিত্র গতানুগতিক ও ধারাবাহী না হ'লে কোথা ও টাইপ তৈরী হ'তে পারে না। কিছুকাল আগেকার কোন কোন ইউরোপীয় আলোচক প্রাচ্য শিল্পের এবং অন্যান্য ধারাবাহিক ঐতিহাসিক শিল্পের টাইপকে একঘেয়ে ও প্রাণহীন বলে' ব্যাখ্যা কর্ত্ত—এখন তা' আর তেমনি ভাবে করে না। কারণ যে বৈচিত্র্যকে তা'রা পরমার্থ মনে করে, তা'র ও একটা দিক্ এ সব শিল্পে পাওয়া যাচ্ছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বৈচিত্র্য সকার জীবনেরই ধর্ম্ম। মানব-জীবন, মনস্তত্ত্বের দিক্ হ'তেই দেখা যাক্ বা ভাবের চোখেই দেখা যাক্—প্রতিমুহূর্ত্ত বিস্তৃত ও বিকীর্ণ হচ্ছে; অহরহ শ্রান্তিহীনভাবে জীবনে বৈচিত্র্য রচিত হয়ে যাচ্ছে; এবং যে সব দেশে সহস্ররজ্জুতে তা'কে বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে যেমন চীনদেশে—সে সব দেশে ও দেখা গেছে যে প্রতিবন্ধনের অন্তরালে শত গবাক্ষ আবিষ্কৃত ও মুক্ত হয়ে' চিত্রগতির লালিত্য সুসম্পন্ন করেছে। চৈনিক শিল্পের ড্রাগন ও ফিনিক্সমূর্ত্তি, তাম্র ও মৃৎশিল্পে, সব জায়গায় হাজার বছর অপেক্ষা ও অনেক বেশী কাল চলে' এসেছে। কিন্তু তবু কেউ ড্রাগন ও ফিনিক্স মূর্ত্তিতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হ'য়ে তা' ত্যাগ করে নি—বরং তা' সহস্র স্মৃতিসম্পর্কে মহার্ঘ হয়ে' জাতিচিত্তে অক্ষয় আসন রচনা করেছে। বুশেল* এক সময় বলেছিল এ সমস্ত মোটিফ বেশী রকম এক ঘেয়ে কিন্তু আধুনিক হৃদয়বান্ আলোচকেরা দেখ্‌তে পেয়েছে এ সমস্ত সামান্য ও

* Bushell's Chinese Art.

সুপরিচিত উপকরণের ভিতরই কি রকম আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছে! বৈচিত্র্যের এরূপ সুমধুর রসসম্পাত সম্ভব হয়েছে বলেই চৈনিক শিল্প এ সমস্ত ছাড়ে নি।* কাজেই দেখা যাচ্ছে কোন না কোন রকমের রসপ্রাচুর্য্য ও ভাবের নূতনত্ব সব আর্টেই এসে পড়েছে।

বিষয়বৈচিত্র্য এ যুগেরই একটা বিশেষ খেয়াল। রিণেসাঁসের কাল হ'তেই বৈচিত্র্যের সূত্রপাত হয়। সাহিত্য ও আর্টে খ্রীষ্টীয় দেববাদের টাইপ অতি সামান্যই ছিল—এবং সে জন্য ও' সমস্ত টাইপের ভিতর দিয়ে ভাববৈচিত্র্য সঞ্চার করার ধৈর্য্য কা'রও ছিলনা। এজন্য বটিসেলিকে প্যাগান দেববাদ হ'তে বিষয় নির্ব্বাচিত করে' চিত্র আঁক্‌তে দেখা যায়। গ্রীক আর্টে দেখা যায়, ফন্ (faun) হার্ম্মিস্, এফ্রোডাইট্, প্যালাস প্রভৃতি এক একটি মূর্ত্তিতে এক একটা ভাবের ব্যঞ্জনা আছে অথচ খ্রীষ্টীয় সাধুরা (Saints) সবই একই আদর্শে ও ভাবে কল্পিত হয়েছিল। খ্রীষ্ট ও দ্বাদশ সাধু প্রচারক (Christ and Twelve Apostles) সম্বন্ধে কথোপকথন উপলক্ষ্যে গ্যেটে একবার একারম্যানকে † বলেছিল য এসব সাধুদের কল্পনার ভিতর কোন বিশেষত্বই নেই; একটি ঠিক আর একটির মত—কাজেই আর্টে, এদের উপলক্ষ্য করে' এক একটা চরিত্রের বিশেষত্ব সৃষ্টি করা বড়ই কঠিন। গ্রীক্ দেবতারা এক একটা লক্ষণ ও বিশেষত্ব হ'তে সহজেই ধরা পড়ে কিন্তু সেণ্ট সিবাষ্টিয়ন্ সেণ্ট ক্যাথেরিন্ বা সেণ্ট লুসীকে চেহারা দেখে, চেন্‌বার কোন যো' নেই। বিখ্যাত সমালোচক

* Yet each succeeding generation drew its artistic inspiration from the same unfailing sources. This often gives the foreign student an impression of monotony but it also creates a profound admiration for the endless variety evolved from such limited sources. J. C. Fergusson.

† These forms are but poor subjects for sculpture. One apostle is always muoh like another and very few have enough life and action connected with them to give them character and significance" Goethe's conversations with Eckermann.

Winckelman বলেন, গ্রীক আর্টে প্রত্যেক দেবীমূর্ত্তির এক একটা বিশেষত্ব 'ছিল বলে', মনে হয় কোন বিশেষ বিধি বা লক্ষণের সাহায্যে সে সব রচিত হয়েছিল, কারণ প্রত্যেকটির মূর্ত্তি বা ভঙ্গীটি আলাদা দেখতে পাওয়া যায়।* এসব কারণে রিণেসাঁসের শিল্পীরা, বৈচিত্র্যের জন্য বটিচেলির মত প্যাগান আখ্যান আর্টে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু স্বাভাবিক প্রেরণায় সেকালের শিল্পী ঘটনাবৈচিত্র্যের দিকে যতটা অগ্রসর হ'তে পারেনি তুলিকানৈপুণ্যের দিকে ততটা আকৃষ্ট হয়েছিল। ধারাবাহী শিল্প সহজেই সব জায়গায় অমন নৈপুণ্যে যতটা বিচিত্র চমৎকার করেছে বিষয় নির্ব্বাচনে ততটা বৈচিত্র্যকে পুঞ্জীভূত কর্ত্তে ইচ্ছা করেনি। এটা হচ্ছে আধুনিক কালেরই খেয়াল।

রিণেসাঁস যুগের শিল্পীরা গভীর ধর্ম্মসম্পর্কে নিষ্ঠাবান্ ছিলনা বলে কারুকার্য্যের নৈপুণ্যের দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তা' অন্য কারণে ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। ধারাবাহী আচারনিষ্ঠ আর্ট মাত্রই পরম্পরারক্ষার জন্য একটা বিধিসূত্র খোঁজে। এবং তা'তে করে কোথা ও বা টাইপ সৃষ্টি কর্ত্তে অগ্রসর হয় এবং যেখানে তা' হয়ে উঠেনা সেখানে কারুকার্য্যের দিক হ'তে শিল্পকে মার্জ্জিত ও মূল্যবান্ করার একটা গভীর চেষ্টা জাগ্রত হয়ে উঠে এবং তা' ক্রমশঃ শিল্পপ্রবাহে সঞ্চারিত হয়।

যাঁরা রিণেসাঁসকে শুধু প্রাচীনের নিগড় ভাঙার দিক হ'তে দেখে তাঁদের ও স্বীকার কর্ত্তে হবে রিণেসাঁস, শিল্পের সমস্ত আহিত আদর্শ ও ক্রম ভাঙেনি। ধর্ম্ম ও ভাববিপ্লবে জীবনের সে যুগ আদর্শ সম্পর্কে প্রাচীনতা হ'তে দূরে এসেছিল ঠিক,

* "The from of each goddess is so uniformly *sui generis* as to lead one to suppose that all the Greek artists modelled their designs by same law or standard which all of them scrupulously observed. The figures and expressions of Diana, Venus Juno, Pallas and others belong specially to each goddess and would be out of place and keeping if transferred." **History of Art. Winckelmann.**

কিন্তু সামাজিক ও শিক্ষার বন্ধন ও রীতি ছিন্ন করেনি; অর্থাৎ ধর্ম্মের দিক্ থেকে যতটা দূরে গেছে শিল্পের প্রয়োগবিজ্ঞানের দিক্ থেকে ততটা যায়নি।' রিণেসাঁস অতীত আচার ও নিষ্ঠার নিগড় ভেঙে শিল্পকে আবার নূতন নিগড়ে বেঁধেছিল। সেটাও হচ্ছে কতকটা টাইপ ও ডিজাইনের শৃঙ্খলা। সমাজের বাঁধন ভাঙেনি বলে', শিক্ষা ও অধ্যয়নের প্রণালী চূর্ণ হয়নি বলে', শিল্পের নানা আচার, গতানুগতিক প্রথা ও পদ্ধতি সৃষ্ট হয়ে' গিয়েছিল। এ জন্যই কোন আলোচক একালকে লক্ষ্য করে বলেছে "Art ceased to be of any ethical or religious importance, its value consisted in technical excellence." শুধু শৃঙ্খল ও বন্ধন ভাঙার দিক্ হ'তে দেখ্‌তে গেলে বল্‌তে হয় অষ্টাদশ শতাব্দী হ'তেই সমস্ত স্মৃতিসম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন হয়ে' গেছে। তা'র আগে দীক্ষা ও চর্চ্চার পৌর্ব্বাপর্য্য অক্ষত ও অক্লান্ত ছিল। লিয়নার্দ-দা-ভিন্সি এক রকমের টাইপ সৃষ্টি করেছিল যা'র সূত্র ক্রমশঃ পরবর্ত্তীরা গ্রহণ করে' অগ্রসর হয়। কোন লেখক বলেন: "By his genius he fashioned a type of beauty that he was able to transmit as an inheritance to his followers" রাফ্যেল ও মাইকেল এঞ্জিলোরে আর্ট ও ডিজাইনের উপর বিশেষ ঝোঁক্ দেখ্‌তে পাওয়া যায়—চিত্রের বিষয় সম্বন্ধে তেমন নয়। এজন্য পশ্চিমের কোন আলোচক বলেন: "Giorgione and Titian, Leonardo, Michael Agelo and Raphael, Van Eyck and Memlin, Durer and Holbein are all firmly linked together by their acceptance of the supremacy of design" * মর্ম্ম। গিয়ারগিয়োন, টিশিয়ান, লিওনার্দ, মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল, ভ্যান আইক, মেমলিন, ডিরার্ হোলবাইন প্রভৃতি সকলেরই মাঝে একটি বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়—তা' হচ্ছে ডিজাইনের প্রাধান্য স্বীকার।

* Carr.

বাস্তবিক দেখা যাবে, রিনেসাঁসের সময় শিল্পে দুটি ব্যাপার পাশাপাশি হয়ে' আচার্য্য হ'তে শিষ্যে ও শিষ্য হ'তে শিষ্যান্তরে চলে' এসেছে। একটা হচ্ছে 'ফরমের' দিকে ঝোঁক যা'কে ডিজাইনও বলা যেতে পারে, আর একটা হচ্ছে বর্ণসম্ভার। রেমব্রাণ্ট* প্রথম আলো ও ছায়া সম্পাতের বৈচিত্র্যকে (chiaroscuro) ডিজাইনের উপর স্থান দিয়েছিল। ভাবব্যঞ্জনার বৈচিত্র্যের সহিত কা'রও সম্পর্ক তেমন গভীর ছিল না। আখ্যানবস্তুর প্রাণকথাকে বা কোন তত্ত্বকে কেউ পরমার্থ করে' চায়নি। দু' একটা উদাহরণ দিতে হয়।

টিনট্‌রেট্‌কে ইতালীর অধ্যাত্মনিষ্ঠ আর্টের শেষ দ্রষ্টা বলা হয়—"The last seer in the city of pleasure." টিনট্‌রেট্‌ ও টিশিয়ানের আর্ট সম্বন্ধে কোন আলোচক বলেন, যদি ও তা'দের ধর্ম্মনিষ্ঠা খুব প্রবল ছিল তবু তা'দের আর্টে টেক্‌নিক্যাল দিক্‌টার উপরই খুব দৃষ্টি ও লক্ষ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়—অর্থাৎ বর্ণ সম্ভার ও অঙ্কন প্রভৃতির উপর তা'দের টান বেশী ছিল। তাঁ'দের ছবিগুলি ও খাঁটি ও সুন্দর হওয়ার বিশেষ কারণ হচ্ছে চিত্রের বিষয় সম্বন্ধে তাঁ'দের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ছিল যা' সব আর্টে অপরিহার্য্য। টিশিয়ানের Assumption ছবিটি একটা খুব বিরাট ব্যাপার বল্‌তে হয় কারণ চিত্রখানিকে টিশিয়ান খেল্‌না মনে করে' আঁকেনি। খ্রীষ্টীয় উপাখ্যান প্রভৃতিতে টিশিয়ানের বাস্তবিকই গভীর আস্থা ছিল; কিন্তু খাঁটি কথা বল্‌তে গেলে স্বীকার করেই হয় টিশিয়ান উজ্জ্বল লাল ও নীল রঙে আকৃষ্ট হয়ে' সে রঙ বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুল্‌তেই ছবি খানি আঁকে। টিনট্‌রেটের 'স্বর্গ' অতি উঁচু দরের জিনিষ; কারণ টিনট্‌রেটের ধর্ম্মানুরক্তি ছিল, খ্রীষ্টীয় স্বর্গে নিষ্ঠা ও বিশ্বাস ছিল; অথচ টিনট্‌রেটের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বর্গকে আঁকা যতটা নয় ততটা কাউন্সিল হলের দেয়ালের শোভা বৃদ্ধি করা।†

* Rembrandt.

† "The assumption is a noble picture because Titian believed in the Madonna. But he did not paint it to make any one else believe in her. He painted it because he enjoyed rich masses of red and blue and faces flushed with sunlight......Tintoret's paradise is a noble picture becanse he believed in paradise. But he did not make it to make any one think of heaven, but to form a beautiful termination for the hall of the greater council" Ruskin. Modern Painters V.

র্যাফেলের সম্বন্ধেও আধুনিকের ততটা উচ্ছ্বাস আর নেই। শিল্পনৈপুণ্যের দিক্ হ'তে র্যাফেলের রচনা চমৎকার। নারীমূর্ত্তি যতটা সুন্দর হ'তে পারে, সেকালের সামাজিক চোখ কল্পনায় নারীমূর্ত্তিকে যতটা লালিত্য দিয়েছে র্যাফেলে তা'র ছায়া পাওয়া যাবে। আর বেশী কিছু চাওয়া বৃথা। ডিজাইন ও বর্ণ সঞ্চারে র্যাফেল খুবই সুনিপুণ। অথচ গভীর ধর্ম্মগত কোন যোগ না থাকাতে এ সব চিত্রকে অনেকটা কলার রম্য কসরৎ বল্‌তে হয়। ফ্রা এঞ্জেলিকোর * চিত্রিত এঞ্জেল বা দেবদূতের একখানি চেহারাতে যতটা গভীর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা পাওয়া যাবে র্যাফেলের সমস্ত চিত্র পুঞ্জীভূত কর্‌লে ও তা' পাওয়া যাবে না—এটা শুধু একালের হৃদয়বান্ ভাবুকের পক্ষে বলাই সম্ভব হয়েছে †। কারণ একাল গভীর জীবনতত্ত্বের অনেকটা দিক্ নূতন বিশ্বসামাজিকতার ভিতর দিয়ে নানা আর্টের সম্পর্কে অন্তগ্রহণ কর্ত্তে পাচ্ছে। অন্য কা'র ও পক্ষে তা' লক্ষ্য করা সম্ভব হয়নি। আলমা টাডেমা ‡ এক জায়গায় বলেছে, সকল শ্রেণীর চিত্রপর্য্যায়ে (Schools of painting) শুধু দু'টা ব্যাপার দেখ্‌তে পাওয়া যায় কেউবা আকার সম্বন্ধে অন্ধ (Form-blind) এবং কেউ বা বর্ণ-সঞ্চার সম্বন্ধে অন্ধ (Colour-blind)। চিত্রের ভিতর আর কিছু লক্ষ্য করা অনেক সময় আবশ্যক মনে হয়নি।

এরূপে দেখা যাবে, উরোপের প্রাথমিক শিল্পে, শিক্ষার বিধান ও পরম্পরা অক্ষত ছিল' বলে' কেউ তেমন কিছু সর্ব্বগ্রাসী ভ্যাণ্ডালধর্ম্মের নমুনা দেখাতে

* Fra Angelico.

† "Raphael's Madonnas hold a place of unapproachable supremacy and yet *one upturned face from among the thronging angels* imaged by Fra Angelico enshrines more of religious rapture than all the lovely faces of Raphael even Including the superb example of the Madonna of San Sarto in the gallery of Dresden" Comyns Carr 1917.

‡ Alma Tadema.

মার্জনি—যা এ যুগের পক্ষে নানা কারণে সহজসাধ্য হয়েছে। য়ুরোপীয় শিল্পে যতকাল পর্য্যন্ত আচার্য্য ও শিষ্যের ক্রম ছিল ততদিন নিয়মের সহিত না হোক—তা' আশা করা বৃথা—প্রণালীর সঙ্গে একটা অশ্রান্ত রকম যোগাযোগ রক্ষিত হয়ে' এসেছে। একজন রিণেসাঁসের আর্টকে কোন আলোচক বলেছেন—"rich inheritance of formal beauty bequeathed by the mighty Florentines"। এই পদ্ধতিমূলক সৌন্দর্য্যের উত্তরাধিকারিত্বকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ যুগ প্রত্যাখ্যান করে' পুলকিত হয়। আর্টে যখনই কোন নূতন ভঙ্গী এসে পড়েছে তখনই তা আচার্য্যের সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন হয়ে' শিষ্যের ক্রমপ্রবাহে সঞ্চারিত হয়েছে। য়ুরোপীয় শিল্পে রেমব্রাণ্ট যখন ডিজাইনকে তুচ্ছ করে' ছায়াসম্পাতের * (Chiaroscuro) প্রাধান্য দেয় তখন তাকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়—তা'কে ও ব্যক্তিমূলক করা হয়নি। রেমব্রাণ্টের সম্বন্ধে বলবার বড় কথা হচ্ছে যে কোথা ও শিল্পী আর্টকে সাময়িক করতে চায়নি। রেমব্রাণ্ট দেশ-কালের অনন্ত স্রোতের সহিত যোগ রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে এবং সে জন্য অনেক কিছু বর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করে' ব্যক্তিচিত্রগুলিতে ও (Portraits) একটা বিরাট মানবস্পর্শ সংক্রামিত করেছে। এজন্যই কোন লেখক বলেছেন:—"Under the spell of his genius these Dutch faces became world faces."

যা'কে রূপের বন্ধন বা বর্ণের বন্ধন বলা হয়েছে নিম্নতর শিল্পীর পক্ষে তা' প্রবল বাধা বলে' মনে হ'তে পারে কিন্তু ক্ষমতাবান্ শিল্পীর হাতে বন্ধনের শৃঙ্খল ও মুক্তির সোপানে পরিণত হয়। কাব্যের ছন্দ বা কবিতার বন্ধনে কবি যেমন অর্গলিত হয় না বরং তা'রই ভিতর বিশিষ্ট ধ্বনি ও সৌরভ সঞ্চার করে বাক্যেরও

* "He was the first great painter in modern Europe to create and perfect an ideal in which form and design in the earlier acceptance of these terms played only a subordinate part."

শব্দের অতীত লোকেরও স্বপ্ন সঞ্চার করে, তেমনি রিণেসাঁস শিল্পীরা সমস্ত রম্য নিয়মবন্ধনের ভিতর দিয়েই আশ্চর্য্য শিল্পসম্পত্তি রচনা করেছে যা' সকল যুগেরই বিস্ময় উৎপন্ন কচ্ছে। এরূপে দেখা যাবে, ধারাবাহী শিল্প সব জায়গায় আচার্য্যকে মধ্যমণি করে' আচার্য্যের নিয়মবিধি ও গূঢ় সঙ্কেতাদি আয়ত্ত করে' অগ্রসর হয়েছে। তা'তে শত শিল্পীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে—তা'তে দু'একজন মাত্র শিল্পীর রচনায় যুগচেষ্টা পর্য্যবসিত হয়নি, অসংখ্য শিল্পী একই আচার্য্যধর্ম্মে অনুসিক্ত হয়ে রম্য লোকের সৃষ্টি করেছে।

প্রাচ্যশিল্প ও বিধিনিয়ন্ত্রিত, আচার নিষ্ঠ এবং কোথাও বা জাতির প্রাণ-সম্পর্কে সমুজ্জল রূপকধর্ম্মী। এ সমস্ত বিধি ও সংযমের ভিতর কি করে' এরূপ আশ্চর্য্য শিল্পচেষ্টা সম্ভব হয়েছে তা' একাল অনুধাবন কর্ত্তে চেষ্টা কচ্ছে।

মাইকেল এঞ্জিলো ভিটোরিয়া কলোনাকে* একবার বলেছিল ইতালীর একজন এপ্রেণ্টিস্ হ'তে যেরূপ শিল্পচেষ্টা আশা করা যায় অন্য জায়গায় আচার্য্যদের কাছেও তা' আশা করা যায় না †। এ'র মানে হচ্ছে, আর্ট সম্বন্ধে ইতালীর আবহাওয়া বা ইতালীয় আচার্য্যগণের সান্নিধ্য যতটা মূল্যবান এমন আর কোন্ জায়গার নয়। ইতালীর আকর্ষণ ও মোহ উরোপের একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার; শিল্পও শিল্পীর সম্পর্কে ইতালী মহাতীর্থরূপে পরিণত হয়ে গেছে। কাজেই ইতালীতে এবং কতকটা তারই অনুরূপ আদর্শে পরিচালিত শিল্পকেন্দ্রসমূহে কোন্ প্রণালীতে কলালোচনা ও চর্চ্চা হ'ত তা' এ যুগে বিশেষভাবে বোঝ্‌বার চেষ্টা হয়েছে।

কারণ এ যুগে আর্টের অনেক গূঢ় রহস্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে ও সুস্পষ্ট হয়নি এবং আধুনিক উরোপ প্রাচীন কলাপ্রবাহের সহিত যোগ রক্ষা কর্ত্তে

* Vittoria Colonna.

† You will find that he who is only an apprentice in Italy has produced more with regard to genuine art than a master who is not from Italy.

পারে নি বলে' অনেক কাজে অগ্রসর হয়ে বিপর্য্যস্ত হয়েছে। এ যুগের আর্ট-স্কুল হ'তে যে জ্ঞান আহৃত হচ্ছে তা' অনেক জায়গায় কোন কাজেই আসছে না। তা'তে শক্তি ও সংহত হচ্ছে না ভাব ও ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। ইউরোপে শিল্পটা অনেকটা ফ্যাক্টারীর ভিতরই এসে পড়েছে। রাসায়নিক নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষায় নিযুক্ত; অস্বীকার করার যো' নেই এক চোখ টাকার দিকে রেখেই কাজ চালাতে হচ্ছে। আবার একালে আর্টের আধখানা জায়গা কল অধিকার করে' বসেছে এবং বাকি আধখানাও আয়ত্তে আনবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে। এ জন্য কোন বিশিষ্ট আবহাওয়া সৃষ্ট হ'য়ে শিল্পধর্ম জমাট হতে পারছে না।

অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব ও বৈচিত্র্যের অনুরক্তিতে কোন যোগসূত্র বা ভাবের আবর্ত্ত রচিত হয়ে উঠ্ছে না। এযুগের বিচ্ছেদ ও বিক্ষিপ্ত প্রত্যেককেই অসংলগ্ন ও দূর করে দিচ্ছে—তা'তে করে' ভাবের বন্ধন সম্ভব হচ্ছে না, কোন রস্যভাবাবর্ত্ত ও আবহাওয়া সৃষ্ট হয়ে' ব্যাপকতর চেষ্টা সম্ভব হচ্ছে না এবং অতীতে যা' হয়েছিল তা'ও রক্ষা সম্ভব হচ্ছে না। আর্টের ইতিহাসে সব জায়গায় দেখা যায় এক একটা আচার্য্যের চারিদিকে বিশিষ্ট আবহাওয়া একটা আন্তর ধর্ম্ম পেয়ে' একটা শিল্পচক্র গঠিত করে' তোলে। শিল্পাচার্য্যের প্রতিভার চৌম্বক শক্তি চারিদিক্ হ'তে অনুকূল লোকব্যূহকে আকর্ষণ করে। ক্রমশঃ আচার্য্যের সাধনা ও আদর্শের স্পর্শে ভবিষ্য শিল্পী মুকুলিত হয়ে' উঠে।

শুধু উপকরণের প্রাচুর্য্য ও আড়ম্বরের ঘনঘটায় আর্টের দীক্ষাকে অনুগ্রহণ করা যায় না। এ জন্য কোন কোন পশ্চিমের ভাবুক দুঃখ করে' বলেন:—"Now-a-days we have art students instead of apprentices, and there is always danger that the student even if he is articled to an architect will spend too long in learning instead of doing." মর্ম্ম। শিল্পশিক্ষায় এখনকার দিনে আর্টস্টুডেন্ট আছে এপ্রেন্টিস নেই: কিন্তু এ'দের বিপদ্ হচ্ছে কোন স্থপতির সান্নিধ্যে এরা কেবল

অনুকরণের দিকে ঝোঁক্ দিতে থাকে—নিজে কিছু কর্‌বার সুযোগ ও সাহস বর্ত্তমান অবস্থায় পায় না—যা' সেকালের এপ্রেণ্টিস্ বা শিক্ষানবীশেরা আচার্য্যের কাছে পেত। এ অবস্থায় শিক্ষাপ্রণালী আর্টের শিক্ষার্থীদের কাছে অনেকটা হেঁয়ালি হয়ে' দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম নিজের খেয়ালেই স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্র গ্রহণ করেছে; তা'তে যুগাগত আবহাওয়া পরিত্যক্ত হয়েছে, পৌর্ব্বাপর্য্য ছিন্ন হয়েছে এবং ভাব-প্রবাহের ধারা ও শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে' ফল্গুর মত হারিয়ে গেছে।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। আধুনিক কালে ইংলণ্ডে রসেটি * একটি রসোজ্জ্বল আর্টের আবর্ত্ত সৃষ্টি করে' তুলেছিল। ইংলণ্ডের চিত্রশিল্পের দৈন্যের মাঝে রসেটির নবীন স্বপ্ন বিস্ময়জনক ভাবোচ্ছ্বাস সঞ্চার করেছিল। রসেটির প্রতিভা অলৌকিক কল্পনা ও সম্পদে নব্য আর্টের সমগ্র গতিকে ঐশ্বর্য্যবান্ করে। শুধু চিত্রকলা কেন, কাব্যে ও রসেটি এক আশ্চর্য্য উদ্দীপনা উপস্থিত করে। সমসাময়িক প্রায় সমস্ত শিল্পী ও কবিরা রসেটির প্রতিভায় দীপ্ত হয়ে' উঠে এবং নানা কল্পনা ও আকুল স্বপ্নে ভবিষ্য গৌরব অনুধ্যান করে। তখন, যা'তে যুগের পক্ষে স্থায়ী কিছু শিল্পসম্পদ্ সৃষ্ট হয় এরূপ একটা কাজের কল্পনা হয়। একা রসেটি নহে, সমসাময়িক সমস্ত বিখ্যাত শিল্প-প্রতিভা কেন্দ্রিত হয়ে' একটা বিশেষ কিছু সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কর্ত্তে সঙ্কল্প করে। বিখ্যাত উইলিয়ম্ মরিস্, শিল্পী বার্ণ জোন্স্ প্রভৃতি একাজে রসেটির দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করে।

তা'রা সকলেই, ভবিষ্যৎ পুলকিত হয়ে' দেখ্‌বে এবং রসভোগে চরিতার্থ হবে, এমন স্থায়ী কিছু রচনা করার সঙ্কল্প করে। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ চিত্র-সম্পদ্ ফ্রেস্কোচিত্রেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় এজন্য রসেটি, মরিস্ প্রভৃতির মন ও সেদিকে গেল। ফ্রেস্কোচিত্রকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়, স্থানের ধর্ম্ম ও প্রকৃতি লক্ষ্য করে' তা' আঁকা যায় এবং তা'তে বাইর হ'তে আলোক ও ছায়া-

* Rosseti.

সম্পাদের একটা পরিপূর্ণ ও গভীর মিলন থাকে, এজন্য তা' সমগ্রতার (effect) দিক্ হ'তে খুবই সুবিধাজনক। জগতের শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টরা ও এ সমস্ত কাজে ফ্রেস্কোচিত্রে নিজেদের স্থায়ী কীর্ত্তি রেখে' গেছে।

র‍্যাফেলের শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি পোপের প্রাসাদ ভ্যাটিক্যানের কয়েকটা প্রকোষ্ঠ অঙ্গনে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। করেজিও পার্ম্মানগরীর দু'টি গির্জ্জার ভিতরের দিকটা নিপুণভাবে এঁকে স্থায়ী কীর্ত্তি রেখে' গেছে। ফ্লোরেন্সের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী মাইকেল এঞ্জিলো পোপের নিজস্ব একটা চ্যাপেলের ছাদে চিত্রাঙ্কন করে' যশস্বী হয়েছে। টিণ্টরেট্ ভিনিসের একটা বড় সভাগৃহের দেয়াল ও ছাদ চিত্রিত করেছে। টিশিয়ান ও পেওলো ভিরোনিজ ভিনিসের সাধারণ ইটের দেয়াল ও প্রাচীরে এ শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনের অক্ষত চিহ্ন রেখে' গেছে।

এজন্য এযুগের কোন কোন শিল্পীর বড়ই প্রলোভন হল। রসেটি * ইংলণ্ডের শিল্পী ও সাধারণের করতালি দিয়ে পুষ্ট হয়ে' ভেবেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে একটা স্থায়ী কীর্ত্তি রাখ্‌তেই হবে। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের তর্ক-সভাগৃহে ফ্রেস্কোচিত্র রচনার প্রস্তাব করে' রসেটি একাজে মরিস ও বার্ণ জোন্‌সের প্রতিভার সহায়তা পেয়েছিল। ইংলণ্ডের প্রতিভাসম্পন্ন, মনস্বী ও শ্রেষ্ঠতম, এ তিনটি আর্টিস্ট একযোগে ও একাগ্রভাবে এ কার্য্যে অগ্রসর হ'ল। বিজ্ঞানের অগণিত সম্পদ্ ও রাজ্যের অসীম ধনবল সবই তাঁদের অনুকূলে এসে' দাঁড়াল। বস্তুতঃ একালে এরূপ কাজের কল্পনা কা'রও মাথায় আসেনি — কেবল রসেটির পক্ষেই তা' সম্ভব ছিল। চিত্রের পরিকল্পনা সম্বন্ধেও আর্টিস্ট-বন্ধুদের অনেক কল্পনা জল্পনা হয়েছিল এবং অনেক নূতন জিনিষও অলঙ্করণের জন্য নূতন সৃষ্ট হয়েছিল। এ সূত্রেই মরিস্ প্রথম Sunflower এঁকে চিত্র-শিল্পে স্থান দেয়; তারপর হ'তে তা' সাধারণ সম্পত্তি হয়ে' চলে' এসেছে।

কিন্তু শুধু 'আইডিয়া'তে বা কল্পনায় কাজ বেশী অগ্রসর হয় না। এত চেষ্টা ও

* Rosseti.

যত্ন শেষে পঙ্গু হয়ে' গেল। সমস্ত চিত্রচেষ্টা অল্প কালের মাঝেই জীর্ণ ও গলিত হয়ে' গেল। তা'র কারণ হচ্ছে, এযুগে কা'রও মুরাল্ চিত্রনের মর্ম্ম জানা ছিল না। কাজেই দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায়ই স্বচ্ছন্দতা বা স্বাতন্ত্র্যের সীমা আছে—কোন কোন জায়গায় তা' খুবই সঙ্কীর্ণ। শিল্পের নিগূঢ় তথ্যাদি মধ্যযুগ বা রিণেসাঁসের শিল্পীরা আচার্য্যের পদতলে বসে' পেয়েছে—এযুগ তেমন কোন বিনীত সাধনা ছাড়া জগৎকে পদতলে রাখ্‌তে চায়। পূর্ব্বাঞ্চলেও বহুকাল সঞ্চিত আর্টের নানা মর্ম্মকথা আচার্য্যের সম্পর্কে প্রসারিত হয়েছে এবং কোথাও বা বংশবদ্ধ হয়ে' এখনও হাটের মাঝে এসে পড়েনি। বৈজ্ঞানিক জাপান এখনও চীন দেশ হ'তে পুরাতন রঙ্ আমদানি কচ্ছে—আধুনিক রসায়ন বিদ্যা তা' তৈরি করে' উঠ্‌তে পারেনি। মরিসের এই ব্যর্থতা উপলক্ষ্য করে' কোন লেখক * বলেছে :—'এই সাহসিক চেষ্টার ব্যর্থতা হ'তে মরিস্ নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পেরেছিল, প্রাচীন যুগের আয়োজন ও অভিজ্ঞান কত বড় রকমের ব্যাপার ছিল এবং তা'র তুলনায় এ যুগের অজ্ঞতা ও অসংযম কত বেশী।'† সেকালের বর্ণসঞ্চার প্রভৃতি নানা বিষয় এখন ও দুর্ব্বোধ্য হয়ে' আছে। এতকাল পরেও ইতালীয় চিত্রের রঙ্ দেখ্‌লে যেরূপ টাট্‌কা নূতন ও সজীব মনে হয় একালের কোন রঙে তা' মনে হয় না। সে সব কি করে' তৈরী হয়েছিল তা' একালের কেউ বল্‌তে পাচ্ছে না।

এ সব হচ্ছে একালের স্বাতন্ত্র্যপ্রীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তা'তে শিল্পের সংহত জ্ঞান ও সঙ্কীর্ণ হয়ে' গেছে। আধুনিক কালের বিস্ময়জনক আয়োজনের মাঝে খাঁটি শিল্পীর সংখ্যা সামান্য হয়ে' পড়্‌ছে। মিঃ প্যালেসিও

* A Clutton Brock.

† "The failure of this spirited adventure must have made Morris feel the contrast between science and organisation of the great ages of art and the ignorance aud indiscipline of our own time."

প্যালেসিও রিনেসাঁস ও পূর্ববর্তী আর্টিষ্টদের শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে যা বলেন তাতে দেখা যাবে কিরূপ সহজ ও সরল আনন্দের মধ্যে, সেকালের কলাশিল্পীরা আচার্য্যের নিকট শ্রদ্ধার সহিত শিল্পমন্ত্রে দীক্ষিত হত। তিনি বলেন * "প্রাচীনদের পদ্ধতি একবার দেখা দরকার এবং রিনেসাঁস যুগেও সে পদ্ধতি কিরূপে অনুসৃত হয়েছে তাও দেখতে হয়। কোন আর্টিষ্ট বিশেষ সাধনা ও কৃতিত্বে 'মাষ্টার' আখ্যা পেলে তার চারিদিকে অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয়, তাঁদের সে ধীরে ধীরে আর্টের গুপ্ত তথ্যাদি জানায় এবং নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। এবং ক্রমশঃ শিষ্যদের ক্রমে, এপ্রেণ্টিস্ হতে সহকারী, সহকারী হতে সমকক্ষ করে তুলে। শিষ্য ক্রমশঃ 'মাষ্টার' পদবী গ্রহণ করে' চলে' যায়, কিন্তু সে একই পথে চলে' একই উপায় অবলম্বন করে, এবং অনেকটা অজ্ঞাতসারেই সহজভাবে নিপুণ শিল্পাত্মিকা প্রেরণায় সুন্দর শিল্প রচনা করে' তুলে—যা' অনেক সময় নিজের আচার্য্যের সৃষ্টি অপেক্ষাও মনোহর হয়ে' উঠে; অথচ তাতে আচার্য্য ও শিষ্যে বিচ্ছেদ হয় না এবং কোন প্রবল সঙ্ঘর্ষের ও প্রয়োজন হয় না।"

* "Note the method of the ancients and those who imitated them in the time of the Renaissance. An artist who by his excellent works attains to the merited position of master, collects around him a more or less numerous company of youths, to whom he reveals the secrets of his art and whom he imbues with his own spirit and under a slow apprenticeship, raises them from assistants to collaborators in his works. The pupil finally becoming a master ends by leaving. But he continues working in the same line and with the same methods and without being conscious of it and without thinking of "breaking any mould" by the mere force of his artistic personality, he produces distinctive works as beautiful or more beautiful than than those of his master but without breaking the bond uniting them." A. Palacio Valdes.

আশ্চর্য্যের বিষয় ধারাবাহিক শিল্প সব জায়গাই এরূপে ভাবের ক্রমধারা অক্ষত রেখে' পর্য্যাপ্ত ও মঞ্জরিত হয়ে' উঠেছে। ভারতবর্ষের স্থাপত্যের কথা ও বলা হয়েছে। সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং ধারাবাহী জ্ঞানের সঞ্চিত সম্পদ্ এরূপ আশ্চর্য্য স্থষ্টি সম্ভব করেছে যে ফার্গুসনের মতে ছাদ নির্ম্মাণ ও গম্বুজ তৈরী করার কৌশলে তা' ঊরোপীয় স্থাপত্যকে অনেক পশ্চাতে ফেলেছে।

শুধু স্থাপত্য সম্বন্ধে বলা ও কোন কাজের কথা নয়। মরিস্ এক জায়গায় বলেছে ঃ- 'কোন যুগের আর্টকে, আমি কুটির-কলা, রেকাব ও পেয়ালাদির সাহায্যে যতটা বুঝ্তে চাই, বড় বড় ছবি দিয়ে তা' চাই নে।* ভারতের তাঞ্জোর, রাজপুতনা, যোধপুর, পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতির অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্পেও একই ভাবে আচার্য্য ও শিষ্যসম্পর্কে গঠিত হয়ে' উঠেছে।

জাপানী শিল্পের আশ্চর্য্য সৌকুমার্য্য ও এ রকম একটা আচার্য্যানুধৃত শিল্পাত্মক আবহাওয়া হ'তে হয়েছে। কোন আলোচক জাপানী আর্ট আলোচনা প্রসঙ্গে জাপানের শিল্পাচর্চ্চার এই পরম নিবিড় তথ্যটি উল্লেখ করেছেন ঃ—আচার্য্যের নিকট শিক্ষানবীশী কাজ যা'রা শিখ্ছে তারা নিম্নস্তরের কঠিন কাজ সব ছেড়ে' ক্রমশঃ নিপুণ কাজে হাত দেয়। তা'রা আচার্য্যের গৃহেই বাস করে; সেখানে আহারাদি করে এবং শিক্ষা পায় এবং বল্তে গেলে অনেকটা পরিবারভুক্ত হয়ে' যায়। সময়ে যখন কেউ কাজে কোনরূপ শ্রেষ্ঠ দক্ষতার পরিচয় দেয় এবং চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা বজায় রাখে তবে তা'কে আচার্য্য, শিল্পক্ষেত্রে অনেকটা পোষ্য-পুত্রের স্থান দেয় এবং আচার্য্যের অন্তর্ধানের পর তা'রই জায়গায় সে অভিষিক্ত হয়। কিন্তু গোড়াতেই তা'কে শিল্পসম্বন্ধীয় সমস্ত নিগূঢ় তথ্যে দীক্ষিত করা হয়। এরূপে সমগ্র ব্যাপারেই আচার্য্যের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি, বড়

* "...I...judge the art of an age rather by its cottages and its cups and saucers than by its great pictures" Morris.

ছোট সকলের ভিতরই দেখতে পাওয়া যায় এবং শিল্পাদর্শে, প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা সকলেই অনুভব করে।*

পূবে ও পশ্চিমে 'আচার্য্য' এরূপে আশ্রমাগারে বিশিষ্ট আবহাওয়া সঞ্চার করে' শুধু একজন শিল্পী নয়—এক একটা শিল্পীসমাজ গঠন করে তুলেছে। আর্টের আবহাওয়া পরিবারবন্ধনের সহজ ও সুখ স্নেহজালের ভিতর প্রবাহিত হ'ত। এ যুগের মত স্কুল ও কলাচক্রের কণ্ঠস্বরে সুরে' বা প্রদর্শনীসমূহের উচ্ছ্রিত পতাকা বহন করে' শিল্পী গঠিত হ'ত না। সেকালে ইয়োরোপে এবং একালে এসিয়ায় ও যে আহিত শিল্পাদর্শ অগ্নির মত আচার্য্যপরম্পরায় সংক্রামিত হয়ে আদর্শের ঐক্য ও শিল্পী পর্য্যায়ের মধ্যে যুগবন্ধন অক্ষুণ্ণ রেখেছে তা' জগতের শিল্পেতিহাসে একটা বড় কথা। প্রচুর ও প্রবল শিল্পচেষ্টা শুধু এ প্রণালীতেই সম্ভব হয়েছে। বাস্তবিক, প্রণালীর দিক হ'তে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের এরূপ একটা অকল্পিত ঐক্য দেখে' বিস্মিত হ'তে হয়। যদি সমগ্র এশিয়ার শিল্প এবং ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করা সম্ভব হয় তবে শুধু এ প্রণালীকে অবজ্ঞা করা যায়; তা' না হ'লে বলতে হ'বে এরূপ আবহাওয়া ও আয়োজন, কলাধ্যয়নের এই অমর আনন্দমঠ রচনা, বিশ্বশিল্পীর নিকট একটা পরম সম্পত্তি—যা' সহজে কেউ ত্যাগ কর্ত্তে বা হারাতে ইচ্ছা করবে না। তা' ছাড়া গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠার

* "His apprentices are trained passing from rougher and more menial tasks to work of an essentially artistic nature. They live in the master's house, they are fed and trained by him and they become in fact minor members of the family. In time, on proof of special skill and of high character, one of them might be adopted by the master and succeed him when he retired. Before this time he would have been initiated into and have throughly mastered all the secrets of the trade. All through from the youngest to the oldest reigns a thorough spirit of loyalty to the master and to the traditions of the craft" Edward Dillon.

সঙ্গে জড়িত হওয়ায় এ সমস্ত ব্যবস্থা' একটা পরম শ্রদ্ধার স্থান ও সমাজ অঙ্গে অধিকার করে' আছে।

কয়েকজন মিলে' চক্রান্ত করে' এক একটা ভঙ্গীকে গ্রহণ করে' চক্র রচনা কর্‌লে এরূপ গভীর ও সুপ্রতিষ্ঠিত চর্চ্চা সম্ভব হ'তে পারে না। সাময়িক রুচি ও খেয়ালে একটা চিরন্তন বিধি তৈরী হ'তে পারে না। এণ্ড্রু ল্যাঙের* একটা কথা মনে হচ্ছে, যা' তিনি অধুনিক আর্টের কোন কোন বিকারের দিক্ লক্ষ্য করে' বলেছিলেন :—"The moment can hardly be a law to itself, much less could be a law to the future."। প্রাচ্য দেশগুলিতে শিল্পাচার্য্যদের সম্বন্ধে আশ্চর্য্য শ্রদ্ধা ও বিনয় দেখ্‌তে পাওয়া গেছে। এমন শিল্পী নেই যার গুরু নেই—যা'র হাতে সে গঠিত হয়নি। সমগ্র শিল্পসম্ভারে আচার্য্যের নাম এক অপূর্ব্ব নিষ্ঠা ও দেবশক্তি সঞ্চার করে' এসেছে; ভাস্কর তা'রই নাম উচ্চারণ করে' শ্বেত মর্ম্মরের উপর কল্পনার ক্রীড়া আরম্ভ করে, বাদক যন্ত্রে অঙ্গুলিস্পর্শের পূর্ব্বাহ্নে আচার্য্যকে স্মরণ করে। চিত্তস্তরে শিল্পাচারের কল্পিত আশীর্ব্বাদ একটা বিশিষ্ট উৎসাহধারা সঞ্চার করে' এসেছে।

এই গুরুকৌলিক শিল্পাদর্শ ভারতের সমস্ত শিক্ষাবিধানে আছে। কোথাও তা' তপোবন ও আশ্রমে বিকশিত হয়েছে—কোথাও বা তা' লোকালয়ে আচার্য্যনিষ্ঠ শিল্পীর মঙ্গলগৃহের মাঝে জাগ্রত আছে। তা'দের চিত্তকন্দরে অচপল শিল্পাদর্শের দীপশিখা কবি-কথিত প্রদীপ হ'তে প্রবর্ত্তিত দীপালোকের মত শিল্পাচার্য্যগণের করস্পর্শে আদিকাল হ'তে প্রজ্জ্বলিত হয়ে' আচার্য্য হ'তে আচার্য্যে, শিষ্য হ'তে শিষ্যান্তরে সংক্রামিত হয়ে' এসেছে। এজন্য ভারতের শিল্পচেষ্টার সমস্ত আদর্শই গভীর ধারা-প্রবাহিত আচার্য্য পরম্পরার সংস্পর্শে রসোজ্জ্বল হয়েছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে, গভীর মাটির অন্ধকারস্তরে

* Andrew Lang.

যে শীতল জলধারা নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়, তা যেমন শ্যামলশোভিত ভূপৃষ্ঠে উচ্ছল ও কল্লোলমুখর উৎসাদিকে পুষ্ট করে, তেমনি আভিজাত্যের অমর কল্পনার চিরন্তন ধারাগুলি, শিল্পবিধান রচনা করে' অতীত ও বর্তমান কলাচেষ্টার মাঝে সুস্পষ্ট দাক্ষিণ্য তাদের ব্যক্ত করে' এসেছে। জাপানী কলা এরূপে সংহত সূত্র দিয়ে বর্তমান ও অতীতের মাঝে অখণ্ড সামাজিকতা স্থাপন করেছে। এসিয়ার শিল্পেতিহাসে এটা একটা বড় রকমের অধ্যায়। তরুণ শিল্পীরা আচার্যের আনুগত্য স্বীকার করে লজ্জিত হওয়া দূরে থাক কোন আচার্যের সংস্পর্শ উল্লেখ কর্ত্তে না পারলে তা' যেন শিল্পীর পক্ষে একটা লজ্জার কারণ মনে করে; কারণ এ শ্রেণীর সম্পর্কই শিল্প-কৌলিন্য ও তুলিকা-শ্রেষ্ঠতার প্রমাণরূপে পরিচিত হয়ে' এসেছে।

উরোপে আধুনিক যুগে স্বাতন্ত্র্যের ও বিচ্ছিন্নতার একটা বিকার এসে' পড়েছে। তা' লক্ষ্য করে' প্যালাসিও ওয়ালদি বলেন:—'উরোপে আধুনিক যুগে বিপরীত কাণ্ডই ঘটছে। একালের যুবক তুলিকাটি হাতে নেওয়ার কায়দাটি আয়ত্ত কর্ত্তে পারলেই দুনিয়ার কা'র ও আনুগত্য স্বীকার করাটাকে অপমানজনক মনে করে এবং একটা নূতন, আশ্চর্য্য বা অদ্ভুত কিছু কর্ত্তে মতলব করে। হাজারগুণে শ্রেষ্ঠ হ'লে ও অন্য কোন আর্টিষ্টের প্রণালীকে তাচ্ছিল্য ও ত্যাগ করে। তা'র গোড়াকার খেয়ালই হয়ে' দাঁড়ায়, ভাল কিছু করা নয়—নূতন কিছু করা। মৌলিকতা মাথা তুলে' দাঁড়ায় সৌন্দর্য্যও তা'র কাছে তুচ্ছ হয়ে' যায়*। উরোপে ব্যক্তিতন্ত্রতার ফলে আর্টের অনেকটা

* "Hardly does a young man know how to hold a paint-brush, pen or chisel, than he feels impelled to create something original, if not strange and unheard of; he would think himself humiliated in following the methods of another artist, be he ever so great. The chief business with him is not to work well, but to work in a different mode to others; originality is more to him than beauty." Palacio Valdes.

বিস্ময়জনক সৃষ্টিধারা সম্ভব হয়েছে সন্দেহ নেই, যা' সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে দেখ্‌ছে ; কিন্তু তা' অনেক জায়গায় বিকারে পরিণত হয়ে' অনেক উদ্ভট ও অদ্ভুত ব্যাপার সৃষ্টি করেছে। এখনও সেখানে উত্তরোত্তর পূর্ব্বনিরপেক্ষ নানা চেষ্টা হচ্ছে। এযুগের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য ষ্টীম রোলারের মত অতীতের পদ্ধতি ও পর্য্যায় চূর্ণ করে' শিল্পাগারের রহস্যজড়িত প্রাচীনতার আবহাওয়া নষ্ট করেছে বলে' সকলকেই স্বেচ্ছাতন্ত্র বরণ কর্ত্তে হচ্ছে।

বিজ্ঞান সহস্র চক্ষু নিয়ে জগতের সম্ভারকে খণ্ড ও বিশ্লেষণ সুরু করেছে। রসায়নবিদ্যার আক্রমণে পঞ্চভূত অহরহ সন্ত্রস্ত ও শিহরিত হচ্ছে। এ'র ভিতর কল্যাবিদ্‌গণের গোপনে নীড় রক্ষার কোন উপায়ই নেই। সমস্ত জ্ঞান তন্ন তন্ন ভাবে অনুসৃত ও সুবিন্যস্ত করা হচ্ছে। 'ফরমূলা' 'ল' শ্রেণী'র ভিতর সব কিছুকেই ঢুকে পড়্‌তে হচ্ছে। এর ভিতর যা'দের স্থান হয়েছে তা'রা যতটা সম্ভব টিকে আছে ; আর সব আবর্জ্জনার মত ঝেঁটিয়ে ফেলে' দেওয়া হয়েছে। এরূপে আর্টের পাকাপাকি বৈজ্ঞানিক সিঁড়ি রচিত হয়েছে। যে সমস্ত উপায় ও প্রণালী পুরুষানুক্রমিক বহু সাধনার ফল— সে সব ক্রমশঃ লোক ভুলে' গেছে।

এযুগের স্থাপত্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। বড় রকমের সেতু রচনা বা গির্জ্জা তৈরী কর্ত্তে হলে' সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ারদের ফরমায়েস দিতে হয়। তা'রা রাশি রাশি কেতাবে দেওয়া বৈজ্ঞানিক ফরমূলা অনুসারে অগ্রসর হয়। কতটা ভার কতটুকু লোহদণ্ড সহ্য কর্ত্তে পারবে, দেয়ালের পরিমাণ কতটা হ'লে তা' ভূমিসাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, এসব কণ্ঠস্থ সূত্র হ'তে স্থির করা হয়। ব্যবসার দপ্তরে বিল্ডিংএর প্লানটি অঙ্কিত হয় এবং ইঞ্জিনিয়ারদের ভিতর কেউ একটু প্রত্নবিদ্ গোছের থাক্‌লে তা'কে দিয়ে সামনের দিক্‌টা গথিক বা অন্য কোন রকম পৌরাণিক ভঙ্গীতে আঁকা হয়, তা ও অনেক সময় ফরমায়েসী রুচি অনুসারে। আধুনিক ভারতবর্ষের

পাশ্চাত্য ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এদেশের অগণিত শতাব্দী হ'তে সঞ্চারিত বংশানুক্রমিক শিক্ষাপুষ্ট কারিগরদের মূল্য অতি সামান্য হয়ে' পড়েছে। যাঁ'রা এক সময় স্থাপত্যে অসীম প্রতিভা দেখিয়েছে তাদেরই কাছেকার স্থান দেখিয়ে পশ্চিমের বিজ্ঞতার অনুকরণ করতে বলা হয়। এ সব দেখে' হ্যাভেল ও ফার্গুসন প্রভৃতির কৌতুকই বোধ হয়েছে। এরূপে স্থাপত্য অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে' পড়ছে; সেকালের কারিগর ক্রমশঃ অন্তর্হিত হচ্ছে এবং তার পরিবর্তে শিল্পীরা স্কুলে বা কলে তৈরী হচ্ছে।

একালের অতিরিক্ত শ্রমবিভাগের উৎসাহও মনুষ্যত্বের মূল্য সামান্য করে' তুলছে। একটা পিনের বা নিবের কোন অংশ রচনার সাহায্য করে' সমগ্র জীবন ব্যয়িত করতে হ'লে মানুষকে এ যন্ত্রের যুগে, নষ্ট করা হয়। হয়ত বাণিজ্যযুগে তা'তে প্রচুর অর্থাগম হচ্ছে, কিন্তু চিন্তায় মুক্তির বা কারুকার্যে আনন্দ পাওয়ার অবসর, জীবনের যে অংশটা আধ্যাত্মিক সম্পদের সহিত জড়িত, তা' এ জড়যুগের কা'রও চিন্তা করবার অবসর হচ্ছে না কিম্বা অবসর হ'লেও তা'র কোন ব্যবস্থা করা কেউ প্রয়োজন মনে কচ্ছে না। ফ্যাক্টরীর কাজ দর দস্তুরের কাজ, ও'খানে আরাম বা আনন্দ বা জীবনের একটা বহুমুখী সামঞ্জস্য খোঁজাটাই হয়ত ভুল। ঘণ্টাহিসেবে কাজও পাকাপাকি টাকার ব্যবস্থা আশা করাই ভাল।

এযুগে বিপণির সাহচর্যে মনুষ্যকে এরূপে একটা যান্ত্রিক উপকরণ-রূপে দেখ্‌বার ভঙ্গী দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এটা মানবের সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে বড় মারাত্মক ব্যাপার বল্‌তে হবে, এজন্য নানা বিপ্লব-বীজ ও ক্রমশঃ সংগৃহীত হচ্ছে। এযুগে বিরাট বাণিজ্যের সমুদ্রকল্লোল পৃথিবী জুড়ে' অগণিত ঊর্ম্মিভঙ্গে কেনাবেচার দুন্দুভি বাজাচ্ছে; অনেক কিছু চাওয়া হচ্ছে, দিতেও হচ্ছে। আধুনিক যুগের বিরাট সামাজিকতায় চৈনিক, জাপানী, ফরাসী বা তিব্বতীয় সব দেশেরই শিল্পের জন্য পৃথিবীময়

তাগিদ্ পাওয়া যাচ্ছে এ সমস্তও ত যোগাড় কর্ত্তে হবে। কাজেই এক শ্রেণীর শিল্পী তৈরী হয়ে উঠ্‌ছে, যা'দের জীবনের বহুমুখী চেষ্টার ভিতর কলাদর্শের অখণ্ড ও অব্যাহত যোগ রাখ্‌বার কোন প্রয়োজনই অনুভূত হচ্ছে না—রুচিও ক্রেতার খেয়াল অনুসারে প্রতিঘণ্টায় বদ্‌লে যাচ্ছে। বাণিজ্যের চাপে ও ফরমায়েসে জাপানের কলা এতটা বন্ধন সত্ত্বেও তা' ছিঁড়্‌তে প্রলুব্ধ হয়েছে, এজন্যই কোন পশ্চিমের সমালোচক বলেছেন ঃ—'A false direction has been given to the art by the demand of the western market.' মর্ম্ম। পশ্চিমের বাজারের খাতিরে জাপানী আর্ট একটা বিকৃত গতি পেয়েছে।

তবুও একালে কোন কোন জায়গায় গুরুকৌলিক শিক্ষা বেঁচে আছে। এখনও সেখানে দেখা যাবে কলাচর্চ্চার সৌন্দর্য্যের আবহাওয়া আচার্য্য হ'তে ক্ষুদ্রতম শিষ্যকে অনুপ্রাণিত কচ্ছে। প্রত্যেককে আত্মগঠনের অবসর দেওয়া হচ্ছে, ভাব্‌বার সুযোগ লাভ কা'র ও পক্ষে অসম্ভব হচ্ছে না। বড় রকমের কাজে শিষ্য নিজকে আচার্য্যের সহায়ক ও অংশী ভাব্‌তে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। পারিবারিক বা গুরুকৌলিক শিক্ষার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে তা'র ভিতর কা'রও অবজ্ঞাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তা' পরিবারের মতই গঠিত। সেখানে দুর্ব্বল হাত ও কাজে আসে। কলাচতুষ্পাঠীর মাঝে সকলেই নিজের বুদ্ধি ও চিন্তার পরিচালনার অবকাশ পায়। শক্তির সামান্যতাও মহত্ত্বের অঙ্গীভূত বলে' কোন কল্পনায় ভীত হয় না। যেখানে অবজ্ঞার ঘৃণা জীবনের রসধারাকে শুষ্ক করে না সেখানে আনন্দের প্রবাহ ও প্রচুর। কোন শিল্পসৃষ্টিতে শিষ্যের স্থান সঙ্কীর্ণ হ'লেও সমগ্রের সাফল্যের সহিত তা'র যোগ থাকে, কারণ সে সবটাকে নিজের বলে' দেখ্‌বার সুবিধা পেয়েছে, এজন্য সমগ্রের গৌরবে শিষ্য ও চরিতার্থতা অনুভব করে। কিন্তু আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ যোগ নেই। একের সঙ্গে অন্যের কার্য্যপর্য্যায় কোন সংহত সম্পর্কের অপেক্ষা রাখে না। বড় কাজে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কই থাকে না—তা' ছাড়া

ছোট ছোট কারিকরী শিল্পেও সমগ্রের দিকে দেখ্বার বা ভাব্বার অবকাশ ও উৎসাহ তাঁদের নেই। একই কাজ শত মুটিজনের হাতের ভিতর দিয়ে চলে' আস্ছে সবটার জন্য কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না; সবাইও নানা চেষ্টার ভিতর যাঁর যে টুকু করবার সে সেটুকু যোগ করে' দিচ্ছে মাত্র। বর্ত্তমানের যান্ত্রিক যুগ শুধু শিল্পসমারোহকে নয় মানুষকেও যান্ত্রিক করে' তুল্ছে; তাঁকেও স্প্রিং ঘুরিয়ে চালাবার যোগাড় করা হচ্ছে।

এ সমস্ত কারণে বর্ত্তমান জনতার প্রাণশক্তি উত্তরোত্তর স্ফীত হ'লে ও লঘু হয়ে' পড়্ছে। সহজ সংস্কার বর্জ্জিত হয়ে' ছাপা বইর কোড্ ভগবানের জায়গা দখল করেছে। দুনিয়ায় যা' কিছু আছে সব কিছুকেই টেবিলে বসে' রিং করে' কাজে চালিয়ে দিয়ে ব্যাঙ্কের খাতায় জমার দিকটা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেওয়ার অশ্রান্ত চেষ্টা চল্ছে।

একথা স্বীকার কর্ত্তেই হচ্ছে, প্রত্যেক শিক্ষামন্দিরেই জ্ঞানের বা ভাবের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করাই মস্ত কাজ—কলাভবনের ত' কথাই নেই। অথচ বিংশতিতল প্রাসাদ রচনা করলেই তা' সম্ভব হয় না—তা' যুগাগত নিষ্ঠামূলক স্মৃতিসূত্রের চারিদিকে জমাট বাঁধে। এযুগে বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে তা ছাড়া চল্‌বে না—তাঁকে স্বাগত বলে' বলিষ্ঠ ভাবে বরণ কর্ত্তে হবে অথচ তা' দানবের মত মানুষকে পেয়ে বস্‌লে চল্‌বে না; কারণ মানুষ জড়পিণ্ড নয় এবং জড়পিণ্ডের কোন শাস্ত্র মানুষকে তৈরী বা গঠন করবার স্পর্দ্ধা কর্ত্তে পারে না। সকল রকম শিক্ষায়তনে আবহাওয়ার শক্তি খুব নিবিড় ও সুদূরগামী। এ জন্য নানা ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষামন্দিরে কি করে' ভাবের আবহাওয়া সৃষ্ট করা হ'বে তা নিয়ে নানা যুক্তি ও তর্ক উপস্থিত করা হচ্ছে। আশ্চর্য্যের বিষয় আবহাওয়ার পৌরাণিক কেন্দ্রগুলির অন্তর্দ্ধানের পরই গুণকীর্ত্তন সুরু হওয়াতে ব্যাপারটি অনেকটা পরিহাসের মত দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এতে বোঝা যাচ্ছে পুরাতন ও নূতনে, অতীত ও বর্ত্তমানে বোঝা পড়া হওয়ার একটা প্রবল চেষ্টা এখন চল্‌ছে।

উরোপের ব্যক্তিমুখী আধুনিক নানা চিত্র ও কাব্যের আড়ালে নানা আবর্জ্জনা এসে' জুটেছে যা'কে ব্যক্তিতন্ত্রতা ও উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালের ফলই বল্‌তে হয়—যা'কে আধুনিকের মনের বিকার না বলে' উপায় নেই। এণ্ড্রু ল্যাঙ * সাহিত্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা' চিত্র সম্বন্ধে ও খাটে:—"সাহিত্যের আর্ট সম্বন্ধে আধুনিককালে অনেক থিওরী শোনা যাচ্ছে যা' একেবারে সাময়িক খেয়ালের উপর নিহিত। যা'তে সামান্য ব্যাপারকেও বড় বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। দুর্ব্বল ও কুৎসিৎ অনেক পাগলামিও ভদ্রবেশে লোকচক্ষে যশঃপ্রার্থী হয়েছে। এসব দেখে' মনে হয় না যে যা'রা এসব উপস্থিত কচ্ছে তা'দের কোন রকম দৃষ্টিশক্তি আছে।...পাঠকের সংখ্যা বেশী হওয়াতে ও বিপদ ঘটেছে। যা' তা' খবরের কাগজ ও মাসিক পত্র পড়ে' সকলেই কড়া জিনিষ পচ্ছন্দ কচ্ছে—লেখকদেরও টাকার খাতিরে জনতার এই রুচি অনুসারে লিখ্‌তে হচ্ছে।...সাহিত্য মেয়েদের কাপড় চোপড়ের মত ফ্যাশনের ব্যাপার নয়, অর্টিষ্টের খাঁটি প্রতিভা তা'তে দরকার। লেখকেরাও কাপড় বেচা দোকানদার নয়—এবং যা' তা' চল্‌তি ভঙ্গীতে লিখে লোককে তৃপ্ত করাও কোন কাজের কথা নয়।"†

* Andrew Lang.

† "Theories of literary art have been based by moderns and on the mood of the passing moment, to the neglect of ages. The dismal commonplace has now been advertised as our only theme, while again we have been drugged with the abnormal, the hysterical, the morally and psychologically aberrant......Literature is not an affair of fashion like the costume of ladies......Not novelty of methods, not contortions, not convulsions produce work which is good and will last, only genius and labour can do that......Authors are not milliners ; authors worth reckoning will, obey a stronger law than the vagaries of the vogue."

এণ্ড্রু ল্যাঙ একটু করুণভাবে যা' বলেছেন তা'র মূল কথা হচ্ছে, এ যুগে
প্রামাণ্য কিছু নেই, নমস্য কিছু নেই, শ্রদ্ধার কিছু নেই। মনের এ ভঙ্গীটি ভাল ন
খারাপ, তা' আর্টের সৃষ্টির দিক থেকে দেখলে বুঝতে পারা যাবে। গোটে যা'কে
'*Ehrfurcht*' বা শ্রদ্ধা বলেছেন তা' এ যুগের কোথাও কেউ স্বীকার করে চা
না। এ যুগের তরুণ যুবক বলে—"আমি কোন 'শিল্পসমাজের ধার ধারি না এখন
কোন জীবিত 'মাস্টার' নেই যে আমাকে কিছু শেখাবার ক্ষমতা রাখে আ
সেকালের পুরাণ শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্ক ত প্রায়ই চুকে' গেছে।* এ যুগে
ভাবনা শ্রদ্ধাচ্যুত হয়ে' গেছে। যা' গেটের মতে উচ্চে, সমভূমিতে
নীচে, সমস্ত সম্পর্কে থাকা দরকার গোটের সে আদর্শীভূত '*Ehrfurcht*
এ যুগে খুঁজে পাওয়া যাবে না।†

গোটে এক জায়গায় বলেছে "আমাদের প্রতিভাবান যুবকদের সম্পূর্ণরূপে
নিজের উপরই নির্ভর করে' থাকতে হয়। তা'রা শিল্পের গূঢ় রহস্যে দীক্ষি
হওয়ার জন্য কোন আচার্য্যের সংস্পর্শ পায় না। মৃতের নিকট হ'তে ও কি
শেখা যায় বটে, কিন্তু তা' অনেকটা খুঁটিনাটি—তা'তে আচার্য্যের গভীর ভাব ও
প্রণালীকে অন্তর্গ্রহণ সম্ভব হয় না।"‡

গ্যেটের কালে হয়ত আচার্য্যের একটু সম্পর্ক কেউ বা খেয়ালের দিক হ'তে
চাইত একালে সে সব ল্যাঠা চুকে' গেছে। একালে যে ভাবের বিকার হয়েছ
তা'তে অনেকে দুর্ব্বল শিল্পীর ও নিজকে কেন্দ্র করে' এক একটা প্রতিভা

* "A certain person says I do not belong to any school; there exists no living master from whom I would take lessons and as to the dead I have never learnt anything from them." Goethe.

† Vide Carlyle's inaugural address, University of Edinburgh.

‡ "Then our young talents are left to themselves, they are without living masters to imitiate them into the mysteries of art. Something, indeed may be learned from the dead, but this is rather a catching of details than a penetration into the deep thoughts and methods of a master." Conversations of Goethe with Eckermann & Sore

সৌরমণ্ডল রচনা করার ইচ্ছা জেগে' উঠেছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অথচ শুধু ইচ্ছা থাক্‌লেই আর্টে কিছু হয় না।

যশঃস্পৃহা আত্মাদরকে বাড়িয়ে তুল্‌তে পারে কিন্তু যা' সাধনা-সাপেক্ষ— গভীর সংযোগ-সাপেক্ষ, ব্যক্তিগত মুহূর্ত্তের মনন সব জায়গায় তা' প্রস্ফুট কর্ত্তে পারে না। প্রাচ্য আর্টে আত্মাদারকে এমনি অশোভন ভাবে কেউ বাড়ায়নি বলে' যে সমস্ত বিরাট কাজ হয়ে' গেছে—তা' কে রচনা করেছে—সে সমস্ত শিল্পীরা কা'রা—সে' কথা পর্য্যন্ত ভবিষ্যযুগকে জানাবার জন্য সে কালের শিল্পীরা লুব্ধ হয়নি। চৈনিক আর্টে শিল্পীর নাম দেখ্‌তে পাওয়া যায়— কিন্তু ভারতবর্ষে তা' নেই। ভারতবর্ষের ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প কেবল সৃষ্টিতেই পর্য্যবসিত হয়েছে।

আর্টের রম্যজাল রচনায় চিত্ত সম্পর্কটি একটি খুব বড় কথা। এ কথাটি স্বীকৃত হয়েছে বলেই আর্টস্কুলের অস্থিবিদ্যা বা য়্যানাটমি ইত্যাদির শিক্ষা পর্য্যাপ্ত হচ্ছে না। সকলেই আর্টের একটা গভীর আবহাওয়া সৃষ্টির পক্ষপাতী হয়ে' উঠেছে। আবহাওয়ার ভিতর চিত্ত সহজভাবেই সৌন্দর্য্যসম্পর্ককে অনুসরণ কর্ত্তে পারে—এবং তা'তে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও যে সব সময় বর্জ্জন কর্ত্তে হয়—তা' নয়। সকলেই নিজের ধর্ম্মে অগ্রসর হয় এবং তা'তে সহজ ভাবে নানা বৈচিত্র্যও হয়ত এসে' পড়ে। এজন্যই দেখ্‌তে পাওয়া যায় উরোপের প্রাথমিক আচার্য্যগণ, ছবির ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে বা পেছনের দিকটায় শাদা রঙ্ ব্যবহার করেছে, শেষযুগের ইতালীয় শিল্পীরা মলিন লাল রঙ্ প্রয়োগ করেছে, ডাচ ও ফ্লেমিশ শিল্পী পাতলা ব্রাউন নির্ব্বাচিত করেছে—ভ্যান ডাইকের ধূসর রঙ্ বড়ই প্রিয় ছিল।

এ সমস্ত কারণে 'ট্রাডিশন', পৌরাণিক পদ্ধতি, প্রথাপর্য্যায়, 'পেডিগ্রি' প্রভৃতির মূল্য সম্প্রতি বেড়ে' চলেছে। স্থাপত্যাদি নানা শিল্পে বংশপরাম্পরাগত নিপুণতা ও অভিজ্ঞতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বর্ত্তমান বিজ্ঞানযুগের নিক্তির

গুঞ্জন ও মীড়াণির তীক্ষ্ণতার নিকট নত হয়নি। এরূপে দেখা যাচ্ছে সব জায়গায় আর্টে প্রতিভাকে উপলক্ষ্য করে বিশিষ্ট শিক্ষার অভিব্যক্তি ধারা সৌন্দর্য্যের সংক্রামক আবহাওয়া সৃষ্ট হয়ে এসেছে এবং তারই পরস্পরা মাঝে সৌন্দর্য্যের একল ভবন সংহত ঐক্য লাভ করে শিষ্যদের উচ্চতর সাধনাপথ সম্ভব হয়েছে। নিটসের একটা কথা মনে পড়ছে: In the torrent and pell-mell of becoming *some milestones* must be fixed for the purpose of human orientation. In the avalanche of evolutionary changes, *pillars must be made to stand to which man can hold tight* for a space and collect his senses.*

এজন্য আর্টিস্টদের অতীতের আচার্য্যদের প্রতি একটু অনুরক্ত হয়ে যোগ রাখা হয়ত ভাল। তাই আবার যে চেষ্টা হচ্ছে—যে প্রশ্ন উঠেছে—আবার আর্টের আনন্দমঠের দিকে আধুনিকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে।

---

* Will to Power. Nietzche.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আর্টে বিশ্ব ও ব্যক্তির রসরূপ।

যখন আর্টকে বিশ্বের আলোক ও বায়ুর সেব্য ও উপভোগ্য মনে করা যায় তখন বিশ্বলোকের একটা নিগূঢ় ব্যাপ্তি ও প্রসার তা'তে আপনা আপনি এসে' পড়ে। গৃহের প্রাচীরবেষ্টনকে লক্ষ্য করে' যা' কল্পিত হয়ে' উঠে মুক্ত তীর্থ-সঙ্গমের অজস্র প্রবাহিত আনন্দ ও আলোকে তা' পর্য্যাপ্ত হয়ে' উঠে না। নৃপতির হিমশুভ্র মর্ম্মর কুট্টিমে যে ভূষণ ও অঙ্গরাগ শোভা পায়, নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ হিমানিশৃঙ্গযাত্রায় তা' অসঙ্গত হয়ে' পড়ে।

বিপ্লবগ্রস্ত সমাজ সম্প্রতি গোষ্ঠী, জাতি বা বংশের বন্ধন হ'তে বিচ্যুত হয়ে' গেছে। পৌরস্ত্য অঞ্চলে যদি ও তা' তেমন স্পষ্টভাবে দেখা যায় না তবু আদর্শবিপ্লবে সমাজের যে অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়ে' গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ কর্‌বার কোন কারণ নেই। পরিবারবন্ধন ও ভেঙে যাচ্ছে। পশ্চিমে, সমাজ ব্যক্তিচিত্তের উপর এসে' দাঁড়িয়েছে—প্রায় সমস্ত বন্ধন ও সম্পর্ক চুক্তিতে (contract) এসে' পর্য্যবসিত হয়েছে। কাজেই আর্টকেও প্রণালী ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সূর্য্যমুখীর মত নানা ভাবের উদয়াস্ত লক্ষ্য করে' গ্রীবা ফিরাতে হচ্ছে। ফরাসী ঔপন্যাসিক গঁকুর্ত্ত বলেন :—"আর্টে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে অপেরাগ্লাসের মত কোন জিনিষ আবিস্কার করা—যা'র ভিতর দিয়ে দুনিয়ার কাণ্ড দেখ্‌তে হয়। আমিও আমার ভাই এ রকম একটা জিনিষ আবিষ্কার করেছি—এবং যুবকেরা আমাদের কাছ থেকে তাই নিয়েছে" *।

* "The thing is to find a lorgnette, through which to see things. My brother and I invented a lorgnette and the young men have taken it from us." E. Goncourt.

এর অতি পরিষ্কার মানে হচ্ছে আর্টকে নিজের খেয়ালে দেখা। বিশেষতঃ সামাজিক দৃষ্টি বলে' কোন ব্যাপার যখন ফুটে' উঠছেনা তখন নিজের খেয়ালকে নিয়েই ত চলা ফেরা কর্ত্তে হ'বে। Zola বলেছে 'আর্ট হচ্ছে নিজের মেজাজের ভিতর দিয়ে সংসারকে দেখা ও আঁকা'। সব শিল্পীকেই ত' নিজের মনের ভিতর দিয়ে সিদ্ধ করে' বিশ্বকে আর্টে ফুটিয়ে তুলতে হয় কিন্তু নিজের মেজাজ বদ্লে জিনিষটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়ায়। মনকে বাঁকিয়ে দিলে দুনিয়া উল্টে যায়। বুক-ফোলা (Convex) আরশিতে দুনিয়াকে দেখার ঝোঁক এবং সমাজের সমানদণ্ড স্বীকার করে' তা'রই ভিতর নিজের মতাই বলা দৃষ্টির সম্পদ দান করা, আলাদা জিনিষ। গঁকুর্ত্তের লোরনিয়েট দুনিয়ার চোখের বাইরের জিনিষ, ও'টিকে কোন দিক্ হ'তেই সামাজিক চোখের বা নিজের চোখের একটা অবস্থা বলা যায় না। বরং হাসিস * পান করে' দুনিয়ার যে রূপ দেখা যায় তাতে একটা মানে পাওয়া যায়। জাপানের কোন কোন শিল্পী সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁ'রা মদ্যপান করে' কিছুকাল বাঁশি বাজায় এবং কোন কবিতা আবৃত্তি কর্ত্তে থাকে— তারপর সে অবস্থায় ছবি আঁক্তে আরম্ভ করে। † চিত্রকর 'বু-কী' মদের ঝোঁকে ছবি এঁকেছে, অনেকের সম্বন্ধেই তা'ই বলা যায়। এ সব সত্ত্বেও জাপানের আর্ট সামাজিক ও ধারাবাহী হয়েছে।

Zola, গঁকুর্ত্ত বা হুইসমাঁর ‡ আর্ট সম্বন্ধে তা' বলা যায় না। বেছে' বেছে' অদ্ভুত জিনিষ বের করা বা ঘেঁটে ঘেঁটে আশ্চর্য্য নমুনা আবিষ্কার করার ভিতর একটা নূতনত্বের উত্তেজনা আছে সন্দেহ নেই - কিন্তু বৃহৎ মানবজনের

* Haschisch.

† Of one of the greatest masters of the school we are told that before commencing a picture, he would call for wine, then play a few notes on the Shakuhachi (a kind of month organ) and recite a poem ; he thus reached the state of meditation......favourable to the creative impulse and then like a dragon rejoicing in the water he would fall to work. Dillon.

‡ Huysmans.

স্পর্শের অভাবে তা'র ভিতর একটা অসুস্থ রুগ্নতা ও বিমুখীন বক্রতা এসেছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—যা' নূতনত্বের নেশা চলে' গেলে চিত্তকে একটা স্থায়ী সান্ত্বনা বা আনন্দ দিতে পারে না। দুনিয়ার সব লোকের চোখে যে দিন গঁকুর্ত্তের চস্‌মা ঝুল্‌বে—সেদিনকার কথা বলা যায় না—হয়ত সেদিনকার চস্‌মায় অতটা বঙ্কিমতা থাকা সম্ভব হবে না। কিন্তু ততটা অধ্যাত্মশক্তি তা'দের আছে মনে হয় না এবং যতদিন তা' হবে না ততদিন শুধু জনতা নয়, সমগ্র বিশ্বের—অধ্যাত্ম হোক্ না হোক্ স্থূল ইন্দ্রিয়স্পর্শও—একটু আকাঙ্ক্ষা কর্ত্তে হবে।

মেজাজের ভিতর দিয়ে দেখে' কূল পাওয়া গেলে সান্ত্বনার কারণ ছিল—কিন্তু যতটা কূল বা কূলের খবর অনেককালের সন্ধানের ফলে পাওয়া যাচ্ছিল তা'ও ঝাপ্‌সা হয়ে' যেতে আরম্ভ করেছে। Zolaর রচনায় ঘটনার অন্ততঃ একটা আদ্যন্ত আছে—অন্ততঃ ঘটনা আছে। কিন্তু গঁকুর্ত্তদের উপন্যাসে আদ্যোপান্ত সঙ্গতি রক্ষার কোন প্রয়োজন ই অনুভূত হয়নি—কেবল কয়েকটা পরিচ্ছেদকে উপলক্ষ্য করে' অসংলগ্নভাবে নানা অনুভূতির (impressions) বিবরণ দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে কয়েকটা মুহূর্ত্ত দিয়ে জীবনকে পরিস্ফুট করা। যা' কিছু অসম্ভব ও অলক্ষ্য *'inedit'* তাই গঁকুর্ত্তদের উপজীব্য। আবার হুইসমাঁর আখ্যানে, কোন ঘটনা* বা কোন চরিত্রও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না এবং মনস্তত্ত্বও দৃশ্যবস্তুসম্পর্কে অনুভূতিতে পর্য্যবসিত হয়েছে†।

খাঁটি সত্যকে—যা'কে আর্টিষ্টরা *Vrait Vèritè* বলে—পেতে এসব ভাবুকের উৎসাহের সীমা নেই অথচ এরা যা' পেয়েছে তা'তে জাতির বা বিশ্বের কতটা উচ্ছ্বাসের কারণ আছে বলা কঠিন।

* শেষযুগে হুইসমাঁর আর্টে গুরুতর ও বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন এসে পড়েছিল—তা' পরে আলোচিত হয়েছে।

† "His stories are without incident, they are constructed to go on until they stop; they are almost without characters. His psychology is a matter of sensations and chiefly the visual sensations." A. Symons.

আর্ট ও আভিজাত্য।

ইউরোপ যে সময় হ'তে মানুষকে নিজের ও পরের ভালমন্দ বিচার করবার অধিকার দিয়ে আসছিল, সে সময় হ'তেই ব্যক্তিনিষ্ঠ ব্যবস্থার প্রতি অন্তরে যে বিমুখ ও হচ্ছিল না তা' নয়। এযুগের বল্‌শেভিকবাদ বহুকাল হ'তে গুপ্ত তা'রই চেহারা। হঠাৎ তা অন্ধকার গুহা হ'তে বেরো অবস্থায় চোখে পড়েছে বলেই বিভীষিকা এসে' পড়েছে। বল্‌শেভিজমের ও একটা আর্ট হ'তে হবে, তা' এখনও দেখা যাচ্ছে না। তবে ইউরোপ তার চেয়ে একটু কোমল ব্যাপার অর্থাৎ সোশিয়লিজমের আর্ট সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যথেষ্ট তর্ক ও বিচার করতে অগ্রসর হয়েছিল। সুলেখক ও ভাবুক মিঃ এইচ. জি. ওয়েলস্ বলেন* "অকৃতজ্ঞতার প্রয়োজন নেই এ কথা স্বীকার করতে হয় ধনীর সাহায্যে আর্ট খুবই পুষ্ট হয়েছে ; কিন্তু রোম ও গ্রীস সম্বন্ধে বলতে হয়—সেখানে অন্য রকম ব্যবস্থাতেও আর্টের সৃষ্টি পুঞ্জীভূত হয়েছিল। যদি সোশিয়লিজম্ আর্টকে ধ্বংস করে তবে তা' নূতন আর্ট ও গড়ে' তুলবে। সাধারণের সমকক্ষে সে আর্ট নূতন সমবায়মূলক কুটির ও বিদ্যামন্দির রচনা করে' নূতনতর স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা করবে। সোশিয়লিজমের আর্টিস্ট মহৎ ব্যক্তির ছবি আঁকবে, কোটিপতি বিলাসিনী গৃহিণীর নয়। কাব্য ও রম্য সাহিত্য আবার প্রাচুর্য্যে পুষ্পিত হয়ে' উঠবে।"

যে' হিসাবে গ্রীস্ ও রোমের জনতা বা ভারতের সমাজ-সঙ্ঘ একাত্মক ছিল এবং যে, হিসাবে তা' এখনও জাপানে আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায় সে হিসাবে এ যুগকে একাত্মক করা শক্ত হয়ে' উঠেছে। ইউরোপের পলিটিক্যাল একতা

* "Well do not let us be ungrateful ; the art owes much to patronage. But then in Rome, in Athens you will find an equal accumulation made under very different conditions !......If the coming of socialism destory arts it will also create arts, the architecture of beautiful common homes, cottages and colleges and to a splendid development of public buildings ; the sergeants of socialism will paint famous people instead of millionaires' wives and popular romantic literature will revive." New worlds for old. H. G. Wells.

কতকটা আধুনিক সাহিত্যেরই মত স্নায়বিক ব্যাপার হয়ে' পড়েছে ; তা' কতকটা সংস্কারে ও চল্‌ছে—কিন্তু বাস্তবিক যে সমস্ত জনসমবায় উরোপে এখন জন্মলাভ করেছে—তা'দের কেউ মাথা তুল্‌তে পাচ্ছে না। সম্প্রতি শিল্পকেন্দ্রাচ্ছন্ন শ্রমের শ্রেণী, বাণিজ্যের সমাজ, ব্যবসার সমবায় প্রভৃতি কোনটিই উরোপের শোণিতধারাকে জৈবিক যোগে পুষ্ট কর্ত্তে পাচ্ছে না। অথচ সবগুলিকেই সমাজবিপ্লবের খাতিরে মাথা তুলে' দাঁড়াতে হয়েছে।

ইতিহাসে আর্টের এরকম অবস্থা হয়নি। চৈনিক শিল্পের রসভোগ সমগ্র জাতির শিরায় শিরায় সম্ভব হয়েছে—অথচ সে দেশ পলিটিক্যাল মহত্ত্ব লাভ কর্ত্তে পারেনি—বাইরের সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে শেখেনি। যখন থেকে জাপান কলহকলা শিখ্‌তে আরম্ভ করেছে তখন হ'তেই ললিতকলার বিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন আর্টের ভিতর দিয়ে সমগ্র জাপানে একটা সৌন্দর্য্যের বন্ধন আছে বলেই সে দেশ অপরাজেয় হয়ে' আছে। এটা পশ্চিমের বোঝ্‌বার ভুল—কারণ জাপান, চীন ও ভারতে আর্ট বলে একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার নেই—তা' ধর্ম্ম ও সমাজ বন্ধনের একটা উপায় ও অঙ্গমাত্র—কাজেই তা' হ'লে জাপানের ধর্ম্মকে বাড়িয়ে তুল্‌তে হয়। চীনের আর্ট ও কিরূপে অপরাধী হ'ল বোঝা মুস্কিল। তা' ছাড়া যে সব দেশ আসুর বিদ্যায় চরম ডিপ্লোমা পেয়েছে তা'দের ভিতর কি আর্টের সম্প্রতি কোন বন্ধন আছে ? তা'রা নিজেরাই বল্‌ছে—একেবারেই নেই। এজন্যই কোন লেখক বলেছে যে হিসাবে গ্রীক্, মিশর, ভারত ও জাপানী শিল্প বল্‌তে একটা কিছু বোঝায় উরোপীয় শিল্প বল্‌তে এখন তেমন কিছু বোঝায় না। আজ কাল সমগ্র উরোপের হৃদয় আর্টের কোন একটা ব্যাপক আদর্শের ভিতর দিয়ে আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়।

সম্প্রতি বিশ্বসমাজের সঙ্গে উরোপের সম্পর্ক আর্টের দিক্ থেকে দাঁড় করাতে কেউ চায়না। উরোপের নানা দেশে, পরস্পরের মাঝের সম্পর্ক ও,

ভাবের বা আদর্শের যতটা নয় ততটা ভূগোলের রেখার উপর। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নিজের পরিধির ভিতরে জমাট হয়ে' থাকবার একটা শাসন আছে; বাইরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হ'লে যে দোহাই দেওয়া হয় তা'ও সাহিত্যের বা জ্ঞানবিজ্ঞানের নয়—আদিম রক্তধারার একটা অলীক বৈষম্যের উপর অর্থাৎ কেল্টিক, টিউটনিক প্রভৃতি ইত্যাদি আদিম জাতির রক্তের টানের উপর। এটা একটা বাস্তবিক ব্যাপার বলে' আধুনিক জাতিরা মেনে চলেছে।

আদিম যুগ ত' চলে' গেছে; তবু এতটা চর্চা, দর্শন বিজ্ঞানের সম্পর্ক, শিষ্টতার বিধান প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ও উরোপের হৃদয় এক হ'তে স্বীকার কচ্ছেনা। উরোপে পরস্পরের সম্পর্কে এই আদিম রক্তের অহঙ্কার ও দোহাই, রুশো-প্রচারিত নগ্ন স্বভাবপন্থার দিকে, হয়ত একটা আধুনিক আকর্ষণে সম্ভব হয়েছে—যা' অল্পকাল হ'তে অসংখ্য ভাবুকগণ জন্ম দিয়েছে। কৃত্রিম হ'লেও হয়ত বা ক্রমশঃ তা' তাদের চিত্তে বাস্তবতা পেয়ে' উঠেছে। আন্তর্জাতিকতার বিধান আপাততঃ এখানে এসে' ঠেকে' গেছে।

বাইরের সহিত সম্পর্ক ও উরোপের শ্বেতবর্ণত্বের উপর দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের বল, কোন কোন প্রাচ্যজাতির ও আছে—তা' ছাড়া তা'র ব্যবসাও আজ কাল চলেছে—কাজেই সেটার উৎকর্ষতা নিয়ে বাইরের সঙ্গে ভেদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা বৃথা হয়ে' পড়েছে। এজন্যই বিশ্বসামাজিকতার ভিতর কোনও বিরাট ও বিশিষ্ট আদর্শকে জোর করে' নিজের বল্‌বার ক্ষমতা বা ঝোঁক উরোপের চলে' যাচ্ছে। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক, খ্রীষ্টীয় আদর্শের শাসন ছেড়ে' কার্যক্ষেত্রে 'কঙ্কুকিত মুষ্টিতে' পর্য্যবসিত হয়েছে—এটা বাইরের লোকের কল্পনামাত্র যে নয় তা'র যথেষ্ট প্রমাণ বোধ হয় পাওয়া গেছে। উচ্চতর সাহিত্য, আর্ট বা জ্ঞানের কোন বিশিষ্ট আলোকধারার উপর আজকাল কেউ খাঁটিভাবে আশ্রয় গ্রহণ কচ্ছে না—তা' উরোপের পক্ষে ভাঙা লাঠি হয়ে' দাঁড়িয়েছে?

এটা কি একটা সাময়িক নেশা না নিগূঢ় বিপর্য্যয় বলা শক্ত। মনস্বী

জর্ম্মণ ঐতিহাসিক ও দার্শনিকেরা যে সমস্ত নব্য চিন্তার ধারা প্রবাহিত করে' জর্ম্মণজাতিকে অধৃষ্য করে' তুলেছে—তা'দের পরিণাম ও প্রসার জর্ম্মণ সীমান্তকে বহুকাল ছাড়িয়ে গেছে। ক্রমশঃ উরোপই বৃহত্তর জর্ম্মণীতে পরিণত হয়েছে। জর্ম্মণীর মতামত ও ভাব জর্ম্মণীতে যতটা কাজ করেনি—জর্ম্মণীর বাইরে তার চেয়ে বেশী করেছে। জর্ম্মণ আদর্শের প্রতিবাদ হয়েছে—কিন্তু তা' সঙ্গে সঙ্গেই অনুমত ও অন্তর্গৃহীত হয়ে' গেছে। শ্রেষ্ঠ জর্ম্মণ ঐতিহাসিক ট্রাইট্স্‌কে * শুধু জর্ম্মণীর নয়, উরোপের চিত্তই ধ্বনিত করে' বলেছে :- 'সংগ্রামই হচ্ছে রাষ্ট্রাদির কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। প্রত্যেক রাষ্ট্র শুধু যুদ্ধেই, দৈহিক, নৈতিক ও জ্ঞানমৌলিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে থাকে। সংগ্রাম ভগবানেরই একটা বিধান'। †

ট্রাইট্স্‌কের উদ্দাম শাক্তধর্ম্ম লক্ষ্য করেই কোন আলোচক বলেছে, যদি এ সব মত গ্রহণ কর্ত্তে হয় তবে মানবজাতি এতদিন যে মন্দির, মস্‌জিদ্‌ ও গির্জ্জা রচনা করেছে, ইতিহাসে বিস্তীর্ণ, প্রস্তরের মনোহর মূর্ত্তিপুঞ্জ তৈরী করেছে এবং বসে' বসে' মধ্যনিদাঘের স্বপ্ন রচনা করেছে সে সব কি বোকামিই না করা হয়েছে! ট্রাইট্স্‌কের সমসাময়িক মতামত হেলা করা সম্ভব নয়, তা'রই ভিতর দিয়ে উরোপের বর্ত্তমান মনের আবহাওয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে সব মতামত উরোপকে গঠিত করুক না করুক উরোপের মানব যে তা'র ছন্দানুবর্ত্তন কচ্ছে তা' দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এই দাঁড়িয়েছে সমগ্রভাবে উরোপ যদি বিশ্বসমাজে কোন বিশেষত্ব দাঁড় করা'তে চায় তবে তা' আধুনিক আর্টের বা সাহিত্যের প্রাধান্য বা প্রামাণ্য নয়।

দর্শনের ধারাকেও রূপান্তরিত হয়ে' দেশধর্ম্মের সহিত যোগ রক্ষা কর্ত্তে হয়েছে। নিজের ভালমন্দ কাজের সঙ্গে বা পশ্চাতে একটা আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক

* Treitschke.

† "War is the *examen rigorosum* of the States. In war nations reveal their genuine strength, physically, morally and intellectually speaking. War is an institution ordained of God."

যোগ না রাখ্‌লে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় না—চিত্ত জর্জ্জরিত হয়ে যায়। কাজেই একটা আধ্যাত্মিক সমর্থনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভাল কাজের যেমন, তেম্‌নি কুকার্য্যের পেছনেও একটা বড় রকমের দোহাই থাকা দরকার বিশেষতঃ যেখানে তা' অসংখ্য লোককে নিয়ে দিনের আলোতে করতে হয়। তা'তেই অদম্য ইচ্ছাশক্তির মতবাদ—*The Philosophy of will* প্রচারিত হয়েছে। এন্‌সাইক্লোপিডিস্টগণের জ্ঞানের প্রাধান্য, ফরাসী বিদ্রোহের সময় হ'তে চলে এসেছিল। স্পিনোজা নীতিশাস্ত্রকে অঙ্কশাস্ত্রে পরিণত করেছিল, কাণ্টের জ্ঞানতত্ত্বের দীক্ষা বেশীকাল মনকে আকৃষ্ট করে' রাখতে পারে নি। ফিক্‌টের ইচ্ছাময়ই ক্রমশঃ প্রবল হয়ে' উঠে। ফিক্‌টের উক্তিতেই জর্ম্মান শাক্তদের অনুকূল সমর্থন ও আশ্রয় পায়—"Only above and even beyond death, with a will which nothing not even death itself can bend or discourage, does man become of some real worth."

কোন লেখক কৌতুক করে' বলেছেন :—সমগ্র শতাব্দীতে একের পর এক, করে' অনেক দার্শনিকই ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করে' বিচার বুদ্ধিকে নীচের আসন দেয়। সোপেনহৌরের সমগ্র দর্শনের মূলকথাই হচ্ছে এই ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য ; তা'ই হচ্ছে তাঁর মতে বিশ্বের মূলীভূত কারণ। নীট্‌সে ইচ্ছাশক্তি দিয়েই অতিমানবকে সৃষ্টি করে। জেমসের কর্ম্মবাদের মানে হচ্ছে—'ভাল কাজ কর শুধু স্বপ্নজাল রচনা করো না' এরই দার্শনিক আলোচনা। সমগ্র স্বাধীন কর্তৃত্বের মতবাদগুলিই হ্যামলেট্‌-সুলভ দুর্ব্বল আত্মবিশ্লেষণের প্রতিবাদ।*

* 'And throught out the century men arose who taught the supremacy of the will, who relegated reason to the position of a mere subaltern and made the will, *the captain of the soul.* Schopenhaur's whole Philosophy is based on the assumption that the *will* is supreme. In fact the *will* is his Comic cause. Nietzche willed the superman. James' Activism is but a philosophical elaboration of "Do noble things and dream not." The whole school of voluntarism is a protest against enfeebling Hamletian introspection.' M. A. Mugge.

শক্তিমন্ত্রের দীক্ষা-গুরু নীটস্‌সে* সোপেনহৌরের ইচ্ছাতান্ত্রিক ধর্ম্ম স্বীকার করে' আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে' বলেছে, যে এই ইচ্ছাটা শুধু বেঁচে থাক্‌বার ইচ্ছা হ'লে চল্‌বে না—এটাকে আত্মবিস্তৃতি ও আধিপত্যের উপায় কর্ত্তে হবে—"The will he conceives is not merely the *will to live* but *the will for power.*" †

এরূপে জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদীর আড়ষ্ট ও নাগপাশে বদ্ধ বিশ্বকে (Block universe) ভেঙে ইউরোপ ছুটোছুটি কর্‌'বার শক্তি সংগ্রহ করেছে। ক্রমশঃ তা' বহুত্ববাদে পরিণত হয়ে' ব্যক্তির মর্য্যাদা বাড়িয়েছে। এরূপে শক্তিমন্ত্রের সাধন নিজেদের ভিতর বিচ্ছিন্নতা নিয়ে এসেছে, রুচির বিভেদ ঘটিয়েছে এবং বাইরের ঘাড় ভাঙ্‌বার জন্য ও ডমরু বাজিয়ে একটা অশান্ত কল্লোল উপস্থিত করেছে।

সে যাক্, আর্টে আবার জনবন্ধনের রসভোগেচ্ছা জাগ্রত হয়ে' উঠ্‌ছে। ভোগের একত্ব ছেড়ে ত্যাগের সংহতির দিকে আর্ট এসে' পড়্‌ছে। পাঁচজনকে নিয়ে আর্টের রসভোগে যে একটা বিশিষ্ট স্বাদ পাওয়া যায়—সহস্রের প্রাণকম্পে পুষ্ট হ'লে আর্ট যে একটা অভিনব রূপলাবণ্য লাভ করে তা' সঞ্চার কর্ত্তে আবার চেষ্টা হচ্ছে। ‡ এ প্রসঙ্গে ফরাসীদেশের 'একাত্মক' সঙ্ঘের (unanimists) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েকজন ভাবুক ও নব্য কবি শুধু বাইরের কোন কায়দা বা ভঙ্গীকে পরমার্থ না করে' একটা গভীর আধ্যাত্মিক মিলনের চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়েছে। ফরাসী দেশে নানা দিক্ হ'তেই জীবনের গভীর প্রশ্নগুলির একটা সিদ্ধান্তে আন্‌বার চেষ্টা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যাকে 'কমিউন্যাল' বা সমবায়-সম্পৃক্ত মিলন বলা হয়, তা' যে শুধু স্বার্থ ও অর্থ-নৈতিক সম্পর্কে বহুকে এক কর্ত্তে পারবে না তা' ও

* Nietzche. † M. A. Mugge.

‡ 'There are not wanting signs that art both in painting and sculpture and in poetry and novel-writing, is beginning to aim at something bigger and bound up with a feeling towards and for the common weal.' J. Harrison.

বোধ হয় সেখানে উপলব্ধ হয়েছে। এ জন্য ইউন্যানিমিস্টদের মতামতগুলি দেখে' একটু আনন্দ ও বিস্ময় জন্মে। কারণ এ যুগ গণতন্ত্রের হ'লেও, গণতন্ত্র কোথাও গভীরভাবে একাত্মক হ'তে পারেনি—বড়জোর সংস্কারও স্বার্থবন্ধনে যুক্ত হয়ে' আছে মাত্র। এ জন্য গণতান্ত্রিক যুগের আর্ট গণতান্ত্রিক হ'তে পারেনি, ব্যক্তিতান্ত্রিক হয়ে' পড়েছে।

কোন লেখক বলেন, * 'একাত্মবাদীরা দল বেঁধে কোথাও বসতে পারেনি। তাঁদের মতামত ও সেকেলে সাধারণ নৃত্য সম্পৃক্ত দলের ধর্মকে অনুসরণ করছে। সাম্রাজ্য তাঁরা চায় না, ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্যও তারা লোলুপ নয়, তাঁরা সাধারণের একাত্মক জীবনের পক্ষপাতী। তাঁদের মতে সত্য সম্পর্ক হচ্ছে, দলের সম্পর্ক—তা' পরিবার, গ্রাম বা সহর যাই হো'ক্ না কেন। তাঁদের গোঁড়ামি হচ্ছে, জীবনকে পবিত্র মনে করা এবং ঐক্যের বন্ধনকে মুখ্য করে' তোলা। আর্ট সম্বন্ধে তাঁদের মতামত গত শতাব্দীর শেষ দিক্‌টার, সৌন্দর্য্যের খাতিরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা হ'তে শত যোজন দূরে'।

ইউনেনিমিস্টরা দেখ্‌তে পেয়েছে, শুধু স্বার্থের বন্ধনে বহুকে এক করা চলে না—এমন কিছু চাই যা'র ভিতর আনন্দ আছে—যা'তে নিষ্ঠা আছে, যা' সহজ রসব্যঞ্জনায় সকলকে টানে। এ যুগে বড় বড় রাষ্ট্র মনস্বী চারিদিকে জয়ডঙ্কা বাজাচ্ছে কিন্তু রাষ্ট্রের দিক্ হ'তে, সমবায়ের দিক্ হ'তে, তাঁ'রা জগৎকে

* "They tried and failed to found a community. Their doctrine, if doctrine convictions so fluid can be called, is *strangely like the old group religion* of the common dance, only more articulate......His dream is not of empire and personal property but of the realisation of life, common to all......To this school the great reality is the social group whatever form it take, family village or town. Their only dogma is the unity and unmeasurable sanctity of life. Their attitude in art is as remote as possible from, it is indeed the very antithesis to the exclusiveness of the close of last century." J. Harrison.

বিশেষভাবে কি দান কর্ত্তে পেরেছে? এ যুগের সংহতিমূলক আর্টের দান কি? যা' কিছু হচ্ছে তা' ত' সবই ব্যক্তিবদ্ধ। বড় কল্পনাই হো'ক্, কৃতিত্বই হো'ক্, জনতার রসে ত' কিছু পুষ্ট নয়—সবই ত' ব্যক্তিতান্ত্রিক, দু' একজনের স্বপ্নসৌন্দর্য্য—যা'কে প্রতিমূহূর্ত্তে, প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রতিহত কর্'বার জন্য অনেক তরবারি উন্মুক্ত হয়ে' আছে! কোন পশ্চিমের ভাবুক প্রশ্ন করেছেন, হোমর, ফিডিয়স ও ইসকাইলাসে, গ্রীস্ নিজের মূর্ত্তি পেয়েছে, প্রফেট ও সামের (Prophets and psalms) ভিতর ইসরাইল (Israel) আত্মপ্রকাশ করেছে, মধ্য যুগকে ডাণ্টে * প্রকাশ করেছে, সেক্ষপীয়রে ফিউডেলিজম্ রূপ পেয়েছে, কিন্তু এ যুগের বেদনাবাহী অর্টিষ্ট কোথা? ডিমক্রেসীর আর্ট ও আর্টিষ্ট কোথা? আর্টে এ যুগের সমগ্রতার স্বরূপাত্মক স্মৃতিচিহ্ন কোথা?

হুইট্ম্যান্ ত' স্পষ্ট বলেছেন—কেউ নেই—কোথাও এ আদর্শ কেউ অঙ্কুরিতও কর্ত্তে পারেনি। হুইট্ম্যান্ নিজেও সফল হ'তে পারেন নি। হুইট্ম্যান নিজে ডিমোক্রেট্; থরো (Thoreau) বলেন—হুইটম্যানই ডিমোক্রেসি (*'He is democracy'*)! হুইট্ম্যানের এ যুগের উপর আস্থা যথেষ্ট। তিনি বলেন—"যুক্তরাজ্যের আর্ট, ফিউড্যালিজমের ঐশ্বর্য্য ও পারিপাট্যকে হয়ত মলিন কর্বে না হয় এ যুগের চরম বিফলতায় ভূলুণ্ঠিত হ'বে"।† অথচ হুইট্ম্যান বলেছেন এ যুগের জনবন্ধনাত্মক (democratic) বেদনা ও কল্পনা আর্টে কেউ প্রকাশ কর্ত্তে পারেনি। একথা বল্লে ত' অনেকটা ক্ষোভই হওয়ার কথা:—"The *sacer vates* of democracy has not appeared"—এ যুগ সমবায়ের দিক্ হ'তে আর্টে কিছু কর্ত্তে পারেনি—এ যুগে ব্যক্তির দিক্ হ'তেই সমস্ত হয়েছে। অথচ সমবায় ও সমতন্ত্র এ যুগের একটা মস্ত ব্যাপার একথা সকলে বল্‌ছে। হুইট্ম্যান্ বলেছেন—"এ যুগের কেন্দ্রীভূত বিরাট জনতার প্রাণকথা কেউ

* Dante.

† "The United States are destined to surmount the gorgeous history of Feudalism or else prove the most tremendous failure of our time." Demoeratic vistas.

বিবৃত কর্ত্তে পারেনি। আমি এদেশে (আমেরিকায়) ও বিরাট জনসঙ্ঘ সম্বন্ধে একটা সুসংহত ধারণা ও একটা বৈজ্ঞানিক পরিমাপ ও সহানুভূতি দেখ্তে পাই নে। অথচ তাঁদের ভিতরে নিহিত অসীম ক্ষমতা এবং আর্টের দিক হ'তেও তাঁদের মাঝে ফলিত আলো ও ছায়ার পরিস্ফুট ও বিচিত্র বৈপরীত্য, বিপদে তাঁদের উপর নির্ভরতা এবং ইতিহাসের দিক্ হ'তেও একটা বিরাট ঐশ্বর্য্য দেখ্তে পাওয়া যায়—যা' কেতাবের নায়ক ও মহাপুরুষদের এবং দলের অধিনায়কদের অনেক পেছনে ফেলে' গেছে।*

হুইট্‌ম্যান্ নিজে যখন এই জনতার কথা ব্যক্ত কর্ত্তে গেছেন তখনই আধ্যাত্মিক ও মিষ্টিক্ হয়ে' পড়েছেন—তা' জনতার জীবনরসে উজ্জ্বল নয় বলে' দুর্ব্বোধ্য হয়ে' পড়েছে :—

> "I believe a leaf of grass is no less than the
> journey work of the stars
> And the running blackberry would adorn
> the parlours of heaven."

এ ঠিক জনতার দিক্ হ'তে মর্ম্মকথা নয়। আধুনিক যুগে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য, সেকালের সাধারণের সমাজবিধান যা' করেছে, সে রকম ঠিক কিছু রচনা কর্ত্তে পারেনি। পারস্য, জাপান, গ্রীক, মধ্যযুগ, ইতালীয় এমন কি এলিজাবেথীয় আর্ট সমগ্র জনতাকে বেঁধে তাঁদের চিত্তশতদলেই বিকশিত হয়ে' উঠেছিল কাজেই আর্টের ভিতর দিয়ে সমগ্র জাতির মর্ম্মকথা প্রস্ফুট

* "I know nothing more rare even in this country than a fit scientific estimate and reverent appreciation of the peoples, of their measureless wealth of latent power and capacity, their vast artistic contrasts of lights and shades with, in America, their entire reliability in emergencies and a certain breadth of historic grandeur, of peace of war far surpassing all the vaunted samples of book heroes or any *haut-ton* coteries, in all the records of the world." Whitman.

হয়েছিল। সমাজবিধানধৃত জনতার টাইপ তা'তেই গড়ে' উঠেছিল', কাজেই সকলেই একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবপীঠ হ'তে কলা সম্ভোগ কর্ত্তে পার'ত। আর্ট ভদ্র সমাজের সম্পত্তি মাত্র ছিল না। সেকালে সাম্যমৌলিক জনতারস সব জায়গায় শুধু যে ভারতের মত ধর্ম্মব্যবস্থা ও চর্চ্চার ঐক্যের উপর নিহিত ছিল এ কথাও বলা যায় না—গ্রীসে উচ্চশ্রেণীর প্রভাবের ভিতরও তা' প্রস্ফুট হয়েছে, ফরাসী দেশে রাজশাসনের ভিতরও সে একত্ব জমাট্ হয়েছে, ইতালীতে জ্ঞানালোকিত রিণেসাঁস হ'তেও তা' পুষ্ট হয়েছে. জাপানের মত তা' জনতার বহুধা বিকীরিত জ্ঞান ও আনন্দ হ'তেও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু অবস্থা যাই হো'ক না কেন, এটা ঠিক এ সমস্ত দেশের এবং কালের আর্ট জীবন্ত জনতার শোণিত-স্পর্শে এমন একটা বিশিষ্ট শ্রী পেয়েছিল যা' সকল অবস্থায় সুখভোগ্য ছিল। একালে তা' হচ্ছে না—তার কারণ হচ্ছে এ যুগে ইউরোপ ও আমেরিকায় উচ্চনীচের ভিতর একটা বড় রকম ভেদ দাঁড়িয়ে গেছে। জনতা এখন ধনের ও ধনীর যন্ত্রে নিস্পিষ্ট হচ্ছে। একদিকে এই উচ্চস্তর হ'তে বিচ্ছিন্ন সাধারণ, অন্যদিকে ধন মর্য্যাদায় স্ফীত উচ্চশ্রেণী, এদের ভিতর বোঝা পড়া হ'বার কোন যো' নেই। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের মাঝে উভয় পক্ষ একটা সঙ্ঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হয়ে' উঠ্ছে মাত্র। আধুনিক জগতের সমস্ত সমস্যাগুলি ধারণ করে' উগ্র বৈষম্য ও দুর্বোধ্য সংহারনীতি পুড়িয়ে গলিয়ে বিশ্বজীবনকে একটা মহত্তর ভাবপীঠে নিয়ে যে'তে পারে এমন কা'কেও দেখা যাচ্ছে না।

কথা হচ্ছে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় জনবন্ধনমূলক আর্ট সম্ভব কিনা? এবং যদি তা' সম্ভব হয় তবে তা'র কোন সূচনা দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে কিনা? বর্ত্তমানের নানা অবস্থা সম্বন্ধে আমেরিকার কবি বলেন :- "ধর্ম্মের নামে কতকগুলি দল কয়েকটা গির্জ্জায় একটা বিভীষিকার ছায়া রচনা করে' বসে আছে। যাদুকরের সাপ টেবিলের উপরকার সব সাপ কয়টিকে খেয়েছিল শোনা যায়—একালে টাকা উপার্জ্জন, সাপের জায়গা অধিকার

করেছে—আর কোন কিছু তা'র কাছে দাঁড়াতে পাচ্ছে না"।* আধুনিকের সম্পত্তি সম্বন্ধে হুইটম্যান্ বলেন—যে তা'তে করে' দেহের আকার বেড়েছে—কিন্তু আত্মা বলে' কোন ব্যাপার তা'তে খুঁজে পাওয়া যাবে না।† আধুনিক নগর সম্বন্ধে তিনি বলেন—এসব সাহারার মত বিশুষ্ক ব্যাপার! অদ্ভুত, আশ্চর্য্য ছায়াবাজির কাণ্ড এবং অর্থহীন দৌরাত্ম্য ও কসরতের আড্ডা মাত্র।‡

এজন্য হুইট্ম্যান্ এ যুগের অন্তর্গূঢ় যথার্থ সম্পদকে—যে সম্বন্ধে হুইটম্যানের মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সংশয় নেই—আর্টের ভিতর প্রস্ফুট কর্তে চেষ্টা করেছেন। এমন সাহিত্য খোঁজা হয়েছে যা' কিছুমাত্র তরল হবে না; এবং যা' এ যুগের উপরকার আবরণকে শুধু অনুকরণ করবে না। যা' সময় কাটাবার জন্য শুধু আমোদের ব্যাপার মাত্র হ'বে না যা' তরল সৌন্দর্য্য, মার্জ্জিত রুচি, এবং ধূসর অতীতকে নিয়ে ব্যাপৃত হবে না, ছন্দ ও ব্যাকরণপ্রয়োগের চাতুর্য্যে পর্য্যবসিত হ'বে না। এসব লঘুতা ও অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার ছেড়ে' তা' জীবনের গভীর প্রশ্নগুলি তুলবে, এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে একটা সমন্বয় সাধন করে' তা' গভীরভাবে ধর্ম্মগত হবে; এরূপে যুগের শক্তি ও যা' কিছু সঞ্চয় আছে তা' প্রকাশ করে' তুলবে।"§

* "A lot of churches, sects etc, the most dismal phantasms I know to usurp the name of religion......The magician's serpent in the fable ate up all the other serpents, and money-making is our magician's serpent remaining to-day sole master of the field." Whitman.

† "It is as if we were somehow being endowed with a vast and more and more throughly appointed body and then left with little or no soul." Whitman.

‡ "A sort of dry flat Sahara appears—these cities crowded with petty grotesque, malformations, phantoms, playing meaningless antics." Whitman.

§ "A new founded literature, not merely to copy and reflect existing surfaces or ponder to what is called taste, not only to amuse, pass away time, celebrate the beautiful, the refined, the past or exhibit teachnical, rhythmic or grammatical dexterity but a literature underlying life, religion, consistent with science, handling the elements and forces with comptent power, teaching and training man..." whitman.

এ রকমের জনরসসিক্ত জনসঙ্ঘগত আর্টের জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে হচ্ছে। অনেকে তা' ভাব্‌ছে বটে কিন্তু কেউ দিতে পারেনি। হুইট্‌ম্যান্‌কে ছেড়ে' দিয়ে অন্য জায়গায় খুঁজলেও কোথাও তা'র সূচনা দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। যে হিসাবে ভারতের ও জাপানের আর্টের মূলে সমাজের হৃদয়রস আছে সে রকমের ব্যাপার উরোপে মধ্যযুগের পরে বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি। আধুনিক পশ্চিম, প্রয়োজন মনে না কর্‌লে সে সম্বন্ধে বিশেষ প্রশ্ন তুল্‌'বার দরকার হয়ত একালে হ'ত না, কিন্তু একালে সকলেই, গণতন্ত্রতাই হোক্‌, ডিমক্রেসীই হোক্‌ বা বিজ্ঞানমূলক বিশ্ববোধই হোক, এ সবকে শুধু ঘটনাপর্য্যায়ের বিচ্ছিন্ন সংগ্রহ মনে না করে' এরই মূলে একটা কার্য্যকারী জনতাজাত যুগধর্ম্ম আছে এরূপ কল্পনা করে' নিচ্ছে।

উরোপের আর একটা ভাবুকের কথা এ প্রসঙ্গে সহজেই উল্লেখ কর্ত্তে হয়। সে হচ্ছে টলষ্টয়। টলষ্টয়কে সমালোচনা কর্ত্তে একটু সঙ্কোচ হয় কারণ টলষ্টয় ভারতে যা'কে 'সাধু' বা ভক্ত বলা যায় সে রকমের লোক। সাধুরা দুনিয়ার সমস্ত জটিলতা স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত নয়। টলষ্টয়ের ধর্ম্মে আস্থা ও ভক্তি ছিল; নিজের উপর ও হয়ত প্রত্যয় ছিল।

কিন্তু এ সমস্ত কারণেই টলষ্টয়ের চল্‌বার পথ অতি পরিষ্কার এবং কাজের পথেও আবর্জ্জনা কমই ছিল। কিন্তু তা' বলে মানুষের জীবনে যে আবর্জ্জনা কম এ কথা স্বীকার করা যায় না। টলষ্টয় মধ্যযুগ হ'তে অর্থাৎ চার্চবদ্ধ খ্রীষ্টীয় যুগ হ'তে একাল পর্য্যন্ত সমস্তকালের আর্টকে তিরস্কার করেছে। টলষ্টয়ের আর্ট হচ্ছে বিশ্বজনীন আর্ট; যে আর্ট বহুকে এক কর্‌'বে তা'ই হচ্ছে ভাল আর্ট; এই 'বহু' হচ্ছে কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী নয় সমগ্র পৃথিবীর জনতা। বিশ্বজনীন আর্টই হচ্ছে টলষ্টয়ের মতে যথার্থ খ্রীষ্টীয় আর্ট, কারণ তা' ভগবানের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা' কিছু মানুষের ভিতর দ্বন্দ্বের বীজ বপন কর্‌বে তাই হচ্ছে খারাপ আর্ট। কাজেই দেশহিতৈষণামূলক কাব্য ও

চিত্র এবং চার্চের বিশিষ্ট মতামতমূলক আর্ট, নিকৃষ্ট আর্ট।* সম্প্রতি সমাজ ও আর্টে একটা ভেদ দাঁড়িয়ে গেছে। সমাজে উচ্চ নীচের ব্যবস্থা হয়েছে আর্টও ইতর এবং ভদ্রকে হিসাব করে' বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কাজেই টলস্টয়ের মতটিকে কতকটা এ যুগের উপর একটি বিপরীত চাপ বল্‌তে হয় এবং তা' বলেই ব্যক্তিত্বে প্রখর এই যুগের জন্য এ আদর্শকে টলস্টয় বোধ হয় একটা ঔষধ বলে' মনে করেছে।

কিন্তু এই রকমের বিশ্বজনীন আর্টকে মান্‌তে হ'লে শুধু বিশ্বকেই মান্‌তে হয়, যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তা' অস্বীকার কর্ত্তে হয়। আসল কথা হচ্ছে ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও বিশ্বের একটা পূর্ণ সামঞ্জস্য ধারণা কর্ত্তে না পারলে শুধু বিশ্বের খাতিরে কিছু রচনা করলে বিশ্বকে সত্যোপেত ভাবে কল্পনা করা হয়না। বিশেষকে না জেনে' বা অবহেলা করে' অবিশেষকে উপলব্ধি কর্ত্তে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। তা' ছাড়া মানুষের আদর্শ বা কল্পনা 'মানবের ভ্রাতৃত্ব' ও 'ঈশ্বরের পিতৃত্ব' পর্য্যন্ত এনে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মানবাত্মা বিশ্বভুবন এবং জাগ্রত সমস্ত চরাচর বিস্তীর্ণ হ'তে চায়—সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চের সহিত একাত্মক হ'তে চায়—এই সত্যোপেত আকাঙ্ক্ষার ও সাধনার কি কোন আর্ট নেই? অপরদিকে জীবনের মধ্যে যে বৈষম্য (Contradiction) আছে তা' অস্বীকার করাও কি আত্মপ্রতারণা নয়? বৈষম্যকে পরমার্থ মনে করা ভুল হ'তে পারে কিন্তু জ্ঞান-রাজ্যে যে বৈষম্য একটা প্রয়োজনীয় স্তর এবং সে হিসাবে আর্টে যে তা'র স্থান আছে একথা অস্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। বৈষম্যকে পরমার্থ মনে করার

* "Such is all patriotic art, with its anthems, poems and monuments; such is all church art i e the art of certain cult with their images, statues, processions and other local ceremonies. Such art is related and non-christian art uniting the people of one cult only to separate them yet more sharply from the members of other cults and even to place them in relations of hostility to each other." Tolstoy.

মানে হচ্ছে তা'কে অসংলগ্ন ও পরিচ্ছিন্ন করে' দেখা; তা'কে ঠিকভাবে গ্রহণ কর্ত্তে পার্লে টলষ্টয়ের পক্ষ হ'তে ও কোন দোষ ধরা মুস্কিল হয়ে' পড়্বে।

তা' হলেই দেখা যাচ্ছে আর্টে রসসৃষ্টির যতটা অভাব হয়েছে বলে' কল্পনা করা যাচ্ছে তা'র চেয়ে জীবনের একটা পরিস্ফুট রসোজ্জ্বল তত্ত্বের (Philosophy of life) প্রয়োজন বেশী হয়েছে মনে হয়। একটা খাঁটি জীবনগ্রাহী সামঞ্জস্যমূলক তত্ত্বকে উরোপে প্রতিষ্ঠিত করা—শুধু জ্ঞানরাজ্যে নয় ভাব রাজ্যেও—একটা বড় রকমের কাজ। একালে একজন প্রাচ্য আর্টিষ্ট * উরোপের সাম্‌নে, কাব্যের ভিতর দিয়ে তা' কিছুকাল পূর্ব্বে অনেকটা করেছে মনে হয়; এবং সে জন্যই হয়ত উরোপের ভাবরাজ্যে একটা গভীর চাঞ্চল্য দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্টে, টলষ্টয় যা' কল্পনা করেছে তা' হয়ত অনাবিলভাবে পাওয়া যাবে; কারণ তা' দেশবন্ধনের বিচ্ছিন্নতাকে দূর করে' বহুকে এক করার চেষ্টা করেছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মাঝে ভাবের সেতুবন্ধনরচনার চেষ্টা করেছে বলে', তা' টলষ্টয়ের মতে খুব বড় রকমের আর্ট বলে' স্বীকার কর্ত্তে হবে; অথচ টলষ্টয়ের মত তা' নিরালম্ব অবিশেষের উপর, বিশ্বের একটা কাল্পনিক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; তা' বিশেষ স্থান ও কালকে মর্য্যাদা দিয়েছে অথচ বাইরের সঙ্গে কোন বিরোধ ঘটিয়ে তোলেনি।

পশ্চিমের পক্ষ হ'তে হুইট্‌ম্যান্, সমষ্টির এই প্রাণকথাকে কল্পনা কর্ত্তে চেষ্টা করে' ব্যর্থ হয়ে' চিত্ত দোলায় এক একবার তা'কে কখনও অশোভন দেহ সম্পর্কে এনে এবং কখনও বা অন্য সময় অধ্যাত্ম রাজ্যের পিচ্ছল প্রান্তে আকৃষ্ট করে' প্রকাশের চেষ্টা করেছে; অথচ তা' কোথাও পরিস্ফুট করে' তুল্‌তে পারেনি। রবীন্দ্রনাথে, মানবের প্রাণেতিহাসের চঞ্চল ও অনাদৃত মুহূর্ত্ত, ও গভীর অধ্যাত্ম বেদনা—জীবনে রূপরসগন্ধের আকর্ষণ ও রূপরসাতীতের ডাক্—এ দু'টি অবিরোধে স্থান পেয়েছে। কাজেই এ আর্টে আদিম রহস্যচক্রবদ্ধ জনসঙ্ঘাতমদিরাকে

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

কোথাও যুক্ত করা হয়নি—অথচ এই কলাভবনের ভিতর দিয়ে বিশ্বজনের যাতায়াতের পথ পর্য্যাপ্ত হয়েছে।

নানা কারণে আধুনিক আর্টের আলোচনায়—তা' জনতন্ত্রমূলকই হোক কিম্বা ব্যক্তিমূলকই হোক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্টকে বর্জ্জন করবার উপায় নেই। ইউরোপের আর্ট ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশেও তা' পরিস্ফুট স্থান পেয়েছে—ইউরোপের ইতিহাসের সঙ্গে তা' জড়িত ও অনুবিদ্ধ হয়ে' গেছে। বলতে গেলে অনেককাল পরে এ যুগে এসিয়ার পক্ষে ইউরোপকে ইহাই একটা বড় রকমের দান! —এবং সব চেয়ে বিস্ময়ের ও আত্মপ্রসাদের কথা, ইউরোপ এ দান স্মিতমুখে গ্রহণ করেছে।

গোটে এক জায়গায় বলেছেন, অদৃশ্য হলেও মনের উপর মনের একটা গভীর ও ব্যাপক আকর্ষণ মানতে হয়। প্রাচ্য কবির উপস্থিতির পূর্ব্বে ইউরোপে, সাহিত্য ও আর্ট এমন একটি জায়গায় উপস্থিত হয়েছিল, যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁ'র কাব্যের প্রকাশ, ইউরোপ অনেকটা নিবিড় মননের দ্বারা সম্ভব করেছিল মনে হয়। যে যুগে বস্তুবাদের অপ্রচুরতায় চিত্ত ব্যর্থ হ'য়ে, ফরাসী সাহিত্যে, গঁকুর্ত্তদের মাঝে চিত্তানুভূতির বিশ্লেষণকে চরমসীমায় উপস্থিত করে' কোন কূল পায়নি*; যে যুগে ইউরোপ হুইসমাঁর ভিতর দিয়ে সমস্ত স্বভাববাদ ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ছেড়ে' এক অপরিজ্ঞাত অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ কর্ত্তে বিপুল চেষ্টা করেছে—যা'কে হুইসমাঁ পারমার্থিক স্বভাববাদ বা *Spiritual naturalism* নাম দিয়েছে; মিতরলিঙ্ক যে যুগে চারিদিকের জড়বন্ধনের ব্যর্থতা ছিন্ন করে' একটা অধ্যাত্ম সম্পর্ক সূচনা করে' জটিল মিষ্টিসিজমের ভিতর এসে' পড়'বার উপক্রম করেছে;

* "It is of the sensations that they (Goncourts) have resolved to be historians; nor of actions, nor of emotions, properly speaking, nor of moral conceptions but of *an inner life* which is all made up of the perceptions of the senses, It is scarcely too paradoxical to say that they are psychologists for whom *the soul does not exist*" A. Symons.

যে যুগে রুষীয় সাহিত্যে এণ্ড্রিয়িফ অধ্যাত্মসম্পর্ককে মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য জড়ত্বের সমস্ত সম্ভারকে ত্যাগ কর্ত্তে উৎসাহিত হয়েছে ; য়িট্‌সের মত সুকবি, যেকালে উপস্থিত বস্তুবাদ ও স্বভাববাদকে প্রত্যাখান করে' কেলটিক দেববাদের আড়ালে আত্মতৃপ্তির জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং কবি সিঞ্জের* মত বন্ধুকে য়্যারান্ (Aaran) দ্বীপপুঞ্জ হ'তে উপজীব্য সংগ্রহ কর্ত্তে পরামর্শ দিয়েছে ;—এরূপে যখন উরোপ, নানা ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গভীর আন্তর প্রেরণায় অধ্যাত্মরাজ্যের শুধু স্বপ্নমাত্র দেখেনি, তা'র দ্বারে এসে' বার বার আঘাত করে' অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাও করেছে, এবং একটা অজানা লোকের সংস্পর্শ পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে' উঠেছে, তখন পূর্ব্ব দেশ হ'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা অধ্যাত্ম সম্পর্ক পাওয়া উরোপের পক্ষে হয়ত একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে' পড়েছিল। উরোপ অধ্যাত্ম সম্পর্ক ও সাধনা চেয়েছিল তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখ্‌তে পেলে তা' কত সহজ ও সরল, অথচ তা' কত গভীর ও অতলস্পর্শী। এ জন্যই কবিবর য়িট্‌স লিখেছে 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে জগৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সারাজীবন তা' আমি স্বপ্নে দেখেছি'।† আবার এক জায়গায় বলেছে 'আমরা সে কাব্য অপরিচিত বলে' আন্দোলিত হইনি আমরা যেন তা'রই ভিতর স্বপ্নের মাঝে নিজেদের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেয়েছি'।‡ রবীন্দ্রনাথের উরোপপ্রয়াণের সময় এই অধ্যাত্ম সম্পর্ক উরোপের কল্পনা ও স্বপ্নে, একান্ত আপনার জিনিষ হয়ে' পড়েছিল। এক সময় নানা রকম প্রাচ্য ভেল্‌কি এবং মধ্যযুগের ম্যাজিক হ'তে তা' পাওয়ার চেষ্টা হয়েছে—এখন দেখ্‌'তে পাওয়া গেল যে তা'কে শিরোরোগের ভিতর দিয়ে বা অমার্জ্জিত ও অপরিপুষ্ট সিম্বলিজমের ভিতর দিয়ে যে পেতে হ'বে, তা'র কোন

* J. M. Synge.

† These lyrics display in their thoughts a world I have dreamt of all my life."
W. B. YEATS.

‡ 'Yet we are not moved because of its strangeness but because we have met our image as though we had walked in Rosseti's willow wood or heard for the first time our voice as in a dream.'

মানে নেই। হুইস্‌ম্যাঁর 'আঁরুৎ' বা *La Cathédrale* এর জটিলতার ভিতর প্রবেশ করার কোন প্রয়োজন নেই। মিতর্লিঙ্ক এবং অন্যান্য পশ্চিমের অধ্যাত্ম-পথের পথিকের শৃঙ্খলাহীন, অসরল ও অসম্বদ্ধ চেষ্টাপ্রাচুর্য্যের কোন প্রয়োজন নেই। তা' ছাড়া দেখা গেল মিতর্লিঙ্কে এবং অন্যান্য উরোপীয় আর্টিষ্টের অধ্যাত্মব্যাপার সম্পৃক্ত আর্টে যে একটা লোকদেখান ছদ্মবেশ *posing* আছে—যা' আমাদের চোখে খুব বেশী রকমই লাগে,—তা'র কোন প্রয়োজন নেই। উরোপ দেখ্‌তে পেলে গভীর অধ্যাত্মবাক্যে প্রয়াণের মূল কথা, উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণ। কবিবর য়িটস্‌ বলেন :—"Mr Tagore like the Indian civilization itself has been content to discover the soul and surrender himself to its spontaneity।"

এ রকমের কাব্যচর্চ্চার মূলে যে গভীর সাধনা এবং এমন কি অতীতের সম্পর্ক প্রয়োজন তা' উরোপীয় সাহিত্যিকদের এ প্রসঙ্গে একবার শ্রদ্ধার সহিত দেখ্‌তে হ'ল।

সহজে কেউ কিছু গ্রহণ করে না। সহজ সৌন্দর্য্যকে সংস্কার গ্রহণ করলেও বিচার বুদ্ধি প্রতিবাদ ছাড়া সহসা দান গ্রহণ কর্ত্তে কুণ্ঠিত হয়; একেই এদেশে বলে শত্রুভাবে আরাধনা। পাদ্‌রীদের কেউ কেউ লিখেছিল—'এ সব হচ্ছে খ্রীষ্টীয় কথা—রবীন্দ্রনাথ বা ভারতের এ সব নয়'। অথচ গত পঞ্চাশ ও ষাট্‌ বছরের ভিতর এই রকমের কোন খ্রীষ্টীয় কথার ছাপ ত' উরোপীয় আর্টে পড়ে নি—বরং উরোপের পক্ষে জীবনে অনেক অপথে বিপথে ঘুরে' অনেক অভিজ্ঞতার পরে মাত্র শুধু সাহিত্যে এ রাজ্যের অপ্রস্ফুট কাকলি সঞ্চার করা সম্ভব হয়েছিল। বড় বড় শাস্ত্র বইতে অনেক উচু দরের কথা আছে কিন্তু তা' একটা সত্যসম্পর্কে জীবনে নিজের করে' নেওয়া বড় শক্ত কথা। তর্কে অনেক বড় কথা বলা চলে কিন্তু আর্টে জাতির বাস্তবিক হৃদয় কথা ধরা পড়ে। এজন্য উরোপকে, পাণ্ডিত্যের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল ও দুর্ব্যাখ্যার ভিতর

দিয়ে না বুঝে' কাব্য ও চিত্রাদির ভিতর দিয়ে বুঝ্‌তে যাওয়াই ভাল; তা' রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেই অগ্রসর হয়েছে। এই অধ্যাত্মসম্পর্ক, এ যুগের মিতরলিঙ্কের জীবনে কিরূপে প্রথম ছায়াপাত করেছে তা' উল্লেখ করে' মিঃ সিমন্স বলেন—'সহজে তা' আসে নি; বিজ্ঞান যখন ফেল হয়ে' গেল, জড়বাদের দর্শন যখন অপ্রচুর হ'ল তখনই মাত্র তার বাজারদর উঠ্‌তে আরম্ভ করে। এতকাল তা'র ঠাঁই হয় নি।* আর এক জায়গায় সিমন্স্‌ আধুনিক উরোপীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে বলেন:—'অনেক কাল পর্য্যন্ত আত্মাকে চিন্তায় অনিদ্র ও অন্নহীন থাক্‌তে হয়; তারপরই জড়জগতের সম্পর্ক বিরূপিত কর্ত্তে হয়—তবেই নূতন সাহিত্য জন্মে, যা'তে দৃশ্যমান জগৎই একমাত্র সত্য হয় না এবং অরূপ জগৎও স্বপ্ন বলে' মনে হয় না'।†

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ কথা হচ্ছে তা' উরোপের জীবন ও ইতিহাসের এমনি সময়ে এসে' পড়েছিল যা'তে পশ্চিমের সাহিত্য ও জীবনের অনেক সমস্যার অনেকটা পরিপূর্ণ নিরাকরণ হ'তে পারে। কিন্তু যা' রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মের বস্তু, উরোপীয় কবিদের তা' আপন করে' নেওয়া সম্ভব হবে কিনা বলা শক্ত। উরোপকে আঘাতে ছাড়া অন্য উপায়ে জাগ্রত করা শক্ত—একটা বৈপরীত্যের সঙ্ঘর্ষ না হ'লে সহজে সেখানে চিত্তের অন্তঃপুর খোলেনা; আর্টিষ্টদের এবং কবিদের নিকট হ'তে—রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যদি একটা প্রবল প্রতিবাদ হ'ত তবে এ পরিবর্ত্তন ও চেতনা হয়ত সহজ হ'ত—তবে হয়ত উরোপের কাব্যে পূর্ব্বাঞ্চলের এই অধ্যাত্মবার্ত্তা

* This gospel of which Maeterlinck is a *new* voice, has been quietly waiting until certain bankruptcies— the bankruptcies of science, of the positive philosophies should allow it full credit.' A Symons.

† 'After the world has starved its soul long enough in coEtemplation and the rearrangement of material things comes the turn of the soul and with it comes......... a literature in which the visible world is no longer a reality and *the unseen world no longer a dream.*

গ্রথিত হয়ে' গেছে। কিন্তু তেমন প্রতিবাদ হয়নি; * কাজেই এ ব্যাপারে কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে মনে হয়। অথচ এরকম অব্যাহত সম্পর্ক ও জীবন ও আর্টে একযুগে বড়বার ঘটে না।

হুইট্‌ম্যান, জনতা সম্পর্কে মহীয়ান যে সাহিত্যের ধ্যান করেছে এবং টলস্টয় যতকে গ্রথিত করে' যে কাব্যমালা রচনার কল্পনা করেছে তা'র ভিতরকার বিপরীত হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের একটা অলীক সম্পর্ক। এটা সামাজিক যুগই নয় একজন্য সামাজিক কাব্য হ'তে পারে না এবং সমাজপ্রাণের রসও কোথা আর্টে ক্ষরিত হচ্ছেনা। এ যুগের আর্টকে টলস্টয়ের মত ব্যক্তিত্ব বলে' তিরস্কার করে' লাভ নেই। ব্যক্তির দিক্ হ'তে আর্ট কতটা অগ্রসর হওয়া যায়, তা' এ যুগ দেখিয়েছে। চিত্তের যে অবস্থায় সমাজের সহজ সম্পর্ক এসে' পড়ে রবীন্দ্রনাথের আর্টে তা' দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। কবিবর য়িটস শুধু কবিমাত্র নহে—কাব্য ও আর্ট সম্বন্ধে আলোচনায় এ যুগের উরোপের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এরূপ সম্পদ্ য়িটসের আছে। য়িটস্ রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে দু'টি কথা বলেছেন যা' ডিমোক্রেটিক্ আর্ট সৃষ্টির যা'রা কাল্পনিক, তা'দের ভাল করে দেখ্‌তে হয়; এক জায়গায় য়িটস্ বলেন, "একটা সমগ্র সভ্যতা, একটা বিরাট জনতার কথা কবির কল্পনায় গ্রথিত হয়ে' গেছে।† আর এক জায়গায় বলেন:- 'তা'তে আত্মচর্চ্চার শ্রেষ্ঠতম অবস্থা দেখ্‌তে পাওয়া যায় অথচ তা' যেন তৃণগুচ্ছ ও শষ্পাদির মত সাধারণ মাটিতে মঞ্জরিত হয়ে' উঠেছে মনে হয়।‡

এরকমের সম্পর্ক, উরোপের চিত্তে জাগ্‌লে জনতার রসধারায় আবার কাব্য ও চিত্র পুরোৎপীড় হয়ে' উঠ্‌বে। নচেৎ এ যুগে জনতার সম্পর্ক মরীচিকা. উরোপ ও আমেরিকা তা'র পেছনে ছুটে' ক্লান্ত হচ্ছে মাত্র।

* সম্প্রতি দু' একটি কবিতার প্যারডি বা ব্যঙ্গ করা হচ্ছে শোনা যায়।

† "A whole people, a whole civilization immeasurably strange to us seemed to have been taken up into this imagination."

‡ "The work of a supreme culture, they yet appear as much the growth of the common soil as the grass and the rushes."

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শৃঙ্খলিত আর্ট ও মুক্তিমন্ত্র।

শক্তিকে বিকীরিত ও বাষ্পীভূত হ'তে না দিয়ে কোন সংযম ও শৃঙ্খলার ভিতর আহিত কর্ত্তে পার্‌লে তা' শতগুণ উপচিত হয়,—জড়বিজ্ঞানের কথা হ'লেও এ কথাটি অন্তর্বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়। বয়লারে সঞ্চিত বাষ্পীয় শক্তি ছুনিয়ায় যতটা কাজ কচ্ছে, তা' চাএর পেয়ালার উপর সঞ্চিত ধূসর রেখাপটল হ'তে উপলব্ধি হয়না। অধ্যাত্মজগতের সাধনায় মানুষ উচ্চতর তত্ত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য কঠিনতম সংযম ও আত্মসংবরণ কর্ত্তে ইতস্ততঃ করেনি। কাব্যে ও চিত্রে, সৌন্দর্য্যের রম্যজগতে ও কি তা' কখন ও সামান্য হ'তে পেরেছে? কাব্যে ও কলায় যা' অতি সহজ ও সামান্য মনে হয়, তা'রই পেছনে অনেক সময় কঠিনতম আত্মসংগ্রহ ও সাধনার প্রয়োজন হয়েছে।

চোখে-দেখা জগতের বা বিশেষ স্থান ও কালের, বিশ্বনিরপেক্ষ আস্ত স্বরূপ যা'রা এঁকেছে তা'রা ভেবে' এসেছে যে তা'রা আর্টের সমস্ত গতানুগতিক বন্ধন কেটেছে। জীবনে যেমন—তেমনি আর্টেও বাঁধন কাট্‌বার উৎসাহ কোন কোন কালে কা'রও ভিতর প্রবল হয়ে' উঠে। অথচ দেখা যায় একটা বাঁধন কাট্‌তেই অনেক বাঁধন এসে' পড়ে। উরোপীয় আর্ট, এযুগে সকল রকম অতীতের সম্পর্ক ছেড়ে' ভেবেছিল যে তা' খুবই মুক্ত ও স্বাধীন রাজপথে হয় ত এসেছে। কিন্তু পরে দেখা গেল, পথে না এসে তা' মাঠে এসে' পড়েছে। তারপর যখন তা' দু'একজন ভাবুকের ভিতর দিয়ে পথে আস্‌বার চেষ্টা করেছে, তখন হারাণ সম্পত্তি খুঁজে' না পেয়ে' পুরাণ পুঁজি হ'তে পাথেয়ের নানা কাল্পনিক সংগ্রহে নিজের কমণ্ডলু পূরণ কর্ত্তে হয়েছে। এ রকমের অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

এটা জীবনে ও সাহিত্যে চিরন্তন ভাঙা ও গড়ার পুরাণ কথা ঠিক নয়। উরোপের সাহিত্যের নানা সন্ধিস্থলে, যাকে ক্লাসিক্যাল বলা হয় তা'র সঙ্গে রোমাণ্টিক আর্টের বিরোধ ঘটেছে। এ কলহ ও কচকচিটা পুরাতন ও নূতনের বিরোধ হ'তে হয়েছে। এ রকম বিরোধ ও উরোপের মজ্জাগত। যা' মার্জিত, বিশুদ্ধ, যা' পরিমাণ রক্ষা করে' অনেকটা স্থিতির কাজ করে, স্যাঁত বোভের মতে তা' হচ্ছে ক্লাসিক। স্তাঁদালের মতে আর্ট মাত্রই গোড়াকার অবস্থায়, নূতনত্বের জাঁকালোতায় রোমাণ্টিক থাকে। স্তাঁদাল সংক্ষেপে বলেছে, প্রাচীনেরা যাতে আমোদ পেয়েছে—তা হচ্ছে ক্লাসিক, আর নূতনেরা যা'তে পাচ্ছে তা' হচ্ছে রোমাণ্টিক।* অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন উরোপের সেই অনিবার্য্য বিবাদ ও সঙ্ঘর্ষের এও একটা নমুনা। স্যাঁত্ বোভ যাকে এক একটা যুগের এক একটা ধারা বা পদ্ধতি নিয়ম বা শৃঙ্খলাকে অনুসরণ করা বলেছে, স্তাঁদাল তা'কে সঙ্কীর্ণ গতানুগতিক, লঘুগর্ব্বস্ফীত ও জীবনস্পর্শহীন কঙ্কাল মনে করেছে।

কথা হচ্ছে আর্টে যখনই কোন যুগ উরোপে একটা নূতন গতি ও দিক্ নিতে চেয়েছে, তখনই তা' প্রাচীনকে ধিক্কার দেওয়ার প্রলোভন সম্বরণ কর্ত্তে পারেনি। ভারতবর্ষের নূতন নূতন দার্শনিকেরা যেমন পুরাকালে কোন তত্ত্ব উদ্ঘাটন ও প্রতিষ্ঠা করার আরম্ভে শঙ্করকে খণ্ডন না করে' স্থির হ'তে পারতনা তেমনি উরোপে প্রতিপাদবিক্ষেপে এরূপে পূর্ব্বপক্ষের মতামতকে ব্যঙ্গ না করে' কোন শিল্পী অগ্রসর হয়নি। সাহিত্যে কোন বিশিষ্ট যুগের বাক্‌যোজনপদ্ধতি বা প্রকাশধর্ম্ম—যা'কে স্টাইল' বলা হয়' থাকে—একে পরবর্ত্তী যুগ স্বীকার কর্ত্তে চায়নি, কারণ যুগধর্ম্মের দোহাই ও সামান্য নয়।

* "Romanticism is the art of preserving to people the literary works which in the actual state of their habits and beliefs are capable of giving them the greatest possible pleasure; classicism in on the contrary aims at presenting them with that which gave the greatest possible pleasure to their grandfathers." Stendahl.

এটা উরোপের একটা মজ্জাগত শোণিতবাহী বিশেষত্ব। এ যুগে ও কোন আলোচক ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা বিশেষত্বের দোহাই দিয়ে বলেছেনঃ- "ষ্টাইল যদি মানুষেরই প্রতিরূপক হয়, তবে যুগ ও হচ্ছে তা'ই। দেখ্‌তে পাওয়া যাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ও একটা প্রকাশধর্ম্ম হয়েছিল—যা' রাণী য়্যানের বা এলিজাবেথীয় যুগের কৃত্রিম অনুকরণে জাগ্রত ব্যাপার হ'তে আলাদা জিনিষ। এ রকম অনুকরণেই ভাব ও রূপ দু'ই খর্ব্ব হয়ে' যায়।" অথচ এ রকম অনুকরণের মানেই হচ্ছে বর্ত্তমানের ভিতর—যা'কে ব্লেক্ 'অতীতের দ্রাক্ষা-মদিরা' বলেছে—তা'ই সঞ্চার করা। এ জন্যই আলোচককে আবার বল্‌'তে হয়েছে, 'এ মিশ্রণপদ্ধতিকে সব জায়গা ও যুগ হ'তে ভাল জিনিষ গ্রহণ কর্ত্তে হবে। কারণ বিষয়ের বৈচিত্র্য রক্ষা করা যেমন দরকার, তেমনি বিধির সৌন্দর্য্যও রক্ষা কর্ত্তে হবে'।*

এই কলহ ও মতদ্বৈধে এই কৌতুককর ব্যাপারটি প্রায় ঘট্‌ছে যে যা'রা যে দোহাই দিয়েই ভাঙুক না কেন—তা'রা এটুকু ভেবে আনন্দিত হচ্ছে যে বড় রকমের কয়েদ হ'তেই বেরিয়ে আসা গেল। এজন্য যা'রা সৃষ্টিকে—নগ্ন সৃষ্টিকে আর্টে উন্মুক্ত কর্ত্তে হ'বে—এ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছে তা'রা ভেবেছিল এতদিনে যত প্রথা ও পদ্ধতির ল্যাঠা চুকে' গেল। অথচ বস্তুকে পরমার্থ করলে বন্ধন দৃঢ়তর হয়—ভাবকে শরশয্যায় আশ্রয় নিতে হয়। অতীত, ভবিষ্য এবং জাগ্রত বর্ত্তমানের অজস্র সৌন্দর্য্যের উদ্বেলিত রসধারাকে ব্যক্ত করা যায় কি করে'? মানবচিত্তের গভীর আকাঙ্ক্ষা ও অঘটনঘটন-পটিয়সী সৃজনশক্তির লীলা সম্ভব হয় কি করে'? অনাদ্যন্ত কালের ছায়াময়ী বার্ত্তাকে মুখর কর্‌বার উপায়, ইন্দ্রিয় তান্ত্রিক আর্টে কোথায়?

কথাটি যদি ঠিক হয় তবে বল্‌তে হয়, যে আর্টে এ সমস্ত অন্তর্নিহিত

* "The legitimate contention......against the stupidity *which is dead to the substance and the vulgarity which is dead to form.*"

ভাবাকুলতার স্বপ্নকে বিকশিত করার রাজপথ নির্দিষ্ট হয়ে' গেছে এবং তা'তে ভাবিচিত্তকে সঞ্চারিত করে' সীমা ও অসীমের সম্পর্ককে তুল্যভাবে জাগ্রত কর্ত্তে সমর্থ হয়েছে—সে আর্টের সেই সুবিস্তৃত বৈদ্যুতিক তারপথে, ভাবের বিদ্যুৎস্পন্দন ও ইঙ্গিত চালানই ভাল; কারণ সে ইঙ্গিতের কোড্ বা মানে জানা আছে এবং তা' পুরাণ হ'লেও প্রাণের সম্পর্কে অহরহ জীবন্ত ও জাগ্রত হয়ে' উঠেছে।

বল্‌তে গেলে আর্টের শুধু এ অবস্থাকেই মুক্ত ও স্বাধীন বলা যায়; কারণ উপস্থিতের শৃঙ্খলে তা' অর্গলিত হয় না—ইন্দ্রিয়ের বেষ্টনীর মাঝে তা'কে বন্দীর মত এ অবস্থায় থাক্‌তে হয় না। তা'তে কল্পনা, বস্তুপরিধির লৌহদুর্গকে ধূলিসাৎ কর্ত্তে পারে এবং তা'কে সাময়িক রুচির চঞ্চল ও ক্ষণিক হিল্লোল, তীব্র মাদকতার-জালে বিশিষ্ট গণ্ডীর ভিতর নিহিত করে' দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক হ'তে বিচ্যুত কর্ত্তে পারে না। এ শ্রেণীর আর্টের প্রবাহ অস্থির ও অনিশ্চিত নয়—পার্ব্বত্য প্রপাতের মত তা' গভীর ও অবারিত। তা' বৈশাখী ঝড়ের মত অনেক জায়গায় রুক্ষ ও শিথিল সম্ভারে লোক হ'তে লোকান্তরে ছুটে' এসেছে এবং হয়ত যুগ হ'তে যুগান্তরে ছুটে' যাবে।

এ ঠিক প্রথাপন্থী ক্লাসিক আর্ট নয়—কারণ উরোপের কোন ক্লাসিক আর্টের এতটা সংগৃহীত শক্তি কখনও হয়নি যা'তে করে' পরবর্ত্তী কালের আর্টকে সহজে তা' মাতৃক্রোড়ের মত ধারণ কর্ত্তে পেরেছে। অথচ প্রাচ্য ধারাবাহী আর্ট অহরহ নূতন জীবন সংস্পর্শে উপচিত হয়েছে, দুর্ব্বল হয়নি; জাতির হৃদয়ে একটা বিশিষ্ট প্রেমসম্পর্ক সৃষ্টি করেছে বলে' তা' ভাবের চিরনবীন পিতৃত্বের অধিকারী হয়েছে। সন্তান তা'র স্নেহ সীমায় পরিপুষ্ট হয়ে' সন্তপ্ত অশ্রু ধারায় অন্তস্তলে বিদ্রোহের বীজকে সযত্নে পুষ্ট করেনি; এমন অধিকার পেয়েছে যে সে ভেদের কোন কথাকে মনে স্থান দিতে পারেনি।

হয়ত তা'তে ব্যক্তিজীবন ততটা উগ্র ও তীক্ষ্ণ হয়নি, প্রতিযুগের

আর্টে তেমন উন্মাদনা দেখা যায়নি। কিন্তু তা'ও কি সব সময়ের পক্ষে ঠিক বলা যেতে পারে? ভারতের অনেক ভাববিপ্লব, ভারতের সীমা ছাড়িয়ে গেছে অথচ তা' চঞ্চল, অনির্দ্দিষ্ট মত্ততায় নয়, গভীর বিধিনিয়ন্ত্রিত সংযমের ভিতর দিয়ে। জাপান ও চীন সম্বন্ধেও এ রকমের মন্তব্য করা যেতে পারে—যদিও এ সব দেশের প্রাণবস্তু ও আরাধ্য ব্যাপার এক রকমের বা এক শ্রেণীর নয়—ওকাকুরা যাই বলুন না কেন।

আর্টে যদি বাস্তবিক কোন মুক্তি চাইতে হয় তবে তা' দেশ ও কালের বন্ধনী হ'তে মুক্তি, তা' ব্যক্তিচক্রবালের সঙ্কীর্ণ আকাশখণ্ড হ'তে ছুটি নেওয়া। অথচ এ রকমের মুক্তি ও স্বাধীনতা গভীর ও ব্যাপক বলে' এ অধিকারের জন্য সংযমকেও নিবিড় কর্ত্তে হয়। কারণ আনন্দ উপভোগের মূলে যেমন স্থিরতা ও একাগ্রতা প্রয়োজন, শিল্পসাধনাতে ও আত্মসংগ্রহ ও সংযম দরকার। সকল রকমের আর্টের ভিতরই চিত্তের অনেক আত্মপরীক্ষা ও নিঃশব্দ অন্তর্দাহ দরকার হয় তবেই তা' কষিত কাঞ্চনের শ্রী পায়। সাহিত্য ও শিল্পে—সব জায়গায়—যা' কিছু রম্য দেখ্'তে পাওয়া যায়, তা' প্রতিপদে মনন ও সাধনার অপেক্ষা করেছে; এবং কোন কোন শিল্পে এই মনন ও সাধনা একের মাঝে পর্য্যাপ্ত হয়নি—তা' বহুর মাঝে অধিষ্ঠিত হয়ে' হয়ত বহুকাল পরে সফল হয়েছে এবং স্থিরতর সৌন্দর্য্যকে ধ্যান করে' শিল্পের দেশকালজয় ও বিশ্বভোগ্যত্বের কামনা করেছে। ভারতের কাব্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে এক একটা মূর্ত্তি কল্পনা কর্ত্তে বহু শতাব্দী ও বহুশত বৎসরের প্রয়োজন হয়েছে;—কোন শিল্পী যা'কে উপলক্ষ্য করে' বলেন ঃ—"The result of the earnest thinking of thousands of minds over many centuries."

যে সব আর্টে স্বরূপতঃ বন্ধন বেশী, সে সবের ভিতর বিস্তৃতির শক্তি ও ব্যাপ্তির বেগ অধিক সঞ্চিত আছে দেখ্'তে পাওয়া যায়। সঙ্গীত প্রতিমূর্চ্ছনায় ও তরঙ্গিত ক্রমাবর্ত্তের প্রতি সন্ধি ও চারুচক্রে পরিমাণ রক্ষা করে' নিয়মবিধিতে

অনুপাতের ভগ্ন অংশ থেকে মাধুর্য্য বাড়ে, নির্দ্দেশ প্রণালী সুবশ্যগামী হয়। চিত্রে আয়োজন ও উপকরণের প্রয়োগে প্রতিপদে সঙ্গতি রক্ষা কর্ত্তে হয় এবং তা' যে পরিমাণে যে আর্টে বেশী, সে আর্ট তেমনি ব্যাপকত্ব ও গভীরত্বের দাবী কর্ত্তে পারে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যাকে মুক্তি বলা হচ্ছে তা' বন্ধনের পর্য্যায়েই আশ্রিত হয়েছে। প্রত্যেক বন্ধন ও শৃঙ্খলের আবর্ত্ত হ'তেই গভীরতর সৌন্দর্য্যের বিকাশ সম্ভব হয়,—এবং তা' ব্যাপক ও মুক্ত হয়ে' চিত্তের পরিধি বাড়ায়।

বাঁধ্‌বার উদ্যম ও মানুষের সামান্য নয়। যত কিছু ভাব ও বস্তু আছে সব কিছুকে দর্শন ও বিজ্ঞান, নিয়মে বেঁধে ঐক্য দিতে চেষ্টা করেছে। সৃষ্টির বুকে কোন জিনিষকেই অসংলগ্ন হয়ে' থাক্‌তে দেওয়া হয় নি। ক্রমশঃ বাঁধন এতটা বেশী হয়ে' পড়েছিল—যে রাণুভিয়েকে * বল্‌তে হয় দুর্দ্দৈবকে বেঁধে আড়ষ্ট কর্‌বার চেষ্টা বৃথা—কার্য্যকারণের শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করবার কা'রও জো' নেই। জড়জগৎ ও অধ্যাত্মজগতের ভিতর মুক্তির পথ প্রচুর। ইচ্ছাশক্তির স্বাধীন কর্ত্তৃত্ববান সে পথ অনেক চেষ্টা করে' আবিষ্কার করেছে। জ্ঞানরাজ্যে যা'রা বাঁধ্‌বার উদ্যোগী ও নিয়মের উপাসক তা'রা এজন্য ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা স্বীকার কর্ত্তে ইচ্ছুক হয়নি।

কল্পনারাজ্যের শৃঙ্খলাও মত্ততা ও বালকত্বের পাশ কেটে' মধ্যপথে চলেছে। যেখানে তা' সম্ভব হয় নি সেখানে রসসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে' ভগ্নদূতের মত ফিরে' আস্‌তে হয়েছে। সৌন্দর্য্যজ্ঞান যেখানে হৃদয় হ'তে হৃদয়ান্তরে ধারাবাহী হয়ে' সেতু রচনা করেছে সেখানে এ সুবিধাটুকু পাওয়া গেছে যে বিধি ও নিয়মবন্ধনের ভিতর মার্জ্জিত ও শ্রেষ্ঠ সব কিছুই স্থান পেয়ে গেছে—সে জন্য বেশী ঘোরাঘুরি কর্ত্তে হয় নি। এরূপে সৌন্দর্য্যরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ রক্তিম গিরিশৃঙ্গগুলি শিল্পীর চিত্তে স্থান পেয়ে' এসেছে। এ গুলি

* Renouvier.

ক্রমশঃ বিধিবদ্ধ হয়ে' শিল্পীর পক্ষে প্রামাণ্য হয়ে' গেছে। শিল্পীরা যে, অনুগ্রহ বা কৃপা করে' এ সব মেনে' চলেছে তা' মোটেই নয়। সৌন্দর্য্যের প্রলোভনেই তা'রা নতশিরে এ সব স্বীকার করেছে। প্রাচীন বলে' তা'রা এ সব গ্রহণ করেনি এবং যক্ষের দুষ্প্রাপ্য ধন বলে' ও এ সবে আকৃষ্ট হয়নি, গুরুর বচন বলে ও পরোক্ষে ভ্রূকুটি করে' এ সব বোঝা মাথায় নেয়নি। শ্রেষ্ঠ আর্টের সঞ্চিত সৌন্দর্য্যের মন্ত্রশক্তি এ সমস্ত বিধিতে আছে বলে'ই তা'রা এ সব শিরোধার্য্য করেছে।

বল্'তে গেলে যে আর্ট সেণ্ট্ সোফিয়ার গির্জ্জা রচনা করেছে, যা' পার্থিননের মন্দিরস্বপ্নকে হিমশুভ্র মর্ম্মরে গ্রথিত করেছে, আলহাম্ব্রার আনন্দ ও বরভূধরের ঐশ্বর্য্য যা'তে সম্ভব হয়েছে, চৈনিক ও জাপানের শিল্পের রম্য ইন্দ্রলোক যে রকমের ধারাবাহী আর্ট হ'তে সম্ভব হয়েছে, তা'রই নিয়মবিধি ও শৃঙ্খলাসূত্র গ্রহণ করায় কিছু অগৌরব আছে—এ রকম কল্পনা কেউ করেনি। শিল্পীরা একটা কিছু নির্দ্দেশ, একটা কিছু আশ্রয়, এ সবের ভিতর খুঁজেছে ও পেয়েছে।

ইতিহাসে সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর আর্টেরই সূত্র বিধান ও সংগ্রহের কথা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। গ্রীসের পলিক্লিটসের ক্যানন্ (Canon of Polycleites) সহজেই উরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পলিক্লিটসের তৈরী বিখ্যাত মূর্ত্তি দিয়াডুমিনো ও দরিফরো এই ক্যাননের প্রতিভূ হয়ে' আছে। লিবকে বলেন পলিক্লিটসের জ্ঞান এত বেশী ছিল এবং ধারণাদি এত তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট ছিল যে তা'র একটা সর্ব্বজনপ্রশংসিত তৈরী মূর্ত্তিকেই 'ক্যানন' বা 'বিধি' নাম দেওয়া হয়; কারণ তা'তে যৌবন-শ্রী এরূপ সফলভাবে পরিস্ফুট করা হয়েছিল যে সে' মূর্ত্তিটি চিরকালের জন্য মূর্ত্তিশিল্পে প্রামাণ্য হয়ে' গিয়েছিল। মানব দেহের পরিমাণ ও পরিমাপ সম্বন্ধে ও পলিক্লিটস্ একখানা গ্রন্থ রচনা করে।* পূর্ব্বাঞ্চলেও শিল্পশাস্ত্রাদি প্রচুর আছে।

* "So great was his knowledge, so acute and clear his conceptions that the name of the 'canon' was given to one of his most admired works because in it the *rules of normal youthful beauty seemed established once for all*, while at the same time he explained them in a treatise upon the proportions of human form." Lubke.

দেখা যাচ্ছে শিল্প সাধনার চরম অবস্থায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ পাওয়া গেছে—নিয়মবিধি তা'রই প্রতিফলক মাত্র, তা'রই যোগসূত্র—অপরাধী বা অভিশপ্তের কঠিন শৃঙ্খল তা' নয়। রসজ্ঞের কাছে মনের স্বাধীনতার মানে হচ্ছে শুধু সৌন্দর্য্যকে স্মরণ ও স্বীকার করে' অগ্রসর হওয়া, তা'কে ত্যাগ করা নয়।

য়ুরোপের ইতিহাসে এই শ্রেণীর আর একখানি বই হচ্ছে বাইজেন্টাইন ম্যানুয়াল।* শুধু চিত্র ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে নয় কাব্য সম্বন্ধেও এই রকমের নানা বিধান ইতিহাসে সুপরিচিত হয়েছে। কাব্যেও নিয়মবিধি নানা রকমে কাব্যকলাকে পরিচ্ছিন্ন করে' পথ নির্দ্দেশ করেছে। এরিষ্টটলের নাম এজন্য অমর হয়ে' গেছে। গ্রীক আর্টের কাব্যের বিধান এবং সংস্কৃত সাহিত্যের সাহিত্যদর্পণকারাদির কাব্যের বিধানের সঙ্গে, কবিরা ঝগড়া করার প্রয়োজন অনুভব করেনি। সব জায়গায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, অসন্তোষের মূলে একটা দুর্ব্বলতা থাকে। একটা কিছু অপ্রচুর হওয়ার মানে হচ্ছে তা'র ভিতর দিয়ে প্রকাশের ক্ষমতা না থাকা। এজন্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে দেশ যতটা মুক্তি চায়—ইতিহাসের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তগুলিতে সে দেশ নিজকে বন্ধন করেই তা' পেয়েছে—বন্ধন ছিঁড়ে' পায়নি। নিয়ম মানেই হচ্ছে কোন বিরোধের একটা সামঞ্জস্য ও সমানভূমি—বন্ধন অর্থই হচ্ছে বিপরীতের ভিতর একটা স্থিতি ও মিলনের অবস্থা।

সমস্ত বাঁধন কেটে' দুনিয়াকে ও চিত্তকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' দিগ্‌বিদিকে ছুটিয়ে দেওয়ার অলীক কল্পনা চলে—কিন্তু কাজে তা' পরিণত কর্ত্তে গেলে ঠিক বিপরীত কাণ্ড হয়ে' পড়ে। এজন্যই এযুগের পক্ষে শিকল কাটার মানে হয়ে'

* "The earliest mention of a manual for painters occurs in the words of S. Gregory of Tours, who speaks of such a manual being used in Auvergne in the year 423. It grew by the addition of artists.' notes until by modern times it became a huge mass of directions known as the Byzantine manual." H. Jenner.

দাঁড়িয়েছিল বস্তুবাদ; এবং বস্তুবাদের মানে হয়েছিল হৃদয়নিরপেক্ষ অনুভূতিকে (sensations) উপস্থাপিত করা এবং যথাসম্ভব আস্ত জিনিষকে দাঁড় করান। তা' যদি ঠিক হ'ত তা' হ'লে নারীমূর্ত্তি রচনায় মোমের মূর্ত্তিকে ঠিক রকমের রঙ দিয়ে, কাচের চোখ দিয়ে, নকল দাঁত দিয়ে, ভাল পরচুলা দিয়ে এবং সম্ভব হ'লে যা'র ছবি আঁকা হচ্ছে তারই একটা পরিচ্ছদ দিয়ে যা' রচনা করা যেত তাই শ্রেষ্ঠ হ'ত। কিন্তু তা' হ'লেও রূপক ও সিম্বলের দোহাই হ'তে বাঁচা যায় না; কারণ এসব ও রূপক। সমস্ত আর্টের মূল যে উদ্দীপন এবং অনুকরণ নয় তা' সহজেই বোঝা যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে পূর্ব্ববর্ত্তীদের সম্পর্ক ছাড়্লেই যে স্বাধীন হওয়া যায় তা' নয়। জীবনে ও আর্টে স্বাধীনতার মানে, ইতিহাসের কোন সন্ধিস্থলে পূর্ব্বপক্ষের প্রতিবাদ মাত্র নয়। আর্টের ইতিহাসে অতীত ও বর্ত্তমানের বিরোধ ও এখানে। এযুগের নিগড় ভাঙা অবস্থাতে ও আর্টের স্কুলের বিধান ও বিধিসংগ্রহ, আর্টের গাইড বুক স্তূপাকার হয়ে' গেছে। ঐ সব কম্ব্লি ত' কিছুতেই মানুষকে ছাড়্ছেনা। কাব্য ও কবিতার নূতন সংহিতাসংগ্রহে ও আজকালকার লাইব্রেরীর মঞ্চ চারিদিকে ভারাক্রান্ত হয়ে' উঠ্ছে।

এযুগেও উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা ও অনুধ্যান কঠিনতর শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে; অথচ তা' স্বীকৃত হচ্ছেনা বলে' অশ্রদ্ধার যুগে ক্রমশঃ উপচিত ও প্রামাণ্য হয়ে' উঠ্তে পাচ্ছেনা। কিন্তু তা' বলে' কোন সংযম ও ভাবসূত্র মানা হবেনা একথা যেমন নীতিবিদ্ ও সাধক বলেনা, তেমনি আর্টিষ্টও কবিরাও বল্তে পারে না। বার্ণার্ডশকে ব্রিয়ার নাটক ব্যাখ্যা কর্ত্তে গিয়ে ও সফক্লিসের দোহাই দিতে হয়েছে এবং ভিতরে একটু অসংলগ্নতা আছে বলেই বার্ণার্ডশয়ের ভূমিকা দৈর্ঘ্যে অনেক বইকেও পরাজিত করেছে। মোটকথা কাব্যে ও রম্যশিল্পে এ রকমের নাস্তিকতার স্থান নেই—যতই তর্ক করা যা'ক্ না কেন।

আর্টের সমস্ত বিধি ভেঙেছে বলে' যে বস্তুবাদীরা বড়াই করেছে তা'দের

মত নিজকে কেউ কোন যুগে আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মত কুম্ভে পুরে বিপ্রলব্ধ হয়নি।

Heredia-র সনেটে * 'ফরম'-প্রধান সাহিত্য যেমন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, পোয়ান্তিলিস্ট্‌দের চরম সৃষ্টিতে বস্তুবাদও তেমনি নির্ব্বাণ লাভ করে। মানুষের মনের দিকটাকে ক্ষেত্রেরই মত সীমাবদ্ধ ও সংহরণ করে' যে আর্ট অগ্রসর হবে—তা' অপর্য্যাপ্ত হয়ে উঠবে। কাব্যে, চিত্রে ও সঙ্গীতে উচ্চতর বস্তুবাদ প্রয়োজন—যা' মানুষের মনের অপ্রতিহত বিস্তৃতিকে কলাপীর মত নানা বর্ণ ও রসপ্রাচুর্য্যে ধারণ করবে। তা' না হ'লে জীবন ও আর্ট শুষ্ক ও জর্জ্জরিত হয়ে' যাবে।

সৌন্দর্য্য অনুধ্যান কর্ত্তে হ'লে আত্মার যে স্বাধীনতা প্রয়োজন তা' সংস্কার ও ইন্দ্রিয় হ'তে; তা'র মানে এ নয় যে সৃষ্টি ও কল্পনার কোন ধারাকে গ্রহণ কর্ত্তে হ'বে না। বায়বীয় ভাবকে—যদি তা' বলা সম্ভব হয়—শরীর দিতে হয়, আকারে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হয়, চিত্রে বর্ণবিক্ষেপ ও রেখা সঞ্চারের নৈপুণ্যের ভিতরই তা' নিবিষ্ট কর্ত্তে হয়; কাব্যে বিচিত্র ছন্দ ও অনুকূল ঝঙ্কারে সে ভাবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তে হয়। রসকলার নানা বিভাগে ভাবকে এক একটা বিশেষ আকার দিতে হয়। প্রত্যেক আর্টেরই সীমা ও পরিধি আছে যা' হিসাব করে চল্‌তে হয়।

অনেক বন্ধন আছে যা' বাধা হয়ে' দাঁড়ায়—যাঁকে মানবত্বের ক্রমিক বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ অতিক্রম করা যায় না; যা' মানবের পরিণাম, বিশ্ব ও আত্মার সহিত মানবের সম্পর্ককে হিসাব করে' রচিত হয়নি—কাজেই যা' শেষের কোন অবস্থায় অপ্রচুর হয়ে' পড়ে। এযুগের অনুকরণাত্মক কলার ভিতর এরূপ সম্প্রসারণের কোন পথ খুঁজে' পাওয়া যায় না। অথচ বল্‌তে গেলে, তা' কি বস্তুর কোন বস্তুগত চিত্রকেও—যদি তা' সম্ভব হয়—ক্যান্‌ভাসে

* দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হয়েছে।

সফলভাবে নিক্ষেপ কর্ত্তে পেরেছে? তা' সম্ভব হয়নি, কারণ চিত্ত-নিরপেক্ষ কোন বস্তুর সঙ্গে মানুষের সামাজিকতা হ'তে পারে না। রঙীন ফটোগ্রাফী আর কিছু দূর অগ্রসর হ'লে হয়ত তা' সম্ভব করে' তুল্‌বে।

দশটি ক্যামেরা দিয়ে একটা জিনিষের যদি দশটি ছায়াচিত্র তোলা হয় তবে আলোর তীক্ষ্ণতা ও রাসায়নিক উপচারের সাম্য থাক্‌লে দশটি ছবিই হয়ত একরকম হয়ে' উঠ্‌বে। কিন্তু দশটি শিল্পীকে একই জিনিষের ছবি আঁক্‌তে দিলে তা' দশ রকমের হয়ে' পড়্‌বে। বস্তুধর্ম্ম জিনিষটা বাইরের জিনিষই নয়। আধুনিক যুগে Benedetto Croceও বলেছেন সৌন্দর্য্য ব্যাপার মনেরই জিনিষ—তা'কে বিপরীত দিক্ থেকে বুঝ্‌তে গেলে সৌন্দর্য্যেরই রসভঙ্গ হয়। মোপাসাঁ "Pierre et Jean" এর ভূমিকায় বলেছে ঃ—"বস্তুকে বাইরের জিনিষ বলে' প্রত্যয় করা কি রকম ছেলেমান্‌ষি ব্যাপার! কারণ আমরা নিজেদের চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ের মাঝেই তা'কে নিয়ে ঘুর্‌ছি। আমাদের চোখ, আমাদের ঘ্রাণশক্তি, আমাদের শোন্‌বার ক্ষমতা, আমাদের আস্বাদ—এসবের প্রত্যেকটিই প্রত্যেকের স্বতন্ত্র—একজনের যে রকম, অন্যের তা' নয়—এবং তা'তে করে' পৃথিবীতে যত লোক আছে—একই জিনিষ সম্বন্ধে তত রকমের সত্যপ্রতীতি জন্মাচ্ছে বল্‌তে হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই মন, ইন্দ্রিয় হ'তে এসব গ্রহণ করে' নানা ভাবে বিশ্লেষ ও বিচার করে। প্রত্যেকেই এরূপ এক একটা মায়াজগৎ রচনা করে। আর্টিষ্টদের এই মায়াকে যথাযথভাবে উপস্থিত করাই কাজ"।

অবশ্য প্রতিযুগেই মানুষের ভিতর কিছু সমান ধর্ম্ম থাকে—একটা সাধারণ মঞ্চের উপর সকলকেই দাঁড়াতে হয়—তা' না হ'লে সমস্ত আর্টই হেঁয়ালি হয়, জীবনও হেঁয়ালি হয়ে' পড়ে! এই সাধারণ মঞ্চ সম্ভব হয়েছে বলেই ভাবের আদানপ্রদান চল্‌ছে। স্বীকার কর্ত্তে হয়, প্রত্যেকেই নানা অবস্থায় এই মঞ্চকে অতিক্রম করে' থাকে অথচ তা' প্রকাশ কর্ত্তে হ'লে এই মঞ্চ

হ'তেই কর্ত্তে হয়। বস্তুর এই সামাজিক সম্বন্ধের বন্ধনই বড় জরুরী। এজন্য আবশ্যক হ'লে আর্টিষ্ট প্রথম নিজে তা' অতিক্রম করে' অগ্রসর হয় এবং পরে সম্ভব হ'লে নিজের প্রতিভায় সমগ্র জাতিকে সেই উচ্চতর পাদপীঠে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করে। এ হিসাবে, মানুষকে নূতন শৃঙ্খলার ভিতর (Valuation)—নূতন বন্ধনের ভিতরই অগ্রসর হ'তে হয়—শৃঙ্খলাহীনতার পথে নয়। পুরাণ বন্ধন যখন শিথিল হয়ে' আসে, তখন মানুষ ভূমার উচ্চতর স্পর্শের জন্য—সৌন্দর্য্যের নূতন রসাবন্ধন প্রতিষ্ঠা করে' আর্টের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। যে পথে যেতে হয়, সে পথের সীমাকে ত' স্বীকার কর্ত্তে হয়। অনেক সময় সে পথকে ইচ্ছা করে' কেটে' পরিচ্ছিন্ন করে' তৈরী কর্ত্তে হয়— এবং তারপর সে বাঁধা রাস্তা দিয়েই চল্‌তে হয়। এক একটা যুগে এক একটা ভাবের উচ্চতর স্তর—কখনও বা নিম্নস্তরও বলা যায়—সৃষ্ট হয়ে' যায়; সমস্ত জাতি, জ্ঞানের হোক, প্রেমের হোক, কর্ম্মের হোক্—যে কোন পথে তা'তে এসে' দাঁড়ায়। তার পর আবার নূতন পথ খুঁজতে (Reconnaissance) অগ্রদূতেরা চলে' যায়।

আর্ট এরূপেই সমগ্র জাতিকে মহৎ করে ও এক করে। সমগ্র গ্রীক জাতির চিত্তগতি গ্রীক আর্টের ভিতর দিয়ে' একটা সাধারণ সৌন্দর্য্যসঙ্গমের রসাপীঠে উন্নীত হয়েছিল। শুধু তাই নয় গ্রীক আর্টের সংস্পর্শে যা'রা এসেছিল তা'রাও গভীরভাবে রূপান্তরিত হয়ে' গিয়েছিল। গ্রীক শিল্পের পৌরাণিক রচনাই হোক্ ফিডিয়াস, পলিক্লিটস, প্রাক্সিটেলিস প্রভৃতির সুকুমার শিল্প কিম্বা পরবর্ত্তী হেলেনিষ্টিক্ আর্টই হোক্—চরম আদর্শ হিসাবে সে সব তেমন উচ্চশ্রেণীর না হ'লেও গ্রীকজাতির হৃদয় সম্পর্কে সমস্তই উজ্জ্বল ও ব্যাপক ছিল। গ্রীক্ শিল্পে গ্রীক্ জাতির প্রাণকথা একটা বড় রকমের ঐক্য পেয়েছিল বল্‌তে হবে।

টেনিয়ার এপোলোমূর্ত্তি

শৃঙ্খলিত আর্ট ও মুক্তিমন্ত্র।

প্রাক্সিটেলিসের হার্ম্মিস মূর্ত্তি* মিলোর 'ভিনাস্,' 'এপলো বেলভেডিয়ার,' সেমথ্রেসের 'নাইক,' বিখ্যাত 'লেওকুন' মূর্ত্তি, মাইরণের 'ডিস্কবলো,' ফিডিয়াসের 'এথেনা' প্রভৃতির ভিতর যে জাতির চিত্তকে অহরহ চলাফেরা কর্ত্তে হয়েছে—সে জাতি—জাতি হিসাবে একটা বিশেষ ও সাধারণ ভাবস্তরে উন্নীত হয়েছিল একথা স্বীকার কর্ত্তেই হ'বে। হেলেনিষ্টিক্ আর্টের সম্পদও সামান্য নয়। আর্ট যখন টাইপে এসে' পড়ে তখন তা'কে অবনত ও অপ্রচুর বলা উরোপের একটা স্বভাব—অথচ টাইপ সৃষ্টি না হ'লে আর্টের শ্রেষ্ঠ কাজই হয় না। 'ফরম্যাল' বলে শিল্পকে অবজ্ঞা করাকে এযুগে একটু সংযত কর্ত্তে হয়। সমস্ত এসিয়ার আর্টই ফরম্যাল্—গ্রীক্ আর্টের শুধু মধ্যযুগের রচনাকে বড় বলা হয়—আর্কেয়িক আর্ট ও হেলেনিষ্টিক আর্টকে তুচ্ছ করা হয়ে' থাকে। এপলো বেলভেডিয়ারকে বড় বলা খুব চল্‌তি হয়েছে—অথচ টিনিয়ার এপলো মূর্ত্তিকে উপলব্ধি করা হয়ে' উঠ্‌ছে না। কাব্যে যেমন, তেমনি চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে যা' ধারাবাহী হয়, তা'কে ফরম্যাল হ'তেই হয়—কিন্তু তা' বলে এক একটা ভাবের পক্ষে একটা সার্থক ও সম্পূর্ণ ফরম পাওয়া আর্টের ও জাতির ইতিহাসে বড় সামান্য ব্যাপার নয়। শিল্পীর স্বেচ্ছাচারের দিক্ থেকে—ব্যক্তিতন্ত্রতার দিক্ থেকে, উরোপের যে একটা দেখ্‌বার ঝোঁক্ আছে—তা'তেই এরকমের সমালোচনা সম্ভব হচ্ছে। কারণ যা' ফরম্যাল হয়ে' বিধিবদ্ধ স্বরূপ পায় তা'কে ভাঙাচোরা যায় না। লঘু আলোচকেরা তা'তে শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য (Individualism) খুঁজে' পায় না। অবশ্য যা' ছাঁচে ঢালা জিনিষ—তা' যান্ত্রিক, আর্টের দিক্ থেকে হ'তে তা'র মূল্য বেশী নয়—কিন্তু ছাঁচে ঢালা হ'লেও গোড়াকার মূর্ত্তির মূল্য কমে না। ভারতবর্ষের দেবীমূর্ত্তিগুলি ত' বহুকাল পর্য্যন্ত একই চেহারায় রচিত হয়ে' আস্‌ছে—কিন্তু তা' বলে' ভক্তেরা বিরক্ত হচ্ছে না, শিল্পীরাও

* "The Hermes of Praxiteles, twenty five years ago a mere name is now as familiar to us as the Aphrodite of Melos or the Appolo Belvedere." Walters.

প্রাপ্ত হচ্ছে না। কারণ জাতির মনের দিক থেকে যে বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠতম রূপ পেয়েছে তা' বেঁধে রাখাই দরকার। এই বন্ধন সৌন্দর্য্যরচনাকে একা থেকে— বিচ্ছিন্ন হ'তে দেয় না; জাতির হৃদয়ে আসন রচনা কর্ত্তে হ'লেই একরূপ বিশিষ্ট রূপধর্ম্মে শিল্পকে জমাট করে' রাখ্‌তে হয়—এবং তা' রাখ্‌লেই যে শিল্প অমনি অবনত (Decadent) হ'য়ে পড়ে—একথা সেকেলে ইউরোপীয় সমালোচকের মুখেই শোভা পায়। শিল্পাদর্শের আভিজাত্য শুধু এই ধারার ভিতরই রাখা যায়। চৈনিক আর্ট সম্বন্ধে একথা খুব ভালরকমেই বলা যায়—চৈনিক আর্টের দিকে এযুগে ইউরোপে খুব ঝোঁক (vogue) হয়েছে— অথচ চৈনিক আর্ট বিশিষ্ট ভঙ্গী ও আকারের ভিতর দিয়ে চার হাজার বছর চলে' এসেছে।*

এরকমের মনের ভঙ্গী হ'লেই আভিজাত্য বা ধারাবাহী আর্ট বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে। মনের সমস্ত সন্ধিগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূত্রে জুড়ে' রাখ্‌লে, ভাবের জোয়ার ভাটা হিসাব করে' কখনও বা 'আইডিয়াল' বা ভাবাত্মক, কখনও বা বস্তুতান্ত্রিক বলে একই জিনিষকে বাহবা দিতে প্রবৃত্তি হয় বা তিরস্কার কর্ত্তে প্রলোভন হয়। পার্থিননের ফ্রিজ্ (Frieze) সকলেরই পরিচিত —অথচ Sergamonএ Zeusএর বেদীকে (Altar of Zeus) † সম্বন্ধে প্রশংসা কেউ কর্ত্তে চায় না—কারণ তা' মধ্যযুগের বা পঞ্চম শতাব্দীর নয়।

* "In perpetuating the continuity of the art spirit, the Chinese have succeed- *better than any other' nation* for they have mainrained a continuous succession f- about four thousand years." **Scammon lectures.**

† Among these the greatest was the altar of Zeus one of the chief wonders of th ancient world and referred to in the Apocalypse as *Satan's Seat*. It was adorne with two sculptural friezes .. The colossal size of the figures—they are over seven fe in height—the elaborate and vigorous concepions and the wonderful technical ski exhibited, combine to render this one of the most remarkable and imposing exampl of Greek art we possess. **H. Walters.**

শৃঙ্খলিত আর্ট ও মুক্তিমন্ত্র।

এ যুগের আবার কেউ কেউ বিপরীতের গোঁড়া হয়ে' পড়েছে—তা'রা গ্রীক্ আর্টের শুধু আর্কেয়িক মূর্ত্তিগুলিকে ভাল বল্‌বেন একথা স্থির করেছেন। ব্যক্তিতন্ত্রতা ও বস্তুবাদকে তুচ্ছ প্রমাণ করার জন্য হয়ত এটা একটা নিপুণ উপায়! হয়ত বিপরীতকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য এরকম ভাবে অন্যান্য শিল্পের প্রতি বিমুখীন হওয়া একটু দরকার—উরোপ ও আমেরিকায় এরকম ভাবেই হয়ত কতকটা চল্‌তে হয়। মিঃ কুমারস্বামী এজন্য গ্রীসের আর্কেয়িক আর্টকে ভাল বলেন। গ্রীসের আর্কেয়িক আর্টের ভাবব্যঞ্জনা বিস্ময়জনকভাবে প্রচুর ও প্রবল—তা' এক হিসাবে উচ্চতর আর্ট। গ্রীসের পঞ্চম শতাব্দীর আর্টকেও প্রাচ্যদিক্ হ'তে অমার্জ্জিত ও স্থূল মনে করা হয়ত স্বাভাবিক; কিন্তু তা'কে নগণ্য মনে করা হয়ত লেখকের হাতেরই একটা রঙের তাস।* উচ্চ হোক্ নীচ হোক্ তা' গ্রীক চিত্তেরই স্পন্দন!

আর্কেয়িক গ্রীক্ আর্টে একটা টাইপকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত করার পরম চেষ্টা আছে। স্থূল ও অনাবশ্যকে বর্জ্জন করে' মানব দেহের অপরিহার্য্য সুকুমার অবয়বকে ফুটিয়ে তোলা, ভাবের খাতিরে শরীরের পরিমাণকে তুচ্ছ করার চেষ্টা আর্কেয়িক আর্টের কোন কোন জায়গায় আছে। সে চেষ্টার ধারা পরবর্ত্তী আর্টে হয়ত হারিয়ে গেছে; কিম্বা কারও মতে দুইটি স্বতন্ত্র ধারাই গ্রীক আর্টে চলে এসেছিল—একটা ধারা টিক্‌তে পারেনি। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে জিনিষটা ঠিক ব্যক্তিমূলক নয়—যা' সহস্র চিত্তের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করে' কালজয়ী হয়েছে এবং অজস্রভাবে লক্ষ জনের হৃদয়শায়ী হয়েছে—তা'র সব আবর্জ্জনা ধুয়ে' যায়। ভাবের চোখের নেশা বড় অপরূপ; সমালোচকের চশ্‌মা পরে' দূর হ'তে যা'কে মাংসস্তূপ বলে' মনে করা হয়—তা'ও জাতির হৃদয়ে কোন অবস্থায় হয়ত অপরিহার্য্যভাবে সুন্দর হয়ে' উঠে।

* "In these remarks" (censures) 'I refer to Phidian and later art only, not to such beautiful archaic art as the Antenor of the Acropolis A. Coomarswamy.

মিঃ কুমারস্বামী এক জায়গায় বলেছেন, গ্রীসের মাংসপেশীবহুল মূর্ত্তি এবং মাইকেল এঞ্জিলোর রচিত কুস্তিখেলোয়াড়ের মত চেহারাগুলিতে প্রাচ্যমূর্ত্তিগুলির স্থিরতা, ঋজুতা, সুকুমার ও ললিত শীর্ণতা পাওয়া যায় না বলে' অনেকের ভাল লাগে না।* কথাটি খুবই ঠিক। কিন্তু তা' বলে অগাস্টাস জনের শীর্ণ হাল্কা মূর্ত্তিগুলিও কি পছন্দ করা যায়? বার্ন জোন্সের মরালকণ্ঠী মূর্ত্তি বটিসেলি, ডাসিও ও সেনাকে† মনে করিয়ে দেয় মাত্র—কিন্তু তা' কি কারও হৃদয়ের সিংহাসন দখল করতে পেরেছে? কাজেই দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত রুচির ভিতর দিয়ে দেখা কতকটা ইন্দ্রিয়েরই পরিচায়ের মত হয়ে' পড়ে। আনেসাকি "জাপানী আর্ট" নামক বইতে বুদ্ধের যে সমস্ত মূর্ত্তি দিয়েছেন, এমন কি চৈনিক আর্টে লুংমেন গুহার যে সমস্ত বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গেছে সেগুলি প্রচুর পরিমাণে স্থূল ও হৃষ্টপুষ্ট হ'লেও তা'তে প্রাচ্যেরা যথেষ্ট আনন্দ পেয়ে এসেছে। ভারতেও অজান্তাগুহার বুদ্ধচিত্রটি বেশ রকমই স্থূল, কিন্তু তা' হ'লেও তা' মহৎ তা' ভাবব্যঞ্জনায় অদ্বিতীয়। দেশীয় সমালোচকেরা সেগুলিতে ভাবের কোন অভাব দেখ্‌তে পায়নি। গ্রীক্ শিল্প তেমন উচ্চস্তরের বস্তু না হ'তে পারে কিন্তু তা'ও আদর্শ মূলক; বস্তুতন্ত্র বা অনুকরণাত্মক নয়।

আসল কথা হচ্ছে জাতির হৃদয়ই মহাবহ্নি, তা'রই সংস্পর্শে সমগ্র আর্ট—প্রস্তর ও তাম্রমূর্ত্তি, চিত্র ও কাব্য সংস্কারপূত (consecrated) হয়ে' যায়। আর্টের ইতিহাসে জাতির অনন্ত হৃদয়স্পর্শ একটা বড় রকমের কথা—যা'র কাছে লঘুতর্ক ও পাঠশালার ঝগড়া একটু বেশী রকমই ছোট হয়ে' যায়। এই স্পর্শ পাওয়া বড় শক্ত। যে আর্ট যুগে যুগে এই স্পর্শ পেয়েছে—তা' অগ্নিসংস্কারে কাঞ্চনের মত পুড়ে' নির্ম্মল হয়ে গেছে—

* 'The robust muscularity and activity of the Greek athletic statue or Michael Angelo's ideal, is repugnant to the lover of repose and the smooth and slender refinement of the bodies.'

† Botticelli, Duccio and Segna.

লুঙ্‌মেন গুহার চৈনিক বুদ্ধমূর্ত্তি।

আবর্জ্জনামুক্ত হয়ে' গেছে। আর্কিয়িক আর্টেও এই স্পর্শ পাওয়া গেছে বলে'ই সুন্দর হয়েছে। যা'রা এটুকু বোঝেনা—তা'দের পৌরাণিক আর্ট আলোচনা কর্ত্তে যাওয়া বৃথা।

ভারতের বিরূপ বিগ্রহগুলিও * এ যুগের রসতাত্ত্বিকদের কাছে আদৃত হচ্ছে কেন? এত শ্রদ্ধা পাচ্ছে কেন? কারণ সে সব বহুযুগ হ'তে এই বিরাট জাতির হৃদয় সম্পর্ক পেয়েছে। ও' সমস্ত বিচিত্র বিরূপতা, এ জাতির হৃদয়ে কথা বহন কচ্ছে বলে'! এমন কি প্রতীক পূজার সস্তার আর্টের বাইরের জিনিষ হ'লে ও অতটা মনোযোগ আকর্ষণ কচ্ছে কেন? শুধু জাতির বেদনা ও স্বপ্ন তা'তে গ্রথিত আছে বলে! এ সমস্ত বিগ্রহ ও উপগ্রহ সমগ্র জাতির প্রাণস্পন্দনের ইতিহাস বহন কচ্ছে বলেই তা'তে অশোভনতা নেই, তা' আত্মার স্পর্শে সমুজ্জ্বল ও সুরম্য হয়ে' গেছে। এই আত্মার সম্পর্কই সমস্ত মানবচেষ্টা বিচারের চাবি; তা' অজ্ঞাত ও অতলস্পর্শ, কখন কিসের সম্পর্কে তা' সৌন্দর্য্যের ঝড় উপস্থিত করে' বলা শক্ত। এ জন্য ফরমূলা দেওয়ার উৎসাহ একটু সংক্ষিপ্ত হওয়া ভাল। ভারতের আর্ট সম্বন্ধে যা' বলা গেল মিশরের আর্ট সম্বন্ধে ও তা' বলা চলে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যা' জাতির চিত্তে একটা স্থান পেয়ে গেছে তা' সঙ্কেত ও রূপকের মত আদিকাল হ'তে সৌন্দর্য্যের রাজপথ আলোকিত করে' এসেছে। কোন কোন শিল্পে দেশ কালের ধারার সহিত, এ সমস্ত সঙ্কেত প্রভৃতির অবিচ্ছেদ্য যোগ ঘটেছে। এরূপ কোন একটা উপায় অবলম্বন কর্ত্তে না পার্‌লে মানুষের পক্ষে আত্মপ্রকাশ অসম্ভব হয়ে' উঠে। উপস্থিতের জড়পিণ্ডের মাঝে ভাবকে আবদ্ধ রাখা যায়না। যা' কিছু রচিত হচ্ছে তা'তে হৃদয়ের অনাদ্যন্ত ইতিহাস অনুবিদ্ধ না হ'লে আর্টের কোন মূল্যই থাকেনা।

* In Western art the sacred images are almost always entirely human in form in Eastern art they are sometimes *fourhanded, sometimes zoomorphic, sometimes grotesque.*

বার্গসঁ এক জায়গায় বলেছেন :—"যতই আমরা বর্তমানে জড়িত হই ততই আমাদের
দেখবার ক্ষমতা কমে যায়। মাঝে মাঝে এমন লোক সংসারে জন্মায় যাঁরা
কার্য্যকরী জীবনের ভিতর নিষ্পিষ্ট হয়ে' যায়না। তাঁরা, তাঁদের প্রকৃতি বা
চেতনার একদিকে মুক্ত হয়েই জন্মায় এবং অবস্থাভেদে কবি, ভাস্কর বা চিত্রকর
বলে' পরিচিত হয়"।*

আর্টই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে মানুষের স্বচ্ছন্দবিহার সম্ভব হয়—যা
সংসারে হয়ে' উঠেনা। এ হিসাবে তা' জীবনের বন্ধন হ'তে মুক্তি—এ উচ্চতর
জীবন। আর্টই হচ্ছে গভীরতর, তীক্ষ্ণতর জীবন—তুচ্ছ ছায়া বা স্বপন
নয়। মানুষ শুধু আর্টের ভিতর দিয়েই সৃষ্টির সমস্ত সম্ভার অর্গলহীনভাবে,
পুষ্পপাত্রে সজ্জিত করে' বিশ্বহৃদয়কে অর্পণ করতে পারে। আর্টই জীবনের সম
বন্ধন হ'তে মুক্তির একমাত্র উপায়। মানুষের জীবনে সৌন্দর্য্যবোধই মুক্তি-
মন্ত্র—এবং আর্টই মুক্তির পথ। যত বাধা, যত কণ্টক, জীবনকে শৃঙ্খলিত করে,
আর্টই তা' চূর্ণ করে' জীবনকে বিশ্বের মুক্তির দোলায় দুলিয়ে পূর্ণতর জীবনে
ভরপুর করে। স্যাং বোভ্ এক জায়গায় বলেছে, জগৎ হ'তে সৌন্দর্য্যকে নির্মুক্ত
করাই আর্টের কাজ। আর্ট, জগৎ হ'তে সৌন্দর্য্যকে নির্মুক্তই করুক বা জগৎকেই
রূপান্তরিত করুক—তা' পায়ে শিকল দিয়ে করা সম্ভব হয়না। অবরুদ্ধ শি
ও শিল্পীর নিকট হ'তে তা' আশা করা বৃথা। বর্তমানের জীবনগুহাকে
পরমার্থ করলে মনুষ্যের পদক্ষেপ সম্ভব হয়না ; ভাবরাজ্যে অজস্র ভাবে, অতীত
উপস্থিত ও অনাগত ভবিষ্যৎ ওতপ্রোত হয়ে' চলাফেরা করছে। কাজেই বস্তু
বাদিতা, প্রত্যক্ষবাদিতা, স্বভাববাদিতা—এসবের কোন গভীর অর্থ নেই

* "The more we are entangled in living the less truly are we all to see. Fro
time to time by happy chance men are born who are not bound to the tread m
of practical life....In one side of their nature or of their conciensness they are bo
free and according to circumstances become painters and sculptors, musicians
poets." Bergson.

মানুষের ভিতর যে চরমবস্তু আছে তারই সঙ্গে বোঝাপড়া করে' সংসার চোখের উপর ভাসে—বিশ্বকে সেই অন্তর্গূঢ় অনির্ব্বচনীয় বস্তুতে আত্মসমর্পণ কর্ত্তে হয়।

এরিষ্টটেলের পোয়েটিক্সে* এক জায়গায় আছে যে সফক্লিস্ † বল্‌ত মানুষ যে রকম হওয়া উচিত সে ত'াই রচনা করে; ইউরিপাইডিস্ § বল্‌ত—মানুষ যে রকম আছে তা'ই সে লিপিবদ্ধ করে। কথাটিতে বোধ হয় একজন হচ্ছে মুক্তিমন্ত্রের উপাসক—অন্যতম হচ্ছে চোখঢাকা কারাগৃহের প্রেমিক। এই কারাগৃহের বস্তুবাদকে—মুক্তির দোহাই দিয়ে কারো'ও বা উচ্ছ্বসিত হ'তে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যা' নূতন, যা' সম্পর্কহীন—তা'র একাকিত্বকে এক রকমের মুক্তি বলা যেতে পারে—কিন্তু তা' হচ্ছে বিশ্বসম্পর্ক হ'তে মুক্তি—আলোক হ'তে মুক্তি—এরকম মুক্তির—যদি তা' বল্‌তে হয়—সহজ নাম হচ্ছে বন্ধন। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে' অনেকে মুক্তি খোঁজে, কিন্তু চেতনার দ্বার—চিত্তের দ্বার, ও আত্মার দ্বার—রুদ্ধ করে' মুক্তি খুঁজ্‌তে বড় একটা শোনা যায়না। বন্ধনকে প্রেমের সহিত গাঢ়ভাবে গ্রহণ কর্ত্তে হ'লে ও'রকমের আত্মপ্রতারণা না কর্‌লে চলেনা।

কাব্যের ভিতর সহজে উপস্থিত ও বর্ত্তমানের বন্ধন হ'তে মুক্তির রৌদ্র সমুজ্জ্বল আকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কারণ ভাস্কর্য্য, চিত্র ও সঙ্গীতের তুলনায় কাব্যে ইন্দ্রিয়ের বন্ধন খুব সামান্য বল্‌তে হয়। ললিত বাক্যপ্রয়োগে কবি নানা দেশ ও কালকে ক্রীড়নকের মত যথেচ্ছ ব্যবহার কর্ত্তে পারে এবং গীতিকবিতায় তা' কর্ত্তে হয়। গীতিকাব্য, ইতিহাস বা বিবৃতি মাত্র নয়। উপন্যাস ও নাটকে বস্তুবাদের বিচিত্র অভিনয় হয়েছে কিন্তু গীতিকবিতার ভিতর বস্তুবাদ কি রকম আকার পেয়েছে? বস্তুবাদী গীতিকবির কাব্যেতিহাস কি রকম? গীতিকাব্যে চিত্তকথারই নানাদিক উদ্ঘাটিত কর্ত্তে হয়। দেখা যায় যতদিন গীতিকাব্যকে বাইরের ঘটনায় নিয়োগ করা গেছে ততদিন শুধু বাগ্মিতায় তা' পর্য্যবসিত হয়েছে।

* Aristotle. † Sophocles. ‡ Euripides.

ভাষাকে মার্জ্জিত করে' কবিতার বহিরঙ্গকে অকলঙ্ক করা অর্থাৎ বাইরের দিকে
পালিশ করা—এসব সহজেই রসবাদিদের প্রতিবাদ উপলক্ষে এসে' পড়েছিল।
লাকঁত্ দলিল্ ও Heredia-তে এরকমের কাব্য চরম সীমায় এসেছিল। তারপর
এরকমের বহির্মুখী কবিতার জীবন শেষ হয়ে' গেছে। লাকঁৎ দলিল্ * সম্বন্ধে বল
হয়েছে যে সংসারকে কবি একটা বড় পাথরে পরিণত করে' তুলেছিল—তা
বাইরে, ভিতরকার যন্ত্রণার শুধু একটু ক্ষণিক বিরামমাত্র কবি কল্পনা করে
পেরেছে—আনন্দের সন্ধান কবি পায়নি। যে মুহূর্ত্তে এসমস্ত কবিতা অন্তর্মুখী
হ'তে চেষ্টা করে' মনস্তত্ত্বকে (psychology) উদ্ঘাটন ও অনুসরণ কর্ত্তে চেষ্টা
করেছে, সে মুহূর্ত্তে তা' এক আশ্চর্য্য ও অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব—তা' ছাড়া আর কি
বলা যায়না—উপস্থিত করেছে। কারণ এ রকমের কবির পক্ষে এ রাজ্য একেবারে
অজ্ঞাত; বস্তুবাদী কবি কিছুতেই নিজের সঙ্গে এই অনন্ত অন্তর্জগতের সামঞ্জস্য
স্থাপন কর্ত্তে পারেনি। এজন্য কাব্যে, অন্তর্জগতের বস্তুবাদের খাতিরে বহির্জগতের
সমস্ত লঘু বস্তুবাদকে বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে। কারণ অন্তর্জগৎ, দেশও কালের
অসীম স্পন্দনলীলায় শিহরিত হচ্ছে তা' বর্ত্তমানেও আবদ্ধ' নয়—ইন্দ্রিয় রাজ্যের
নিঃশেষিত নয়। ও' রাজ্যের বস্তুবাদ্ সহজ ব্যাপার নয়।

উপন্যাসে † যেমন, তেমনি গীতিকবিতায় ও ক্রমশঃ উপর্য্যুপরি নান
উর্ম্মিভঙ্গে এ বিপ্লব এসে' পড়ে। উপন্যাসে শুধু হুইস্ম্যাঁকে আলোচনা করলে
উরোপের চিত্তের এই গভীর ইতিহাস অনেকটা পরিস্ফুট হয়। কবিতায়
এ অপূর্ব্ব ব্যাপার ক্রমশঃ অনেক কবিকে আশ্রয় করে' ফুটে' উঠেছে। এমন কি
এ বিপর্য্যয়ের মধ্যসন্ধি অনুধাবন কর্ত্তে হ'লে বেলজিয়ান সাহিত্যকেও একটু
অনুসরণ হয়—তা' হ'লে এই পরিণতি ও পরিবর্ত্তন অতি পরিস্ফুট হয়ে' উঠে

* "Leconte de Lisle turned the world to a stone but saw beyond the world, on
a pause from misery; in a Nirvana never sublimised to the Eastern ecstasy
Symons.

† পরবর্ত্তী ভাগে "অরূপের অপরূপ রূপ" প্রসঙ্গে তা' আলোচিত হয়েছে।

ফরাসী কাল্‌চার বেশী রকমের ছড়ান ব্যাপার (diffuse); নানা আদর্শ সেখানে পরিপক্ক হয়ে' উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই অনেক কল্পনা ও আদর্শের চাপে আর এক দিকে হয়ত আর একভাবে তা' পরিণতও পুষ্পিত হয়ে' পড়ে। অবশ্য গঁকুর্ত্তদের মত অনুভূতির উগ্রতা ফরাসীদেশেও যে সম্ভব হয়নি তা' নয়। কিন্তু দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে বীজ ফরাসীদেশে নানা চাপে পরিমাণ রক্ষা করেছে বেলজিয়ানের প্রখর জীবন ও কাব্যে তা' প্রলয়ঙ্কর হয়ে' উঠেছে।

উরোপে গীতিকবিতায় যখনই আত্মবিশ্লেষণ সুরু হয়েছে—তখনই তা' গঁকুর্ত্তেরা যা'কে sensation বা অনুভূতি মাত্র বলেছে—তা'তে কবিতা পর্য্যবসিত হ'তে পারেনি। ফরাসী সাহিত্যে বোদালেয়ার যখনই ভিতরের দিকে প্রথম চোখ ফিরিয়েছে তখনই ভিতরকার দুর্ব্বোধ্য, দুঃসহ অন্ধকারে অভিভূত হয়ে' গেছে—যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ তিক্ততা, ও অস্পষ্ট অন্ধকার—এ হচ্ছে বোদালেয়ার অন্তর্দৃষ্টির প্রথম পরিণাম। এ সবকেই কবিতার সৌষ্ঠব ও প্রথম সাক্ষাৎকারের আশ্চর্য্য অনুভূতিতে বোদালেয়ার রসসিক্ত করে' কাব্যসাহিত্যে স্থান দিয়ে নিজের রম্য আসন রচনা করেছে। বোদালেয়ারের এই দুঃখবাদ অজানা অন্তর্জগতের সহিত প্রাথমিক বোঝাপড়া করার একটা প্রবল অক্ষমতা হ'তে হয়েছে। এই ব্যর্থতা, বেলজিয়ান সাহিত্যে উগ্র ও তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার সূত্রপাত করেছে। বলা প্রয়োজন, বেলজিয়ান সাহিত্যে ভাষার সম্পর্কও জীবনের মত উগ্র। মিতরলিঙ্ক রুইসব্রোকের * অনুবাদের মুখবন্ধে বলেন :- "ফ্লেমিস সাহিত্যে ভাবের পেছনে বাক্য ল্যাম্পেরই মত—কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে ভাবই আলোকের মত বাক্যকে উজ্জ্বল করে' তোলে"। এজন্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এরকমের মনের অবস্থা হ'তে তখন উরোপে চারিদিকে যে রকম রুগ্ন কাব্যসাহিত্য (pathological poems) সৃষ্টি হচ্ছিল তা'র চরম নমুনা বেলজিয়ান্ সাহিত্যেই প্রস্ফুট হয়েছিল।

* "In Flemish, the words are *really lamps behind the ideas* whereas in french *the ideas have to light up the words.*" Maeterlinck.

বেলজিয়ান কবি ভেয়ারহায়েরাঁতে এরকমের একটা অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। মিতরলিঙ্কের *Serres Chaudes* এ রকমের যন্ত্রণার মতটা দুঃসহ দৃশ্য-সংকীর্তন নেই—ভেয়ারহায়েরাঁতে তা' আছে। সেকালের ত' প্রায় সকল কবিকেই এরকমের কবিতালেখার রোগে পেয়েছিল - কতকটা তা' সুক্ষ্মরুচির পরিচায়ক বলে' ও ফ্যাসন হয়ে' পড়েছিল। কোন লেখক * এ অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে' গিয়ে বলেন:—"It was the *fine-de-siecle*-ism of which we have read so much"। ভেয়ারহায়েরাঁ এরকমে † আর্ট জগতের যন্ত্রণাকে বিশ্লেষণ করে' একটি গদ্য কবিতার এক জায়গায় লিখেছে:—"আমার মনের এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে পাগলের মত আমার বাড়ী ছুটে' যেতে ইচ্ছা হয়, এবং আমার প্রকোষ্ঠে নিজকে অবরুদ্ধ করে' আমার দৃঢ় মুষ্টি চোখের উপর রেখে' অনেকক্ষণ থাকতে চাই—যাতে করে' চক্ষুগোলকের ভিতর ঘন ও ঘনতর অন্ধকার ঢুকে' পুঞ্জীভূত হয়। আমি নিজকে কালীর মত বিষন্ন করে' তুলেছি—নিজের সহস্রধাতু বিদ্ধ করে' উগ্রতম উত্তেজনার সূত্রপাত করেছি; শুধু আমার চোখ নয়, আমার কাণ, আমার স্পর্শজ্ঞান, আমার সমস্ত শরীর, আমার পক্ষে যন্ত্রণার ব্যাপার হয়ে' পড়েছে। আমার জিহ্বা এসিডের আস্বাদ এবং নখকোণ সূচিকাপ্রয়োগ অনুভব করেছে" ‡।

মনের ভিতর এরকমের দুঃস্বপ্ন সঞ্চার এবং অনুভব করার একটা অবস্থা কি রকম ভয়ানক! এ যেন ভারতবর্ষে তান্ত্রিকের শবসাধনার মতের

* J. Bithel.

† ভেয়ারহায়েরাঁর একটা গদ্য কবিতা হইতে গৃহীত।

‡ "I had arrived at such a susceplibility, that I would rush home like one demented, shut myself up in my room, thurst my fists into my eyes and remain a long time in this posture, to drive more darkness into my eyeballs. I worked myself into sadness of ink into rages of gimlets through a thousand metals; not only my eyes, but my ears, my sense of touch, of taste, my whole body, was torture to me; I felt acids under my tongue and thorns under my nails."

বিভীষিকা। কাজেও বাস্তবিক তা'ই! গভীর অধ্যাত্মসঙ্গমের পথে অনেক কাঁটাবন ও গহন অরণ্যের বিভীষিকা আছে। সংযমের ভিতর দিয়ে না গেলে অধ্যাত্ম সম্পদ্-লাভের অধিকার জন্মে না। তখনই শয়তানি ও তন্ত্রমন্ত্রের ঘটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বেলজিয়ান কবি গিরো ও গিলকাঁর কাব্যে এ রকমের শয়তানি ব্যাপার স্থান পেয়েছে *। আশ্চর্য্যের বিষয় মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেও হুইসমাঁ এরকমের একটা অবস্থা বিশ্লেষণ করেছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

ভেয়ারহায়েরাঁকে জর্ম্মণ সমলোচকেরা অতি উচ্চে স্থান দিয়েছে। মানুষের অসীম ক্ষমতা ও দুর্লক্ষ্য আকাঙ্ক্ষার অগ্ন্যুদ্‌গম এমন আর কোথাও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এ ক্ষমতা, সমস্ত বাধাকে দূর কর্‌বার চেষ্টায়,—বিপথে ও অপথে ঘুরে'—দীপ্যমান হয়েছে। এজন্য জর্ম্মণরা কতকটা নিট্‌স্‌সের অতি-মানবত্বের আদর্শ (Superman) ভেয়ারহায়েরাঁতে পেয়েছে। এজন্য জর্ম্মণীতে ভেয়ার-হাঁয়েরার সমাদর খুব বেশী। কবির এই যন্ত্রণার শরশয্যার ভিতর জর্ম্মণরা একটা বড় রকমের কথা দেখ্‌তে পেয়েছে—'স্বেচ্ছায় দুঃখবহনের ক্ষমতা'—'*The will to suffer*'। কোন বিখ্যাত জর্ম্মণ সমালোচক † ভেয়ারহায়েরাঁ সম্বন্ধে বলেনঃ—"অন্তরের সমস্ত গভীরতা সে তলিয়ে দেখেছে—কিন্তু ধর্ম্মের ও বিজ্ঞানের সমস্ত বাণী, জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য ও অমৃতরস, তা'কে এ যন্ত্রণা হ'তে রক্ষা কর্ত্তে পারেনি। সমস্ত অনুভূতি (sensation) তা'র কাছে পরিচিত হয়ে' গেছে—তা'র ভিতর কোনটাকে সে বড় বলে' মনে কর্ত্তে পারে না; সব কিছুই তা'কে ক্ষতবিক্ষত করেছে—কোনটাই তা'কে উচুতে তুল্‌তে পারেনি। এজন্য তা'র চিত্ত গভীরভাবে পীড়িত হয়ে' অনুভূতির শেষ সীমায় ছুট্‌তে চেয়েছে—সে জন্য সে অপেক্ষা কর্ত্তেও চায়নি। সে বলেছে "আমি মত্ততাকে আলিঙ্গন কর্ত্তে চাই—মত্ততার মুক্তরৌদ্রে অবগাহন কর্ত্তে চাই"।

* "The Satanism of Giraud and Gilkin was another phase of this...."

† Stefan Zweig.

মত্ততাকে সে যেন পবিত্রতার স্থান দিয়েছে; মত্ততাকে কবি যেন ধর্ম্মবিশ্বাসের জায়গায় আসন দিয়েছে। নিরাশার চরম সীমাই এখানে; মৃত্যুর কাল পতাকা এবং মত্ততার রক্ত পতাকা এই জায়গায় এক হয়ে' জড়িয়ে গেছে। ভেয়ারহায়েরেণ জীবনতত্ত্ব বুঝতে নিরাশ হয়ে' অর্থশূন্যতাকেও অর্থের স্থানে অভিষিক্ত করেছে।" *

ভেয়ারহায়েরেণর তিনখানি কবিতা বইয়ের—যাঁকে Trilogy বলা হয়—মূল কথা এর ভিতর পাওয়া যাচ্ছে। হুইসম্যাঁর Des Esseintes-এর অবস্থাও কতকটা এ রকমের হয়ে' পড়েছিল, যদিও তা' তুলনায় অনেকটা মোলায়েম ছিল। হুইসম্যাঁ এই অর্থশূন্যতার পূজাকে আর এক রকমের অবস্থা বিশ্লেষণ করে' *En Menage* উপন্যাসে দাঁড় করিয়েছে। কোন লেখক বলেছেন :-'এই বইখানির সার কথা হচ্ছে বোকার মত হয়ে' যতটা সম্ভব—যে উপায়েই হোক—সোয়াস্তিতে থাকার চেষ্টা করা দুনিয়াতে ভাল। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে তা' সম্ভব হয়ে' উঠে না। ভেয়ারহায়েরেণ নিজকে মন্থন করে ও দুনিয়াকে বুঝতে পারেনি এবং শেষটা বুঝতে না পারাকেই শেষ বোকার স্থানে অভিষিক্ত করেছে। আর একজন সমালোচক বলেন :—"নিজের মনকে চাবুকে আঘাত করে' কবি মত্ততার মতিভ্রম এনেছে এবং বুদ্ধির গলিত দেহকে নদীতে ভেসে'

* "He has measured all the deeps of the spirit but all the words of religion and science, all the *elixirs* of life have been powerless to save him from this torment. He knows all sensations and there was no greatness in any of them; all have goaded him, none have exalted or raised him above himself. And now his heart yearns ardently *for this* last sensation of all. He is tired of waiting for it, he will go out to meet it. "*I will go out to meet madness and its suns.*" He hails madness as though it were a saint, as though it were his saviour; he forces himself '*to believe in madness as in faith*'.... There the highest state of despair is reached, *the black banner of death and the red one of madness are intertwined.* With unprecedented logic, Verhaeren dispairing of an interpretation of life has exalted senselessness as the sense of the universe." Stefan Zweig.

যেতে দেখ্‌তে পেয়েছে। তা' দেখে' কবি বলে' উঠেছে—"কখন আমার সারা অঙ্গ—আমার প্রতি অণু পাগল হয়ে' উঠবে" ?*

এ অবস্থা অতিক্রম করে' ভেরারহায়েরাঁ জীবনপথে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের বন্ধন ছিঁড়ে'—রূপের মায়া কাটিয়ে—মুক্তির পথে এসে' পড়ে। এ পথের নূতন আলোকে বেদনার বন্ধন ক্রমশঃ ছিঁড়ে যায় ; বিশ্ব-বেদনা বিশ্বানন্দে পরিণত হয়।† পরবর্ত্তীকালে কবির এ আনন্দ প্রস্ফুট হয়েছে দেখা যায়। এই নূতন আলোকে কবির পরবর্ত্তী জীবন ও জগৎ রূপান্তরিত হয়ে' যায়। ভেয়ারহায়েরাঁ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে এ প্রসঙ্গে বল্‌বার কথা হচ্ছে যে কবি এই নূতন আলোকে, বৈজ্ঞানিক যুগের যা' কিছু অশোভন আছে, কারখানা, বিপণি প্রভৃতিতে যা' কিছু কুৎসিৎ আছে, তা'র ভিতর এক অসীম শক্তিধারা (energy) কল্পনা করে' তা'কে সুবোধ্য এবং প্রিয় কর্ত্তে চেষ্টা করেছে। এরূপে কবি আধুনিক নগরের জড়ত্বের ভিতর বিপুল প্রাণসঙ্গম কল্পনা কর্ত্তে পেরেছে। ("Subdue the vast forces of life imprisoned in matter)" ওয়াল্ট হুইট্‌মান ও আধুনিক নাগরিক জীবনের ভিতর এরূপ অপরূপ আলোকপাত কর্ত্তে পারেনি। ভেয়ারহায়েরাঁ পরিণামে সমস্ত বস্তুবন্ধন ত্যাগের চেষ্টা করে' রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করে। ভেয়ারহায়েরাঁ যেমন কাব্যে, তেমনি হুইস্‌মাঁ ও উপন্যাসে ক্রমশঃ জীবনের প্রগাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর শৃঙ্খলবন্ধন ছিন্ন করে। দুইটি ভাবুকের এ বিষয়ে আশ্চর্য্য সাম্য আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

মিতরলিঙ্ককে ও প্রাথমিক অবস্থায় এই যন্ত্রণার অগ্নিসংস্কারের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়েছে। '*Serres Chandes*' (Hot houses) এ অবস্থার

* "He whips himself into an illusion of madness, watches the corpse of his reason floating down the Thames and cries out, "When shall I have the atrocious joy of seeking madness attacking my brain nerve by nerve?" Jethro Bithel.

† "Verhaeren then turns his cosmic pain into cosmic joy and strikes new paths of poetry *which are destined to be great highways of the verse to be.*" Ibid.

রচনা। অধ্যাত্মপথে যেতে হ'লে অন্ততঃ এ রকমের অগ্নিদাহই অধিকার জন্মায়। কোন আলোচক বলে :—"এ সময়ে তাঁ'র রচনার বেগুনী রং বিদ্যুদালোকে শাদা হয়ে' গেছে, এবং প্রচুর গন্ধকসংযুক্ত এবং ঝটিকাবায়ুতে, আমাদের সুন্দর সন্ধ্যাকে বিপর্যস্ত করে' নূতন, নিস্তব্ধ ও অমঙ্গলকর আকাশের চক্রবালপর্যায়কে খুলেছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির উগ্রশক্তি, উগ্র অবসাদের চরম বিকাশের শেষসীমায় গিয়ে উপস্থিত হ'ত। এ কবিতাগুলি এ যুগের উত্তেজিত ও রুগ্ণপ্রাণের সর্বকৃষ্ণ ফুলের মত পরিণামে ফুটে উঠেছে।"* এ কাব্যে মিতর্লিঙ্কের জীবনের প্রাথমিক অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। যে কবিকে সম্প্রতি ইয়োরোপের অধ্যাত্ম সম্পর্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক বলা হয়েছে† তাঁ'র প্রাথমিক অবস্থা, সন্দেহ ও নিস্ফলতার বন্ধন যে কত বড় রকমের ব্যাপার ছিল—বস্তুর বিকল অনুভূতি সম্পর্ক, তাঁকে কি রকম প্রলয়তাণ্ডবের ভিতর দিয়ে নিয়ে গেছে—তা এ বইতে দেখা যায়। অক্টাভ মিরাবো, 'La Princesse Maleine'কে উপলক্ষ্য করে'ই প্রথমত মিতর্লিঙ্কের জয়গীতিতে ইয়োরোপকে স্তম্ভিত করে; অথচ এই বইখানিই কবির জীবনেতিহাস হিসাবে বেশী মূল্যবান। মিতর্লিঙ্কের জীবন ও আর্ট বুঝতে এ বইখানির মূল্য বোঝা দরকার।

জীবন ও বস্তুবাদ যেখানে বহির্বিস্তৃতি না খুঁজে' অন্তর্জগতের অনুভূতিকে চরম করে' তুলেছে—যেমন ভেয়ারলেনের কবিতায়—সেখানে এতটা তাণ্ডবের প্রয়োজন হয়নি। ভেয়ারলেনে কাব্যের লক্ষ্য ছিল সরলভাবে প্রতি মুহূর্তের অনুভূতিকে গ্রহণ করা—"Sincerity and the impression of the

* "His verses with their violet tone white with electricity full of phosphorus and the wind of storm opened out in our lovely evenings of festival a succession of new horizons, sinister and silent. Their decadent sensations have reached the exasperation of their strength, the last burst blooms of their fever and these poems of Serres Chandes are the *supreme black* flowers of our day's overheated and diseased spirit." Charles Van Lerberghe.

† দ্বিতীয় ভাগে এ অবস্থা আলোচিত হয়েছে।

moment followed to the letter" *। ভেয়ারলেনের কাব্যে ও জীবনে অভিজ্ঞতার (experience) স্থান কোথাও নেই—এজন্য তা' অপথে ও বিপথে ঘোরেনি। কোন লেখক বলেছেন :—"সুখের বিষয় অভিজ্ঞতা ভেয়ারলেনকে কিছুই শেখায়নি" † এজন্য ভেয়ারলেন ক্রমশ সহজেই হৃদয়সম্পর্কে আত্ম-প্রত্যয়ের (Intuition) ভিতর দিয়ে বিশ্বের গভীর অধ্যাত্ম সম্পর্কে আস্‌তে পেরেছে। চিত্তের সহজ ও সমগ্র দ্বার উন্মুক্ত রাখ্‌লে বিশ্বজগতের ছায়া তা'তে আপনি এসে' পড়ে। তা'কে বস্তুবাদের অপেক্ষা করে' বাঁধাপথে চল্‌তে হয় না। ভেয়ারলেন এ সত্যের এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত। কোন আলোচক অতি সুনিপুণভাবে বলেছে :—"তা'র ভিতরকার এক আশ্চর্য্য, অপরূপ রাসায়নিক ক্রিয়ায় চোখের দেখা ও গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টি এক হয়ে' যেত,—এবং চোখে দেখে' দেখে' দৃশ্যজগৎ কবির আশ্চর্য্য ও অভিনব মানসতন্তুতে বোনা হয়ে' যে'ত। যে রকম সরলভাবে কবি নিজের দৃশ্য ও শ্রাব্য অনুভূতিকে প্রকাশ কর্ত্তে পেরেছে তেমনি ভাবে কবি ভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছায়া এবং আত্মার বহু পেলব সম্পর্ক ও অনুভূতিকে, সহজে কাব্যে স্থান দিতে পেরেছে।"‡

দেখা যাচ্ছে আর্টের সব চেয়ে বড় শৃঙ্খলই হচ্ছে চিত্তকে কোন একটা জায়গায় ঠেকিয়ে রাখা—তা' মনের দিক থেকেই হোক্ বা বস্তুর দিক্ থেকেই হোক্। এ রকম ঠেকিয়ে রাখা সম্ভবও নয়। ক্ষমতাবান্ ভাবুকেরা নানা উপায়ে, জীবনের বিশিষ্টতা হিসাবে, কখনও তুমুল ঝড়ের ভিতর

* Verlaine

† 'To Verlaine happily experience taught nothing.'

‡ "To him, *physical sight and spiritual vision by some strange alchemical operation of the brain are one*...there was a realisable process of vision continually going on in which all the loose end of the visible world were being caught up into a new mental fabric....And with the same attentive simplicity with which to be found words for the sensation of hearing and the sensation of sight he found words for the sensation of the soul, for the fine shades of feeling."

দিয়ে কখনও বা শান্ত ও সমাহিত গভীর আত্মার জোছনায় সে অবস্থা ছাড়িয়ে যায়। ভেয়ারলেন কোন বস্তুর বাইরের বিশেষত্ব ও সংবাদ ছাড়া ও গভীর-ভাবে অধ্যাত্মজগতের অন্তরে প্রবেশ করেছে। দেখা যায় সমস্ত জগৎ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে স্বপ্নের মত এসে ভেয়ারলেনের অপূর্ব চিত্তে রূপান্তরিত হয়ে যেত। এ কবির কাব্যে ছন্দ পরিপূর্ণ শ্রী গ্রহণ করে অধ্যাত্মভাবব্যঞ্জনার ক্রোড়ে অঙ্কুরিত হ'য়ে গেছে। দেখা যায় ভাষাকে মধুর, একাত্মক ও অবিচ্ছিন্ন করে ভেয়ারলেন আশ্চর্যভাবে প্রাণদান করেছিল এবং কবির ভাষার ঝঙ্কারের শেষ রেশটুকুর অন্তরালে, ভাষার বাহ্যরূপ অপূর্ব জগৎকে উদ্দীপ্ত করে তুলত। ভেয়ারলেনের প্রাণকথা, অভিজ্ঞতাও বাকচাতুর্যের নয়। হিউগো, লেকোঁতদলিল ও পার্ণাসিয়ানদের বাক্যের ঘটা হ'তে তাঁকে অনেক দূরে চলে আসতে হয়েছে। ভাষাকে সঙ্গীত করে তোলা—পাখীর কণ্ঠস্বরের মত বস্তুনিরপেক্ষ অপূর্ব মাধুর্য দান করা ভেয়ারলেনের কবিতার একটা বিশেষত্ব। কোন আলোচক বলেন :—"ভেয়ারলেনে এমন কবিতা আছে যা' কবিতার পক্ষে যতটা সম্ভব হ'তে পারে ততটা বিশুদ্ধ সঙ্গীতস্থানীয় হয়েছে—মানবাত্মা যেন বিহগকণ্ঠের মাধুর্যের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে"। সঙ্গীতগাছের সহিত পরিচিত হ'তে হ'লে ভাষার বন্ধন ও কাটাতে হয়, এ জন্য তাঁকে বস্তুবাদের সম্পর্ক হ'তে যতটা সম্ভব দূরে রাখতে হয়। আর একজন লেখক বলেছেন :—'ভেয়ারলেন এবং তাঁর সহযোগীরা ঘটনা হ'তে কবিতাকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে তাঁকে অনেকটা সঙ্গীতের মত করে তুলেছে'।* কবির কাব্যের ঝঙ্কারে যেন আত্মার প্রাণকম্প শোনা যায়। আর ও একজন আলোচক বলেন :—'ভেয়ারলেইনের আর্ট কবিতাকে পাখীর কাকলিতে পরিণত কর্তে চেষ্টা করে; মালার্মেতে তা' অর্কেষ্ট্রার সঙ্গীতের মত হয়েছে। ভিলিয়েয়ার-স্থলিলাদাঁতে কবিতা, অধ্যাত্মশক্তির আধারে

* "Verlain and his fellow workers attempted *to turn it away from definite fact and bring it near to music*... listening to his enchanting and poignant music, *we hear the trembling voice of a soul* "G. L. Strachey."

পরিণত হয়েছে এবং মিতরলিঙ্কে আধারও নয়—সুদূরধ্বনিরূপে পরিণত হয়েছে। এরূপে ভাষাকে সূক্ষ্মশরীর দেওয়া হয়েছে এবং সেকালের বাইরের বন্ধন ও ঘটা হ'তে মুক্ত করে' অন্তর্মুখীন করা হয়েছে'।*

এ রকমে উরোপে আর একটা গভীরতর সম্পর্ক ও অভিনব অধ্যাত্মবন্ধনের জন্য আর্ট ক্রমশঃ মুক্তিমন্ত্র খুঁজে,' পুরাতন বস্তুবন্ধনকে ছিঁড়েছে।

পুরাণ থিওরী বা মতামত অপ্রচুর হয়ে' গেছে। কবিতাকে বস্তুর দিক্ হ'তে দেখা—আলোচনার দিক্ হ'তে দেখার দিন বহুকাল হ'তে চলে' গেছে। ম্যাথু আর্নোল্ড দেশ্‌লাই জ্বালিয়ে দুনিয়াকে যতটা দেখ্‌তে পেয়েছিল তা' হিসাব করে' বলেছিল :—"কবিতা হচ্ছে আলোচনার ব্যাপার ; কবিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনকে সমালোচনা করা। কবির মহত্ত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনে উচ্চভাবগুলিকে কাজে খাটিয়ে কিরূপে বাঁচ্‌তে হ'বে সে প্রশ্নের মীমাংসা করা ; এই বাঁচার প্রশ্নটা হচ্ছে নৈতিক এবং এ প্রশ্ন সকলেরই স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।"†

এ'তে কবিতাকে কাজে খাটাবার বেশ একটা চেষ্টা আছে—নীতির দোহাই আছে। জীবনতত্ত্বের অপূর্ণ দৃষ্টিতেই এই রকমের স্বার্থবুদ্ধি জন্মে। উরোপ, অনেক কাল হল' এসব মতামত ছেড়ে' এসেছে। কবিতা মতামতের প্রয়োগ নয়—সমালোচনাও নয়। কবির ব্যবসা প্রচারকের ব্যবসা নয়। যা'কে ব্যাখ্যা কর্ত্তে গিয়ে ম্যাথু আর্নোল্ডকে এ সব বল্‌তে হয়েছে—সে কবি অন্তর্জগতে ইন্দ্রিয়ের (Sensation) স্তর অতিক্রম কর্ত্তে পারে নি—অধ্যাত্মসম্পর্কের অধিকার তা'র

* "And the art of Verlain is in bringing verse to a birds song the art of Mallarme in bringing verse to the song of an orchestra. In Villiers-de-l'Isle-Adam drama becomes an embodiment of spiritual force, in Maeterlinck not even the embodiment but the remote sound of their voices. It is an attempt to spiritualise literature from the old bondage of rhetoric—the old bondage of exteriority." Symons.

† "That poetry is at bottom a criticism of life ; that the greatness of a poet lies in his powerful application of ideas to life – to the question ; How to live....The question as to how to live is itself a moral idea. and it is the question which interests everyman." Mathew Arnold.

জন্মেনি। উরোপের সাহিত্যেও তা'র স্থান অতি সামান্য। অধ্যাত্মসম্পর্ক আত্মপ্রতারণা হ'তে জন্মে না—যদিও তা' খুবই সুলভ। মাঠে ঘুরে' ঘুরে'ও এ অধিকার হয় না।* বক্তৃতাও বাগ্মিতায় যদি সে অধিকারলাভ সম্ভব হ'ত তবে দুনিয়ায় মন্ত্রতন্ত্রের প্রাচুর্য্যে জগদাত্মা এতদিন ইন্দ্রের মত বন্দী হয়ে' যেত। ও'সব বড় রকমের শৃঙ্খল; ও' শৃঙ্খল হ'তে মুক্তি খুব কম কবিরই হয়েছে।

কবিতার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাবুক মিঃ পেটার † যা' বলেছেন তা' ইংলণ্ডের ভাবুকদের অনেকটা হৃদয়গ্রাহী হয়ে' গেছে। তা' ফরাসী সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গেও যোগ রাখ্‌তে পেরেছে। তিনি সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য, কাব্য প্রভৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, সঙ্গীতই হচ্ছে আর্টের Anders streben—অর্থাৎ সমস্ত ললিত কলাকে অগ্রসর হয়ে' সঙ্গীতের দিকেই অগ্রসর হ'তে হ'বে। সমস্ত আর্টের Anders streben বা অনুসরণের লক্ষ্য হচ্ছে সঙ্গীত। সমস্ত আর্টই সঙ্গীতের ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হ'তে চেষ্টা কচ্ছে। আর্ট শুধু জ্ঞানের বন্ধন হ'তে মুক্তি চায়—বিষয়ের দায়িত্ব ও শৃঙ্খল হ'তে ছুটি চায়। ‡ চিত্রের ও কাব্যের শ্রেষ্ঠতম চেষ্টা হচ্ছে, সমস্ত উপকরণকে এমন ভাবে মিলিয়ে এক করা—যাতে তা' শুধু বুদ্ধি ও জ্ঞানের ব্যাপার না হয়ে' পড়ে। সঙ্গীতেই এই আদর্শ পূর্ণ হয়েছে। সঙ্গীতে বস্তু (matter) ও আকার (form) জমাট হয়ে' এক হয়েছে। উদ্দেশ্য ও উপায় সঙ্গীতে এক হয়ে' গেছে। সঙ্গীতে বস্তু ও জ্ঞানগম্যতা, শুধু অনুভূতির (perception) ব্যাপারে এসে দাঁড়ায়—তা'র ভিতর বক্তৃতা ও তর্কের স্থান অতি সামান্য। সঙ্গীতকলার যে সমস্ত সঙ্কেত বা সিম্বল ব্যবহৃত হয় তা' বস্তুজগতের কোথাও দেখা যায় না—তা'র সঙ্গে কোন ঘটনারই যোগ নেই—

* অস্কার ওয়াইল্ডও অনেকটা এ রকমের মত পোষণ করে।

† Waltes Pater.

‡ "All art constantly aspires towards the condition of music for which in all other works of art it is possible to *distinguish matter from the form and understanding.*"

অথচ প্রতিমুহূর্ত্তে তা' চিত্তকে অকল্পিত ও অজ্ঞাত রাজ্যে উপস্থিত করে। উচ্চতর কবিতাও, শব্দঝঙ্কারও ছন্দ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে এরূপ একটা অপরূপ রাগিনী সৃষ্টি করে—যা' শুধু শব্দগুলিকে বা ছন্দকে বিশ্লেষণ করে' পাওয়া যায় না যা' সৌন্দর্য্যে সুকুমার কোন হৃদয়ের অপূর্ব্ব সন্নিবেশ ও শৃঙ্খলায় জাগ্রত হয়ে' উঠে *। এই আশ্চর্য্য ঘটনা-নিরপেক্ষ উদ্দীপনা যেমন সঙ্গীতে সম্ভব হয় তেমনি কবিতায়ও তা' সম্ভব করা যায়—অন্যান্য আর্টেও তা' সম্ভব হয়। এমন কি এই রকমের উদ্দীপনার জন্য মিঃ পেটারের মতে, মাঝে মাঝে বিষয়কেও অস্পষ্ট কর্ত্তে হয়।†

এ হচ্ছে কবিতার ঠিক মাঝের অবস্থা, যে অবস্থায় তা' ইন্দ্রিয়ানুভূতির চরম প্রান্তে এসে' অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বারের সম্মুখীন হয়। সকল কবি এ স্তরে ও আস্‌তে পারেনি। ভেয়ারলেনে এ অবস্থা দেখ্‌তে পাওয়া যায়—ম্যালারমেও কবিতাকে এরকম জায়গায় নিয়ে এসেছে। এদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য অনেককাল হ'তে এরকমের স্তরে এসে' উপস্থিত হয়। বহুকাল পূর্ব্বে কবির কাব্যের অস্পষ্টতা সম্বন্ধে যে কলরব উঠেছিল কতকটা তা' বোঝ্‌বার অনধিকার হ'তে এবং কতকটা কবিতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা হ'তেই হয়েছিল। কারণ এ দেশে কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা অতি সামান্যই হয়েছে। কবিতাকে এরূপ সঙ্গীতে পরিণত করে'—পাখীর কাকলীর সম্পূর্ণতায় এনে' আরও

* Art then is thus always striving to be independent of the mere intelligence, to become *a matter of pure preception, to get ridof its responsibilities to its subject or material* the ideal examples of poetry and painting being those in which the *constituent elements of the composition are so welded togather* that the material or subject no longer strikes the intellect only ; nor the force the eye or ear only; but form and matter, in their union or identity present one single effect to the imaginative reason that complex faculty for which every thought and feeling is twin born with its sensible analogue or symbol.' W. Pater.

† And the very perfection of such poetry often seems to depend in part on a certain vagueness of mere subject, so that the definite meaning always expires or *reaches us* through ways not distinctly wakable by the understanding. WalterPater.

অগ্রসর হ'তে হয়। সে অবস্থার সাহিত্যকে, সাহিত্যের সূক্ষ্মশরীর গ্রহণ বলা হয়েছে।

এরূপে দেখ্‌তে পাওয়া যায় য়ুরোপের আর্ট ধীরে ধীরে অনেক দাগ কেটে—অনেকটা শৃঙ্খল ছিঁড়ে' ক্রমশঃ মুক্তিমন্ত্রের অধিকারী হ'য়ে উঠেছে। এসব সত্ত্বেও য়ুরোপের দুর্ব্বলতা হচ্ছে, য়ুরোপের এসব চেষ্টা ব্যক্তিমূলক। গভীর অধ্যাত্ম সম্পর্ক ধারাবাহী হয়ে' দীক্ষাসম্পদকে ঐশ্বর্য্য লাভ করে। একের চেষ্টায় যা' হয় না, যুগের আহিত মননে তা' হয়। এ পথে য়ুরোপের যা' দুর্ব্বলতা দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা' যথার্থ অধ্যাত্মসম্পদে, আভিজাত্যিজীবনও আর্টের ধারাবাহী মনন ও গ্রহণের অভাবে—ব্যক্তিচেষ্টার অভাবে নয়। বলা প্রয়োজন প্রাচ্য অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম কবিও বিনয়ের সহিত বলেছেন,* "লেখক যে পরিবারে বর্দ্ধিত হয়েছে তা'তে উপাসনার সময় উপনিষদ্ প্রতিদিনই ব্যবহৃত হয়ে' এসেছে এবং লেখকের জীবনে তা'র পিতার গভীর ভাবে ব্রহ্মোপলব্ধি ও সম্ভব একটা বড় রকমের সম্পদ্ ও সংস্পর্শের কাজ করেছে'। এই রকমের সম্পদ ও দীক্ষার সংস্পর্শ পশ্চিমে পাওয়া যায় না। এজন্য য়ুরোপের আর্ট ব্যক্তিগত গভীর সাধনা সত্ত্বেও দুর্ব্বল ও অপূর্ণ হয়ে' আছে। ধারাবাহী আধ্যাত্মিক বন্ধন, শিল্পকে অপূর্ব্ব শক্তি দিতে পারেনি।

---

* সাধনা'র ভূমিকায় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় ভাগ।

আর্ট ও আহিতাগ্নি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অরূপের অপরূপ রূপ।

মানুষের ভাব যতটা এগিয়ে যাচ্ছে'—জ্ঞান যতটা বাড়্ছে—আত্মপ্রকাশ ও বিস্তারের উপায় ও পথ তেমনি বিচিত্র হয়ে' পড়্ছে। মানুষ যখন একেবারে কোন জটিল তত্ত্বের ধার ধারেনি, তখন আত্মপ্রতিষ্ঠা ও পরিচয় যে রূপ সহজ-সাধ্য করেছিল একালে তা' হ'তে পাচ্ছে না। তখন মানুষ বিশ্বকে বিস্ময়ের সহিত পরম রহস্য বলে' মনে করে' মানবীয় ভাবের দেহবন্ধনে এনে, তা'কে চিত্তে স্থান দিয়েছে; আশ্চর্য্যের বিষয় কয়েক হাজার বছর পরে, এযুগে ও অনেক ঘনিষ্টতা, সঙ্ঘর্ষ ও মিলনের ফলে ও বিশ্বকে তেমনি রহস্যের ব্যাপার বলে' মনে করে' পুলকিত হচ্ছে; এবং এই ভাবকে প্রকাশ করার জন্য নূতন ভাষা ও নূতন উপায় খুঁজ্তে অগ্রসর হচ্ছে—পুরাণ মালমশলায় তা' আর সম্ভব হচ্ছে না।

কারণ মানুষ বাইরের সংসারকে অনেক সন্ধান করে'ও কোন কূল না পেয়ে' ভিতরের আলোকের প্রকৃতির দিকেই মন দিয়েছে। অথচ তা' প্রকাশ কর্ত্তে প্রচলিত: জড়ত্বের ভাষা ও সমারোহ পর্য্যাপ্ত হচ্ছে না। একটি শতাব্দীর ভিতরই মানুষের মন ভাবের গোলকধাঁধার ভিতর সন্তর্পণে ঘুরে' ফিরে' নিজকে একটা স্থিরতর প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করেছে, যা'তে প্রতিমুহূর্ত্তে একটা অনিশ্চয়তার দুর্ব্বল সেতুকে আশ্রয় করে' থাক্তে না হয়।

সাহিত্যে ও চিত্রাদিতে নিখুঁতভাবে বস্তুবিশ্লেষণ হয়েছে—ভাল ও মন্দ দিক থেকে। শুধু আমাদের দিক থেকেও আর্ট মাঝে মাঝে খুব শুষ্কভাবে অগ্রসর হয়েছে, কোন কোন দেশে এখনও তা' হচ্ছে*। কিন্তু আর্টকে জীবন হ'তে বিচ্ছিন্ন করে খেলা বেশী কাল সম্ভব হয় না, জীবন ও শুধু খেলনা নিয়ে মত্ত থাকতে পারে না। একদা তার পরেই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের বান এসে' পড়ে। স্তাঁদালের 'লাল ও কাল'† উপন্যাসে, আধুনিক চিত্ত সে স্রোতে এসে পড়েছে।

তত্ত্ব বিশ্লেষণেও নানা বিচিত্রতা এসেছে—যা' ফরাসী সাহিত্যেই বেশী রকম আলোচিত হয়েছে। উপন্যাসসাহিত্য আলোচনায় এ প্রসঙ্গে গঁকুরদের ‡ নাম উল্লেখ কর্ত্তে হয়। কারণ তাঁরাই উপন্যাস জগতে একটা বড় রকমের বিপ্লব এনেছিল। কোন বিষয় ব্যাখ্যা কর্ত্তে গেলে কেবল একটির পর একটি করে' ঘটনা সাজিয়ে গেলে চলে না। যে ভাবে ইতিহাসের ঘটনাকে সাধারণতঃ উন্মুক্ত ও পুঞ্জীভূত করা হয়, সে ভাবে লিখ্‌লে উপন্যাসের স্পন্দন পাওয়া যায় না। ইতিহাসকে শুধু শ্রেণীবদ্ধ মৃত ঘটনা পর্য্যায়রূপে দেখা গঁকুরদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। 'গ্রন্থকীট হওয়া চাই—কিন্তু যাদুকর না হ'লে ও চল্‌বে না; ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাগজপত্র উল্লেখ করা চাই কিন্তু তা'র ভিতরকার প্রাণকথাকে জীবনের মাধুর্য্য অপেক্ষাও মধুরতর করে' তুল্‌তে হবে'। §

* "The old conception of the novel as an amusing tale of adventures, though it has still apologists in England has long since ceased in France to mean anything more actual than powdered wigs, and race ruffles. Like children who cry to their elders for "a story, a story" the English public still wants its plot, its heroine, its villain." Arthur Symons.

† Le Rouge et le Noir. Stendahls. ‡ Goncourts

§ "To be the book worm and the magician; to give the actual documents but not to set barren fact by fact—to find a soul and a voice in documents, to make them more living and more charming than the charm of life itself.......It is through this conception of history that they have found their way to that new conception of the novel which has revolutionised the entire art of fiction." Symons.

ইতিহাসের মধ্যে গঁকর্ত্ত—যেমন যা' কিছু বিশিষ্ট, যা' কিছু অজ্ঞাত বা নূতন '*inedit*' তা' বাড়িয়ে তীব্র করে' তুলেছে তেমনি জীবনবিশ্লেষণে ও যা' কিছু অদ্ভুত ও অজ্ঞাত, তা' বড় করে' সমগ্র ব্যাপারে আলোকপাত ও প্রাণসঞ্চার করেছে। তাই হচ্ছে তা'দের মতে খাঁটি ভিতরকার ইতিহাস। জীবনের এই অজ্ঞাতরাজ্য হচ্ছে অনুভূতির (sensation) রাজ্য, ঘটনার বা ভাবের নয়। অনুভূতি-রচিত অন্তর্জীবনই তা'দের বিশ্লেষণের বস্তু*। ইন্দ্রিয়জগতের সব কিছু মিলে' মনোজগতে যে সমস্ত অনুভূতি জাগাচ্ছে, তা'কে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'লে বাইরের অনেক ঘটনাকে এবং এমন কি প্রয়োজনীয় ঘটনাকে ও অনেক সময় বাদ্ দিতে হয়। ঘটনাকে লক্ষ্য না করে' সমস্ত ঘটনাসংগ্রহ মনের উপর কাজ করে' কি রকম ভাবে ফলিত হচ্ছে তা' ফুটিয়ে তোলাই উদ্দেশ্য। এজন্য কোন আলোচক বলেন ; "The Goncourts only tell you things that Gautier leaves out :—they find new fantastic points of view—discover secrets in things."

বল্‌তে গেলে এটা হচ্ছে সাহিত্যে ইম্‌প্রেসনিজমের দৃষ্টান্ত। এই ভাব-বিপ্লবে উপন্যাসের আকার ও ভেঙ্গে চুরে' নানা রকম অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে, যা'তে একটির সঙ্গে আর একটির যোগ রক্ষার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয়নি এবং একটি অধ্যায় অনেক সময় এক পৃষ্ঠা হ'তেও ছোট আকারে পর্য্যবসিত হয়ে' সমস্ত ব্যাপারকে অনেকটা ছোট বড় চিত্রে পূর্ণ মুখর ছবির গ্যালারিতে পরিণত করা হয়েছে।

কিন্তু ভিতরকার রাজ্যে চলা ফেরা কর্‌লে মনকে শুধু অনুভূতির (sensation) জালে আবদ্ধ করে' রাখা যায় না। সমস্ত ভিতরকার ইতিহাস ক্রমশঃ স্নায়ুর বন্ধন ছাড়িয়ে উপস্থিত হ'তে চায়। হাসিস্ পান করে' অনুভূতিকে খরতর

* "It is of the sensations that they have resolved to be historians : not of action or emotion properly speaking nor of conception but of an inner life which is made up of the perceptions of the senses."

ও গ্রীক্ কল্পনে মনোজগতের যে উচ্চ অবস্থা বড় মানুষের মনের যে ইতিহাস মাত্র চূড়ান্ত নয়। কাজেই মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ করে' আরও গভীরতর অধ্যাত্মরাজ্যে ক্রমশঃ ইউরোপ পৌঁছিয়েছে, এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই। মানুষ মনের ইতিহাসে, বস্তুর বাধা ও ইন্দ্রিয়ের বাধাকে তুচ্ছ করে' পেয়েছে। সঙ্গীতের আলোচনায় শুধু বস্তুপদার্থের শৃঙ্খলে যেমন সে অপরিমিত হ'তে চায়নি তেমনি অনুভূতির বা ইম্প্রেশনের নাগপাশের ভিতর ও চলা ফেরা করে' সে অস্বীকার করেছে। কারণ মানুষের ভিতর বিশ্বকে গ্রহণ করার ও নিজের মধ্যে অনুদিত করার যে শক্তি আছে, তা'তে রূপরসগন্ধশব্দ শুধু মনের ভিতর সঞ্চিত হচ্ছে না, রূপান্তরিত ও হচ্ছে এবং তা'তে করে' ছায়াবাজির মত অনেক মধুর ও মনোরম ইন্দ্রধনু ও রচিত হচ্ছে। বিশ্বকে শুধু অনুভূতির (sensation) দ্বার পর্য্যন্ত যেতে দিয়ে আর্টকে রাখা, স্বভাবের দিক থেকে ও—যদি তা বলা যায়—স্বাভাবিক হয় না; শুধু উপস্থিত ও বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের সমৃদ্ধি মাত্র নয়, চিত্তের অতলস্পর্শ রাজ্যে অনেক কল্পনালোক জাগ্রত হয়ে উঠে যা'র তুলনা ও চিত্র বহির্জগতে পাওয়া যাবে না।

এ সব কথা পুরাণ হ'লেও কালধর্ম্মে—যাকে জর্ম্মণ ও ফরাসী সাহিত্য জগতে *Zeit Geist* বলা হয়—নূতন অর্থ ও স্বরূপ পেয়েছে। একটা ভাবকে খাঁটিভাবে বুঝ্‌তে হ'লে সাধনার প্রয়োজন হয়, অনুশীলন দরকার হয়। তবেই যা'কে এ দেশের অধ্যাত্মশাস্ত্রে 'অধিকার' বলা হয় তা' পাওয়ার যোগ্যতা লাভ হয়।

রোমান্টিক যুগের কবিরা ও এই অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের মন্দিরচূড়াকে শুধু ভাবের মেঘরাজ্যের ভিতর লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু এ যুগের উপলব্ধির ভিতর যা' বিশেষত্ব আছে তা' সে কালের স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা কর্ত্তে যাওয়া বৃথা। এ কালের মাঝে যা'রা গভীর অধ্যাত্মরাজ্যের ভিতর তেমন নির্বিঘ্নভাবে চলা ফেরা করেনি, তা'রাও অগ্রদূতের মত এই অপরূপ লোকের সন্ধান

পেয়ে বলেছে—'চিত্র বল্‌তে আমি এমন এক সুন্দর ও অপরূপ স্বপ্নকে বুঝি যা কখনও ছিল না বা হ'বে না'। আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি এডগার এলেন পো বলেন 'সৌন্দর্য্যের আকাঙ্খাকে প্রকাশ করাই কবিতার উদ্দেশ্য; আমরা যে সৌন্দর্য্যকে দেখি তা'কে নয়, যে সৌন্দর্য্যকে আমরা কল্পনা করি—যে সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন আমরা দেখি, তা' প্রকাশ করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। কাজেই কবি যথেচ্ছভাবে ঘটনাকে পরিবর্ত্তন ও অলঙ্করণ কর্ত্তে পারে। কবিতার উদ্দেশ্য আত্মাকে উদ্দীপ্ত করে' উত্তেজনার সঞ্চার করা; এই উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী হয় বলেই কবিতা ছোট হয়ে' থাকে—বড় কবিতা বা এপিক্ ছোট কবিতারই সমষ্টি *। 'পো'র মতামত ম্যালারমে প্রমুখ উরোপের শ্রেষ্ঠ কবিরা এবং সমালোচকেরা অনেকটা গ্রহণ করেছে বলেই উল্লেখ কর্ত্তে হয়।

এই অনুধ্যাত অরূপলোকের স্বপ্নের পেছনে রোমান্তিক যুগের অনেক শিল্পী মরীচিকার মত ছুটেছিল। রুবেন্সের একটা বিখ্যাত চিত্রে দু'দিক হ'তে আলোকপাত করা হয়েছিল; তা' উপলক্ষ্য করে' কবিবর গ্যেটে একবার কথোপকথনে একারম্যানকে † বলেছিল:—"রূবেন্স যে প্রতিভাবান্ শিল্পী, তা' ছবিটিতে, প্রমাণিত হয়েছে; এবং তা'তে এটাও দেখা গেছে যে স্বাধীন ব্যক্তি-চিত্তের স্থান সৃষ্টির উপরে, নীচে নয়; মানুষ এজন্য নিজের উচ্চ আদর্শে সৃষ্টিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। একই ছবিতে দু'দিক্ হ'তে আলোকপাত করা উপায়ের দিক্ হ'তে একটা বিপ্লব সন্দেহ নেই এবং হয়ত তা'কে প্রকৃতির বিরুদ্ধ ব্যাপারও বলা যেতে পারে; কিন্তু তা' যদি হয় তবে আমি তা'কে সৃষ্টি হ'তে—স্বভাব হ'তেও উচ্চতর ব্যাপার বল্‌তে চাই। এটা হচ্ছে শিল্পীর একটা সাহসিক সঙ্কল্প যা'তে করে এ সত্যটুকু প্রচার করা হয়েছে যে আর্টের স্থান সৃষ্টির পদতলে নয়, আর্টেরও স্বাধীন ধর্ম্ম আছে।"

* Edgar Allen Poe. † Eckermann.

আর্টিষ্টের চিত্তের অন্তঃপুরে জ্ঞানের টুকরোগুলি স্পষ্ট হয়ে থাকে না। শিল্পীর অন্তরের ভাবস্রোতে সমস্ত অতীতস্মৃতি, বর্ত্তমানের রূপসম্পদ ও ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল প্রভৃতি সব কিছুই এক দেশ ও'কালের বাধা নিয়ে ক্রীড়া করে। সংসারের ও ইন্দ্রিয়ের সীমার ভিতর, রূপরসের আয়োজনের মাঝে শিল্পীর তৃপ্তি হয় না; এজন্য হৃদয়ের মুক্ত বাধাবন্ধহীন আকাশে শিল্পী অপরূপ রূপ ও রস সৃষ্টি করে' তৃপ্ত হচ্ছে। রোমান্টিক যুগে গ্যেটে ও শেলিতে এই অরূপ-লোকের সন্ধানের একটা প্রবল চেষ্টা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শেলি 'প্রমিথিয়সের মুক্তি' কাব্যে কবির কল্পনা সম্বন্ধে বলেছে :—

নয়নয়নে নেহারিছে কবি রক্তউষা ও সন্ধ্যারাগে,
আলোকে আকুল সরসীসায়রে ডুবে যে সূর্য্য গোধূলি রাগে!
গুঞ্জনালস ব্রততীকুঞ্জে পীতমধুপের রঙের খেলা,
মুছে যায় সব মুকুরিত ছবি, একি অপরূপে চিত্তে মেলা!
মদির মন্ত্রে কল্পনালোল উল্লাসি উঠে অন্তঃপুরে
অমরলোকের অরূপ কাহিনী ঝঙ্কৃত করি' অনাদি সুরে।*

লেখকের অনুবাদ।

প্রতিফলিত সূর্য্যালোক, মধুপের পীতবর্ণপ্রাচুর্য্য, আইভির কুঞ্জবন, কবি-কল্পনার কাছে তুচ্ছ হয়ে' যায়। শেলি আর একটি কবিতায় † এই অন্তর্গৃহীত রম্যালোকের ছায়াকে 'বিবেকোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য' আখ্যা দিয়েছে। কিট্‌সের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত কবিতাটিতে, ‡ এই ভাবটি শেলি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছে। বিশ্বের সহিত ব্যক্তির যোগ, যে সৌন্দর্য্য, জীবন, আলোক ও প্রেমের কল্পিত সংযোগে সম্ভব হয় তা' খুব ভালরূপেই এ কবিতায় অনুসৃত হয়েছে। গ্যেটেতেও এই ভাবটি বিশেষভাবে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। গ্যেটের ভিতর জ্ঞান ও ভাবের একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য চিরকালই কাজ করে' এসেছে; বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম, তর্ক

* Prometheus Unbound. † Hymn to Intellectual beauty ‡ Adonais

ও হৃদয় গ্যেটেতে একটা সমানভূমি পেয়েছে। গ্যেটে কবিতার ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান ও বিশ্বপ্রাণের যে ঐক্য দিতে চেষ্টা করেছে তা'কে বৈজ্ঞানিকের গীতা বল্'তে পারা যায়; তা'কে জড়বাদীর মর্ম্মগত গভীর ওঙ্কার বলে' কল্পনা করা যেতে পারে। গ্যেটের একটি কবিতা হ'তে * কিছু উদ্ধৃত কর্‌লে তা' বোঝা যাবে—

সমাসীন ব্রহ্ম দূরে, অতি দূরে দ্যুলোকের পারে ?
বিকীরিত বিশ্বলোক ছাড়ি তাঁরে, মহাপারাবারে ?
নহে নহে ; ব্রহ্ম রাজে ব্রহ্মাণ্ডের হৃদ্‌পিণ্ড-আসনে।
ভূমায় বিকাশে' বিশ্ব অসীমের শাশ্বত-শাসনে
বিশ্ব জাগে তা'র মাঝে লভে প্রাণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে
' অসীমের স্পর্শে—ক্ষুদ্র মানবাত্মা দীপ্ত মহাকাশে !"

লেখকের অনুবাদ।

এই অন্তর্গৃহীত সৌন্দর্য্যেকে রূপগ্রাহী করা সমস্ত উচ্চ আর্টেরই একটা পরম লক্ষ্য। এই সমগ্রকে গভীরভাবে বিচার করা, নির্ম্মুক্ত করা মনের একটা বিরাট কাজ—তাইত আর্ট ! এই সমগ্রকে রূপগ্রাহী কর্ত্তে যে নিপুণতা প্রয়োজন তা'ই আর্টিষ্টদের সম্পত্তি ; অরূপকে রূপ দেওয়া জীবনেতিহাসে অবশ্যম্ভাবী বলে', পুঞ্জীভূত জগৎসম্ভারকে সংহত ও শ্রেণীবদ্ধ করে' অনেক কিছু বর্জ্জন ও আরোপ কর্ত্তে হয়। উচ্চতর ভাবুক তা' সাধনা ও সংস্কারে বুঝ্‌তে পারে ও তা' করে' ও থাকে। গ্যেটে এক জায়গায় বলেছে, আর্টিষ্ট প্রাণের সমগ্রতার ভিতর দিয়ে জগতের সঙ্গে সামাজিকতা কর্ত্তে চায়—সৃষ্টিতে এ সম্পূর্ণতা সে পায় না ; তা' হচ্ছে, আর্টিষ্টের মানসকুসুম অথবা তা'কে দিব্য প্রাণস্পন্দনের পুষ্পিত ও ফলিত সম্ভার বলা যেতে পারে †।

* "Proemium to Gott and Welt."

† "The artist would speak to the world through an entirety ; however he does not find entirety in nature, but it is the fruit of his mind or if you like it of the aspiration of a fructifying divine breath." Goethe's Conversations.

একালে কাব্য ও চিত্রে রসবোধ ও রসবিন্যাসের চেষ্টায় আর্টকে নূতন তথ্য ও নূতন উপায় স্বীকার কর্ত্তে হচ্ছে। কবি চিত্রের চিরন্তন সূত্রে জগতের অবারিত সম্ভারকে গ্রহণ করে' যে বিচিত্র রসালোক বুনে তুলছে তা' সে নিজের উপায়ে ও উপকরণেই কচ্ছে, সৃষ্টির ক্রিয়াকে অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন অনুভব কচ্ছে না। প্যান-এথেনেইক প্রসেসনে * যুবক যুবতীরা যে ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে হিল্লোলিত প্রবাহে সেই পার্থিননের কার্ণিসে (Frieze) ফিডিয়াস্ ঠিক সে ভাবে কিছু খোদিত করেনি। দৃশ্যটিকে সুবোধ্য ও সুষমা কর্ত্তে যা' কিছু আবশ্যক ও অপরিহার্য্য যা' কিছু আরোপ্য ও যোজনসাপেক্ষ তা' ফিডিয়াসের কল্পনা যোগ করেছিল। অথচ অতটুকু ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতরও অতীতের সমগ্র উজ্জ্বল দৃশ্যকেই মুখর করা হয়েছে—অতি সুনিপুণ মনোহর ও অফুরন্ত চাতুর্য্যে গ্রথিত ও খোদিত হয়েছে—যা' বাস্তবিক ঘটনায় পাওয়া যেত না।

বিশ্বের প্রতিবস্তুই নানা পরিবর্ত্তন ও আন্দোলনে কম্পিত ও শিহরিত হচ্ছে—প্রতিমুহূর্ত্তেই সংসারের সম্পদ্ নূতন রূপ পরিগ্রহ কচ্ছে, ভাবের দিক্ হ'তে, ইন্দ্রিয়ের ও দিক্ হ'তে। বায়ুর আবর্ত্ত, আলোকের চাঞ্চল্য, বিকাশের অধীরতা—এ সব কোথাও কিছুকে স্থির হ'তে দিচ্ছে না। বস্তুমাত্রেরই সহস্রমুখী স্বরূপ আঁকা সম্ভব নয় এবং সব সময় প্রয়োজনও হয় না। কয়েকটা নিপুণ ও অপরিহার্য্য লক্ষণে সমগ্রকে উদ্দীপ্ত কর্ত্তে হয়। আর্ট মানুষের মনস্তত্ত্বকে স্বীকার করে' স্বপ্রয়োজনে নিয়োজিত করে। গভীর অরণ্যানী আঁকতে হ'লে জটিল সমারোহ ও পুঞ্জীভূত বৃক্ষবল্লরীর সব খুঁটিনাটি ছোট ছবিতে দেওয়া যায় না অথচ সুনিপুণ কয়েকটা তুলিকাপাতে অত্যাজ্য কয়েকটা লক্ষণে তা' উদ্দীপ্ত করা সহজ। আর্ট সৃষ্টির একটা নকল কাণ্ড নয়—তা' হ'লে বিশ্বামিত্রের মত আর্টিষ্টকে আর একটা সৌরজগৎ সৃষ্টি কর্ত্তে হ'ত। অথচ শিল্পী বা কবি

* Pan-athenaic procession.

এমন গূঢ় কৌশল জানে যা'তে একটি সৌরলোক কেন শত সৌরলোকের সন্ধানও লোকচিত্তে প্রস্ফুট করা আর্টের পক্ষে সম্ভব হয়ে' পড়ে। আর্টের প্রথম ও শেষ বিচার মানুষের হৃদয়রাজ্যে—সে রাজ্যের গুপ্ত চাবি আয়ত্ত কর্ত্তে পার্‌লেই সৃষ্টির সমস্ত রহস্য করতলগত করা হয়।

বস্তুর কোন অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত সৌন্দর্য্যের দিকে হৃদয়কে সচেতন কর্ত্তে হ'লে যে সমস্ত প্রণালী দরকার, হৃদয়বান্ আর্টিষ্ট সে সম্বন্ধে প্রচুর পরিমাণে সচেতন। কোন কোন শিল্পে পরপ্রেক্ষিত প্রথা বা দূরানুসূচিতা* এবং আলো ও ছায়ার সম্পাতে ভাবকে একটা প্রাতিভাসিক সত্বা দেওয়া হয়—এসবেরও বাস্তবিক মূল হচ্ছে সঙ্কেত বা ইঙ্গিত। যে হিসাবে ভাষা ইঙ্গিত, শব্দ ইঙ্গিত, তেমনি কাব্য চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে যে সমস্ত প্রণালী বা উপকরণ ব্যবহৃত হয় তা' সবই সঙ্কেত। ম্যালারমে শুধু সিম্বল সম্বন্ধে যা' বলেছে তা' আধুনিক সমস্ত আর্ট সম্বন্ধে লক্ষ্য করে' বল্‌লে ও চল্‌ত—আর্টের সমগ্র সম্পর্ক সম্বন্ধে তা প্রয়োগ করা যায়। বড় জিনিষকে ছোট বস্তুর ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা, অসীমকে সীমার ভিতর দিয়া গ্রহণ করা আর্টের একটি অধিকার—জীবনের একটা বিশেষ সম্পদ্—না হ'লে সমস্ত জগৎ অনুদ্ঘাটিত ও অনাবিষ্কৃত থাক্‌ত; মানুষ মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হ'তে পার্‌ত না এবং যে সমস্ত বেদনা ও কল্পনায় মানুষ ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হয়ে' আছে, যা' শুধু সীমার ভিতর নিজের পরিধি বিস্তার করেনি, যা' অসীমের সম্পর্ককে সত্যতর মনে কচ্ছে, তা' অনুভব করা বা প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না। একালের কোন ভাবুক বলেছেন, মায়ার দিক্ হ'তে ও পরমার্থপ্রীতি বা প্রেম মানুষের একটা বিশেষ সম্পত্তি কারণ তা'তে সে আত্মবিস্তৃতির একটা উপলক্ষ্য পায়। অসীমের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ কল্পনা কর্ত্তে পার্‌লে হৃদয়কেও অসীমতার স্পর্শে মহীয়ান করা হয়। এজন্য ব্রহ্মে অনুরক্তি, লৌকিক দিক্ হ'তেও চিত্তকে মহৎ করে। এ রকম ব্যাপার, শুধু সঙ্কেত

* Perspective.

মুদ্রা, তিলক বা সিম্বলের সম্ভব হয়। একথা জীবন ও আর্টের সকল সম্পর্কে যে সিম্বল ওতপ্রোত হয়ে আছে তা' একালের শিল্পীরা অনেক ঘুরে ফিরে' বুঝতে পেরেছে।

এ যুগে ঘটনার ও ভাবের অনেক বৈচিত্র্য এসে পড়েছে। অনেক কাল পরে আর্টে জীবনের গভীরতম অধ্যাত্মসম্পর্ক সম্বন্ধে প্রশ্ন ও চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে; এজন্য এতদিন পর্য্যন্ত যা'কে সত্য বলা হ'য়েছে তা'কে আর ঠিক তা'ই বলা যেতে পাচ্ছে না। অদৃশ্য জগতকেও কবির ভাষায় স্বপ্ন, মায়া বা মতিভ্রম বলা যেতে পাচ্ছে না। এই অবস্থার সাহিত্যকে লক্ষ্য করে' কোন লেখক বলেছেন :—'a literature in which *the visible world* is no longer a reality and *the unseen world* no longer a dream'* সিম্বলের ভিতর দিয়ে এই অরূপ লোকের অপরূপ রূপ কাব্যে ও চিত্রে প্রস্ফুট করা যায়। কোন ইংরাজ ভাবুক ঠিকই বলেছে, সিম্বলের ভিতর দিয়েই অসীমকে রূপগ্রাহী করা যায়; সীমা ও অসীমের সঙ্গম শুধু রূপকের ভিতরই সম্ভব হয়†। এজন্য ধর্ম্মসাধন ও বিধানে প্রতি পাদক্ষেপে সিম্বলকে আশ্রয় করে' অগ্রসর হ'তে হয়। এ সব গভীরতর চেষ্টার মাঝে বস্তুবাদের প্রবেশাধিকার নেই—তা' ছাড়া বস্তুবাদ ব্যাপারটিও কি অলীক নয়? Zola যে বইতে বস্তুবাদিতার পক্ষে রাশি রাশি লিখেছে, মলাটে বদ্ধ সে বইখানিও কি রূপক নয়? সঙ্কেত ও সিম্বল নয়? সিম্বলের বিশেষত্ব হচ্ছে তা'র ভিতরই একটা অনাদ্যন্ত গোপ্য গাম্ভীর্য্য থাকে— তা'র কিছুটা প্রকাশিত ও অনেকটা গূঢ় থাকে। সিম্বলের অন্তর্নিহিত রহস্যই তা'কে চিরনবীন ও চিরমুখর করে' রাখে। সিম্বলের লুক্কায়িত রহস্য একটা বিশেষ কৌতুহল জাগ্রত করে' আনন্দকে পর্য্যাপ্ত ও প্রবল করে' তোলে। সিম্বল বা রূপকের মূলে এই অন্তর্গূঢ় রহস্য নিহিত থাকে বলে' তা' মুকুলিত সৌন্দর্য্যের

* A Symons.

† 'In the symbol proper......the Infinite is made to blend with the Finite, to stand visible as it were, attainable there.' Carlyle.

মত হৃদয় সম্পর্কে বিকাশের অপেক্ষা করে' চিরনবীন থাকে। তা'র শেষ কথা শেষ হয় না—শেষ গান গাওয়া হয় না। এই জন্যই বোধ হয় ম্যালারমে বলেছে—'To name is to destroy; to suggest is to create.' অধ্যাত্ম ব্যাপার ছেড়ে' দিলেও আর্টিষ্টের হৃদয়শায়ী অপরূপ রূপ-স্বপ্নকে যদি রূপ দিতে হ'য় তবে তা' শুধু উদ্দীপনার ভিতর দিয়েই সম্ভব হয়; এবং সে উদ্দীপনার মর্ম্মই হচ্ছে সঙ্কেতাত্মক। তা'তে কোন জিনিষকে আস্তভাবে দাঁড় করান হয় না। মোট কথা ও' রকম জ্যামিতিক রূপ দেওয়া আর্টের কাজই নয়। যা' প্রচ্ছন্ন তা' সহজবোধ্য কর্ত্তে হ'লে কোন মায়ার সাহায্য দরকার। এজন্য অরূপলোকের সন্ধানে ও প্রকাশে কাব্য ও চিত্রের প্রকৃতি রূপান্তরিত হয়ে' গেছে।

ঊরোপের জীবন ও আর্টে, নানা অভিজ্ঞতা ও আন্দোলনের ফলে যে সব জটিল ও গভীর প্রশ্ন উঠেছে, শুধু দেখে, ঊরোপের তা'তে তৃপ্তি হচ্ছে না —তা'কে স্বাগত বলে' বরণ কর্ত্তে ঊরোপ উৎসাহিত হয়েছে। তত্ত্বচর্চ্চার ভিতর দিয়ে যা' সত্যোপেত মনে হয়নি এযুগে আর্টের ভিতর দিয়ে সে সম্বন্ধে গভীর প্রতীতি জাগ্রত হয়েছে। দর্শন ও বিজ্ঞান তর্কের ঝুলি কাঁধে নিয়ে যতটা যেতে পারেনি, আর্ট গভীর সৌন্দর্য্য অভিসারে গিয়ে আঁধার রজনীতে তা'র সন্ধান পেয়েছে। বল্‌তে গেলে জড়বাদের বপ্রক্রীড়া হৃদয়ের তীর ও সীমা ভেঙে ভেঙে হঠাৎ যেন অসীমতার স্বপ্নালোক দেখিয়েছে। এ ব্যাপার দেখে' দার্শনিক শেলিঙের কথাই মনে হচ্ছে; বিজ্ঞান ও তত্ত্বের ভিতর দিয়ে যে সত্যকে পাওয়া যায় না আর্টের ভিতর দিয়ে তা পাওয়া যায়ঃ—"Art and not Philosophical knowledge is the highest human function"। *

* কোন পত্রে সম্প্রতি লিখিত হয়েছিল যে মঁসিয়া বার্গসঁ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত নিজের অনেক বিষয়ে অভিন্নমত লক্ষ্য করে' বলেছিলেন যে পশ্চিম, বিচার ও বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে যা' পায় পূর্ব্বাঞ্চল তা' সহজ সংস্কারে লাভ করে। হয়ত কথাটি সে ভাবে না বলে অন্যরূপে বল্‌লেই ভাল হত—অর্থাৎ দার্শনিক বহু আয়াসে ও চিন্তায় যা' লাভ করে কবি ও আর্টিষ্ট তা' সহজে উপলব্ধি করে।

এরূপে জড়বাদের রূপহীন সাহারায় অপ্রত্যাশিত মরূদ্যান দেখে' বিস্মি[ত]
হ'তে হয়। একটা কথা আছে বিপরীতধর্মীরা শেষটা এক জায়গায় এসে' পড়ে।
পশ্চিম, বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে প্রাতিভাসিক জগৎকে সন্ধান করেছে ও কচ্ছে।
প্রাচ্য দেশও মানবের মনোজগতের দুর্ভেদ্য গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে সত্য সন্ধানে
অগ্রসর হয়েছে। উভয়কে শেষে অধ্যাত্মজগতের দ্বারে এসে পড়তে হয়েছে।

ইয়োরোপে রসবাদী (romantic) যুগের অস্পষ্ট ও বায়বীয় প্যান্থিজম ব[া]
বিশ্বাত্মবোধ এবং এযুগের গভীর ও কঠোর আধ্যাত্মিক 'জিজ্ঞাসা' এক রকমের
জিনিস নয়। প্রাথমিক খ্রীষ্টীয় বিধান প্যাগানিজম-কল্পিত জলস্থলের অসংখ্য
দেবতাকে * দূর করে' মানুষকে সৃষ্টির সম্পর্ক হ'তে সংহরণ করে' আত্ম-নিবিষ্ট
করেছিল। সৃষ্টি অন্য কোন নূতন সম্পর্কে মানুষের হৃদয়ে সে সময় আর স্থান পেয়ে
পারেনি। এজন্য মানুষ ও সৃষ্টির মাঝে বহুকাল একটা বিশুষ্ক শূন্যতা এসে
পড়েছিল। † নানা রকম নৈতিক বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে' প্রাথমিক খ্রীষ্টীয় বিধান যে
দেববাদ রচনা করে তা' মানুষের নিজেরই নৈতিক প্রবৃত্তি সম্পৃক্ত ব্যাপার—
সৃষ্টি বা প্রকৃতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না বলে' সৃষ্টিকে তা' ঘনিষ্ঠ করেনি। ‡

রাঁণার § মতে অসীমত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণার প্রতিষ্ঠাই মধ্যযুগের সব চেয়ে

কারণ শঙ্করাচার্য্যের দেশে দর্শন ও ভাবনায় সত্যকে যতটা ব্যাখ্যায় করেছে ততটা প্রকাশ করে'নি।
তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্বে আধুনিক যুগের যে সমস্ত সমস্যার পূরণ হ'য়েছে তা' আর্টের
ভিতর দিয়ে হয়েছে বল্‌তে হবে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম ও প্রধান কবি ও দ্রষ্টা। সাধনার ভূমিকায় তিনি
নিজেও তা' বলেছেন।

* 'Satyrs' Dryads, Fauns, Nymphs, 'Pan' Narcissus, &c.

† Man awakening to free consciousness at the end of the middle ages seized first upon himself as the subject of the highest art. Nature had to wait her turn, And her turn came when the cycle of purely human motives had been exhausted. Symonds.

‡ Catholic Christianity has remained monotheistic, yet it allows a hierarchy of angels, a hierarchy of devils and a whole multitude of Saints, each of whom personifies and symbolises some specific form of moral excellence. Ibid.

§ Renan.

বড় কাজ। মধ্যযুগে, সৃষ্টির বৈচিত্র্য, মানবও এই অসীমত্বের মাঝে কান সেতুপথ রচনা কর্ত্তে পারেনি। কারণ সৃষ্টিমূলক দেববাদ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও পরিত্যক্ত হয়। কাজেই তখন সৃষ্টির সহিত সামাজিকতা স্থাপনের আর কোন নূতন সূত্র থাকে না। জ্ঞানরাজ্যের একদিকে মানুষ একক ছিল আর এক প্রান্তে ভূমা মাত্র অবশিষ্ট ছিল। আর সবই অনেকটা ফাঁকা ছিল। এজন্য বিজ্ঞান যখন আবার সৃষ্টি পর্য্যায়কে জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, প্রভৃতির ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে আরম্ভ করে তখন মানুষের মন আবার নূতন প্রশ্ন ও নূতন সমস্যায় আন্দোলিত হয়ে' উঠে।

বিজ্ঞান ক্রমশঃ নানা বস্তু আলোচনা করে' সৃষ্টির সীমাহীন বৈচিত্র্য দেখে' বিস্মিত হয়ে' গেল। অথচ জড়ত্বের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে' সৃষ্টির কোন কূল-কিনারা পাওয়া গেল না। তখন মানুষের মনে নানা প্রশ্ন উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যতই জ্ঞান বাড়্‌তে লাগ্‌ল তত অজ্ঞানও বাড়্‌তে লাগ্'ল। মানুষ বুঝ্‌তে পার্'ল যে সে কত কম জানে; কত কম ব্যাপার তা'র ইন্দ্রিয়ের ও মনের আয়ত্তে এসেছে। ক্রমশঃ জড়ত্বের আবরণের ভিতর দিয়ে কল্পনায় সে অজড় ও অমরের রূপস্বপ্ন দেখ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।

রম্যবাদীযুগের বিশ্বাত্মবোধ কোন গভীর বস্তুবোধের ভিতর দিয়ে জাগ্রত হয়নি। গ্যেটের প্যান্থিজমের মূলে যে তত্ত্ব আছে তা' জর্ম্মান দার্শনিকদের মতবাদের ও ন্যায়শাস্ত্রের খাতিরে জাগ্রত হয়েছিল। অন্যান্য কবিদের কারও তেমন খাঁটি বিশ্বাত্মবোধ হয়নি; যা' হয়েছিল তা' ইন্দ্রিয়জ, তা' অনেকটা মানসিক বিলাসিতা ও পরিবর্ত্তনস্পৃহা হ'তে জন্মে—কোন গভীর অধ্যাত্মপ্রয়োজনে তা' অঙ্কুরিত হয়নি। জার্ম্মান দার্শনিক ফিক্‌টের সময় হ'তে সৃষ্টিকে *Geist* বা স্পিরিট্‌ বলে' কল্পনা করা জর্ম্মণ ভাবুকদের সহজসাধ্য হয়েছে। ফিক্‌টের দর্শনে সমসাময়িক প্রচলিত সমস্ত মতবাদকে জড়িয়ে ঐক্য দেওয়ার একটা চেষ্টা আছে। কিন্তু বল্‌তে হ'বে এ সমস্ত মতামত ন্যায়শাস্ত্রকে শিরোধার্য্য করে' অগ্রসর হয়েছে,

জীবনকে অনুসরণ করে' এ সব ওয়ালি; এ সবের উপদেশ ঘাড়ে করেই জীবন অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করেছে। ফিক্‌টের *Wissenschflslehre* কোন গভীর অধ্যাত্ম-বোধের ইতিহাস নয়—তা' তর্কশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের আনুকূল্যেই সৃষ্ট হয়েছে। ফিক্‌টে বলেন:—আমরা বিশ্বপ্রকৃতির ফল বা বিকাশ, আমাদের মধ্যে সৃষ্টির বিশ্ব-নিয়ম জাগ্রত হয়ে' চিন্তাপন্থায় সৃষ্টি করছে; এ জন্যই বলতে হয় যে সৃষ্টি একটা আধ্যাত্ম ও মানস ব্যাপার আর কিছু নয়।*

গ্যেটের মন গভীরভাবে বিবর্ত্তনবাদে গঠিত হয়েছিল। রুশো ও বিশেষ-ভাবে গ্যেটের চিত্তকে আন্দোলিত করেছিল। তা'তে গ্যেটের মন পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার মাঝে একটা সমন্বয় কল্পনা করে। গোটে সৃষ্টিতে খণ্ডের মাঝে অখণ্ডের প্রাপ্তিকে বিবর্ত্তনবাদের জীবধর্ম্ম (organic) হিসাবে সত্যোপেত মনে করে' আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল। কোন লেখক বলেন; 'জীবন', প্রকৃতি' ও 'আর্ট' সম্বন্ধে "গোটের সমগ্র ধারণা, জীবধর্ম্মী কার্য্যকারণশৃঙ্খলার উপর নির্ভর; গ্যেটে অংশের ভিতর সমগ্রকে অনুসরণ করা, কবি ও ভাবুকের শ্রেষ্ঠতম শক্তি বলে' মনে করেছে। গোটের মতে কবি সহজ অন্তর্দৃষ্টিতে নিজের ভিতরে একটা অসীম জ্ঞানের বিকাশ দেখ্‌'তে পায়, যা'তে ভগবানের সহিত সমান-ধর্ম্মিত্বের ইঙ্গিত ও উপলব্ধি হ'য়। এই শক্তিই ফাউস্ট চেয়েছিল।*

ফিকটের প্রাণবাদ (Idealism) অপেক্ষা শেলিঙের তত্ত্বদর্শই কবিদের বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। ফিক্‌টে মনোজগতের অতীত আর একটা জগৎ

*"We are the creatures or products or revelations of universal nature; in us the universal law of nature thinks and comes to consciousness; *yes but for that very reason* nature *must* be 'Geist', spirit, mind and can be nothing else"
Fichte.

*"Goethe's entire view of nature, art and life rested on the organic or teleological conception; he too regarded the ability to see the whole in parts, the idea or form in the concrete reality as the poets' and thinkers' highest gift as an *apercu*, as a revelation of conscionsness that gives a man a hint of his likeness to God. It is this gift which Faust craves and Mephisto sneers at as *die hohe Intuition*." Thilly.

(extramental world) ধারণা করেছিল। সৃষ্টি যে ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিতর অনন্ত জ্ঞানের একটা পরিণাম এবং তা' যে কর্ত্তৃশক্তির (will) উদ্দীপনার জন্য একটা বাধারূপী উপলক্ষ্য, এই মত শেলিঙ গ্রহণ কর্ত্তে পারেনি। জড় জগৎ ও প্রাণজগৎ মূলতঃ যে একাত্মক তা' শেলিঙেই খুব সুস্পষ্ট হয়েছে, এ জন্য তা' কবিদের বিশ্বদেববাদের জন্য অনেক কাজে এসেছে। একই প্রাণশক্তি (creative energy) যে সর্ব্বত্র জলে স্থলে আত্মবিকাশ কচ্ছে এবং স্বতন্ত্র জীব বলে যে কা'রও অস্তিত্ব নেই, সে কালে যা'রা বিজ্ঞানসম্মত একত্ব খুঁজেছে তা'দের এ কথা বড়ই প্রাণস্পর্শী হয়েছিল। প্রাণ ও প্রকৃতির (spirit and nature) সমধর্ম্মিত্ব উরোপের ইতিহাসে বড়ই একটা মোহনীয় তথ্য, বিশেষতঃ তা' নব্য বিবর্ত্তনবাদের সঙ্গে অধ্যাত্ম সম্পর্কের একটা সহজ সংযোগ সম্ভব করেছিল। শেলিঙ দেখাতে চেষ্টা করে' একই প্রাণশক্তি ব্যক্তিচিত্তে, প্রাণীজগতে, জীবপ্রবাহে, রাসায়নিকের বিশ্লেষণে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে, মাধ্যাকর্ষণে কাজ কচ্ছে—সব কিছুতেই প্রাণ ও প্রজ্ঞা রয়েছে।*

বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের এ সমন্বয় চেষ্টায় রম্যবাদের উদ্দীপনা কল্পনামুখর হয়ে' উঠে এবং কবিরা তত্ত্বের দিক্ হইতে বিশ্বময় বিশ্বপ্রাণ প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে চেষ্টা করে। এ জন্যই কোন লেখক বলেছেন† প্রকৃতি যে শরীরী প্রাণ এবং প্রাণও যে অদৃশ্য প্রকৃতি, শেলিঙের এই মত রম্যতন্ত্রীদের কল্পনাকে চঞ্চল করে' তুলেছিল। তা'তে কবিরা প্রকৃতিকে প্রাণ ও চেতনা যুক্ত বলে'

* The ideal and the real, thought and being are identical in their root ; the same creative energy that reveals itself in selfconscious mind operates unconsciously in sense-perception in animal instinct, in organic growth, in chemical processes in crystallisation, in electrical phenomena and in gravity—there is life and reason in them all. 5 Schelling.

† "It was the thought of Schelling's that nature is visible spirit, spirit is visible nature that gave an impetus to the Romantic imagination and encouraged the new poets to endow the world with life and mind and to view it with a loving sympathy." *Thilly.*

কল্পনা করে' সক্ষম হয়েছিল এবং প্রকৃতিকে প্রীতি ও সহানুভূতির চোখে দেখ্‌তে চেষ্টা করেছিল।

এটাও এক রকমের বিশ্বদেববাদ বা প্যান্থিজম্‌,—শুধু বিজ্ঞানসম্মতভাবে জগৎকে জৈব প্রণালীতে গঠিত বলা হয়েছে মাত্র। অংশের মধ্যেই সমগ্রকে নিহিত কল্পনা করার ভিতরকার কথা হচ্ছে বিবর্তনবাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা। রসবাদের যুগ কোন রকমেই বিজ্ঞানের মতামতকে উপেক্ষা করে' চায়নি।

উরোপের সেকালের বিশ্বাত্মবোধ, জীবনের গভীর জটিলতা হ'তে উপলব্ধি হয়নি, তা' তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে এবং সমগ্র জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মূলে একটা সংহত ঐক্য দেওয়ার চেষ্টা ও প্রলোভন হ'তে হয়েছিল। কিন্তু একালের বিশ্বসম্পর্ক অনেক গভীর ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে' অনেক ব্যক্তিগত ও সামাজিক সাধনার ফলে উপলব্ধ হয়েছে। নানা বিভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত কবি ও ভাবুকের মাঝে তা' যে ভাবে দেখা যাচ্ছে তা'তে শুধু তরল উচ্ছ্বাসের উপর যে তা' নিহিত এ কথা বলা যায় না। এ জন্যই মিঃ সিমন্স্‌ মিতরলিঙ্কের রহস্যবাদের উল্লেখ করে' যা বলেছে তা এ যুগের নানা দেশের শ্রেষ্ঠতম কলাপ্রেমিকের জীবনধর্ম্মের গভীর সম্পর্ককেও প্রস্ফুট করেছে। তিনি বলেন মিতরলিঙ্ক যে পুরাণ তত্ত্বের নূতন উদ্গাতারূপে দেখা দিয়েছে তা' অনেককাল নিঃশব্দে ছিল; বিজ্ঞানের দৈন্য ও প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের রিক্ততায় তা'র মূল্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধ হওয়ার পরেই আজ তার আদর দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে*।

যা'কে ডিক্যাডান্ট্‌ আর্ট বলা হয় তারই অনুক্রমে উরোপের জীবনে ও সাহিত্যে একটা নূতন অধ্যাত্ম সম্পর্ক এসেছে। চূড়ান্তরূপে ভাব ও বস্তু বিশ্লেষণে মন যখন ক্লান্ত হয়ে' পড়েছিল তখনই একটা নূতন জগতের

* This old Gospel, of which Maeterlinck is the new voice has been quietly waiting until certain bankruptcies, *the bankruptcy of science, of the Positive philosophies*, should allow it *full credit* A. Symons.

সন্ধান পেয়ে মন বলিষ্ঠ ও সাহিত্য পুষ্ট হয়ে' উঠে। এ'রূপেই অন্তরতর অরূপের ও গভীরতর অধ্যাত্মজীবনের সহিত রূপসম্পর্কের একটা নূতন ও সজীব চেষ্টার সূত্রপাত হয়। জড়বাদের জন্মতীর্থে যা' কিছু রহস্যরূপে ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত হয়ে' আছে, তা' রূপগ্রাহ্য করার চেষ্টাকে পরমার্থ করা এবং তা'র তুলনায় শুধু মানসিক ঘটনা ও অনুভূতির বিবৃতি বা জড়-জগতের বস্তুপুঞ্জকে ব্যাখ্যা করাকে সামান্য ও নগণ্য মনে করা—গূঢ় ও অবগুণ্ঠিত জীবনধারাকে নির্ম্মুক্ত করে' স্থূলত্বের প্রতি অবজ্ঞা জন্মান—এ সব অবনতি বা ডিক্যাড্যান্সের লক্ষণ বলেই মনে করা স্বাভাবিক।

এরূপে উরোপের কাব্যে, সাহিত্যে ও চিত্রে এক আশ্চর্য্য রসসন্ধান সুরু হয়েছে।. রূপরস ও আকারকে সামান্য মনে করাও উরোপের পক্ষে সম্প্রতি সম্ভব হয়েছে। বাইরের সংসারের ঘটনার মূল্য কমে' গেছে, বিজ্ঞানের বন্ধনকে বঞ্চনা মনে হয়েছে; এবং অতলস্পর্শী জীবনের অন্তস্তলে জাগ্রত গভীর রহস্যরসের দ্বার উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হুইস্‌মাঁর* আর্টে এ যুগের সাহিত্য, কলা ও জীবনের সমগ্র সুরবন্ধন ও মূর্চ্ছনা লক্ষ্য করা যায়। হুইসমাঁ নিজের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের † ভূমিকায় লিখেছিলেন; "আমি যা' দেখ্‌ছি, ভাব্‌ছি এবং যা' অনুভব করেছি তাই লিখ্‌ছি, যতটা ভাল করে' পারি ততটাই আমি লিখি এই হচ্ছে আমার মত।" এ'র চেয়ে চূড়ান্ত বস্তুবাদের নমুনা পাওয়া দুষ্কর। বইখানির বিক্রী বন্ধ করা হয়েছিল। ক্রমশঃ ডিক্যাডাণ্ট্ আদর্শের চরমগীতা, যা'কে '*Breviary of decadence*' বলা হয়—'ভুল পথে' ‡ উপন্যাস খানি রচনা করে' ডিক্যাডাণ্ট শাস্ত্রের সমগ্র রস সঞ্চারের কল্পনা জমাট্ করে' হুইসমাঁ হয়ত নিজকে ও সমাজকে পরীক্ষা করে। 'A Rebours' এর নায়ক স্বেচ্ছায় আত্মসংগ্রহ করে' একাকিত্বের নির্জ্জনতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। পুঞ্জীভূত ডিকাড্যাণ্ট চিত্র, কাব্য

* Huysmans. † Marthe : histoire d'une fille. ‡ A Rebours.

ও সঙ্গীতের ভাবমদিরায় নিমজ্জিত হয়ে' নায়ক আত্মতৃপ্তির উপায় খুঁজে। সমাজ, রসসঞ্চয়ের দিক হ'তে যা' চেয়েছে, তা' সংগ্রহ করে' ও দেখা গেল আত্মতৃপ্তির পথ সুগম হয়নি। উপন্যাস খানিতে নায়কের আধুনিক কাব্য ও চিত্র সংগ্রহ, এ যুগের রসার্থীর লোভনীয় ছিল। টেনিসনের 'আর্টের প্রাসাদ', কালিদাসের অলকা বা মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার পুরী কল্পনায় উজ্জ্বল, কিন্তু তা'তে একটা জীবন্ত সম্পর্কের উষ্ণ শোণিতস্পর্শ নেই। স্নায়ুর পক্ষে আধুনিক চিত্র ও কাব্য প্রভৃতিতে যা' কিছু উত্তেজক পাওয়া যায়, তার ভিতর নায়ক Des Esseintes নিজের নীড় রচনা করে। বোদালেয়ায়ের * কাব্য, ফ্লোবেয়ারের † 'সেন্ট এন্টনীর প্রলোভন' গঁকুর্ত্তদের ‡ লাফোস্তাঁ, ভেয়ারলেইন ও ম্যালার্মের কাব্য, ওস্তাভ্‌ মরো, লুইকঁ। ও র‍্যাদঁর বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত কয়েকটা ছবি প্রভৃতিতে নায়কের প্রাসাদ পূর্ণ করা হয়। আলোক, বর্ণ, গন্ধ সব কিছুই কল্পনার অস্বাভাবিক ও অপূর্ব্ব সংগ্রহে পূর্ণ ছিল। এরূপে নায়কের গৃহ এ যুগের ইন্দ্রপুরীর সৌন্দর্য্যে আপ্লুত করে' হুইসমাঁ নিরস্ত হয়েছে। আধুনিক ডিকাডাণ্ট আর্ট আত্মতৃপ্তির জন্য কল্পনায় যা' কিছু সৃষ্টি করেছে, সব কিছুতেই আচ্ছন্ন ও মজ্জিত হয়ে' উপন্যাসের নায়ক তৃপ্তি খুঁজেছিল কিন্তু তা'তে মনের রোগ যায়নি। এ উপন্যাস উরোপেরই আর্ট ও জীবনের একটা বিশেষ অবস্থার ছবি। হুস্‌মাঁ, ডিকাড্যাণ্ট্‌ আর্টের একটা চরম ছবি এঁকে দেখাতে চেষ্টা করেছে যে তৃপ্তি এখানে নেই—আর ও সামনে যেতে হবে—নূতন পথের পথিক হ'তে হ'বে। কোন লেখক উপন্যাসখানি সম্বন্ধে বলেন; 'সমসাময়িক সাহিত্যে বইখানির একটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠা আছে কারণ এ'তে প্রতিভার একটা পরিপূর্ণ চিত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অধ্যাত্ম যুগের ও যে চরম কথা বলা হয়েছে, তা' সহজেই ধরা পড়ে §।

এ অবস্থা অতিক্রম করে' উরোপের আর্টকে অগ্রসর হ'তে হ'ল। ক্রমশঃ স্নায়ুর উত্তেজক মানসিক খাদ্য ছেড়ে' জীবনের গভীরতর রহস্যপথে

* Baudelaire. † Flaubert. Goncourts. ‡ Moreav. Luyken. Redon.

§ 'It has a place of its own in the literature of the day for it sums up not only a talent but a spiritual epoch.'

অগ্রসর হ'তে হল। 'লা-বা' * রচিত হল। অধ্যাত্মপথে আত্মার সহজ অনুধ্যানকে অনুসরণ না করে' অলীক, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক মধ্যযুগ সুলভ ম্যাজিক ও সম্মোহন কলার দিকে ও একবার অগ্রসর হ'তে হল। অতিপ্রাকৃত ভোজের রাজ্যে যা' কিছু ইতর ও সয়তানী ব্যপার আছে তা'র ভিতর ও যাতায়াত করে' অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কর্ত্তে হ'ল। বইখানিকে এজন্য সয়তানী ও ব্লাক্‌ম্যাজিকের অদ্ভুত নমুনার প্রতিভূ বলা হয়েছে।

সে যা'ক্, 'লা-বাতে' যা' দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা'কে একটি গভীর ও দূরগামী ভাবরাগিণীর সূচনা বল্‌তে হয়! উরোপ ও আমেরিকাকে এ ভাব, ক্রমশঃ বিচিত্র সম্পদ্ দিয়েছে। 'লা'-বা'তে হুইসমাঁ যা' আবিষ্কার করেছিল উরোপের আধুনিক ইতিহাসে তা' একটা প্রধান ব্যাপার। সে হচ্ছে, শুধু বাইরের ঘটনা এবং মিতরলিক্ষ যা'কে বলেছে 'মনের উপরকার স্তর'—তা' শুধু পুঙ্খপুঙ্খানুরূপে বিশ্লেষণ কর্‌লে হবেনা; গোতিয়ের মতই হোক বা গঁকুর্ত্তদের মত নূতনত্ব ও অদ্ভুতত্বকে—'*inedit*' উপস্থাপিত করেই হোক্, সে উপায়ে জীবনের অনেক কথা সাম্‌নে আন্‌তে পারে না। কাজেই আর একটা পথে চল্‌তে হ'বে—সেটা হচ্ছে পারমার্থিক স্বভাববাদের (*spiritual naturalism*)পথ। যে পথে পরমার্থ জগৎই অনুভবের ও ধারণার বিষয় হয়ে' স্বভাবের (Nature) স্থান অধিকার করেছে সে অবস্থায় কাব্যে তা'কে স্থান দিতে হ'লে তা' পারমার্থিক স্বভাবই হয়ে' পড়্‌বে। হুইসমাঁ বলেন; "কাগজ পত্রের যথার্থতা ও নিখুঁত সত্য বজায় রাখা উচিত, বস্তুবাদের স্নায়ুসঞ্চারী সুকুমার ভাষাও ঠিক রাখা ভাল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মার গভীর উৎস খনন করাও তেমনি ভাবে প্রয়োজন.তা' স্বীকার কর্ত্তে হয়। যা' রহস্যজনক তা'কে শুধু মানসিক রোগের কাণ্ড মনে করে' উড়িয়ে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। Zola যে পথে গেছে সে পথে ও যেতে হ'বে সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি পথ সমান্তরাল ভাবে হাওয়ার মাঝে রচনা কর্ত্তে হ'বে। ভিতরকার অন্তরতম ব্যাপার এবং

* 'La Bas.'

অধ্যাত্মলোকের ভিত্তিকেও খুঁড়ে ভিতর বের করতে হ'বে—এক কথায় পারমার্থিক স্বভাববাদের পথ খুলতে হ'বে" *। 'লা-বা'তে হুইসমাঁ প্রথম Zolaর বন্ধন হ'তে মুক্ত হয় এবং জীবন যে শুধু বাইরের ঘটনায় নিবদ্ধ নয়, অন্তর্জগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ বলে যে একটা ব্যাপার আছে তা' সাহিত্যের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে' হুইসমাঁ অগ্রসর হয়।

বলা দরকার অসম্বন্ধ ও অসংলগ্ন রহস্য-বাদ, যা'কে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বলা যায় তা' অধ্যাত্মজীবনসম্বন্ধকে সুস্পষ্ট করে না ভুল-কাই করে, অথচ দু'টি বিষয়ই অনেকটা অদৃশ্য জগৎ সম্বন্ধে বলে' কতকটা সংযুক্ত। কাজেই অসাধারণ ও অস্বাভাবিককে খুঁজে 'লা-বা'র ভিতর দিয়ে অপরূপ অধ্যাত্মলোকের সন্ধান পাওয়া গেল। ক্রমশঃ 'অঁারুৎ' † রচনা করে' হুইসমাঁ জীবনের গভীরতম স্তরে এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সাহিত্যকেও এক নূতন অমরলোকের সন্ধানে দীক্ষিত করে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস অনেক কাল হ'তে চলে' এসেছে। স্তাঁদালের ‡ 'লাল ও কাল' হচ্ছে তা'র একটা প্রধান নমুনা। কিন্তু আত্মবিশ্লেষণে অগ্রসর হলে মনের স্তরকেও ক্রমশঃ অতিক্রম করে' যেতে হয় এবং গভীর আধ্যাত্মলোকের সম্মুখীন হ'তে হয়। হুইসমাঁর উপন্যাসে তা'ই হয়েছে।

হুইসমাঁর 'অঁারুৎ' গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সংস্কারের বাইরের আবরণকে যে এতটা লঘু ও স্বচ্ছ করা যায়, তা ইউরোপে হুইসমাঁই 'অঁারুৎ' বইখানিতে দেখিয়েছে। মিঃ সিমন্‌স্ বলেন; 'মনস্তত্ত্বের ইতিহাসকে যে আত্মার

* "It Is essential to preserve the veracity of the document, precision of detail, the fibrous and nervous language of Realism ; but it is equally essential to became *well-diggers of the soul* and not to attempt to explain what is mysterious by mental maladies......It is essential in a word to follow the great road so deeply dug out by Zola, but it is also necessary to trace a parallel pathway in the air and to grapple with *the within and after, to create in a word a Spiritual Naturalism.*"

† En Route. ‡ Stendahl's Le Rouge et le Noir.

অন্তরতম অন্ধকার গুহার ভিতর পর্য্যন্ত প্রসারিত করা যায়—যেখানে জাগ্রত জীবনের উজ্জ্বল প্রাচীর-পর্য্যায় ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে' আসে—এ আবিষ্কার হুইসমাঁর 'অাঁরুৎ' লিখার আগে কোন ঔপন্যাসিক কর্ত্তে পারেনি'। * উরোপের সাহিত্যে কেবল এই একটি মাত্র উপন্যাস সম্বন্ধে বলা হয়ে' থাকে যে তা' শুধু আমোদ লক্ষ্য করে' রচিত হয়নি।

হুইসমাঁর আবিষ্কৃত পথে সে যে শুধু নিজে গেছে তা' নয়, উরোপ ও গেছে ও যাচ্ছে। সে জন্য ভাবকে মার্জ্জিত ও ভাষাকে নূতন যাত্রার উপযোগী অলঙ্করণে ভূষিত করার চেষ্টা হয়েছে। অধ্যাত্মজগতে বিচরণ কর্ত্তে হ'লে বস্তুবাদের ভাষায় কাজ চলে না। তখন আদিকাল হ'তে মিষ্টিকেরা ও সাধকেরা যা' ব্যবহার করে' এসেছে তা' গ্রহণ কর্ত্তে হয়। সে জন্যই সিম্বল, রূপক ও সঙ্কেতের প্রয়োজন হয়ে' পড়েছে। গভীর তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা অনেকটা রূপকের ভিতর দিয়ে ছাড়া অন্য উপায়ে প্রকাশ করার যো' নেই। উরোপের সিম্বলিক আর্টের ভিতরকার মূল কথাও হচ্ছে তা'ই। হুইসমাঁর পরবর্ত্তী বই '*La Cathedrale*' এ তা'ই হয়েছে। সিম্বলের সাহায্যেই জগতের সমগ্র রহস্যসূত্রকে জটিল বৈচিত্র্যের মাঝে সুস্পষ্ট করা যায়; এজন্যই সাহিত্যে সিম্বলিজম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে' গেছে। এরূপে অধ্যাত্মজগতের ভিতর অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যসাহিত্যে রূপক একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

এ রূপে দেখা যায়, হুইসমাঁর জীবনে ও গ্রন্থাদিতে স্তরে স্তরে এ যুগের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও বেদনা, সন্ধান ও স্বপ্ন স্থান পেয়েছে—যা' এমনি সুস্পষ্টভাবে আর কোন উরোপীয় ভাবুকের সাহিত্যের মাঝে দেখ্‌তে পওয়া যায় না। উরোপের জীবন ও সাহিত্যে পারমার্থিক স্বভাববাদ বা *Spiritual naturalism*এর প্রশ্ন তুলে', হুইসমাঁ এক আশ্চর্য্য স্থান অধিকার করে' আছে। ভেয়ারলেইন এক জায়গায়

* 'But that psychology could be carried so far into the darkness of the soul, that the flaming walls of the world themselves faded to a glimmer was a discovery which had been made by no novelists before Huysmans wrote the *En Route*'

বলেছে "বাকচাতুর্য্যের গলা টিপে শেষ করে' দাও *। বাইরের শব্দচাতুর্য্য ও পারিপাট্যকে ছিন্ন করার উৎসাহ, ভিতরের রাজ্যকে উন্মুক্ত করার প্রেরণা হ'তে হয়। এমন কি ভেয়ারলেইন এবং অন্যান্য কবিরা বাইরের আকারকে বিস্ময়জনক ঐশ্বর্য্য ও পারিপাট্য দিয়েছিল—তা' হ'তে শেষ বিদায় গ্রহণ করার জন্য। শুধু ব্যাখ্যা ও বিবৃতির ভাষাকে চরমভাবে শাণিত করলে দেখতে পাওয়া যায় তা' কত সামান্য—অন্তরের গভীরতা প্রকাশের দিক হ'তে তা' কত দুর্ব্বল ও অপ্রচুর; এজন্য আখ্যান ও ব্যাখ্যা ছেড়ে' উদ্দীপনার সাহায্য নিতে হয়। কাজেই জীবনের অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে সঙ্কেত ও নিদর্শনের ভাষা দরকার হয়। এ জন্য কোন ভাবুক বলেছে; 'There is such a thing as perfecting form *that form may be annihilated.*' সত্য। ভাষার রূপকে বিনাশের জন্যই অনেক সময় তাকে পূর্ণ ও পরিণত করা হয়। উদ্দীপক ও নিদর্শনাত্মক সাহিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষা লেখকদের হাতে প্রচুর পরিমাণে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তা'তেই ভাষার সীমা ও অক্ষমতা কোথা তা' ধরা পড়েছে। ফরাসী দেশে কাব্যের ও উপন্যাসের ভাষাকে অনেক সময় লেখকের স্নায়বিক সম্পর্কের হিল্লোলের সহিত তাল রক্ষা করে' চল্‌তে হয়েছে একজনাই তা'কে স্নায়বিক ব্যাপারও বলা হয়েছে। ফ্লোবেয়ার ও গঁকুর্কের রচনা প্রণালী সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এসব লেখকেরা রচনাকে খুবই পরিস্ফুট করে' চেষ্টা করেছে, যা'তে আখ্যান বা বক্তব্যের দিক্ হ'তে এসব রচনার কোন অক্ষমতা না থাকে। তা'তে এঁরা বিশ্বের একটা দিক্‌কে চরমভাবে সুস্পষ্ট করেছে। রচনা প্রণালী এ কাজের জন্য যতদূর সম্ভব ক্ষমতা সংগ্রহ কর্তে পারে লেখকেরা তা' দেখিয়েছে। কোন লেখকের সনেটে ভাষা কৃতিত্বের দিক্ হ'তে চরম সীমায় উঠে কি করে' শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তা' কোন আলোচক উল্লেখ করেছেন †।

* 'Take eloquence and wring its neck.' Verlaine. 'Art Poetique.'

† 'The whole of that movement comes to a splendid funeral in Heredia's sonnets in which *the literature of form says its last word and dies.*' A. Symons

এরূপে নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে উরোপ অধ্যাত্ম অভিযানে অগ্রসর হয়েছে। এ পথে যে নূতন সাহিত্য রচিত হয়েছে, অতীন্দ্রিয় জগতের সঙ্গে সামাজিকতার জন্য যে নূতন সজ্জা ও সম্পদ সংগৃহীত হয়েছে—গ্যেটের সমসাময়িক তত্ত্বজ্ঞান ও বিশ্বপ্রাণানুভুতিমূলক সাহিত্য হ'তে তা' অনেক তফাতে। এ যুগের ভাবুকেরা অধ্যাত্ম জগৎকে দূর হ'তে প্রণাম করে' যে'তে প্রস্তুত নয়, সম্মুখীন হ'তেই ব্যাকুল হয়ে' পড়েছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। রহস্য দেখে' কেউ পাশ কাটিয়ে যেতে চায়নি রহস্যপথে চল্‌বার পাথেয় সংগ্রহ কর্ত্তেই ব্যস্ত হয়ে' পড়েছে। সাহিত্যকে এই মানসিক বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের অনুরূপ প্রাণধর্ম্মী করার চেষ্টা হয়েছে এবং তা'তে প্রাচীন দ্রষ্টাদের প্রণালী অনুসরণ করার চেষ্টাও হয়েছে। কবি ও চিত্রকরেরা পুরাতন ঋষি ও দ্রষ্টার তূণ হ'তে একটি নূতন সুতীক্ষ্ণ তীর ও সংগ্রহ কর্ত্তে চেষ্টা করেছে—তা' হচ্ছে সিম্বল। এসব দেখে' শুনেই আলোচকেরা বলেছে "It is all an attempt to spiritualise Literature"! মর্ম্ম এ হচ্ছে ভাষাকে সূক্ষ্মশরীর দেওয়ার চেষ্টা!

আশ্চর্য্যের বিষয় বিজ্ঞানযুগের চরম পরিণতির মাঝে, বিশ্লেষণের বিপুল সমারোহের ভিতর গণতন্ত্রতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মুক্ত রৌদ্রে, চারিদিক্ হ'তে উরোপ ও আমেরিকায় এই অন্তর্মুখীন অধ্যাত্ম জগৎকে রূপগ্রাহী কর্ত্তে, আর্ট ব্যাকুল হয়ে' উঠেছে। এই অপরিসীম ও অন্তর্গূঢ় অজানার নেপথ্যনিহিত তপোবনকে আজ সাম্রাজ্যের গৌরবে অভিষিক্ত করার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে' পড়েছে। ভাবুকেরা তা'ই আত্মার আলোকে এই রহস্যের সন্ধানে ব্যগ্র হয়েছে এবং অসীম অজানার অপরূপ রূপকে প্রতিফলিত কর্ত্তে উদ্‌গ্রীব হয়েছে।

অন্যরকমের বিরূপ আবহাওয়ার মাঝে ওয়াল্ট হুইটম্যান্‌ও এই রহস্যের ইঙ্গিত পেয়েছে।

'To me every hour of the light and dark is a miracle
Every inch of space is a miracle,
All these to me are unspeakable miracles!'

রহস্যের যুগে রহস্যের সংখ্যা সামান্যই ছিল এ যুগে নূতন সম্পর্কে দেখা হচ্ছে বলে' সবই রহস্য হয়ে' পড়েছে। আত্মজ্ঞানের যে সীমায় পেলে অসীমকে প্রতি কর্মপ্রবাহের ভিতর অনুভব দেখতে পাওয়া যায়, সে সীমায় বৈজ্ঞানিক যুগের ভাবুকতা পৌঁছয়েছে দেখে', বিস্মিত হ'তে হয়। যা' কোথাও গিয়ে থামে না, কোথাও গিয়ে কূল পায় না, হুইটম্যান, প্রশান্ত সমুদ্রের তীরবাসীদের পক্ষ হ'তে সহযাত্রীরূপে সে অসীমের খেয়াপথে যাবার চেষ্টা করেছে।

'This day before dawn I ascended a hill and
looked at the crowded heaven
And I said to my spirit when we became the enfolders
Of those orbs and the pleasure and knowledge
Of everything in them, shall we be filled and
satisfied then ?
And my spirit said—No, we but level that lift
to pass and continue beyond.' Song of myself.

উরোপের এই অধ্যাত্ম ও অরূপলোকের দিকে অভিযানের প্রসঙ্গে মিতরলিঙ্কের নাম উল্লেখ কর্ত্তে হয়। মিতরলিঙ্কের ভিতর এ যুগের প্রায় সমস্ত কল্পনা ও বেদনা স্থান পেয়েছে : বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি ও মিতরলিঙ্কের প্রিয় বস্তু। মিতরলিঙ্ককে সেকেলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা শুধু খেয়ালী ও পাগল বলার ও যো' নেই। মিতরলিঙ্কের ভাষায় ও, ফরাসী আলোচকেরা যা'কে '*necrose*' বলে, তা' নেই; লিখার ভঙ্গিতে ও মেজাজে কোন মাতলামী বা '*recherche*' নেই। অথচ উরোপের অধ্যাত্ম আর্টে মিতরলিঙ্কের আসন অতি উচ্চে। মিতরলিঙ্কের মিষ্টিসিজম্ জটিল না হ'লেও খুব গভীর। মিতরলিঙ্ক নিজের আর্টের লক্ষ্য ও স্বরূপের কথা নিজেই বলেছে। মিতরলিঙ্ক নিস্তব্ধতার উপাসক—নিঃশব্দতার মাঝেই

মিতরলিঙ্ক অরূপলোকের সন্ধান পেয়েছে। এক জায়গায় 'দৃষ্টিহীনের' কবি বলেছে * :—'নির্ম্মল জলে যেমন সোনার ওজন নেওয়া হয় তেমনি নিঃশব্দতাই আত্মার পরিমাণ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা জাগ্রত কর্ত্তে পারে; আমরা যা' উচ্চারণ করি, নিঃশব্দতায় স্নাত হয়ে' জন্মলাভ করলেই তা' সার্থক হয়ে' উঠে। আমরা যে কিছু জানিনে এ কথা জানবার জন্য আমাদের জানবার এত পিপাসা'!

মিতরলিঙ্ক নির্ভয়ে এই অধ্যাত্মলোকের দিকে গভীর ভাবে আত্মস্থ হয়ে' অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করেছে। পশ্চিমের পক্ষে সে পথের দূরগামী পথিক হওয়ার কতটা অধিকার হয়েছে, পৌরস্ত্য দেশে সে প্রশ্ন তোলা বৃথা—কারণ এ অধিকার সাধনার, জন্মের বা শোণিতের নয়। দুনিয়ার সব জায়গায় এ পথে যেতে হ'লে মাথা নত করে' যেতে হয়। উরোপে আর্টের পরিণতি যা'ই হো'ক্ না কেন, পশ্চিমের দুঃসাহস দেখে' ও তৃপ্তি হয়। মিতরলিঙ্ক আত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেন "একটি নিঃশ্বাসে ও তা' পাওয়া যায়, অথচ প্রবল ঝড়েও তা'কে অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের দেখ্‌তে হ'বে কি করে' তা' পাওয়া যায়—কারণ সব কিছুই ওখানে—ওখানেই আমরা বেঁচে আছি" †।

জীবন ও আর্টে মিষ্টিসিজম্ বা রহস্যবাদকে একটা সুসংযত প্রতিষ্ঠা দেওয়ার দিক্ থেকে মিতরলিঙ্ককে একটা উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। কেউ বলেন মিতরলিঙ্ক আধুনিক সকল মিষ্টিকদের চেয়ে গভীর ভাবে রহস্যবাদকে ও অধ্যাত্ম প্রশ্নকে অন্তর্গ্রহণ

* "Souls are weighed in silence as gold and silver are weighed in pure water and the words which we pronounce have no meaning except *through the silence* in which they are bathed. We seek to know that we may learn not to know." Maeterlinck.

* "Our soul does not judge as we judge ; it is a capricions and hidden thing. It can be reached by a breath and unconscious of a tempest. *Let us find out what reaches it ;* everything is there, for it is there we live" Ibid

করেছে; প্রায় সকলেই বলে উরোপে অধ্যাত্মবাদ প্রসারের পথ নিত্‌শেই বহুপরিমাণে খুলেছে †।

এ'রূপে দেখা যাচ্ছে উরোপের স্বভাববাদ ক্রমশঃ বস্তুকোষ ছেড়ে অধ্যাত্মপথে চল্‌তে সাহসী হয়েছে। হুইসমাঁ'র 'অধ্যাত্ম স্বভাববাদ' বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের জায়গায় এসে' পড়েছে; অধ্যাত্মরাজ্যকে উদ্‌ঘাটন ও প্রকাশ কর্ত্তে হ'লে যে রূপকের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তে হয়, তা'ও উপলব্ধি হয়েছে—তা'র চেষ্টাও হয়েছে। তা'তে যদি পরিপূর্ণ সফলতা না হয়ে' থাকে তবে তা' চর্চ্চার অভাবে, ব্যক্তিতান্ত্র্যের অবশ্যম্ভাবী দুর্ব্বলতায় হয়েছে, ইচ্ছার অভাবে নয়।

এরূপে কাব্যে ও চিত্রে আধুনিকেরা বিশেষ চেষ্টা করে' নূতন জীবনের অভিজ্ঞতার জন্য যে পুরীর অন্তরালে নিভৃত প্রবেশোদ্যম করেছে—সে পুরী যে মানবের নেহাৎ অজানা ব্যাপার ছিল তা'ও নয়। ইতিহাসে কখনও বা তা' অজ্ঞাত এবং কখনও বা অবজ্ঞাত ছিল—কখনও বা একান্ত পরিচিতও ছিল।

কিন্তু পাওয়ার 'অধিকার' জগতে ক্রমশঃ বাড়ে—নানা ব্যর্থতা ও অবহেলা গূঢ়ভাবে চিত্তকে অধ্যাত্মসম্পর্কের জন্য গোপনে ঐশ্বর্য্যবান্ করে। প্রেমের ভিতর দিয়ে যা' পেতে হয়,—সৌন্দর্য্যের ললিত সাধনা যা'র স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে—তা' প্রেমতত্ত্বের বিচিত্র বৈপরীত্যের মাঝে জাগ্রত হয়; এই বৈপরীত্যও দূরত্বই একালে, তা'কে কাছে নিয়ে এসেছে। যা'রা অধ্যাত্মলোককে করতলগত মনে করে' স্ফীত হচ্ছে, দেখা যা'বে তা'দের কোন সম্পর্কেই হয়ত তা' নেই, আর যা'রা অভাবের অগ্নিদাহের ভিতর এমন কি অধ্যাত্মবিরহের মাঝে যন্ত্রনায় অধীর হচ্ছে,—তা'দের ভিতর অজস্র লীলায় তা' দীপ্যমান হয়ে' উঠ্‌ছে। সত্যভাবে পেতে হ'লেও হারাণ দরকার—যা'কে হারাণ গেছে মনে হয় তা'কে প্রতি মুহূর্ত্তেই পাওয়া যায়।

কাব্য ও আর্টে, গভীর অধ্যাত্ম জগতের স্পর্শ অনেকবার ইতিহাসে পাওয়া

† "He has helped to open a new era in the thought of Europe, *the period of soul-development.*" M. Clark.

গেছে। জ্ঞানের বা নীতির আকর্ষণের ভিতর দিয়ে যা'রা সে পথে গেছে তা'দের আলোচনা কাব্য ও শিল্পালোচকের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন—কিন্তু যেখানে সে সম্পর্কের মূল প্রলোভন সৌন্দর্য্যজ্ঞান, যেখানে তা' গভীর ও ভারাক্রান্ত ভাবস্রোতে উদ্বেলিত হয়েছে, শুধু তর্ক ও জ্ঞানের প্রয়োজনে নয়—অর্থাৎ তা' যেখানে খাঁটিভাবে জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে' গেছে, সেখানে তা' আলোচকের লোভনীয় হয়ে' পড়ে।

জগতের ইতিহাসের বিচিত্রতার ভিতর অনেক সময় যে ক্রমিক গতি লক্ষ্য করা যায়, তা' ছেড়ে' ও ভেঙে অনেক চিত্ত এ পথে যাতায়াত করেছে। অনেকে বিদ্যাসুন্দরের মত গোপনে চিত্তের সুরঙ্গ কেটে' সে পুরীর খবর নিয়েছে; উরোপীয়ের ভাষায় তা'রা আত্মার গভীর কূপ খনন করেছে বলা হয় —'*Well-diggers of the soul*'. সংসারে নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন অনেকবার হয়েছে—তা'তে ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় জগতের দ্বিত্বকে নানা ভাবে দূর করার বা এক করার চেষ্টা হয়েছে, নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। নানা শাস্ত্র ও নিয়মবিধি পুঞ্জীভূত হয়েছে। তা'তে মানুষের জীবনে এই অধ্যাত্মসম্পর্ক যে কি বিচিত্রভাবে আন্দোলিত হয়েছে তা' দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এ রকমের ঘটনার প্রস্তরস্তূপের মাঝে অন্তঃসারী জলধারার মত, কোন কোন চিত্তোৎস হ'তে স্নিগ্ধ ভাব-প্রপাত উৎসারিত হয়েছে; তা' স্থান ও কাল অতিক্রম করে' চিরকাল বিশ্বের আনন্দ বিধান করে' এসেছে।

যা'রা বিজ্ঞতার বোঝা নিয়ে এসেছে তা'দের বাক্যাড়ম্বর কেউ শোনেনি, কিন্তু যা'রা চিত্তোদ্‌ঘাটন করেছে তা'রা কাব্যে চিরস্মরণীয় হয়ে' গেছে। ভাবুকেরা নানাভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়েছে, তা'তে দেখ্‌'তে পাওয়া যায়, নানা যুগে ও দেশে গভীর ও অজ্ঞাত রহস্য লোকের সহিত সম্পর্ক, নানা ভাব ও রস সৃজন করে' এসেছে। কোথাও এ সম্পর্ক ও সামাজিকতা অমার্জ্জিত ও স্থূল এবং কোথাও বা তা' অতি পেলব, অতি সূক্ষ্ম ও সুকুমার। কোথাও তা' বিপুল সাহসিকতায় অধ্যাত্ম রাজ্যের প্রাচীর বেষ্টনীকে অভ্রের ন্যায় স্বচ্ছ করে' তুলেছে এবং কোথাও

বা কোন চরিত্র ভাবুক দূর হ'তে তার ইঙ্গিত পেয়ে' ভীত ও চকিত হয়ে' ফিরে' এসেছে। এ সম্পর্ক নানা কালে বিচিত্র হয়ে' এসেছে ; এ জন্য এ কালের ইতিহাসে যে বিশেষ রসসম্পর্ক আছে তা' পূর্ববর্ত্তী সাহিত্যে পাওয়া যায় না। অধ্যাত্মসাহিত্যের এই আত্মপরিচয় গুলিতে—যা'কে ইংরাজিতে *Confessions* বলা যেতে পারে—এই অধ্যাত্ম অভিমানের হিল্লোলিত গীতি দেখ্তে পাওয়া যায়, এবং সে জন্য সে সব জনগ্রাহী ও হয়ে' এসেছে।

উরোপের ইতিহাসে যে সব আত্মপরিচয়মূলক গ্রন্থ আছে তা'র ভিতর অধ্যাত্ম সম্পর্কে সেইণ্ট অগাষ্টিনের আত্ম-পরিচয়কে উচ্চ স্থান দিতে হয়। এ পরিচয়ের বিশেষত্ব হচ্ছে যে তা' ভগবানকে লক্ষ্য করেই উদ্ঘাটিত হয়েছে ; ভাবুক কোন সঙ্কোচ ও দ্বিধা না করে' নিজের অধ্যাত্ম জীবনসমস্যাকে সুকুমার বাক্যজালে গ্রথিত করেছে। দেখ্তে পাওয়া যায়, এরূপ অপরূপ অধ্যাত্মসম্পর্কে ভাষা ও রূপান্তরিত হয়ে' এক অপরূপ রূপ লাভ করে' এবং প্রচলিত অর্থ ও উপচারকে অতিক্রম করে' সহজে অগ্রসর হয়।

উরোপের সাহিত্যে রুশোর আত্মপরিচয়, সুপরিচিত। তা'তে রুশো দুনিয়ার কাছে নিজের যত রকমের কৈফিয়ৎ আছে, সব দিতে চেষ্টা করেছে। তা' এক রকম আত্মার ভীরুতা হ'তে জন্মলাভ করেছে বল্‌তে হয়*। সেলিনির †আত্ম-চরিতও সুপরিচিত, তা' নিজের জয়কার ও প্রশংসা-দুন্দুভিতে নিনাদিত ! দুনিয়াকে নিজের ভিতরকার আত্ম-প্রীতি ও আত্ম-প্রশংসা না জানিয়ে যেন সেলিনির তৃপ্তি হয়নি। ক্যাশানোভার (Casanova) আত্ম-জীবনীর ভিতর এরূপ কোন বাহুল্য না থাক্‌লেও দুনিয়ার সব রকমের ঘটাতে তা' পুরোৎপাড় হয়েছে—তা'র বাইরে ক্যাশানোভা যায়নি।

কিন্তু সেণ্ট অগাষ্টিনের আত্ম-পরিচয় অন্য রকমের ব্যাপার। তা' অধ্যয়ন

* "His anxiety was to explain, not to justify himself, was after all a kind of cowardice before his own conscience." † Benvenuto Cellini

কর্ত্তে সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে’ আসে ; দুর্ব্বলতার যে মুক্ত বিবৃতি তা’তে আছে তা’ও একটা গভীর অধ্যাত্ম আবহাওয়ার সংস্পর্শে দুনিয়ার সমস্ত পাশ কেটে’ একটা উচ্চলোকসংস্পর্শে পবিত্র হয়ে’ গেছে মনে হয়। এমন আর্ট—উচ্চতর গভীর জীবনইত’ তাই—সহজে পাওয়া যায় না। ধূলিকেও যা’ ভাবের ক্রোড়ে স্বর্ণ-রেণুতে পরিণত করে। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি—“আমাকে শুচিতা দাও কিন্তু এখনও নয়—আর একটু পরে”, “Give me chastity—but not yet”—স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের অমর বন্ধন! যা’রা দুনিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে—মাটির স্পর্শ, কাদা ও কণ্টক যা’দের গায়ে লাগে না—তা’দের দুনিয়াও ছেড়ে’ দেয়। কিন্তু পৃথিবীর শোণিত-প্রবাহের সহিত যা’রা হৃদ্‌পিণ্ডের যোগ ইচ্ছা করেই রেখেছে—তা’দের স্পর্শ, ও তা’দের বাণীতে একটা অপরূপ অপার্থিব টান আছে—যা’তে জগৎ উদ্বেলিত হয়ে’ তা’কে আপনার কর্ত্তে ছুটে। যীশুকে কণ্টকমুকুটে বিদ্ধ করেছে বলেই জনহৃদয়ে যীশু আনন্দে অভিষিক্ত হয়েছে। অরূপ ও রূপের এই বন্ধন ও অব্যাহত আকর্ষণের মূলেই বিশ্বের ভার-কেন্দ্র নিহিত এবং প্রাণবিন্দু সমাহিত আছে। সহজে এ অবস্থা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না—এরকমের প্রকাশের মূলে যে সাধনা থাকে তা’ অতি গভীর ও ব্যাপক। জীবনের যে স্তর হ’তে সেণ্ট অগাষ্টিনের সে প্রার্থনা সমীরিত হয়েছে তা’ লোকালয়কে ত্যাগ না কর্‌লেও, সে সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে’ গেছে। সেণ্ট্‌অগাষ্টিনের আত্মপরিচয়ের আর এক জায়গায় এই রকমেরই একটা ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায় ঃ—

> “প্রভু! তুমি আমাকে ‘জাগ জাগ বলে’ আমার ঘুম ভেঙেছে—কিন্তু আমি তন্দ্রাজড় মদিরতাও শুধু অৰ্দ্ধসুপ্তিতে স্বপ্নালস বিনয় করে’ বলে’ উঠেছি—আমি এখনি উঠ্‌ছি—আমি জাগ্‌ছি—প্রভু! আর একটু দাঁড়াও! আর একটু অপেক্ষা কর! এই ‘এখনি’ আর শীগ্‌গির ফুরাতে চাইল না, আর ‘একটু অপেক্ষার’ কালকেও দীর্ঘ না করে’ পারা গেল না! ভয় হ’ল পাছে তোমার করুণায় আমার দুনিয়ার সব পাশ কেটে’ যায়, কারণ আমি

দুনিয়ার ভালবাসাকে এখনও ছাড়তে পারিনি এবং তা' এত সহসা নির্বাপিত চাইনে" *।

অতি সাধারণ ও সামান্য ঘটনাকে ভাবস্রোতে মজ্জিত করে' সেণ্ট অগাষ্টিন অপরূপ রূপ দান করেছে ; এক জায়গায় সেণ্ট অগাষ্টিন বলেছে :—

"আমি যখন ভগবানকে ভালবাসি তখন রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ ও আলোকের ক্ষুদ্র পাত্রে আমি কিছু গ্রহণ কর্ত্তে পারিনে ; তখন আমার অন্তরালোক জ্যোতিঃ, ঝঙ্কার ও সুরভিতে পরিপূর্ণ হয়ে' উঠে এবং এমন কিছু আমার ভিতর স্বপ্রকাশ হয় যা' বিশ্বও ধারণ কর্ত্তে পারে না, নিঃশ্বাস বিকীরণ কর্ত্তে পারে না, আস্বাদ, ক্ষীণ কর্ত্তে পারে না, এবং ভোগ ও দূর কর্ত্তে পারে না। আমি যখন প্রভুকে ভালবাসি তখন এ সবই ভালবেসে' থাকি" †।

সহসা বন্ধন হ'তে চ্যুত ভীত হচ্ছে বলে' সেণ্ট অগাষ্টিন যে বাস্তবিক বন্ধনকে চেয়েছে তা নয়। মুক্তিকে সত্য ভাবে চেয়েছে বলেই বিদায় গ্রহণ কর্ত্তে পীড়িত হয়েছে, কারণ এ বিদায় সাময়িক নয়, চিরবিদায়। জীবনের অসার মুহূর্ত্তগুলি এ জন্যই মহার্ঘ হয়ে' উঠেছে, কারণ সে সবের ভিতর দিয়েই ত' ভগবানকে পাওয়া গেছে! এ জন্যই সে সব উজ্জ্বল ও অমর হয়ে' গেছে। ইন্দ্রিয়ের দিকে ব্যাকুল আকর্ষণ দেখে' যারা সেণ্ট অগাষ্টিনের ইন্দ্রিয়-বিমুখীনতা উপলব্ধি কর্ত্তে পারে না তা'রা ইন্দ্রিয়জগতের সীমান্ত হ'তে এ সাধুটি যে কত দূরে তা'

* "There is nothing in me to answer thy call "Awake thou sleeper" but only drawling drowsy words "Presently, yet presently ; wait a little' But the 'presently' had no present and the little while grew long for I was afraid thou wouldst hear me too soon and heal me at once of my disease of lust which I wished to satiate rather than to see extinguished" Confessions.

† "I love a kind of light, melody, and fragrance, and meat and embracement of my inner man ; where there shineth unto my soul what space cannot contain and there soundeth what time beareth not away, and there smelleth what breathing disperseth not and there tasteth what eating dininisheth not and there clingeth what satiety divorceth not. This is what I love when I love my God." Confessions.

তাঁ'র সঙ্গীত সম্বন্ধে ভীতি হ'তে হয়ত বুঝ্তে পার্বে। পাছে সঙ্গীতের ঝঙ্কার ইন্দ্রিয়কে লুব্ধ করে' বিধাতার বাণীকে গানের মাঝে অস্পষ্ট করে, এ সাধুর তা'তে এরকমের কত ভয়*! এ'ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সম্পর্ককেও কত জটিল ও অস্বচ্ছ প্রাচীররূপে কল্পনা করে' সাধু শিহরিত হয়েছে।

ব্লেকের অধ্যাত্ম সম্পর্কও আলোচিত হয়েছে। সে সম্পর্ক, অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যভাবে কাব্য ও চিত্রে এই আন্তর বার্ত্তাকে প্রস্ফুট করেছে। কিন্তু তা'তে, অধ্যাত্মলোকে সেণ্ট অগাষ্টিনের সহজ অধিকার ও স্বচ্ছন্দ বিহারের সরসতা নেই। ব্লেক যেন কোন আকস্মিক অন্তর্জগতের ঝটিকায় জলমগ্ন হয়ে' এক অপরিচিত পুরীতে প্রবেশ করেছে মনে হয়। সে জায়গা সে দেখ্তে পেয়েছে বটে কিন্তু সে সহজ ভাবে কিছু আয়ত্ত ও প্রকাশ কর্ত্তে পারেনি। তা' যেন ব্লেকের পক্ষে স্বপ্নপুরী। তা' প্রকাশ কর্ত্তে ভাষা ওলট্ পালট্ হয়ে' গেছে, সকল রকম কল্পনা জল্পনা জড়িয়ে সব যেন অদ্ভুতভাবে প্রকাশ কর্ত্তে হয়েছে। ব্লেকের কাব্যে এ জন্য সৃষ্টির সহিত রসসম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি মনে হয়। খ্রীষ্ট, মেরীকে যা' বলেছিল সে আশ্চর্য্য কথাগুলি, সংসারকে লক্ষ্য করে' ব্লেক্‌কে প্রয়োগ কর্ত্তে দেখা যায়— "What have to do with thee ?" মর্ম্ম। তোমাকে আমার কি দরকার? এ জন্যই মিঃ চেষ্টারটন্ বলেছেন:—"Blake was specially the poet of anti-nature !" এজন্য ব্লেককে বিরূপ রূপের প্রেমিক বল্তে হয়। উপরোক্ত লেখক বলেন, ব্লেক যা' বলে অনেক সময় তা' বিপরীত ভা'বে বুঝ্তে হয়।†

পশ্চিমকে ছেড়ে' অধ্যাত্ম সম্পর্কে পূর্ব্বাঞ্চলের কাব্য আলোচনা কর্ত্তে

* "Those melodies which thy words breathe soul into when sung *with a sweet and attuned voice* may move *more with the voice than with the words sung.*" Confessions

† "Mr. Henry James wants to split hairs ; Browning wants to tear them up by the roots. But in Blake the enigma is at once plainer and more perplexing. it is simply this that if Blake says "hairs" he may not mean hairs but something else, perhaps peacock's feathers" Chesterton. G. K.

একটু ইতস্ততঃ কর্ত্তে হয়। অধ্যাত্মপথ এদেশে বেশী জটিল বলে' নয়—তা' সংসারের প্রায় সমস্ত সম্পর্ক ও বন্ধনকে আচ্ছন্ন করে' আছে বলে।

উপনিষদকারদের বাণীতে এই অধ্যাত্মলোকের কিরূপ বার্ত্তা ও চিত্র পাওয়া গেছে তা' মনে আসে :—

> ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। মুণ্ডকোপনিষদ্।

মর্ম্ম :—যেখানে সূর্য্য আলোক দেয়না, চন্দ্র ও তারকা কিরণ দেয়না, বিদ্যুৎ সমূহ প্রকাশ পায় না এ অগ্নি কি করে' তা' প্রকাশ করে? সমস্ত বস্তুই সেই দীপ্তির প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্ত। উপনিষদের দ্রষ্টাদের আলোচনা কর্ত্তে সহজেই সঙ্কোচ হয়। এ সমস্ত মন্ত্রপূত বাণী সহস্র চিত্তসম্পর্কে জাগ্রত ও অবিনশ্বর হয়ে' শুধু কাব্যের সীমা অতিক্রম করে' গেছে। যদিও এসব গীতি গভীর অধ্যাত্ম সম্পর্কের অপরূপ প্রকাশে মুখরিত হয়েছে, তবুও মানুষ হাজার বছর পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরদ্রষ্টা ঋষিদের নিজের ধূলিলুণ্ঠিত সামাজিকতার কোন একটা বিশেষ দিকে বা কূলে টেনে' আন্তে সহজে চায় না। সে সব অমরলোকের সম্পত্তি হয়ে' গেছে এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে' সকলেরই সকল অবস্থায় ভোগ্য হয়েছে।

একালেও ভারতবর্ষের দু'একটি ভাবুকের নাম উল্লেখ করলে দেখা যাবে অধ্যাত্মলোকের সহিত এখানে কিরূপ মধুর রসসম্পর্ক হয়ে' গেছে। কবীরের গীতিকার ভিতর এক অপরূপ আরতির মৃদঙ্গরব পাওয়া যায় যা' সহসা অপরিচিত ও অপ্রস্তুত পথিককে উদ্‌ভ্রান্ত করে' দেয়। দুষ্পাচ্য ও বিরোধী বস্তুপ্রপঞ্চকে জোর করে' এক করা হয়নি—একটা পরম রমণীয় সামাজিকতার অধ্যাত্ম সম্পর্কের

চরণতলে জড়জগতের মধুর ও সুসমাপ্ত মিলন হয়েছে। কবীর সহজেই জগতের রসসম্পর্ক ভেদ করে' রসজয়ী পুরীর সন্ধান পেয়েছিল :—

'সহজৈ রহে সমায় সহজমেঁ
না কহুঁ আবে ন জাবে।' কবীর।

মর্ম্ম :—সহজে সেই সহজের মধ্যে ডুবে' থাক্‌তে হবে—কোথাও যেতে হ'বে না, আস্‌তে হ'বে না। ভারতের জটিল ধর্ম্মবিধানারণ্য ভেদ করে' এরূপ সহজ সম্পর্ক স্থাপন করাও বড় সামান্য কথা নয়—ত'ার মূলে ইস্‌লামের বিশ্বরসরূপবর্জ্জনের রুক্ষ আদর্শ থাক্‌লেও ভারতের রসসম্পর্ক তা'তে নানা ঐশ্বর্য্য যোগ করেছে। কবীর অপরূপের সৌন্দর্য্যের রসভারে পূরিত; কবীরের অরূপলোক আশ্চর্য্য সম্ভারে অপূর্ব্ব :—

"সুন্নমহলমেঁ নৌবত বাজে মৃদঙ্গ বীন সেতারা।
বিন বাদর জঁহ বিজলী চমকৈ বিন সূরজ উঁজিয়ারা।
বিনা নৈন জহ মোতি পোঁ হৈঁ বিনা শব্দ স্বর উচারা।" কবীর

মর্ম্ম :—"সেই শূন্য মহলে নহবৎ বাজ্‌ছে, মৃদঙ্গ বীণা ও সেতারে তা' ঝঙ্কৃত; মেঘছাড়া সেখানে বিজলী চমকিত হচ্ছে, সূর্য্য বিনা সে পুরী প্রকাশিত। নয়ন বিনা সেখানে শুভ্রজ্যোতি উদ্ভাসিত—শব্দ ছাড়া সেখানে সঙ্গীত ধ্বনিত।" অরূপের অপার আনন্দকে রূপের ভাষায় ইঙ্গিত করে' কবীর ক্লান্ত হয়নি; জড়ের ও রূপের ভিতর কবীর অরূপকে খুঁজেছে :—

"গগন মঠ গৈব নিসান গড়ে॥
চন্দ্রহার চঁদরা জহঁ টাঙ্গে মুক্তা মানি মঢ়ে।
মহিমা তাসু দেখ মন থির কর রবি সসি জোতজরে"। কবীর

মর্ম্ম :—"আকাশ মঠে সুগুপ্ত পতাকা প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র শোভিত মনিমুক্তা সমুজ্জল চন্দ্রাতপ প্রসারিত; রবি ও শশীর জ্যোতি জ্বল্‌ছে—এসব মহিমা দেখে' মনকে স্তব্ধ কর"। কবির ও সেকালের ভক্তগণের রচনা ও জীবনে অলৌকিকের

স্থান লৌকিক হ'তে উচ্চ ; লৌকিক জগতের সত্তার অলৌকিক জগৎ প্রস্ফুট করার উপায় মাত্র বলে' মনে হয়। ভক্তির প্রবাহে ভেদবুদ্ধি ও রসময় ভক্ত হ'লেও সংসার তেমন মর্য্যাদা পেয়ে' উঠতে পারেনি—অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে তা' অসম্ভবই ছিল। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সন্ন্যাসের পাশ কাটিয়ে ভক্তেরা বহু সাধনায় অগ্রসর হয়েছে এবং বিশ্বভূমিকে প্রেমের সম্পর্কে এক করতে চেষ্টা করেছে। সংসার এই পথের উপায় মাত্র হ'তে পেরেছে,—ব্যবহারিক জগতের যা' উদ্দেশ্য তা' ভূমার মত অভিন্ন অখণ্ড ও তুল্য মর্য্যাদা পেয়ে' এক হ'তে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

লৌকিক ও অলৌকিকের সম্পর্কবিধানে, সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য অসীমের পাদপীঠরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কবীরের এ সব গীতিতে মনে হয়, অনন্ত আকাশ সমুজ্জ্বল গ্রহতারকা, এসব যেন ইন্দ্রিয়াতীতের সাধনার জন্যই প্রয়োজন, এসব ভূমারই সঙ্কেত! এক জায়গায় কবীর বলেছে :—"হে প্রিয়তম অতি উচ্চ তোমার অট্টালিকা ; তা' আমি দেখ্‌তে চলেছি। চন্দ্র ও সূর্য্যের কোটিদীপ কেবল জ্বল্‌ছে, তা'র মধ্যেও পথ ভুল হয়ে' যাচ্ছে!" এই পথ ভুলবার কথাটি প্রেমকে মর্য্যাদা দিচ্ছে, প্রয়াণকে বিশ্বসম্পর্কে মহিমা দিচ্ছে। কবীর অসীমের মুরলিধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে' বার বার নিজকে ও জগৎকে ডেকে বলেছে "ধ্বনির খবর কি শোননি, ঐ যে অসীমের বাজনা বাজ্‌ছে। মন্দিরের মাঝে রসের নৃত্যনন্দ বাদ্য বাজ্‌ছে, বাইরে যদি শুন্‌তে চাও তবে হ'ল কি?" ভারতের ভক্তিমার্গ, ভগবানকে নির্গুণত্বের গণ্ডী হ'তে নির্ম্মুক্ত করে' প্রেমের নানারসে সিক্ত করে,' হৃদয়ের সঙ্গে অব্যক্তের যোগ সাধন করেছে। তুলসীদাস ও তুকারামে যা' নির্ঝরের মত ঝঙ্কারমুখর, চৈতন্যে তা গাঙ্গস্রোতে পরিণত হয়েছে। জ্ঞানপন্থীদের পক্ষে এ পথ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ উজ্জ্বল করেছে। *

* "According to Ramanuja. Brahman is not Nirgun—without quality. Such qualities as intelligence power and mercy are ascribed to him ; while with Shankara

পারস্য সাহিত্যে জালাল উদ্দিনের সুফিধর্ম্ম, ভগবান্ ও ভক্তের মাঝে কবীরের মত স্বামী ও পরিণীতার ঔপমেয় সম্পর্কে গভীর জীবনসম্পর্ককে প্রস্ফুট কর্ত্তে চেষ্টা করেছে। অনেক প্রাচ্য ভাবুক এ সম্পর্কের ভিতর দিয়ে জীবনের অনেক গভীর সাধনা ও প্রেমকে ব্যক্ত কর্ত্তে চেয়েছে।

অনেক সময় সাধকেরা উগ্র ইন্দ্রিয়সম্পর্কের বন্ধনের ভিতর দিয়ে মুক্তিরাজ্যের বার্ত্তাকে প্রস্ফুট করেছে। হাফেজের* মদিরাভাণ্ডের উপকণ্ঠে গোলাপের আরক্ত পাপড়ির অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যে অপরূপ দুনিয়া উদ্ভাসিত হয়, হাফেজের দেশবাসীর সৌন্দর্য্যসম্ভারের শ্রেষ্ঠতম বস্তু গোলাপ ও মদিরা—সে লোকের অতি সামান্য প্রতিভূ হয়ে' পড়ে।

নানা কালের জীবনতত্ত্বে এরূপে মানুষ, সীমা ও অসীমের মাঝে একটা বোঝাপড়া কর্ত্তে চেষ্টা করেছে। তা'র যতটুকু সৌন্দর্য্যের সম্পর্কে কাব্যে ও চিত্রে এসে পড়েছে ততটুকুর আলোচনা করা যায়। গভীর অধ্যাত্মসন্ধানের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে' নিরুদ্দেশ পথে যাওয়া সম্ভব নয়। আবার যা' তর্ক ও আলোচনার খাতিরে হয়েছে তা' ছেড়ে,' ললিত কলায় যা' সম্পর্ক রেখে গেছে, তা'ই দে'খ্‌তে হয়, কারণ আর্টে মানুষকে অখণ্ডভাবে আত্ম-প্রকাশ কর্ত্তে হয়, তৈরী কথার অলীক জঞ্জাল রচনা তা'তে সম্ভব হয় না। ইতিহাসে প্রত্যেক যুগেরই প্রাণ-কথা কোন না কোন শিল্পী ও ভাবুকের ভিতর দিয়ে প্রস্ফুট হয়ে' এসেছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। উরোপের ইতিহাসের নানা স্তরে, এরূপে নানা কবি ও আর্টিষ্টের মাঝে, সে সব প্রাণ-কথা আকার পেয়ে' অবিনশ্বর হয়ে' গেছে। ভাবকে পরিপূর্ণ আকার দেওয়া—বা ভাবের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ও মনোরম আকার (form) পাওয়া একটা খুব বড় কথা। গথিক স্থাপত্যের ভিতর গথিক যুগ

even intelligence was not a quality of Brahman but Brahman was pure thought and pure being...Brahman is to be worshpped as a personal god the creator and ruler of a real world." Max muller's Indian Philosophy.

* পারস্য সাহিত্যে হাফেজের কবিতাকে রূপকে পরিপূর্ণ বলা হয়।

একটা প্রচুর ও প্রস্ফুট প্রতিমা পেয়েছে। যুগের ভাবের পক্ষে একটা পর্য্যাপ্ত প্রতিমা বা আকার পাওয়াকে জড় ও আত্মার মিলন বলে' অনেক মিষ্টিকেরা বলে' থাকে। ফ্লোবেয়ার এক জায়গায় বলেছে ভাবকে আকার হ'তে আলাদা করে' দেখা সম্ভব নয় কারণ আকার পেয়েছে বলে'ই ভাবের সম্ভাবনা হয়েছে *। প্রত্যেক যুগে নানা রকমের কল্পনা ও কাহিনী নানা দিকে পুষ্পিত ও বিস্তৃত হয়েছে। নানা উপাদান হ'তে মানুষ আত্মগঠন করেছে। প্রত্যেক যুগের আবহাওয়া, অতীতের ভাব পর্য্যায় ও বর্ত্তমানের অসংখ্য ঘটনা স্রোত হ'তে, নানা উপকরণে পূর্ণ। অথচ সব নিয়ে যুগের একটা বিশেষ ভঙ্গী থাকে, একটা বিশেষ গ্রহণ করার প্রকৃতি ও একটা বিশেষ দেওয়ার রীতি থাকে। কথা হচ্ছে সম্প্রতি যে যুগ চল্‌ছে তা'র পক্ষে তা' কি? এ যুগের প্রাণ-ধর্ম্ম কি? এ যুগের মনের টাইপটি কি? মধ্য ভিক্টোরীয় যুগের মনের ভঙ্গীটি সম্প্রতি কাব্য ও চিত্রাদিতে অনেকটা উপলব্ধি করা যাচ্ছে' কারণ মন তা' হ'তে অসংলগ্ন হয়ে' দূরে চলে' এসেছে—এজন্য তা' নিয়ে' পরিহাস ও কৌতুক চল্‌ছে।

এ যুগের মনের ধর্ম্ম উপলব্ধি কর্ত্তে ততটা সোজা রাস্তা পাওয়া যাবেনা—কারণ এ যুগ বিশ্বসামাজিকতার যুগ। উরোপের ইতিহাসের পক্ষে এটা একটা নূতন অধ্যায়—পৃথিবীর ইতিহাসেও তা'ই। এযুগে উরোপ বা উরোপের কোন প্রদেশ একক ভাবে থাক্‌তে পাচ্ছে না। ভৌগোলিক সীমারেখাকে ম্যাক্‌সিম কামানের সাহায্যে অনেক করে' ঠেকিয়ে অটুট রাখা হচ্ছে কিন্তু ভাবের রাজ্যের প্রাচীন প্রাচীর ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে' গেছে। পূর্ব্বাঞ্চলে—জাপান চীন ও ভারতে—উরোপের প্রভাব কাজ কচ্ছে, উরোপেও রাষ্ট্রব্যবস্থার কড়া পাহারার ভিতর ওরিয়েণ্টের অলক্ষ্যে (uncanny) প্রভাব ঢুকে' ভাব্‌কে ওলট্ পালট্ করে' দিচ্ছে। এসব দেখ্‌বার

* "As it is impossible to extract from a physical body the qualities which really constitute it—colour, extension and the like—without reducing it to a hollow abstraction, in a word without destroying it just so it is impossible to detach the form from the idea, for the idea only exists as virtue of the form' Gustave Flaubert.

যা'দের চোখ নেই—তা'দের চোখেও পড়্‌ছে। কিছুকাল হ'ল কোন পাদ্‌রী বহু-কাল উরোপের বাইরে বাস করে' দেশে ফিরে' গিয়ে দেখে' অবাক হয়ে' বলেছিল হিন্দুর বিশ্বাত্মবাদ, জর্ম্মনী, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডেরও ধর্ম্ম-চিন্তায় ভাল রকমে ঢুকে' পড়েছে"*। এযুগে অধ্যাত্মসম্পর্ক ও অধ্যাত্মরাজ্যের জন্য যে একটা ব্যাকুলতা এসে' পড়েছে—যা' কাব্যে ও চিত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে—তা' অলীক ব্যাপার নয়—বিশ্বসমাজ সম্পর্কে উরোপের এ অধিকার নূতন হয়েছে। এ যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা এ ভাবের সঙ্গে যোগ রাখ্‌তে পাচ্ছে না—এ জন্য উরোপে রাষ্ট্রধর্ম্ম অনেকটা অসংযত ও অপ্রচুর হয়ে' পড়েছে। অথচ নূতন ভাবের ভাবুকের রাজ্য অনেকটা এগিয়ে গেছে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যরসভোগের অধিকার হ'তেই তা' মনে হয়। ভাব্যের রাজ্যের এত বড় একটা বিশ্ববন্ধন অনেকটা কল্পনার অতীত ছিল। কিছুমাত্র অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা আশঙ্কা না করে' বলা যায় উরোপ ও এসিয়ার ইতিহাসের ভিতর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যকে লক্ষ্য ও কেন্দ্রিত করে' যে একাত্মতা জাগ্রত হয়েছিল তা' বহুকাল দেখা যায় নি। একালের সম্পর্কে, খাদ্য ও খাদকের পক্ষে একই ঘাটে কাব্যরস পান করা—আর্টের ও সৌন্দর্য্যের, সে অতি পুরাতন অথচ নূতন দিগ্বিজয়েরই কথা! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই একটা কথা মনে হচ্ছে; "আমি ভাবজগৎ মানি; আমি বিশ্বাস করি একটি ছোট ফুলের সৌন্দর্য্যেরও যে লুকান শক্তি আছে তা' ম্যাক্সিম কামান অপেক্ষাও প্রচণ্ড †"। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রসূন তা'ই প্রমাণিত করেছে।

* 'On returning to England after long absence and trying to gather together the threads of theological study in the west the author is *amazed to find* the extent to which Hindu Pantheism has already begun to permeate the religious conception of Germany, of America and even England' A. H. Bowman.

† " I believe in an ideal life. I believe that in a little flower *there is a living power hidden in beatuy which is more potent than a maxim gun* "

Shantiniketan by W. Pearson Epilogue by Robindra Nath Tagore.

রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনায় একটা বিশেষ কৌতুক লক্ষ্য করা যায়। এদেশের আলোচকেরা কাব্যের যশোভাগ হিন্দুর বা ভারতের বলতে ইচ্ছুক: করেন—অপর দিকে উরোপের কেউ কেউ তা' খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রাপ্য বলতে চা'চ্ছেন। ভারতবাসী যা' লিখছে তা'ত ভারতের প্রাপ্য, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু 'ভারত' বল্‌তে ত' অনেক রকমের ইতিহাস, তর্ক ও তত্ত্ব বোঝায়—অপর পক্ষে খ্রীষ্টীয় বল্‌তেও নানা জটিলতা এসে' পড়ে। সে কাব্যের ভিতর ভারতের যা কিছু সার, বা খ্রীষ্টীয় বিধানের যা' কিছু শ্রেষ্ঠতা—তা' আছে বল্‌তে গেলে—যে রূপকের ভিতর দিয়ে তা' বিবৃত ও ফলিত হয়েছে তা'র মর্য্যাদা একটু ভাল রকমেই দিতে হয়। দুনিয়ায় সূর্য্যালোক প্রচুর ও অবারিত, কিন্তু তা'কে সাত রঙের উজ্জ্বল বৈচিত্র্যে বিকশিত করা যে কাচকলকের কাজ—তা'কে মহিমা দিতে হয়—সূর্য্যালোককে করতালি দেওয়া, কারণ হিসাবে একটু গৌণ হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে উপলক্ষ্য করে' ভারত ও খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের প্রাধান্য বিচার করা তার্কিকদের কাজ। কোন মান্দ্রাজী লেখক বল্‌তে চান রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পূর্ণভাবে উপনিষদের আলোকে উজ্জ্বল—কারণ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ একটা তর্কের ব্যাপার মাত্র—তা' বাস্তবিক ভারতের ব্যবহারিক জীবনে গৃহীত হয়নি *। অপর পক্ষে অত বড় একটা যশের ভাগ নিগৃহীত ভারতের প্রাপ্য হয়ে' পড়ে—তাই ইংরাজদের কেউ কেউ বলেছে:—'এসব উরোপেরই কথা, ছদ্মবেশে উপস্থিত করা হয়েছে মাত্র; আর আমরা বোকা বলে' তা' ভারতের জিনিষ বল্‌ছি—রবীন্দ্রনাথের ভগবান মোটেই হিন্দুর নির্গুণ ব্রহ্ম নয়' †। ভারতের অতবড় একটা

* "Robindranath's religion is *identical* with the ancient wisdom of the Upanishadas, the Bagabatgita and the theistic systems of a later day. The impression that Robindranath's views are different from those of Hinduism is due to the fact that Hinduism is identified with a particular aspect of it—Sankara Vedanta which on account of historical accident turned out a world-negating doctrine."

† "He has drawn from Christianity especially, ideas the influence of which upon his whole trend of thought has not always been acknowledged. The Eastern dress

ভক্তি-সাধনার ইতিহাসকে স্বার্থবুদ্ধিতে অস্বীকার করার অশোভনতার দিকেও এরা দেখেনি—কারণ এ যুগের কোন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক * উরোপেও তা' উদ্ঘাটিত করে' বিশ্ব সমাজে প্রচার করেছেন।

এসব তর্কের গোড়াকার কথা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পশ্চিমের খুবই ভাল লেগেছে, এবং জিনিষটাতে নিজের সম্পর্ক আছে বলে' ভাল লেগেছে। এদেশের লোকেরও ভাল লেগেছে, আধ্যাত্মিকতা এদেশের অনুকূল বলে' এবং একাব্যে তা'র ছায়া পাওয়া যাচ্ছে বলে! অথচ এই ভাল লাগার মূলটা উভয় পক্ষের তার্কিকদের কাছে ধর্ম্মতত্ত্বের (Theology) সম্পর্ক হয়ে' পড়েছে। ধর্ম্মতত্ত্বগুলির মর্ম্মকথার ব্যাখ্যাও প্রতিযুগেই নূতন রূপ পরিগ্রহ কচ্ছে—প্রতিযুগের অধিকার ও মননের ভেদে এখন 'খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম' বল্‌তে ভাবুকেরা যা' মনে কচ্ছে—একশ' বছর আগে তা' বোঝেনি; উপনিষদ্ বল্‌তেও এযুগ যা' গ্রহণ কচ্ছে, পঞ্চাশ বছর আগে তা' সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য শুধু উপনিষদের পুনরুক্তি নয় একথা বলাই বাহুল্য; ভক্তিমার্গের নির্দ্দেশ থাক্‌লেও এ রকমের ভক্তি ও পূর্ব্ববর্ত্তীদের ভক্তির ভিতর রস-সম্পর্কে অনেক পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পশ্চাতে ভারতের সম্পর্ক প্রচুর আছে সন্দেহ নেই,—কিন্তু তাঁর ভিতর আধুনিক জগতের বিরাট ও বিপুল উর্ম্মিভঙ্গ মুহুর্মুহু এসে' পড়ে,' নূতন উপচারে, নূতন রসে ও বৈভবে তা' সম্পন্ন করে' তুলেছে। আধুনিক যুগের জাগ্রত জীবনধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের গভীর যোগ; রবীন্দ্রনাথ এযুগকে দ্বারদেশ হ'তে প্রত্যাখ্যান করেননি বরং হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। তিনি চিত্তের গভীর অধ্যাত্মানুভূতির আশ্চর্য্যও সুকুমার তন্তুতে বর্ত্তমান জীবনের বহুমুখী উচ্ছ্বাস

which he has given to these ideas has often concealed both from his own eyes and those of his readers, their true origin" Mr. Urquhart, The philosophical inheritance of Robindranath Tagore.

* ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয়ের রোমের বক্তৃতা: A comparative study of Vaishnavism and Christianity 1899.

পালিত করে' সে কালের সমস্ত অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা ও ভক্তিকে একটা নূতন রূপ ও রস দান করেছেন—যা' পশ্চিমের ও ভোগ্য হয়েছে। পশ্চিম উপনিষদকে জীবনে গ্রহণ করেনি, করেও না। বাংলা দেশের ও ভারতের ভক্তিসাহিত্য ও পশ্চিমের কাছে অনেকটা অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ব্যাকুল ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে পশ্চিম নিজের আকাঙ্ক্ষারই রূপ পেয়েছে। মিঃ আর্নেস্ট রিস্‌কেও এরকম বল্‌তে দেখা যায় *।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এ যুগের জীবনধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আলোকধারা পড়েছে বলেই পশ্চিমের কাছে তা' একটা বিশিষ্ট মূল্য পেয়েছে। পশ্চিম তাঁকে নিজের অনুরূপ বলেই আনন্দ পেয়েছে—অদ্ভুত বলে নয়, এটা একটা খুব বড় কথা। পশ্চিমের পক্ষে প্রাচ্যের কাব্য ও রচনারস গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে প্রথম হয়েছে তা' নয়। প্রাচ্য বিষয় নিয়ে লেখকেরা সেখানে বহুকাল আগেও কাব্য লিখেছে। মুরের 'লালা রুখ' ও কোলরিজের 'কাব্‌লা খাঁ' সকলেরই সুপরিচিত। একালেও উপনিষদ ও গীতার ব্রহ্মতত্ত্ব কোন কোন লেখকের কাব্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এমার্সনের কাব্যে 'ব্রহ্ম' নামক কবিতায় ব্রহ্মের স্বরূপ দেওয়ার চেষ্টা আছে :—

"If the red slayer—think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the ***subtle ways***
I keep and pass and turn again'

Brahma. Emerson.

মর্ম্ম :—নিহন্তা যদি ভাবে যে সেই হত্যা করছে এবং আহত যদি ভাবে যে সে হত হচ্ছে তবে দুজনেরই বোঝ্‌বার ভুল ; আমিই যাচ্ছি এবং আমিই আবার ফিরে' আসছি। এ কবিতা ছাড়াও এমার্সনের 'সাদি' কবিতায় এবং হাফেজের অনুবাদে প্রাচ্য দেশ পশ্চিমের সম্মুখীন হয়েছে। এমার্সনের *Over soul* এ ও প্রাচ্য ব্রহ্মজ্ঞানের

* "They took up our half formed wishes and gave them a voice" Earnest Rhys

ছায়া পাওয়া যাবে। ইংরাজী সাহিত্যে ফিট্‌জ্‌গারেল্ডের 'ওমরখৈয়মের' জন্য * একটা বিশেষ স্থান দেওয়া হয়—এবং তা'রই পেছনে প্রাচ্য আবহাওয়ার খাতিরে কিপ্লিংএর জন্যও একটু আসন ছেড়ে' দেওয়া হয়; কিন্তু উরোপীয় সাহিত্যে এ সবের স্থান অতি সামান্য।

আধুনিক যুগে নাট্যমঞ্চের ভিতর দিয়ে সব চেয়ে বেশী রকম ভাবের আদান প্রদানের চেষ্টা হয়ে' থাকে। অবশ্য বাজে জিনিষও যে এসব মঞ্চে অহরহ অভিনীত হচ্ছে না তা'নয়—'মিকাডো', 'কিস্‌মত্‌ প্রভৃতি পৌরস্ত্যভাবসম্পৃক্ত ইংরাজি নাটক, নাট্যমঞ্চের অবজ্ঞাত কোণে প্রাচ্যত্বের খাতিরে অভিনীত হয়ে' থাকে তা' অনেকে জানেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাটকের ভিতর দিয়েও উরোপের কাছে, আধুনিক কালে প্রাচ্য বৈচিত্র্যও সমারোহ, ভাল রকমে হৃদয়ে অনুবিদ্ধ হয়ে' গেছে। সহজেই রাইনহার্টের অভিনীত *Sumurun* নাটক খানি, গোজ্জিরচিত *Turandot* এবং হ্যাজলটন্‌ ও বেন্‌রিমো প্রণীত বিখ্যাত চৈনিক নাট্য '*The yellow Jacket*'র † অভিনয়ের কথা মনে হয়। এ ক'খানি নাটকই অনেকটা উরোপীয় ব্যাপার—প্রাদেশিক নয়। বিশেষতঃ তৃতীয় নাটকখানি উরোপের মনের ইতিহাসের একটা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেই উপস্থিত হয়। কোন লেখক বলেন—"জীবনে যে সমস্ত অসত্য ও অপ্রচুর চেষ্টা ঐহিকতার দিকে মনকে আকর্ষণ কচ্ছিল—তা'র প্রতিবাদরূপেই অনেকটা এ নাটকখানি এসেছিল। যখন একটা নূতন সত্যের দিকে—কল্পনার সত্য—বৈজ্ঞানিক সত্য নয়—নাটকের দৃষ্টি ফিরে তখনই এ নাটকখানি অভিনয়ের জোগাড় হয়। তা' ছাড়া এ নাটকে প্রমাণ করা হয় যে নাটকের উদ্দেশ্য, অদৃশ্য বস্তুকে দৃশ্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা—দৃশ্যকে দৃশ্যের ভিতর দিয়ে নয়" ‡। রুষীয় নৃত্যগীত

* Fitzgerald's Rubaiyat of Omar khayyam.

† Carlo Gozzi's *Turandot*. The yellow Jacket by G. C. Hazelton and Benrimo.

‡ It comes as a strong challenge to a public accustomed to the fallacies of a movement aiming to express *the materialistic realities of life*. It comes at a moment when the drama is busy turning towards a new Reality—the Reality of the Imagina-

ও গীতিনাট্য, প্রাচ্যদেশের আবহাওয়া যে কতকটা সঞ্চার করেনি তা' নয়। তা'র ভিতর *Petrouchka* নাট্যখানির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত নর্তক নিজিনস্কি* এই নাটকে নায়কের অভিনয় করে। এ নাটকখানির সম্বন্ধে কোন বিখ্যাত ভাবুক, বিদগ্ধ§ পরে লিখেছিলেন :—'ভাব, অনুভূতি ও কার্য্যকারণ-পরম্পরা যে শুধু গতি ও গীতিকায় প্রকাশ করা যেতে পারে এ নাটকখানি দেখ্‌বার আগে আমি বিশ্বাস করিনি'।

এরূপে দেখা যাচ্ছে প্রাচ্যজগৎ, উরোপের পক্ষে এ যুগে একেবারে অপরিচিত ছিল না। প্রাচ্য ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতিও উরোপীয় সাহিত্যে অনেককাল হ'ল অনূদিত হয়ে' গেছে।

কাজেই যা'রা বলে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উরোপ শুধু উপনিষদই পেয়েছে তা'দের কথা একেবারে অপ্রচুর। তেমনি যা'রা আবার একটু বিশেষ জ্ঞানগত দোহাই দিয়ে বলে উরোপ, শুধু ভক্তিতত্ত্বের স্বাদ পেয়ে'—তা' রামানুজের জ্ঞানপন্থার ভিতর দিয়েই আসুক বা বিশেষভাবে চৈতন্যের প্রেম-নির্ঝর হ'তেই ক্ষরিত হোক্—চমৎকৃত হয়েছে, তা'দের কথাও এত সুলভ ও সুস্পষ্ট যে যারা তা' রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তেমন খাঁটিভাবে দেখ্‌তে পায় না তা'দের দেখ্‌তে না পাওয়াটাই আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়ে' পড়ে। দ্বিতীয় পক্ষেরা দেশপ্রীতির খাতিরে বল্‌তে চায়, বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে ওসব কথা খুব ভাল রকম পাওয়া যায়। আবার কেউ ততটা সঙ্কীর্ণ নয়—তা'রা বল্‌তে চায় কবীরে যা' খাঁটি ভাবে আছে রবীন্দ্রনাথে তা'রই ছায়ামাত্র পাওয়া যায় এবং কোন কোন উরোপীয় পণ্ডিত কবীরের রচনাকেই খাঁটি বলে' বলেন।

tion and away from the old Reality of the Intellect......It emphasises the truth that the drama is concerned with *the Invisible expressed by the Visible and not with the Visible expressed by the Visible* as in contemporary realistic plays" Carr.

* Nijinski.

§ 'I have never seen anything. which suggested sentiment, passion and the sound alone without consciousness of the elimination of dialogue, as this production does.' M. Georges Banks.

এ সবের উত্তর পরিষ্কার না হ'লে অধ্যাত্মসম্পর্কে এ যুগের সাহিত্যের বিশেষ রস কোথা তা' বোঝা যাবে না। অতি সংক্ষেপে পশ্চিমের দিক্ হ'তে বলা যায় যে প্রায় সমস্ত প্রাচ্য কাব্যও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতির ভিতর পশ্চিম একটা কিছু অপরিচিত, অদ্ভুত ও অসঙ্গত—যা'কে এক কথায় 'কিউরিওস্' বলা যেতে পারে—তা' পেয়ে' থাকে, এবং 'কিউরিওস্' বলেই তা'তে কখনও বিচলিত হয়ে' আনন্দে করতালি দেয়; অথচ আবার শান্তমুহূর্ত্তে বলে—এ তেমন জিনিষ নয়। একে নিয়ে ঘর সাজান যায়—কিন্তু জীবনের অনুদ্ঘাটিত অন্তঃপুরে একে স্থান দেওয়া যায় না—একে নিয়ে সংসার করা চলে না। শ্রেষ্ঠতম উরোপীয় পণ্ডিতেরাও এদেশের দর্শন প্রভৃতিতে মাঝে মাঝে অধ্যাত্ম আলোক দেখে' বিস্মিত হয়েছে—অথচ বলেছে ওসব নানা আবর্জ্জনা জড়িয়ে আছে; ও'সব সত্য নানা উদ্ভট ও অসঙ্গত ব্যাপারের ভিতর নিহিত। এ কালের পরিস্ফুট ও পরিচ্ছিন্ন দর্শন ও বিজ্ঞানের দিক্ থেকে ওসব রচিত নয় বলে', তা'রা স্পষ্টই বলে—ওসব অনেকটা মিথলজি। ভারতের দর্শনকে মিথলজি হ'তে নির্ম্মুক্ত করে' প্রতিষ্ঠিত করা এখনও এদেশের পক্ষে বাকি আছে। দর্শনের কথা ছেড়ে' দেওয়া যাক্—তা' শুধু পণ্ডিতদেরই ব্যাপার। ভাব্যের রাজ্যে—কাব্য প্রভৃতিতে প্রাচ্যসম্পর্কে উরোপ যা' এ পর্য্যন্ত পেয়েছে তা'তে এই অপরিচিতত্ব ও অদ্ভুতত্ব (*Strangeness*) একটা বড় রকমের দিক্।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই শুধু তা' পায় নি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে তা' উরোপের পক্ষে 'কিউরিওস্' নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস পরিচিত অতিথির মত উরোপের জীবনে আসন গ্রহণ কর্ত্তে পেরেছে। ধর্ম্ম ও তত্ত্বকথা, বিশ্বসম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা, বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা প্রভৃতিতে এ যুগের মন একটা গভীর ও অভিনব ভাবে গোপনে রূপান্তরিত হয়ে' গেছে—যা' এতকাল কোন বিশিষ্ট ও প্রচুর আকার পেয়ে' উঠ্‌তে পারে নি। মিতরলিঙ্কেই শুধু এ যুগের সমস্ত প্রবাহ ও প্রতিপ্রবাহ (cross currents) কাজ করেছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু এ সমস্ত মিতরলিঙ্কের পক্ষেও অনেকটা বোঝা হয়ে' আছে—সহজ হ'তে পারে

নি, এ সমস্ত অনু'গ্রহণ করে' সব কিছুর একটা সরল ও সহজ সম্পর্ক মিতর্লিঙ্কে
জীবনে ঘটে' উঠতে পারে নি। জীবনের মধ্যে, আধুনিক কালের এই বিচিত্র সম্ভো
এক করা একটা গভীরতম অধ্যাত্ম আলোড়নের অপেক্ষা করে—শুধু পুঞ্জীভূত
উপকরণ ও সম্ভারের স্তূপকে ছেঁকে' ফেলে' (filtration) হ'য় না। আধুনিক
নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের অজস্র সংগ্রহ ও সমন্বয়ের চেষ্টা, আধুনিক জীবনযাত্রার অদম
পিপাসা ও বিশ্বগ্রাসিত্ব, উগ্র সভ্যতার উদ্বেল উন্মাদনার ছায়া ভেরহারেণের চিত্তের
মাঝে এসে' তাঁকে উন্মত্ত করেছে, হুইসমাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে, ভেরলেনকে
অন্তর্মুখীন করেছে, হুইটম্যানকে মাঠের ভিতর নিয়ে গেছে, মিতর্লিঙ্ককে অপ্রসন্ন
করে' তুলেছে। প্রচুর অধ্যাত্মসম্পদপুষ্ট বলেই রবীন্দ্রনাথে এ যুগের এ সমস্ত
আন্দোলন একটা আশ্চর্য, পরিপূর্ণ ও প্রশান্ত মর্যাদা পেয়ে' অপরূপভাবে
অধ্যাত্মসম্পর্কে সংহত ও অন্তর্গৃহীত হয়ে' রূপান্তর লাভ করতে পেরেছে।
রবীন্দ্রনাথই একমাত্র কবি, যাঁর জীবনে ও কাব্যে এ অপূর্ব ব্যাপার সম্ভব হয়েছে।
এজন্যই য়িটস রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন :—"*The work of a supreme
culture*"। অথচ এ 'কালচার'—যদিও রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্ব শুধু 'কালচার'মাত্র
নয়—তা'র চেয়ে বড় জিনিষ—পাণ্ডিত্যের ব্যাপার মাত্র নয়—পুঞ্জীভূত উপকরণের
ঘটা কিম্বা বাইরের লোকদেখান 'posing' তাতে কিছু মাত্র নেই। তা' আশ্চর্য
ভাবে জীবনের গভীরতম প্রদেশ হ'তে এসেছে বলেই সহজ হ'তে পেরেছে—
সরল হ'তে পেরেছে। য়িটস্ এজন্যই বলেন :—"They yet appear as much
the growth of the common soil as the grass and the rushes"। অতি
কঠিন সাধনার ভিতর দিয়ে না গেলে' এত সহজ হওয়া যায় না। এজন্য সহজ হওয়াই
কঠিন। জগতের ও জীবনের অসংখ্য বিচিত্রতা ও উপলব্ধি নিয়ে যে সহজ হ'তে পেরেছে
তা'কে দেখেই ভয় হয়—তা'র ভিতর দিয়েই যুগধর্ম্ম একটা রূপ পেয়ে থাকে। সহজ
ভাবে দেওয়াই হচ্ছে একটা নূতন সৃষ্টি—একটা বিপুল নূতন বিশ্বলোক রচনা।
এর ভিতর আর অন্য কা'রও দোহাই দেওয়া চলেনা, কারণ অন্য কা'রও সংসার

এ রকমের নয়। রবীন্দ্রনাথের উরোপে প্রকাশিত কাব্যের অনেক কবিতায়, এই নূতন লোকের রূপ চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এ হিসাবে এ যুগের বিশ্বকবি।

সেণ্ট অগাষ্টিনের রচনার কথা উল্লেখ করা গেছে। তা'তে গভীর অধ্যাত্মরস আছে—প্রতি যুগেই সংসারে এরূপ অধ্যাত্মদ্রষ্টা ও সাধক জন্মিয়েছে—তা'তে সন্দেহ নেই, এবং সকলেই নানা দিকে নানা কথা ভেবেছে। বল্‌তে হচ্ছে সে সব এক রকমের ব্যাপার নয়। কারণ প্রত্যেক যুগেরই জীবনের সহিত সম্পর্ক (Outlook of life) বিভিন্ন রকমের। সেণ্ট অগাষ্টিনের রচনার রুচি কোন কোন জায়গায় এ যুগের লোকের দুঃসহ। তেমনি সুইডেনবরোই হোক্, ব্লেকই হোক্, সেণ্ট বার্ণাডই হোক্—এ সমস্ত জীবনের ভিতর গভীরতম সন্ধান ও জিজ্ঞাসা আছে সন্দেহ নেই—কিন্তু তা'দের দুনিয়াকে দেখ্‌বার ভঙ্গী কিছুতেই এ যুগের মত নয়। এজন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এ যুগের এমন সূক্ষ্মতম অনেক ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায় যা' বৈষ্ণব কবিদের কাছে আশা করা বৃথা। এ যুগের সম্পর্কে বাংলা দেশেই বৈষ্ণব কবিদের রুচি, ভঙ্গী ও মনন অনেকের বিরূপ মনে হয়—ঐতিহাসিক বা রূপকের দিক্ থেকে তা' যা' হোক্ না কেন।

'হে প্রভু সহজে সাধারণ জনতার মত, অবারিত প্রবাহে কখন তুমি অজ্ঞাত ভাবে এসে' আমার জীবনের চঞ্চল ও ক্ষণিক মুহূর্ত্তগুলিকে তোমার স্পর্শে অমর করে' দিয়ে গেছ—তা' আমি বুঝ্‌তে পারিনি। আজ যখন হঠাৎ সে সব চোখে পড়্‌ছে তখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে সব মুহূর্ত্তকে তুচ্ছ করেছি—যা' ভুলে গেছি—সুখ দুঃখের ধূলিরাশিতে লুণ্ঠিত সে সব অনাদৃত মুহূর্ত্তগুলি তোমার করস্পর্শে অমর হয়ে' গেছে' *।

* 'Entering my heart unbidden even as one of the common crowd, unknown to me, my klng, thou didst press the signet of eternity upon many a fleeting moment of my life. And to-day when by chance I light upon them and see thy signature I find they have lain scattered in the dust mixed with the memory of joys aud sorrows of my trivial days forgotten.' Gitanjali.

এ রকমের আশ্চর্য্য ও সুকুমার উক্তি শুধু এযুগের সাহিত্য হ'তেই আশা করা যায়—অথচ তা' যে সব সময় পাওয়া যায় তা' নয়। সেকালে জীবনের বিশ্বসম্পর্ক (outlook) ঠিক এ রকমের জিনিষ ছিল না। জীবনকে পরিচ্ছিন্ন করে' ভাল মুহূর্ত্তগুলি বেছে নেওয়ার কথা অনেক জায়গায় আছে কিন্তু সামান্য প্রাণ-কম্পের মাঝে, শিশুর হাস্যকণিকা, ফুলের হিল্লোলিত বিকাশের ছায়ায় যে সমস্ত বিশ্ব বিকশিত হয়ে' উঠে, বিশ্বের সমগ্র প্রাণশক্তি যে সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবে দীপ্যমান হয়ে' থাকে—এ সব ভাব এ যুগের—অন্ততঃ এ যুগের হওয়া উচিত! একটি কবিতায় ভগবানকে উদ্দেশ করে' কবি বলেছে :—

'হে কবি আমার! আমারই চোখের ভিতর দিয়ে তোমারই সৃষ্টি দেখতে কি তোমার আনন্দ হয়? আমারই কানের দুয়ারে নীরবে দাঁড়িয়ে তোমার বিশ্বভুবনের অসীম ঝঙ্কাররাগিণী শুনতে কি তোমার ভাল লাগে? আমার মনোরাজ্যে, তোমারই জগৎ, আমার ভাষাকে বুনে' তুলছে এবং তোমারই আনন্দে তা' সঙ্গীতের মাধুর্য্য পাচ্ছে—তুমি প্রেমের ভিতর দিয়ে আমারই মাঝে তোমাকে দিচ্ছ এবং তোমারই সমগ্র মাধুর্য্য আমার ভিতরে অনুভব কচ্ছ' *।

এভাবে জীবনের ধূলিকাচ্ছন্ন প্রত্যেক মুহূর্ত্তগুলিকেও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের মর্য্যাদা দিতে হচ্ছে। রূপরসগন্ধের আকর্ষণ দুর্লভ ও দুর্মূল্য নয়—তা' এযুগে অনেক জায়গায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। বৈরাগ্য সাধন ও এযুগে যথেষ্ট করতালি পেয়েছে প্রচুর দুন্দুভিতে তা'র জয়গীতি ও কোন কোন জায়গায় ঝঙ্কৃত হয়েছে। পূর্ব্বাঞ্চলে তা' একটা রোগে পরিণত হয়েছে : পশ্চিমে আছে, রূপরসগন্ধের চরম সম্ভার হ'তে তৃপ্তি খোঁজা—যা' 'A Rebour' এর নায়ক খুঁজেছিল। এ উভয়ের মাঝখানটা

* "My poet, is it thy delight to see thy creation through my eyes and to stan at the portals of my ears silently to listen to thine own eternal harmony. The worl is weaving words in my mind and thy joy is adding music to them. Thou gives thyself to me in love and then feelest thine own entire sweetness in me" Gitanjali.

একটা অনাদৃত ও অজ্ঞাত জগৎ আছে—একটা অনাবশ্যক অকেজো সংসার—যা'কে রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। এ যুগের চরম সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও অধ্যাত্ম সম্পর্কের ভিতর, সে জগতের মহিমা নূতনভাবে ফুটে' উঠেছে। এ আর কোন কালের সাহিত্যে পাওয়া যাবে না। এ সব কবিতার অন্তর্দৃষ্টি :—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ! এ বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার,
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণ গন্ধময়! প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো"। নৈবেদ্য।

প্রভৃতির যে অবস্থার কথা—তা' ছাড়িয়ে চলে' গেছে। নিজের মুক্তির আনন্দ পেতে উগ্র বৈরাগ্যের যেমন প্রয়োজন নেই, উগ্র বন্ধনও যে সেজন্য অপরিহার্য্য—তা' নয়। এই অলীক বৈরাগ্যজর্জ্জরিত দেশে, বন্ধনে ও যে মুক্তির স্বাদ আছে তা' হয়ত একবার ভাল করে' বল্‌তে হয়। কিন্তু বিশ্বমন্দিরে আরতির সময় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কবি অরূপের কোন অপরূপ রূপ নিয়ে বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করেছে। বসুধার মৃত্তিকাকে অমৃতে পূর্ণ কর্‌বার কোন প্রয়োজনই অনুভূত হচ্ছেনা, সমস্ত সংসারকে দীপালীতে উজ্জল না কর্‌লে ও তা' উজ্জ্বল হয়ে' আছে। 'সব পেয়েছির দেশে' ও দেখ্‌তে পাওয়া যায় :—

"স্ফটিকদীপে গন্ধ তৈলে
জ্বালায়না কেউ বাতি"। 'খেয়া'।

শুধু অনাদৃত মুহূর্ত্তকে নয়—বিফল ও ব্যর্থ মুহূর্ত্তগুলিকেও অপরূপ রূপে সার্থক মনে

করবার সময় হয়ে' এসেছে। কাজেই ভাঙা দেউলের দেবতার পূজারীকে আর ব্যর্থ হয়ে' হয়ত ফিরতে হবে না :—

''পূজাহীন তব পূজারী
কোথা সারাদিন, ফিরে উদাসীন কার প্রসাদের ভিখারী।
গোধূলি বেলায় বনের ছায়ায় চির উপবাস ভূখারী
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে পূজাহীন তব পূজারী।"

আবার নূতন দৃষ্টিতে তারই ভিতর 'ব্যাকুলগন্ধ' ও 'বসন্ত পবন' সাধক হয়ে' আস্‌বার সময় হয়েছে। তখন :—

সকল কাঁটা ধন্য করে' ফুট্‌বে গো ফুল ফুটবে,
সকল ব্যথা রঙীন হয়ে' গোলাপ হয়ে' উঠ্‌বে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও জীবনে এই 'ফোটা' নানাভাবে প্রস্ফুট হয়। দুনিয়ার মন কখন 'পরশপাথর' কুড়িয়ে নেয়—কখন যে তা'র স্পর্শে সব সোনা হয়ে' যায়, তা' সে নিজেই অনেক সময় খেয়াল করে না :—

'যে দিন ফুট্‌ল কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্য মনে।'

উরোপের আধুনিক অধ্যাত্মসাহিত্য, কোথায়ও জীবনের এরকম একটা পরিপূর্ণ সঙ্গতির সঙ্গে আত্মার সহজ সম্পর্ক কাব্যে ও আর্টে ঘটিয়ে তুল্‌তে পারেনি। ইন্দ্রিয়-জগতের দিকে বিশিষ্ট ঝোঁকে তা' উরোপে সম্ভব হয়নি—এখানেও তা' হয়নি—অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে বিকারগ্রস্ত অতিরিক্ত টানে। কাজেই আশ্চর্যভাবে এসিয়া ও উরোপ, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মাঝে জীবনের একটা সুসম্বদ্ধ ঐক্য ও সমন্বয় পেয়েছে। অথচ তা' কৃত্রিম তর্ক ও জ্ঞানের টুক্‌রোকে পুঞ্জীভূত করে' হয় নি—আর্টের ভিতর দিয়ে সৌন্দর্যের আকর্ষণে একটা সম্পূর্ণতার ভিতর দিয়েই সম্ভব হয়েছে। দু'দিকেরই তৃপ্তি হয়েছে—অথচ উভয় দেশেরই জীবনতত্ত্ব (outlook) বিভিন্ন। সে জন্য বল্‌তে হয় উভয় সভ্যতা এক জায়গায় মিল্‌তে পেরেছে—এক

হয়ে' আনন্দ উপভোগ কর্ত্তে পেরেছে—রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। এ রকম ব্যাপার ইতিহাসে বড় একটা আর হয়নি। ঊরোপ ও এসিয়ার সভ্যতা আবার বিরূপ ও বিপরীত পথে গেলেও এ স্মৃতি-সম্পর্ক অবিনশ্বর হয়ে' থাক্‌বে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে শুধু সফলতার আনন্দ মাত্র পাওয়া যায় তা' নয়; ব্যর্থতার বেদনা ও কিরূপ সুন্দর ও সুমধুর তা'ও দেখা যায়।" ভ্রমরের মত ঘুরে' ফিরে' একই জিনিষের গ্রহণ ও মননের নানাদিকের ইতিহাসও তা'তে জড়িত আছে। ত্যাগ ও ভোগ, বর্জ্জন ও গ্রহণ, বৈরাগ্য ও বন্ধনের সম্পর্কে তা' ওতপ্রোতভাবে ঘুরে' অপরূপ নীড় রচনা করেছে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম হিল্লোল, পেলব বর্ণচ্ছটা ও সুকুমার মাধুর্য্যের রম্য পদাঙ্কে কাব্য রঞ্জিত হয়ে' গেছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর একটা কথা হচ্ছে যে তাঁ'কে শুধু মিষ্টিক বলা কোন কাজের কথা নয়। যা'দের প্রকৃতিবিরুদ্ধ (abnormal) জীবনই, অনেকটা প্রকৃতিগত (normal) হয়ে' গেছে—তা'দেরই বাস্তবিক মিষ্টিক বলা যায়। গ্রাহকের অধিকার ভেদে যদি কিছু দুর্ব্বোধ্য ও দুর্লক্ষ্য হয় তবে তা'তে ভাবুককে মিষ্টিক্ বলা যায় না। মিষ্টিক্‌রা অদ্ভুত ও অসম্বদ্ধভাবে জগতের সত্য উপলব্ধি করে—সেটাই তা'দের প্রকৃতি ও নিয়ম—রবীন্দ্রনাথে এ রকম কিছু ওলট্‌পালট্ দেখা যায় না। কোন লেখক বলেছেন 'Mysticism is generally felt vaguely to be itself vague, a thing of clouds and curtains, of darkness or concealing vapours, of bewildering conspiracies or impenetrable symbols'. এ রকমের মন্ত্রতন্ত্রের ঘটা, জপতপের অগ্ন্যুদ্‌গম বা হিং-টিং-ছটের বিভ্রাট—রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছ ও অতলস্পর্শ কাব্যে নেই। অপরদিকে তা' হিমাদ্রিচূড়ায় ও আসীন নয়। আমেরিকা ও ঊরোপের অতীন্দ্রিয়-পন্থীরা (transcendentalist) উঁচু জিনিষকে খুঁজ্‌তে গিয়ে নীচের ভিতর তা'র আসন দেখে' অসোয়াস্তি বোধ করেছে—স্বর্গকে খুঁজ্‌তে গিয়ে মাটির ধূলোর ভিতর তা'কে পেতে মনকে প্রস্তুত কর্ত্তে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের transcendentalismএ এরকমের বড়মান্‌ষী নেই :—

"গান ছেড়ে' দাও, আবৃত্তি ছেড়ে দাও—তাদের মালা জপে কি হবে?
মন্দিরের নির্জ্জন আঁধার কোণে দুয়ার বন্ধ করে' তুমি কা'র পূজা কচ্চ?
তা'কে পেতে চাও—ত' দেখ্‌বে সেখানে চাষীরা মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছে তিনি
সেখানে আছেন! —সেখানে কুলিরা পাথর ভেঙ্গে' রাস্তা তৈরী কচ্ছে—তিনি
সেখানে! তিনি খররৌদ্রে অশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে তা'দের সাথী হয়ে' আছেন—
তাঁর উত্তরীয় ধূলিতে মলিন হয়ে' গেছে!
তোমার চিন্তার বোঝা ছুঁড়ে' ফেলে' ছুটে' এস; যাক্‌ না ছিঁড়ে' তোমার ভাল
কাপড়—যাক্‌ না তা' কাদায় ভিজে! তাঁর কাছে যাও—তাঁর পাশে গিয়ে
দাঁড়াও—শ্রমকে মাথায় নেও—ললাটের ঘামকে বরণ কর *।"

গীতাঞ্জলির অনুবাদ।

অকেজো সংসার ভগবানের স্পর্শে অমৃতলোকে পরিণত হয়েছে—অকেজো দিনের অপ্রত্যাশিত অসীম ঐশ্বর্য্যেও বিস্ময় জাগ্রত হয়েছে। আবার সামান্য কাজের দুনিয়াও তিনি অনাদৃত ও অনজ্ঞাত রাখেন নি, সার্থক ও সজীব করে' তুলেছেন। ধূলি লুণ্ঠিত সংসারের অপরূপ ঐশ্বর্য্য ও তাঁ'র চরণস্পর্শে ফুটে' উঠেছে :—

"হে প্রভু তোমার দুখানি পা যে পাদপীঠে রেখেছে—তা' দরিদ্র, অবনত ও পরিত্যক্তের মাঝে আশ্রয় লাভ করেছে। আমি যখন তোমায় প্রণতি কর্ত্তে চাই,

* Leave this chanting and singing and telling of beads. Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut?

He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and shower and his garment is covered with dust.

Come out of thy meditations......What harm is there if thy clothes become tattered and stained. Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow', Gitanjali.

হে প্রভু, অসহায় ও অবনতের মাঝে তুমি তোমার যে চরণ দয়া করে' রেখেছ—আমার প্রণতি তা'র মাঝে কিছুতেই পৌঁছতে পারে না।" *

গীতাঞ্জলির অনুবাদ।

এর মানেও এ নয় যে কবির মাথা অসহায়ের ক্রোড়ে নিহিত হয়নি। একটা সংশয়ের—একটা অস্বীকৃতির (negation) ভিতর দিয়ে না গেলে' সার্থক যাওয়া হয় না—এই মুহূর্ত্তের মনস্তত্ত্বটুকু অতি মহার্ঘ; যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে না যাওয়ার একটা ক্ষণিক প্রবৃত্তি গভীরতর করে। এটা সীমা ও অসীমের গভীর মিলন-পূর্ব্বাহ্ণের প্রাথমিক সঙ্ঘাত। এই অপূর্ব্ব ও অপরূপ রসের অজস্রধারায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অহরহ ঝঙ্কৃত হচ্ছে; এ বিষয়ে সংশয় হ'তে পারে না। আর একটি জায়গায়ও এ কথাটি আছে :—

"আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রব, তোমার চরণ ধূলার ধূলায় ধূসর হব,
আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে, স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে!

... ...

সবার শেষে বাকি যা' রয় তাহাই লব
তোমার চরণ ধূলার ধূলায় ধূসর হব"।

এখানেও সে আকাঙ্ক্ষা—সে চরণধূলায় ধূসর হওয়ার ইচ্ছা—উদ্দীপ্ত হচ্ছে বলেই তা'র মাধুর্য্য আশ্চয্যভাবে উপচিত হয়েছে। 'ধূলায় ধূসর' এখনও হ'তে পারা যায় নি—হ'ব এই সংকল্প হয়েছে—এ'টা সাধনার ক্রমেরই চিত্র—যেখানে সে 'না-হওয়া' ও 'হওয়ার'—রূপ ও অরূপের ক্ষণিক বোঝাপড়া হয়। করেগিওর (Corregio) একখানি চিত্রে, যিশুকে মায়ের কোলে স্তন্যপানরত অবস্থায় আঁকা হয়েছে এবং একটা আরক্ত আপেল সামনে ধরে' প্রলুব্ধ করার

* Here is thy footstool and there rest thy feet where live the poorest, and lowliest, and lost.

When I try to bow to thee my obseisance cannot reach down to the depth where thy feet rest among the poorest, and lowliest, and lost Gitanjali.

অবশ্য দেখান হয়েছে। শিশু যিশু, এক একবার যেন বিশ্বমাতার বক্ষ ছেড়ে হাত বাড়িয়ে আপেলের দিকে চোখ ফিরাচ্চে মনে হয়। জীবনের এ রকমের এক একটা মুহূর্ত্ত অনন্তমুহূর্ত্ত—এখানেই সীমা ও অসীমের মিলনরেখা দীপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথে আশ্চর্য্যভাবে এসব পাওয়া যায়। এরকমের আর একটা কবিতায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় :—

"আমার বন্ধন ও নিগড় অতি কঠিন ও দুর্ভেদ্য, কিন্তু যখন আমি তা' ভাঙ্‌তে চেষ্টা করি তখন আমার বুক কেঁপে' উঠে। আমি মুক্ত হ'তে চাই—কিন্তু তা' চাইতে আমি লজ্জিত হই।

"হে প্রভু, আমি জানি সম্পদ তোমার অতুলনীয়, এবং তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্ কিন্তু তবু আমার ধুলোখেলার ঘড়ের খুঁটিনাটি ফেলে' দিতে ও. ত' হৃদয় নড়ে' যায়। আমি ধুলো ও মৃত্যুর উত্তরীয়ে নিজকে যে জড়িয়েছি তা' জানি; আমি তা' অবজ্ঞা ও করি—কিন্তু তবুও তা'কে ভালবেসে' বুকে চেপে' রাখি।

আমার ঋণ যথেষ্ঠ, আমার ব্যর্থতা প্রচুর, আমার লজ্জা গভীর ও গুণ্ঠিত; কিন্তু তবু যখন তোমার কাছে আমার ভাল চাইতে আসি, আমি ভয়ে কেঁপে' মরি, পাছে তুমি বর দিয়ে আমাকে শাপমুক্ত কর"। *

গীতাঞ্জলির অনুবাদ।

কোন সংশয় নেই, মানুষকে অরূপ রতনের আশা করে' বিশ্বের রূপসাগরেই ডুব দিতে হয়েছে। কিন্তু শুধু রূপ বা শুধু অরূপে তা' পাওয়া যায় না :—

"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ রতন আশা করি।"

* Obstinate are the trammls but my heart aches when I try to break them. Freedom is all I want, but to hope for it I feet ashamed.

I am certain that priceless wealth is in taee nnd that thou art my best friend, but I have not the heart to sweep away the tinsel that fills my room.

'The shroud that covers me is a shroud ot dust and death; I hate it, yet hug it in love.

My debts are large, my failures great, my shame secret and heavy; yet when I come to prayer be granted.

অরূপরতনকে পে'তে হ'লে হৃদয়ের সম্পর্কে যা'কে এত প্রেমের, এত আকাঙ্ক্ষার, এত বেদনার স্মৃতিতে জড়ান গেছে তা'কে কি ছেড়ে' দেওয়া চলে? অরূপের ভিতরে কি তা'র স্থান নেই? এমন কি যে মৃত্যু সম্বন্ধে এত বিভীষিকা, সে মৃত্যুও কি প্রিয়জনের সংস্পর্শে হৃদয়ে অক্ষয় স্থান পায়নি? তা'কেও কি ছাড়া যায়? অমর জগতে কি মৃত্যুরও স্থান নেই? রবীন্দ্রনাথে এই মৃত্যুর বার্ত্তা খুঁজে যা' পাই—তা'তে পুলকিত হ'তে হয়। "আমি জীবনকে ভাল বেসেছি বলে' জানি যে আমি মরণকেও ভাল বাস্‌ব" *। এ খাতির প্রাগ্‌মেটিষ্ঠ্‌দের খাতির নয়—তা'র চেয়ে আরও অনেক বড় জিনিষ। এ সমস্ত কবিতার প্রতিপদেই ইঙ্গিতে রূপজগৎকে অরূপের মধ্যে আহিত করা হয়েছে †। কবির ইতস্ততঃ করার এক একটা মুহূর্ত্ত—যা' এ সমস্ত কবিতায় আকার পেয়েছে—আর্টের দিক্ হ'তে গভীর ব্যাপার—তা'তে বিস্মিত হ'তে হয়। তা'তে করে' 'নিগড়', মুক্তির ভিতর স্থান পেয়ে যাচ্ছে, খুটিনাটি ও অধ্যাত্মসম্পদের ক্রোড়ে আহিত হচ্ছে, ধূলো ও মৃত্যুর উত্তরীয়, অমৃতের বক্ষে স্পর্শ পাচ্ছে—ঋণ, ব্যর্থতা ও লজ্জা সমস্ত দীনতা হ'তে মুক্ত হয়ে' যাচ্ছে। কাব্যেই হয়ত এ রকমের বিস্ময়জনক মিলন সম্ভব। ঐটুকু দ্বিধার ভিতর একটা বড় রকমের মানসিক ও আত্মিক মিলন (*Spiritual and psychological fusion*) সুস্পষ্ট হয়ে' যাচ্ছে। এখানে কবি অধ্যাত্ম রসায়নবিদ্ (*alchemist*)।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, নানা ভাবে জীবনের সম্পর্কে এই আশ্চর্য্য তত্ত্বটি দেখে' মনে হয়, যে 'পাওয়া-না-পাওয়া' ব্যাপারটি এ তত্ত্বের দু'দিক্ বা দু'কূল মাত্র নয়। এ শুধু একটা পজিটিভ্ ও নিগেটিভের, একটা হাঁ ও না'র, একটা ইতি ও নেতির যোগের ব্যাপার মাত্র নয়। জ্ঞানরাজ্যকে ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যে ইতি ও নেতিতে

* "And because I love this life, I shall love death as well." Gitanjali.

† কোন মান্দ্রাজী সমালোচক শুধু ইহাতে নীতির ঝগড়া দেখেছেন। পণ্ডিতদের খাতিরেও বলা যায় না আত্মার একটা উপর ও একটা নীচের অংশ আছে:—'Higher and lower self' এবং কাব্য লিখা সে বোঝাপড়ার উপর নির্ভর করে। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি একটি গভীর মননের কাজ, সমগ্র মননের একাত্মক কাজ—তা' বিচারের কাজ নয় বা নীতির কাজও নয় যা' দুভাগ করা যায়।

সমাপ্ত করা যায়; কিন্তু মনস্তত্বে ইতির স্থান ও নেতির স্থানকে অক্ষক্রীড়া-ফলকের শাদা ও কাল সীমানার মত আঁকা যায় না; এজন্যই যাঁরা উপলব্ধির ভিতর দিয়ে ব্রহ্মসঙ্গম লাভ করেছেন—যেমন উপনিষদকারেরা—তাঁরা ব্রহ্মোপলব্ধিকে প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে' পাননি। এক একবার ইতির দিক হ'তে বলেছেন :—

> "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি"। "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্"।
>
> "স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। স এ বেদং সর্ব্বম্"। ছান্দোগ্য উপনিষদ।

মর্ম্ম। "সমস্তই ব্রহ্ম—তাঁ'তে জগৎজাত—তাঁ'তে অবস্থিত এবং তাতেই লীন"। "আত্মাই এই সমস্ত"। "তিনি উপরে, তিনি অধে, পশ্চাতে ও সামনে; তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনিই এই সমস্ত।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

আবার তা'তে অতৃপ্ত হয়ে' নেতির দিক্ হ'তে এই মনস্তত্বকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে' বলেছেন :—

> অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্। বৃহদারণ্যক। ৩৮৮
>
> অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্। কঠ। ৩।১৫।

মর্ম্ম। "তিনি স্থূল নহেন—অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন"। বৃহদারণ্যক। "তাঁর শব্দ নেই, স্পর্শ নেই, রূপ নেই, ক্ষয় নেই"। কঠ।

কিন্তু এসব চেষ্টামাত্র; যা'কে অখণ্ডভাবে উপলব্ধ করা হয়েছে তা'কে দু'ভাগ করে' দেখালে ঠিক ভাবকে বা আন্তর উপলব্ধিকে প্রকাশ করা হয় না। সে হচ্ছে দু'দিক্ থেকে দেখার একটা ব্যাখ্যা; কাজেই কতকটা ন্যায়শাস্ত্রের সাঁড়াশির ভিতর ঢুকে' পাণ্ডিত্য দেখাবার অবস্থা। দুনিয়াকে দু'দিক্ হ'তে বা সব দিক্ হ'তে দেখা, মনস্তত্বের হিসাবে কোন কাজেরই কথা নয়। তা' অলীক; কাজেই দেখ্‌তে হবে এই ইতির ও নেতির মাঝখানটার ব্যবধান

কি করে' দূর করা যায়। দু'বার দু'দিক থেকে দেখা নয়—তা'তেও কোন সত্য ও সুস্থ জ্ঞান হ'তে পারে না। এক দিক থেকেই দেখ্‌তে হবে—অথচ দু'দিকই উজ্জ্বল হওয়া দরকার। কবির ইন্দ্রজাল তা' যেন সম্ভব করেছে।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মকাব্যের অপরূপ মায়াজালে দু'তীরের ব্যবধান যেন অনেকটা ভেঙে গেছে মনে হয়। 'দু'দিকে'র মাঝখানটার কঠিন প্রাচীর এক একবার অদৃশ্য হয়ে' যায় বলে' মনে হয়। মনের যে গভীরতম অবস্থায় অমৃতের ক্রোড়ে, মৃত্যুর স্থান আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—অধ্যাত্মরাজ্যের অতুলনীয় সম্পদের মাঝেও ধূলোখেলার খুটিনাটিরও অমর আসন থাকে—সে অবস্থার ছবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দ্রষ্টার চোখে অজস্র পড়ে। যদি তা'কে সৌন্দর্য্যলোক না বলে' ধর্ম্মলোকরচনা বলা যায়—এ অবস্থায় তা' বল্‌লে তফাৎ বেশী কিছু হয় না—তবে বল্‌তে হয় রবীন্দ্রনাথ এই ধর্ম্মের ঋত্বিক। এই ধর্ম্মই আধুনিকের ধর্ম্ম—এবং ভবিষ্যেরও ধর্ম্ম। এ রকমের দৃষ্টিলাভ এ যুগের বেদনার শ্রেষ্ঠতম ভারবাহীর পক্ষেই সম্ভব। ইতিহাসনিবদ্ধ খ্রীষ্টীয় থিওলজী, চৈতন্য বা কবীরের ধর্ম্মতত্ত্ব, এমন কি উপনিষদের ভিতর ও এ রকমের মনের ভঙ্গী (outlook) খুঁজ্‌তে যাওয়া নিরর্থক। যুগে যুগে মানুষ নানা আবহাওয়ার মাঝে রূপান্তরিত হচ্ছে—তা'তে অতীতের সমস্ত অধ্যাত্মসম্পত্তিই নিহিত ও আহিত আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা' প্রতিযুগেই অধ্যাত্ম জগতের সম্পর্কে অজস্র ও অফুরন্ত বিচিত্রবর্ণসম্ভারে এক একটা বিশিষ্ট রঙে ফলিত হয়ে' উঠে। রবীন্দ্রনাথেও তা' হয়েছে। অরূপ জগৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসম্পর্কে এটাই শ্রেষ্ঠ দান। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, মতামত, থিওরী প্রভৃতির অগণিত জটিলতার মাঝেও পূর্ব্ব ও পশ্চিম রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এরূপে একটা গভীরতর বার্ত্তা পেয়ে' পুলকিত হয়েছে। ধর্ম্ম ও নীতির, দর্শন ও কলার তর্ক ও হৃদয়ের আতপ্ত সজ্বর্ষ এই বার্ত্তায় একটা স্নিগ্ধ ও সুশীতল ছায়া লাভ করেছে। বহুকাল পরে এযুগের এই অপরূপ তীর্থসঙ্গম

হয়েছে—অনেক ধৈর্য্যের পরে অরূপলোকের এই অপরূপ বার্ত্তা পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও তা' অনেক বিচিত্রতার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণ ও পূর্ণতর হয়ে' এসেছে। ধীরে এসেছে বলেই সে আগমন পরিপূর্ণ ও সার্থক হয়েছে :—

"তোরা শুনিস্নি কি শুনিস্নি তার পায়ের ধ্বনি,
ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।"

এই আগমনের ভিতর যৌবনের প্রান্তে দেশলক্ষ্মী, কবির চিত্তে যে অপরূপ মূর্ত্তি নিয়ে এসেছিল—ধীরে এসেছিল—আগমনী মূর্ত্তি গ্রহণ করে' এসেছিল, তা'ও সার্থক ও গভীর হয়ে' গেছে :—

"কে আসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়নের নীরে।
সে যে আমার জননী রে"।

যৌবনে, অনাঘ্রাত বিশ্বের স্বপ্নের মাঝে, সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীও যে ধীরে ধীরে এসেছিল তা'ও এ আসার ভিতর পূর্ণতর ও গভীরতর স্বরূপ পেয়েছে :—

"সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে।
রিণিকি রিণিকি রিণিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে
রিনিঝিনি ঝিল্লীরে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রূপকাত্মকরূপ।

বার্গসঁ একজায়গায় বলেছেন :—"আমার কাছে 'বর্ত্তমান,' একটা গণিতের মুহূর্ত্তমাত্র নয় ; তা' আমার অতীতের কিছুটা জড়িয়ে আছে এবং ভবিষ্যতের ও কিছু তা'র ভিতর নিহিত ; গতির দিক্ থেকে বল্‌তে হয় তা' ভবিষ্যমুখী ; আমাদের উপস্থিত জ্ঞানের পরিধি, আরও উচ্চতর জ্ঞানের বৃহত্তর পরিধির ভিতরে নিহিত এবং আমাদের উপস্থিত জ্ঞান সীমাবদ্ধ হ'লেও তা' অসীম জ্ঞানের ক্রোড়েই দীপ্ত হচ্ছে"। এ সম্পর্ক ইন্দ্রিয়াত্মক আর্টে স্বীকৃত না হ'লেও তা' গভীর ভাবে সত্য অবিচ্ছিন্ন কালপরম্পরায় আর্টের মায়াজাল বুন্‌তে হয়। ইন্দ্রিয়বাদীর পক্ষে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে পরমার্থ করে' বস্তুজ্ঞানকে শুধু—বর্ত্তমানের—শুধু স্নায়ু-চঞ্চল উপস্থিত মুহূর্ত্তের—ছায়াকে আর্টে জীবনদান করার চেষ্টা—এবং শুধু ব্যক্তিচিত্তের অস্থির দর্পণে নিহিত করার উদ্যম, এ সব কারণে সুচিন্তিত ব্যাপার বলা যায় না। মানুষ যে শুধু বর্ত্তমানের জীব নয়, ফিউচারিষ্টদের মিউজিয়ম-দাহের পরামর্শ দান সত্ত্বেও তা' বল্‌তে হচ্ছে।

উরোপের ললিতকলার ইতিহাসে, সিম্বল বা রূপক ব্যবহারের চেষ্টায় একটা বিচিত্র বিপর্য্যয় এবং অনির্দ্দিষ্ট অস্থিরতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বলা প্রয়োজন গভীর অধ্যাত্মসম্পর্কে দেখ্‌তে পাওয়া গেছে সিম্বল বা রূপক অসংখ্য জনসঙ্ঘকে একই ভাবের বাঁধনে বাঁধে এবং অনাগত ভবিষ্যকালের জনতাসম্পর্কেও তা' একটা স্থির ভাবপীঠরূপে দাঁড়িয়ে যায়। খ্রীষ্টের নানা রূপক-মূলক মূর্ত্তি বিরাট মানবসমাজে বিশেষভাবে ও অর্থে গৃহীত হয়ে' হাজার হাজার বছর পর্য্যন্ত অগণ্য জনতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে' গেছে। কিন্তু একালের

আর্টে প্রথম যখন রূপকপ্রয়োগ হয়েছে তখন শিল্পীরা রূপকের প্রাণকথা ও অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি কর্ত্তে পারেনি; শিশুর হাতে সুতীক্ষ্ণ তূণীর ও শরসজ্জা দিলে যেমন সে অনেক সময় তা' নিয়ে খেলার ঘর তৈরী করে বসে, গভীর অধ্যাত্মবোধহীন শিল্পীরা অনেক সময়ে রূপক নিয়ে তেমনি খেলা করেছে।

এ যুগে উরোপের কয়েকজন কবি ও ভাবুক, রূপকের এ অন্তর্গূঢ় শক্তি প্রাচীন মিষ্টিক্‌গণের সাহিত্যে উপলব্ধি করে' এ কালে প্রয়োগ কর্ত্তে উৎসাহিত হয়েছে। আর্টে নানা রকমের বস্তুবাদ ও অনুকরণাত্মক চেষ্টার ফলে চিত্ত শ্রান্ত হয়ে' প্রাচীনদের উপকরণসংগ্রহ হ'তে সিম্বল বা রূপককে গ্রহণ করেছে— উরোপের কাব্য অধ্যাত্মদ্বার উদ্ঘাটনের প্রার্থী হয়ে' সিম্বলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ভেয়ারলেন্ ম্যালারমে, ওইসমাঁ, মিটরলিঙ্ক, য়িট্‌স্ প্রভৃতি লেখক, রূপকের সাহায্যে অধ্যাত্মজীবনের বার্ত্তা বিশ্বগোচর কর্ত্তে চেষ্টা করেছে। এ প্রসঙ্গে চিত্রশিল্পে গোগাঁ্যা ও ফারের * নাম উল্লেখ করা গেছে; ফরাসীদেশে যাঁদের আর্কেয়িস্ট বলা হয় তা'রাও যথাসম্ভব সিম্বল ও রূপক প্রভৃতির ভিতর দিয়ে চিত্রে মনস্তত্ত্বকে উপস্থাপিত কর্‌বার চেষ্টা করেছে। এ প্রসঙ্গে Besnard এর নাম ফরাসী আর্টে খুব বিখ্যাত। গভীরতম চিন্তাপ্রবাহকে চিত্রে মূর্ত্তিত করার চেষ্টায় Besnord অদ্বিতীয়। Besnardকেই ভবিষ্য চিত্রশিল্পীর অগ্রদূত বলা হয়। ইংলণ্ডের চিত্রশিল্পে এ প্রসঙ্গে বার্ণজোনস্ ও ওয়াট্‌স্ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

আর্টে সিম্বলিজম বা রূপক—আর্টে কেন মানবজীবনের ইতিহাসে রূপক— অনেক কালের ব্যাপার। বল্‌তে গেলে মানুষের আত্মপ্রকাশের বা বিশ্বরচনার সকল রকমেরই উপকরণই হচ্ছে সিম্বল। দুনিয়ায় কোন জিনিষের সব দিক্ ও সব ধর্ম্ম প্রকাশ করা যায় না, শুধু চেষ্টা হয় মাত্র। সামান্যের ভিতর দিয়ে অসামান্যকে প্রকাশ কর্ত্তে হ'লে মানুষ কোন রকম ইঙ্গিতের ভিতর দিয়েই করে' থাকে।

* Gauguin and Feure.

যা' প্রচ্ছন্ন তা'কে পরিস্ফুট কর্ত্তে হ'লে একটা মায়ার সাহায্য দরকার— যা' ক্রমশঃ জাতিচিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে' যায়। এজন্য চিহ্ন, মন্ত্র, মুদ্রা সঙ্কেত, ও ইঙ্গিতের ভিতর দিয়ে বস্তু ও ভাবকে প্রকাশ করা প্রাচীন কাল হ'তে ইতিহাসে চলে' এসেছে। আর্টে যে সমস্ত উপকরণ গ্রহণ করা হয় তা'ও মায়ামূলক। নির্ব্বিরোধে জাতি-বিশেষ, প্রথা বা Convention বলে' সে সব গ্রহণ করেছে বলে' সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে না। শ্বেতমর্ম্মর ও মানুষের সুকুমার শরীরে কোন সমান ধর্ম্ম নেই; প্রস্তর কঠিন, রুক্ষ ও স্থির, মানুষের শরীর কোমল, সুকুমার ও উল্লোল; অথচ প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে মানব জীবন ও সমাজের অনেক বার্ত্তা দীপ্যমান করা হচ্ছে। কেউ তা'তে ক্ষুব্ধ হচ্ছে না কারণ মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ইঙ্গিত। ভাস্করের প্রস্তরসংগ্রহ বা চিত্রকরের ক্যানভাস্‌সংগ্রহ নিয়ে কেউ ঝগড়া করে না। একটা জিনিষকে কোন একটা বিশেষ সূত্র বা অবস্থার সম্পর্কে গ্রহণ কর্‌বার ব্যবস্থা থাক্‌লে এবং তা' প্রামাণ্য ও সর্ব্ব-গ্রাহী হ'লে প্রণালী বা উপায়টি সুস্থ কি অসুস্থ, ব্যবস্থাটি ভাল কি মন্দ এ সব প্রশ্ন তোল্‌বার আবশ্যক হয় না। প্রায় অনেক দেশেই শিল্পের প্রণালী ও ধর্ম্ম বিধিবদ্ধ হয়ে' জনতাগ্রাহ্য হয়ে' গেছে। সে গুলিকে আর্টের দুর্ব্বলতা মনে না করে' সম্পদ্‌ মনে করাই ভাল। কারণ ওসবের ভিতর দিয়ে বিশেষ জাতির বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও ইতিহাস সহজে উপলব্ধি হয়। কাজেই আর্টের কনভেন্‌সন্‌ বা প্রথাগুলি বিশেষ অবস্থা ও ইতিহাসের ভিতর দিয়ে নানা জাতিতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে বলে' সে সব নিয়ে ভালমন্দ বিচার কর্ত্তে যাওয়া বৃথা। মিশরের ঘোড়ার চেহারা, চৈনিক চিত্রের ঘোড়া এবং ভারতীয় ভেলোরের শৈবমন্দিরের ঘোড়ার মূর্ত্তি তুলনা করে' দেখ্‌তে যাওয়ার চেষ্টা নিরর্থক। এ সব দেশে জাতিচিত্তকে অনুসরণ ও অবলম্বন করে' একটা বিশিষ্ট প্রথা ও পদ্ধতি সৃষ্ট হয়েছিল যা'র ভিতর দিয়ে সহজেই ইতিহাসসম্পর্কে ঘোড়ার একটা বিশিষ্ট ছবি জনতার চিত্তে মুদ্রিত হ'ত। আর্ট তিন জায়গাতেই এ হিসাবে সার্থক হয়েছে।

প্রাচীন মিশরের হাইরোগ্লিফিক্‌ হচ্ছে নিপুণভাবে বিন্যস্ত, সিম্বল পর্য্যায় ; বহুকাল এ সমস্ত চিত্রের মর্ম্ম সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। ডাক্তার ইয়ং ও চাঁপলিঙ এ রহস্য ভেদ করে' দেখ্‌তে পেয়েছিল অঙ্কিত চিত্রগুলির চিত্রহিসাবে কোন সার্থকতা নেই। সেগুলি সিম্বল মাত্র, যেমন কুমীরের দুটি চোখের মানে হচ্ছে সূর্য্য ও নক্ষত্র, লাঙ্গুলের মানে হচ্ছে নৈশ অন্ধকার ইত্যাদি। কোন বিশিষ্ট সঙ্কেত, তিলক বা মুদ্রা কোন ভাবের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হয়ে' গেলে সে সম্পর্কে ভাবটি উদ্বুদ্ধ হয়। এ সমস্ত সঙ্কেত বা মুদ্রা বর্ণিতব্য বিষয়ের বস্তুগত রূপ নয়, অথচ এ সব দিয়ে তা'কে মনে উপস্থিত করা যায়। এই চিরন্তন সত্যের সাহায্যে সমস্ত কলাসৃষ্টিরাজ্যে এই মুদ্রাত্মক প্রণালী কখনও বা কন্‌ভেনসন্‌ বা প্রথা কখনও বা সিম্বল বা রূপক কখনও বা য়্যালিগরি বা উপমার ভিতর দিয়ে নানা জটিল কথাকে সহজভাবে বিচাররাজ্যে আকর্ষণ করেছে।

ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বহুমুখী ধারার মাঝেও মানুষ পরস্পরের কাছে এ সমস্ত সঙ্কেতের ভিতর দিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। বলা যেতে পারে ভাবের গভীরতা যেখানে এসেছে কিম্বা প্রকাশকে যেখানে সংক্ষিপ্ত কর্ত্তে হয়েছে সেখানে সিম্বল বা রূপক-রূপ ছাড়া অন্য কোন উপায় সম্ভব হয় নি। এজন্য ধর্ম্মসাধনার প্রতি পদক্ষেপেই সিম্বল সহায় হয়—দেখ্‌তে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় যাজক, বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভারতীয় অধ্বর্য্যু, নানা রকম সঙ্কেত, চিহ্ন ও রূপকের সংগ্রহে রাস্তা তৈরী করে' ইহলোক ও পরলোকের মাঝে প্যাসিফিক্‌ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মুক্তির পথ সুগম্য করেছে। আসন, মুদ্রা, তিলক, চক্র, বর্ণ ও শাব্দমন্ত্রের ভিতরে জগতের সমস্ত কঠিন গূঢ় ও গভীর চিন্তাপুঞ্জকে অর্গলিত করা মানুষের রূপকের প্রীতি এবং রূপকের অপরিহার্য্যতা প্রমাণ কচ্ছে।

প্রাচীন আর্ট, অতীত ও বর্ত্তমানের উপর অর্থাৎ সময়ের উপর সেতু রচনা করেছে বস্তুপন্থায় নয়—উদ্দীপনের সুতীক্ষ্ণ তিলকে—কন্‌ভেন্‌সন ও সঙ্কেতে। বর্ণসঙ্কেত

রেখাসঙ্কেত, আলোকসঙ্কেত, সৌন্দর্য্যচর্চ্চার পথে একটা অচঞ্চল পীঠ স্থাপন করেছে, যা'তে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে একটা ভাবাত্মক মিলনকেন্দ্র গঠিত হয়ে' গেছে; কারণ এ সব সঙ্কেত, মুদ্রা বা তিলক প্রভৃতির প্রতিনিধিত্ব একটা সর্ব্বগ্রাহী স্বরূপ পেয়ে গেছে—যা' প্রতি মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনে বদ্‌লে যাবে না। রূপকাত্মক আর্টের এই সমাজিক সম্পর্ক, অলঙ্করণের বৈচিত্র্যকে সংক্ষিপ্ত করেছে সন্দেহ নেই; অথচ তা'কে কালপ্রবাহে অশ্রান্ত গতি-শক্তি দান করে' মহৎ করেছে ক্ষুদ্র করেনি।

আর্টের ইতিহাসে দেখা যায় যে আর্ট ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখেছে, যে আর্টে অফুরন্ত প্রাণশক্তি অনুভূত হয়েছে, সে আর্ট একটা সময়সন্ধিতে এসে স্থিরভাবে আত্ম-সংগ্রহ করে' তা'কে কালজয়ী রূপক ও ভূষণে দৃঢ় করেছে। দূরপথের যাত্রী যেমন পাথেয় সংগ্রহ করে' নানা ভাবে উপায় ও লক্ষ্যপথ নির্ণয় করে' অগ্রসর হয়, আর্টও তেমনি কন্‌ভেন্‌সন্, প্রথা ও সূত্রবদ্ধ শাস্ত্রব্যবস্থাকে প্রামাণ্য করে' নিজকে বলিষ্ঠ করেছে এবং অনাগত কালের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে' গেছে।

এ যুগের মত কখনও কেউ কোন দেশে বা কালে আর্টকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখেনি। গ্রীসেই হো'ক্ বা মিশরেই হো'ক্ বা ভারতেই হো'ক্ বা চৈনিক ইতিহাসেই হো'ক্—সব জায়গায় ব্রতপারণা ও আচার অর্চ্চনার নানা জটিল ব্যবস্থার সহিত তা' জড়িত ছিল। মানুষের ইতিহাসে ক্রমশঃ আচার ও ধর্ম্মের ক্ষেত্র বিশ্লিষ্ট হয়ে' স্বতন্ত্র স্থান পেয়েছে এবং সে প্রসঙ্গে আর্টকেও বিশ্লেষক চিত্ত তফাৎ করে' একটা স্বতন্ত্র সংজ্ঞা দিয়ে আলাদা করে' দেখ্‌তে আরম্ভ করেছে। যে সব কারণে ধর্ম্মব্যবস্থা বিধিবদ্ধ (codified) হয়ে' গেছে সে সবকারণে চিত্তের প্রকোষ্ঠের ও সকল দরজায় যা দিয়ে ভাবগুলিকে পরখ্ করা হয়েছে এবং তা'কে যথাসম্ভব উদ্‌ঘাটিত বিশেষ বিধিযুক্ত করে' একটা স্থিরতার মাঝে আন্‌বার চেষ্টা করা হয়েছে। যা'তে করে' সে সব শুধু ব্যক্তিগত ও সাময়িক না হয়ে' পড়ে, শুধু উপস্থিতের হাস্য ও ক্রন্দনের মাঝে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে' সে সব ভাবধারা অনন্তকাল সুপ্রতিষ্ঠিত থাক্‌তে

পারে—ভাবুকশিল্পীর অন্তঃকোণে এ কামনা লুকান ছিল'—এজন্যই আর্ট ইচ্ছা করে' শৃঙ্খল পড়েছে। প্রতিভাবান শিল্পীর কাছে সে শৃঙ্খল একটা শৃঙ্খলার শ্রী পেয়ে' উচ্চতর মুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছে। নৃত্যের উদ্দামতার মধ্যে তাল-কলার বন্ধন যেমন বিচিত্রতাকে রম্যতর রাগে রঞ্জিত করে, তেমনি উচ্চতর কলা চেষ্টায় গভীরতর সংযম, সুপ্রশস্ত ও মহত্তর গতির সহায়ক হয়ে' পড়ে—পরিপন্থী হয় না।

সংসারের তরুণ ও তরলিত ভাবচাঞ্চল্যের মাঝে স্থিরপীঠ রচনা কর্ত্তে শুধু ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালের উপর সেকাল নির্ভর করে নি—এ কালও কচ্ছে না। ইন্দ্রিয়ের সীমা পর্য্যন্ত গিয়ে নিরস্ত হলে ভাবধারণার দুরূহ পথ ত্যাগ কর্ত্তে হয়, কারণ সঙ্কেতের ভিতর দিয়ে ইন্দ্রিয়ের বন্ধনকে বর্জ্জন করা আর্টের একটা অধিকার। হুইস্লার যখন ইম্প্রেশনিষ্ট যুগের সঙ্কেতকে পরিস্ফুট কর্ত্তে চেষ্টা করে' প্রচলিত ইন্দ্রিয়সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানকে বিপর্য্যস্ত করে তখন ইংলণ্ডের গোঁড়া আলোচকেরা অধীর হয়ে' পড়ে। রস্কিন হুইস্লারের প্রথাকে লোকের মুখে রঙের হাঁড়ি ভাঙা বলে Throwing a pot of paint on public face ব্যাখ্যা করে। তা'তে "হুইস্লারের বনাম রস্কিন" মোকর্দ্দমার সূত্রপাত হয়। এ মামলায় দেখা যায়, বিধিবদ্ধ নিয়ম নেহাৎ সাময়িক হ'লেও সহজে মনকে এতটা অধিকার করে' বসে যে কোন রকম মানসিক পার্শ্বপরিবর্ত্তন তা'তে দুঃসহ হয়ে' উঠে। এ প্রসঙ্গেই হুইস্লারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন ইম্প্রেশনকে আঁক্‌তে হ'লে কতটা সময়ের দরকার হয়; তা'তে হুইস্লার সপ্রতিভ ভাবে উত্তর করেছিল "সমগ্র জীবন" (All my life)। *

* 'After a long trial Whistler was awarded a farthing as damage. His examination much interested especially artists' circles on account of his attitude in vindication of the purely artistic side of art and it was in the course of it that he answered the question as to how long a certain impression has taken to execute by saying "All my life." His eccentricity of pose and dress combined with an artistic arrogance, sharp tongue and bitter humour made him one of the most talked-about man in London.'

আর্টিষ্টরা কোন ভাবকেই সামান্য ভিত্তির উপর নিহিত মনে কর্ত্তে চায় না এবং পারেও না।

সামান্যের ভিতর দিয়ে অসামান্যকে উদ্বুদ্ধ করা, ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়ে মহৎকে জাগ্রত করা, এবং কখনও বা অসামান্যের ভিতর দিয়ে সামান্যকে মহিমা দেওয়া, আর্টের একটা সনাতন অধিকার। কাব্যেও তা' হয়েছে; তা' কোন বাধা মানে না; কয়েকটা শব্দের সুললিত যোজনায় স্বর্গ ও মর্ত্ত্য আমাদের কাছে বন্দীর মত এসে' শিহরিত হচ্ছে। দেশকালের সঙ্কীর্ণতার সমস্ত গণ্ডী চূর্ণ হয়ে' যাচ্ছে এবং মানবজাতির জীবনস্পন্দন মহার্ঘতর হয়ে' উঠ্‌ছে।

এ জন্য আর্টিষ্টরা বস্তুগণ্ডী ছেড়ে' রূপকাত্মক রূপ ও মুদ্রামূর্ত্তির আশ্রয় নিয়েছে—শুধু পূর্ব্বাঞ্চলে নয়, পশ্চিমেও। আধুনিকদের বিপদ হচ্ছে নূতন উদ্ভাবিত রূপকের পেছনে গভীর জনতানুভূতি জমাট্ হ'তে পাচ্ছে না, তাই সে সব দুর্ব্বল হয়ে' পড়েছে। তবুও সে প্রলোভন ছাড়া মুস্কিল হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় প্রি-র্যাফেলাইট্‌দের প্রধান ডমরুবাদকও আর্টের পৌরাণিক ইতিহাসে, রূপকপ্রয়োগ দেখে' উল্লাস সম্বরণ কর্ত্তে পারেনি এবং আর্টের ভবিষ্যতেও সিম্বলপ্রয়োগ, আর্টিষ্টদের যে একটা বড় রকমের অস্ত্র, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছে। রস্‌কিন, ইতিহাসে রূপক দেখেছে, তাই এক জায়গায় বলেছে ঃ—প্রাচীন ও প্রামাণ্য আর্টে যতটা দেখা যাচ্ছে তা'তে সহজেই কথাটি স্বীকার কর্ত্তে হয় যে চিত্রকলায় রূপকাত্মক উপমা চিরকালই ছোট, বড় ও বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করে' এসেছে এবং আর্ট যতকাল বেঁচে' থাক্‌বে তত-কাল করবে। আর্টিষ্টদের ভিতর যা'রা যে পরিমাণে বড় রকমের ভাবুক সে পরিমাণে তা'রা রূপক ব্যবহার করে' এসেছে। অর্কেণার 'মৃত্যুবিজয়' সিমঁমেমির স্পেনের চ্যাপলের ফ্রেস্কোচিত্র, আশিশি ও য়্যারিণাতে গিওটোর প্রধান চিত্রপর্য্যায়, মাইক্যাল এঞ্জিলোর 'দিন' ও 'রাত্রি' নামক শ্রেষ্ঠতম

মূর্তিগুলি, ডিরারের 'বিষণ্ণতা' ও অন্যান্য চিত্র, টিন্‌টোরেট্টো ও 'ভেরোনিজের সমস্ত চিত্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশ, র‍্যাফেল ও করেজ্জোর অনেক চিত্র, রূপকে শোভিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়।"

আধুনিকের সিম্বলিজমের দুর্বলতা যে কোথা, তা' উপলব্ধি করতে যতটা অধ্যাত্ম জ্ঞান থাকা দরকার রস্কিনের তা' ছিল না। রস্কিনের সময় প্রাচ্য আর্টের উপলব্ধি ঘটে' নি, কাজেই রূপক ও মূর্ত্যাত্মক আর্টে সফলতা কোথা এবং দুর্বলতা যে কি করে' হয়—তা' তলিয়ে দেখবার অধিকার রস্কিনের কালে কা'রও ছিল না। রস্কিন শুধু চিত্রের ভিতর বৈচিত্র্যসম্পাদনের দিক থেকেই রূপক ও সিম্বলকে মূল্যবান ও প্রলোভনের ব্যাপার বলে' মনে করেছে—যা' কোন অধ্যাত্মনিষ্ঠ শিল্পী করেনি। রস্কিন এক জায়গায় বলেছে:—বিশেষ আনন্দের সহিত চিত্রকরদের রূপক প্রয়োগের প্রণালী গ্রহণ করা উচিত কারণ তা'তে করে' ছবিতে নানা রকম দৃশ্যের বৈচিত্র্য ও কল্পনার অবারিত পক্ষবিস্তার সম্ভব হয়ে' থাকে। অমার্জ্জিত মরুর হিংস্রজন্তুদের এনে' সজ্জিত রাজপ্রাসাদে নিহিত করা যায়; জলস্থল ও আকাশ অসংখ্য প্রাণীতে পূর্ণ করা যায় এবং সামান্য ঘটনা নিয়েও রোমাঞ্চকর নাটক রচনা করা সম্ভব হয়।* রস্কিনের মতে সিম্বল ব্যবহারের মূল্য, চিত্রে বৈচিত্র্যসঞ্চারের জন্যই। প্রির‍্যাফেলাইট্‌দের প্রধান পাণ্ডা হ'তে সিম্বলের স্বরূপকথা উপলব্ধির আশা করাটি বৃথা।

কাজেই চৈনিক আর্টে বা ভারতীয় আর্টে সিম্বল অধ্যাত্ম ও জটিল তত্ত্বব্যঞ্জনার একটা প্রবল সহায় হয়ে' মানুষের চিন্তা ও কল্পনাপ্রসঙ্গকে

* "But that power......is ever to be grasped with peculiar joy by the painter, because it permits him to introduce picturesque elements and flights of fancy into his work, which otherwise would be utterly inadmissible ;—to bring the wild beasts of the desert into the room of the state, fill the air with inhabitants as well as the earth, and render the least (visibly) interesting incidents themes for the most thrilling drama. Modern Modern Painters III. Pt. IV.

যে সহজ করেছে তা'র কারণ যে একেবারে স্বতন্ত্র তা' শুধু একালেই উরোপের নূতন ভাবুকেরা উপলব্ধি কর্ত্তে পেরেছে। এজন্য উরোপের চিন্তা বর্ত্তমানের চিত্র ও কাব্যের নূতন ভাবুকদের ভিতর দিয়ে এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর ও সমৃদ্ধ হয়েছে বল্‌তে হবে।

সেকালের রূপকের মূল ধর্ম্মই হচ্ছে যে তা' ব্যক্তিগত নয়, সমগ্র জাতিকে তা' জড়িয়ে আছে এবং কালপ্রবাহও তা'কে শীর্ণ কর্ত্তে পারে না। এ কালের রূপককে রামধনুর মত ব্যক্তিচিত্রের মেঘরাজ্যে ক্ষণকালের জন্য বিম্বিত হ'তে হচ্ছে। সেকালের রূপক সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করে' ছিল এবং সমগ্র কালকেও আয়ত্তে আন্‌তে স্পর্দ্ধা করেছিল। সেটা আর্টের একটা প্রণালী মাত্র ছিল না—সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রণালী ছিল এবং সে জন্য আর্ট সঙ্কেতাত্মক রূপকের খাতিরে চাক্ষুষ রূপকে ত্যাগ করেছিল। প্রাথমিক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও রূপক-প্রাচুর্য্যে সহজেই সকলকে বিস্মিত করে' দেয়। খ্রীষ্টের জীবনকথার প্রতিসন্ধি রূপকে পরিপূর্ণ। ত্রিত্ববাদ বা ট্রিনিটি, ক্রস, এঞ্জেল, সাধু, সাপ, ড্রাগন প্রভৃতির গূঢ় অর্থ সুপরিচিত। খ্রীষ্টের অর্ফিয়স্ রূপ রাখালরূপ (Good shephard) খ্রীষ্টের ঘুঘু, মেষ, মাছ, আঙ্গুর ও প্রস্তর রূপকল্পনার ভিতর গভীর ভাবব্যঞ্জনা,—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাচারে প্রচুর ভাবে দেখা যায়। এ সব সিম্বলের ভিতর দিয়ে খ্রীষ্টের নানা ভাব ও নানা দিক্ মুখর করা হয়েছে।

যা'কে বাইজেনটাইন সংগ্রহ * বলা হয় তা'তে এ শ্রেণীর অনেক রূপকের উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিমে, চিত্রকরদের ইহাই আদিম শিল্পশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। চিত্রশিল্পে রূপক ও সিম্বল ব্যবহারের আকর্ষণ যে কতটা চাক্ষুষ-সত্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল তা' আরও কয়েকটা বিপর্য্যয়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। একটা বড় রকমের ক্ষমতা—আত্মপ্রকাশের একটা মহত্তর উপায় সঞ্চিত না হ'লে ইচ্ছা করে'

* Byzantine manual.

কেউ চোখ্‌কে তাড়না করে' আনন্দ পেতনা। এ রকমের বিপর্য্যয়ের মাঝে রঙের রূপক বা বর্ণসঙ্কেতই সব চেয়ে বেশী কৌতূহলজনক। নিয়মের বাহিরে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কোন কোন আর্টের ক্ষেত্রে বর্ণের রূপকাত্মক ব্যবহার দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যে ছবিতে যে রঙ্ দেওয়া হয়েছে কিম্বা যে জায়গায় যে রঙ্ ব্যবহার করা হয়েছে তা' একটা গভীর অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে' বর্ণরূপক সঙ্কেতাপন্ন হয়ে' গেছে; সে সব জায়গায় চোখ্‌ও তেমনি ভাবে ইন্দ্রিয়ের সত্তা খুঁজতে অনভ্যস্ত হয়ে' গেছে। দু'একটা উদাহরণ দিতে হয়।

পশ্চিমে শাদা রঙ্ আত্মার শুভ্রপবিত্রতা ও জীবনের বিশুদ্ধতা প্রকাশ করে' ব্যবহৃত হয়ে' এসেছে। সেণ্ট ম্যাথিউতে * আছে, অলৌকিক পরিবর্ত্তনের (transfiguration) সময় খ্রীষ্ট শ্বেতবসনে ভূষিত ছিল। এরূপে নানা রকমের রঙ্ কখনও বা ভাল অর্থে কখনও বা খারাপ ভাব প্রকাশ করে' ব্যবহৃত হয়েছে। হল্‌দে রঙ্, পশ্চিমে ঈর্ষা ও বিশ্বাসঘাতকতার স্থানীয় হয়ে' গেছে— জুডাস্‌কে (Judas) অনেক প্রাচীন কাচফলকচিত্রে হল্‌দে কাপড় দেওয়া হয়েছে। লাল রঙ্ যখন অধ্যাত্মবিষয়ে প্রযুক্ত হয়েছে, তখন গভীর প্রেমের প্রতিভূরূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যখন খারাপ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে তখন রক্ত-লোলুপ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করেছে।

চীনদেশে পাঁচটী সাঙ্কেতিক বর্ণ ব্যবহৃত হয়। কোন লেখক লি—কি হ'তে উদ্ধৃত করে' বলেন:—"লাল রঙ্ হচ্ছে অগ্নির সঙ্গে যুক্ত এবং দক্ষিণ দিকের সম্পর্কে তা' ব্যবহৃত হয়; কাল রঙ্ জলের এবং তা' উত্তর দিকের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়; সবুজ রঙ্ বনের সহিত সম্পৃক্ত এবং পূর্ব্বদিক্ বোঝায়; শাদা রঙ্ স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর দ্যোতক এবং পশ্চিম দিক্‌কে বোঝায় †"। তা' ছাড়া কেবল

* St. Mathewe

† "Red is appointed to fire and corresponds with the south; black belongs to water and corresponds with the north; green belongs to wood and signifies the east; white to metal and refers to the west." F. E. Hulme

খেয়ালের দিক্ হ'তেও চৈনিক আর্টে বর্ণের যথেচ্ছ প্রয়োগ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মিঃ জে ফার্গুসন্ বলেন যে তিনি একাদশ শতাব্দীর চেও-চ্যাং অঙ্কিত মিঙ্ সম্রাটদের আমলের একটী ছবি দেখেছেন, যা'তে পাখীদের বুকের দিক্‌টা লাল রঙ্ দেওয়া হয়েছে, শরীরে ব্রাউন রঙ্ দেওয়া হয়েছে, পুচ্ছে ও ঝুঁটীতে নীল রঙ্ দেওয়া হয়েছে এবং পাখাতে কাল ও শাদা রঙের টুকরো টুকরো প্রলেপ দেওয়া হয়েছে ⁘।

ভারতের দেবচিত্রাঙ্কনেও বর্ণের এই সঙ্কেতাত্মক ব্যবহার দেখ্‌তে পাওয়া যায়। হিন্দু দেববাদের কল্পনায় শিবকে শ্বেত বর্ণ দেওয়া হয়েছে—তা' পবিত্রতা ও শুচিতা বোঝায়। সূর্য্য ও ব্রহ্মাকে রক্ত বর্ণে অঙ্কিত করা হয়; রক্ত শতদল ও রক্তপুষ্প শাক্ত পূজায় শরীর-রক্তের সম্পর্ক বোঝায়; নীল রঙ্ অসীমতা বোঝায়; আকাশ ও সাগরের রঙ্ যেমন নীল, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর বর্ণও নীল। পীতবর্ণ সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রতিভূ—বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের পীতবর্ণে আঁকা হয়। কাল রঙ্ দেশ ও কালের অনন্তত্ব বোঝায় এজন্য শিল্প-শাস্ত্রে কালীর বর্ণ কাল বলা হয়েছে।

এর ভিতর হেতু খুঁজ্‌তে গেলে তা' যথেষ্টই পাওয়া যাচ্ছে। চিত্রফলকের সঙ্কীর্ণ অবসরে, ভাবের ও বস্তুর ব্যাপকতা ও বহুত্ব সঞ্চার কর্ত্তে হ'লে এরূপ সিম্বলিজমের প্রয়োগ ছাড়া অন্য পথও নেই। বর্ণের এরূপ স্বেচ্ছাপ্রয়োগের সুযোগ, পশ্চিমের আধুনিক সিম্বলিষ্ট্ আর্ট অনেক কাল হ'তেই গ্রহণ করেছে। প্রায় বিশ বছর পূর্ব্বের একটা প্রদর্শনীতে * যে সমস্ত সিম্বলিষ্ট ছবি দেখান হয়েছিল তা'র দু'একটি ছবির রঙও উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা ছবিতে একটা লোকের মুখের

⁘ "I have seen a Ming Dynasty copy of a beautiful scroll by Cheo-Chang eleventh century in which birds, with red breast, blue crowns and tails, brown bodies, and wings tipped with white and black are hovering on branches of prunus and hibiscus." The Scammon lectures 1918.

* Paris Exhibition 1894.

একটা দিক আঁকা হয়েছিল শুধু নীল রং প্রয়োগ করে' এবং কিছু সাদা রং তা'তে দেওয়া হয় *। আর একটা ছবিতে একটা নারী-মূর্ত্তি দেওয়া হয়েছিল, যা'র বুক হ'তে অজস্র শোণিত প্রবাহ ছুটে এসেছে—ক্রমশঃ সে রংটিকে হালকা করা হয়েছে. চুলগুলিকে ঢেউ খেলিয়ে ক্রমশঃ গাছে পরিণত করা হয়েছে। ছবিটিতে হলদে রং দেওয়া হয়েছে এবং চুলগুলি ব্রাউন রংএ আঁকা—হয়েছে †। আর একটা ছবিতে সমুদ্রকে হলদে রংএ আঁকা হয়েছে ও চক্রবালের শেষপ্রান্তে একটা অস্পষ্ট চেহারাও যুক্তকরা হয়েছে। তা'তে চুলের রং হলদে করা হয়েছে এবং ক্রমশঃ তা' সমুদ্রে পরিণত করা হয়েছে ‡।

ইউরোপের প্রকৃতিকে এরূপ বিরূপাত্মক বর্ণব্যবহার যে দুঃসহভাবে আঘাত করেনি তা' নয়। বর্ণের নির্ব্বাচন ও প্রয়োগের সেখানে বড়ই কঠিন কারণ পর্য্যায়ের আনুকূল্য গ্রহণ করতে হয়। শুধু ছবিতে নয় নাট্যমঞ্চেও বর্ণ যোজনা গভীর কারণমূলক না হ'লে ইউরোপের চিত্ত তৃপ্ত হয় না। মিঃ বার্কারের * শীত কাহিনী (Winter's Tale) অভিনয় উপলক্ষেও মিঃ রদেনষ্টীনের মত আর্টিষ্টও † ষ্টেজে যে বর্ণ প্রয়োগ ও সজ্জা করেছিল অনেকের তা' ভাল লাগেনি। কোন আলোচক বলেন :—"মিঃ রদেনষ্টীনের বর্ণ প্রয়োগের দোষ হচ্ছে যে তা'র ভিতর কোন গভীর কারণের প্রেরণা পাওয়া যায় না। কুটীর, পদ্ম প্রভৃতির সুবিন্যাসের মত তা' কোন গভীর প্রয়োজন হ'তে জাগ্রত হয়নি। বর্ব্বরেরা যখন যুদ্ধ করতে যায়

* "One of them had painted a blue face in profile ; on the whole face there is only this blue tinge with whiet-of-lead.

† "One of them represented a woman (naked) who with both hands is squeezing from her two breasts streams of blood. The blood flows down becoming lilac in colour. Her hair first descends and then rises again and turns into trees. The figure is all coloured yellow and the hair is brown.

‡ "A picture of yellow sea on which swims something...... ; on the horizon a profile with a hallow and yellow hair which changes into a sea in which it is lost. Extracts from Tolostoy.

* Mr. Granville Barker, † Mr, Albert Rothenstein.

তখন তা'রা শক্রদের বিভীষিকার জন্য রক্তবর্ণে ভূষিত হয়ে' যায়। তা'দের রঙ্ ব্যবহারের একটা অপরিহার্য্য কারণ আছে। যা'রা নাট্যমঞ্চে কোন দৃশ্য সাজায় তা'দের হিসাব করে' চলা দরকার। ঈর্ষামূলক কোন দৃশ্যকে আঁক্‌তে হ'লে, তাকে ঈর্ষ্যার সাঙ্কেতিক বর্ণে আঁকা উচিত—যা'তে দর্শকেরা সহজেই তা'তে আকৃষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু মিঃ রদেনষ্টীন যে ভাবে অভিনেতাদের বর্ণসজ্জা করেছেন তা'তে শুধু রঙের লালিত্যের দিকেই ঝোঁক্ দেওয়া হয়েছে"।

কাল্পনিক বর্ণপ্রয়োগের উদ্দেশ্য গভীর কারণমূলক বলে'ই সাঙ্কেতিক বর্ণবিধিকে অশ্রদ্ধা করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্ণবিধি অতি বিচিত্র; গত দু'তিন বছরের ভিতর বর্ণ-সম্পর্কে মনস্তত্ব (Colour psychology) বিশেষ ভাবে অধীত হয়েছে। কোন্ রঙের মানুষের মনের উপর—এমন কি স্বাস্থ্যের উপর—কি অধিকার ও প্রভাব, তা' বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয়েছে; তা'তে দেখা গেছে যে নানা কারণে রঙের সম্পর্ক, মানুষের মনোজগতের সহিত নানা ভাবে যুক্ত। এজন্যই বল্‌তে হয় চিত্রশিল্পে বর্ণপ্রয়োগের আচার, স্থলবিশেষে আরও গভীরতর ও মহত্তর জায়গায় মানুষকে আঘাত করেছে বলেই তা'র সার্থকতা। অদীক্ষিতের নিকট তা' হয়ত দুর্ব্বোধ্য, অশ্রদ্ধার নিকট হয়ত তা' দুর্ল্লক্ষ্য; কিন্তু যা'রা গভীর ভাবাবেশ বা সংস্কারের ভিতর দিয়ে এ'সব গ্রহণের অধিকারী হয়েছে, তা'রা জানে, গ্রীক আর্টের এক একটা মূর্ত্তির দেহভঙ্গীকে বিপর্য্যস্ত করা যেমন সম্ভব নয়, হিন্দু-শিল্পের দেবীমূর্ত্তি অঙ্কণে যেমন যথেচ্ছ যা'-তা' বর্ণপ্রয়োগ করা যায় না, তেমনি জীবনেরও অনেক প্রসঙ্গে বিশ্বজন-গৃহীত ভাবের বা বিধির সমানভূমিকে ওলট্‌পালট্ করা শক্ত, এবং তা' কর্‌লে যা' হারাণ যায় তা' সহসা ও সহজে ভবিষ্য ইতিহাসে খুঁজে' পাওয়া যাবে না।

বর্ণের রূপক, বর্ণের প্রতিনিধিত্বে যেমন ভাবের পরিধি বাড়িয়েছে তেমনি রেখার প্রতিনিধিত্বও চীন ও জাপানে নানা অর্থযুক্ত হয়ে' পড়েছে—যা' শুধু অলসভাবে দেখে' বোঝা যায় না। জাপানের রসজ্ঞেরা রেখাভঙ্গীর বৈচিত্র্যের মাঝে

শিল্পীর বিশিষ্টতা ও মনস্তত্ত্ব দেখতে পাই—চৈনিক আর্টের ধারায়। কোন লেখক বলেন :—"চৈনিক চিত্রে পিফা (pifah) অর্থাৎ তুলিকার সংযোগ—যা'তে রেখার সৃষ্টি হয়—তাই সমস্ত আর্টের সারবস্তু। আর্টিষ্টের মানসিক অবস্থার অনুক্রমে রেখাগুলি কখনও বা মোটা কখনও বা সূক্ষ্ম, কখনও বা শান্ত, কখনও চঞ্চল, কোনটা বা পূর্ণ কোনটা বা অপরিপূর্ণ হয়ে' থাকে। নানা রকম নামে তুলিকা প্রয়োগকে বিবৃত করা হয়ে' থাকে। 'বৃহৎ কুঠারের রেখা' (large axe's stroke) 'ছোট কুঠারের রেখা,' 'বৃষ্টি বিন্দুর রেখা' ইত্যাদি।*

জাপানেও রেখাসংঘাতের নানা রকম সঙ্কেতাত্মক ব্যবহার আছে এবং তা' কোন কোন জায়গায়, অতিরিক্ত পরিমাণহীন উৎসাহে, চিত্রশিল্পের সীমাকেও অতিক্রম করার উদ্যোগ করেছে। জাপানের পারমার্থিক চিত্রশিল্পীদের (Transcendental painters) ভিতর তা' লক্ষ্য করা যায়। কোন আলোচক তাঁদের সম্বন্ধে বলেন :—"শুধু মানসিক ভাব বা বস্তুপ্রকাশ করাই, অনেক সময় জাপানের পারমার্থিক শিল্পীদের উদ্দেশ্য হয়ে' পড়েছে। এই লক্ষ্য হ'তে, অনেক সময় রেখাপাতের ভঙ্গীকে, অনেকটা সর্ট-হ্যাণ্ডের মত ভাবের আদান প্রদান কর্ত্তে দেখা যায়। পশ্চিমের রসতাত্ত্বিকগণের পক্ষে এ সমস্ত রহস্যের রসভেদ করা অনেক সময় কঠিন হ'য়ে পড়ে, এবং এই ব্যর্থতা হ'তেই তাঁদের মনে গভীর সন্দেহ জন্মে।

* 'Brush Strokes 'pifah' out of which lines are formed are *the essence of Chinese painting*, They are thick or thin, calm or nervous, abrupt or finished according to the style of the artist or in some instances in his mood......There are those which resembled the stokes of a large axe. ...Tapep'ts'un—those of a small are. The raindrop strokes, were slightly different from the hemp-fibre ones etc.'

তারা এজন্য মনে করে যে এরকম সাঙ্কেতিক ব্যাপার হয়ত চিত্র-সীমার বাহিরে গিয়ে পড়েছে এবং তা'তে একটু সান্ত্বনা লাভ ঘটে"।*

কোন একটা বিশিষ্ট ভাবে ও বিশিষ্ট দিকে উদ্দীপিত কর্ত্তে পারলেই শিল্পীর চরিতার্থতা হয়—তা' যে উপায়েই হো'ক্‌না কেন। মন্ত্রবল, কৌশল, ইঙ্গিত, জাতির সংস্কার ও সহজ অনুগ্রহ'—যা'তেই হো'ক্‌না কেন, মনের সাম্‌নে ভাবটি উপস্থিত কর্ত্তে পার্‌লেই হ'ল। দেশ বা সমাজবিশেষে কয়েকটা ভাবকে, যদি চিহ্নপাতের কোন বিশিষ্ট ধারার সাহায্যে উদ্রেক করা সম্ভব হয়, তবে সে কৌশল বা নৈপুণ্যের প্রতি কোন আর্টিষ্ট বিমুখ হ'তে পারে না। নানা দেশের আর্ট এ জন্যই জাতিচিহ্নিহিত প্রথাকে বর্জ্জন করেনি। যে সব দেশে ধর্ম্মশাসন বা সামাজিক ধর্ম্মের অঙ্গুলি তেমন নেই সেখানেও নানা রকম চিহ্ন, রূপক ও ইঙ্গিতবাহুল্য দেখে' বিস্মিত হ'তে হয়। আর্টিষ্টরা সামান্য উপকরণের ভিতর দিয়ে বৃহৎকে প্রকাশ কর্ত্তে যেন একটু বেশী রকমে ব্যাকুল হয়ে' উঠে, এজন্য বাধা যেখানে বেশী, সেখানে তা' অতিক্রম কর্ত্তেও একটা আশ্চর্য্য উৎসাহ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যেখানে যা'কে কল্পনা করা যায় না সেখানে তা'কে প্রস্ফুট ও প্রতিষ্ঠিত করে' আর্টিষ্টের যেন একটা অতিরিক্ত আনন্দের সঞ্চার হয়। অবশ্য এ সব জায়গায় সিম্বল ব্যবহার ছাড়া উপায় নেই। সঙ্কেতের অন্তর্নিহিত রহস্যের মূলে একটু লুক্কায়িত হাস্যকণাও আছে যা' বাধাকে অতিক্রম করে' আত্মপ্রসাদ লাভ করে। জাপানে উদ্যানরচনার

* "Among these 'transcendental painters' the object in view was simply the *expression of mental conceptions and emotions* With this aim the brush work became a sort of shorthand by which the artist sought to transfer his idea to others. But to the Western mind the clue that should lead us into these inner *arcana* is often difficult to find. The critic may however console himself for his incompetence with the donbt whether in works of this nature the limits of true pictorial art have not been overstepped". E. Dillon.

[দ্বিতীয় ভাগ ৭২ পৃষ্ঠা]

জড়বস্তুকে জড়িয়ে জড়বস্তুর প্রাণকথার ভিতর দিয়েই জগতের রহস্যের সমাধান কর্তে চেষ্টা করেছিল। এমন কি অজ্ঞাত জগতকে পাওয়াও যে জড়জগতের সাপেক্ষ তা'ও বল্‌তেও কুণ্ঠিত হয়নি" *। যে জিনিষটা যেরূপ ভাবে চোখে পড়েছে তা'কে তেমনি ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হবে—কোন অজ্ঞাত, অধ্যাত্ম বা কাল্পনিক ভাবের খাতিরে তা'কে ছুঁয়ে বিপর্য্যস্ত কর্ত্তে পারা যাবে না, এটা হচ্ছে এ শ্রেণীর বিধান; যা' কিছু চিত্রের খাতিরে দরকার তা' দূরানুসূচিতা ও আলেখ্যের আলোকসম্পাতের বৈচিত্র্যের ভিতর সম্পন্ন কর্ত্তে হবে। পশ্চিমের পরপেক্ষিত প্রথা, (Perspective) আলো ও ছায়ার সম্পাত (Chiaroscuro) প্রভৃতি, ভাবের ও চিন্তার এই মূল ধর্ম্ম লক্ষ্য করে'—জড়জগতের এই শ্রেষ্ঠতা ও মহত্ত্ব স্বীকার করেই—অগ্রসরকৃত হয়েছে।

এশিয়ার আর্টে ইন্দ্রিয়জগৎকে একেবারে এতটা মর্য্যাদা দেওয়া হয়নি এবং কোন ভাব প্রকাশ কর্ত্তে যে তা'তে কোন রকম পরিবর্ত্তন করা যায় না বা তা'কে ছোঁয়া যেতে পারে না—এ'রূপ ভাব কখনও শিল্পীর মনে আসেনি। এশিয়ার আর্টে ভারতবর্ষের প্রাণকথা বা সাধনা এবং চীন ও জাপানের চেষ্টা এক রকমের সৃষ্টি-ব্যাপার সম্ভব করেনি। এ তিনটি দেশেই নানারকম চিন্তা ও চর্চ্চাতে চিত্রের সূত্র-নিবদ্ধ বিশেষ প্রথা বা পদ্ধতি নির্ব্বাচিত হয়েছিল; আনন্দরসের জন্য সে সমস্তকে প্রাচ্যভূমি পর্য্যাপ্ত মনে করেছে। বিশেষতঃ এসব দেশে আর্ট মাত্রই প্রায় কোন বিরাট ধর্ম্মবিপ্লব কিম্বা ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে সূচিত হয়েছে বলে' এবং রচনাই সমস্ত ধর্ম্মসম্পৃক্ত আচারে অনুধৃত বলে' শিল্পাচারে পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন সম্ভব হয়নি। শিল্পশাস্ত্রকারগণও ভবিষ্য-শিল্পীকে শিল্পাদর্শ ও বিধানকে ভাঙাচোরার কোন অবসর দেননি। কারণ তাঁরা শিল্পের সমস্ত রম্যবৈচিত্র্য ভেবেচিন্তে' পুঁথিপত্র রচনা করে', সমস্ত গবেষণা একেবারে নিঃশেষিত করে' দিয়েছেন। চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যে শিল্পশাস্ত্রবিদ্‌গণের বাঁধাপথের জটিল ও বন্ধুর নিয়মব্যবস্থাসত্ত্বেও এদেশের ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃপ্রবাহিত ভাবরসধারা দেশকালজয়ী

* Havelock Ellis.

হয়েছে—এ-গৌরব সামান্য নয়। হয়ত পূর্ব্বকালের সংযত, শাস্ত্রানুমোদিত চিন্তাধারা শিল্পীদিগকে সমস্ত দিক হ'তে সংহরণ করে' একটা বিশিষ্ট দিকে তীক্ষ্ণ, তীব্র ও নিপুণ করে' এই সফলতা সম্ভব করেছে; কারণ সমস্ত নিয়মবিধি ও আচার প্রভৃতি যে পরিমাণে সেখানে গৃহীত হয়েছে সে পরিমাণে সফলতাও সে সব রচনায় জোর হয়েছে। সে সব ত্যাগ করে' নূতন বিধি ও আচার খাড়া করাতে কেউ চায়নি, কারণ তা'হ'লে শিল্প দুর্ব্বোধ্যই হ'বে এবং উদ্দীপনার দিক থেকে ব্যর্থ হ'বে। লক্ষ লক্ষ লোক যা' স্বীকার করে' অগ্রসর হয়েছে এবং যা'তে আনন্দ পেয়েছে তা শিল্পের দিক থেকে চিত্রাদির পক্ষে একটা সমানভূমির (convention) উপর দাঁড়িয়ে গেছে, বল্‌তে হয়—যা' হ'তে আহ্বান করলে আর্টিষ্টের সাড়া পাওয়া যায়। কাজেই তা' ছেড়ে' নূতন কিছু প্রতিষ্ঠা দেওয়া চলেনা। এজন্য নূতন দীপের প্রলোভনে এসিয়ার জাগ্রত শিল্পীরা পুরাণ আলো বিক্রী করে' বিপ্রলব্ধ হ'তে চায়নি।

অপরদিকে উরোপে জড়জগতের নিরুদ্দেশ লালিত্য, ক্রমশঃ মানুষের হৃদয়-সম্পর্কে শ্রদ্ধা পেয়ে' অগ্রসর হয়ে' এসেছে। 'চক্ষুষো চক্ষুঃ' বা চোখের যে চোখ্ তা'র ভিতর দিয়ে না দেখে' নগ্ন চোখেই যা' দেখেছে তা'তে ক্রমশঃ একটা নেশার সঞ্চার হয়ে' গেছে—যা' কিছুতেই ছাড়া সম্ভব হয়নি। রিণেসাঁস আর্টের অনেকটা ভিত্তিই তা'ই। উরোপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম জড়জগৎকে তুচ্ছ করেছিল; পূর্ব্বাকালের মত অধ্যাত্মিক ও জড়ের মধ্যে কোন রকম সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা কর্ত্তে চায় নি। এজন্য প্রকৃতির পরিশোধ হয়েছে'—শুধু উরোপের পক্ষে নয় বিশ্বের পক্ষে—এবং তা'র বিচিত্র দৃষ্টান্ত উরোপের ইতিহাসেই প্রথম উদ্ঘাটিত হয়েছে। উরোপ খ্রীষ্টীয় বিধানকে উপেক্ষা করে' সৃষ্টির মৃৎপ্রতিমাকে স্বেচ্ছায় বুকে চেপে' বুঝ্‌তে চেয়েছে —উপেক্ষা করেনি। কাজেই জগতের পত্রপুষ্প প্রভৃতিতে যে নানা রূপরস বিগলিত হচ্ছে পশ্চিমের মন তা'র বাইরে বা ভিতরে অন্য কিছু গূঢ় ব্যাপার না খুঁজে' শ্রদ্ধার সহিত তা'কেই পরমার্থরূপে গ্রহণ কর্ত্তে ইতস্ততঃ করেনি *।

* "Beneath the vast growth of Christianity for ever *exalting by the easy method*

যদিও কিছুকাল হ'তে আর্টের ক্ষেত্রে নানাসাধনা ও অভিজ্ঞতা উরোপায় শিল্পীদের রূপকপ্রয়োগের দিকে আকৃষ্ট করেছে, তবু বল্‌তে হয় এ সমস্ত রূপক খাঁটি ভাবে রূপক বা সিম্বলধর্ম্মকে আশ্রয় করে' স্বপ্রকাশ হ'তে পারেনি বলেই কিছুতেই সনাতনত্বের দাবি কর্ত্তে পাচ্ছেনা—প্রায় সবই সাময়িক ও ব্যক্তিগত হয়ে' পড়েছে। সঙ্কেতের প্রতিনিধিত্বের দিন চলে' গেছে। রূপক বা সিম্বলকে সর্ব্বভোগ্য বা সর্ব্বগ্রাহ্য করা এ যুগে চলে না। অথচ সিম্বল বা রূপক জনতাগ্রাহ্য না হ'লে শিল্পীর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। আর্টের অক্ষরের সহিত কারও পরিচয় না থাক্‌লে প্রতিপদেই তা' দুর্ব্বোধ্য ও ব্যর্থ হয়ে' পড়ে। আধুনিকের কলানিষ্ঠা ও প্রণালী অতীতের ধারাবাহী সংস্কার, সাধনা ও সাহচর্য্য হ'তে বিচ্যুত হয়ে' গেছে। এ কালের ব্যক্তিগত রুচির আনুগত্য কোন নূতন রূপকও মুদ্রাকে সর্ব্বগ্রাহী কর্ত্তে পাচ্ছে না। এমন কি বৌদ্ধশিল্পে, আসন ও অঙ্গুলিভঙ্গী প্রভৃতি দিয়ে যে সমস্ত কথা সর্ব্বগ্রাহী করা হয়েছে, মোগল চিত্রশিল্পে শুধু হাতের অঙ্গুলি ভঙ্গীতে যে সমস্ত কথা প্রকাশ করা হয়েছে এ কালের কোন শিল্পী তেমন কিছু মুদ্রাত্মক বা রূপকাত্মক প্রামাণ্য ভাবপর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে পাচ্ছে না।

বিফল চেষ্টা অনেক হয়েছে এবং সাধনাও কম হয়নি। মুদ্রা বা সিম্বল বল্‌তেই বোঝায় যে তা' সর্ব্বজনগ্রাহী ব্যাপার। কোন কলাকৈতব, জনতা-গৃহীত হ'লেই তা'কে রূপক বা সিম্বল বলা যেতে পারে। এক জনকে লক্ষ্য করে' সিম্বল বা রূপক রচনা করে' কোন লাভ নেই—একটা জাতিকে এবং অনাগত ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করে' সে সব সূচনা কর্ত্তে হয়। সিম্বলের বা মুদ্রার ভাবাত্মক সান্নিধ্যের ভিতর দিয়েই জাতিরা এক হয়। প্রত্যেক যুগেই নানারকম সিম্বল

of pouring contempt on the seen * * * a slow force was walking under ground. A tendency was making itself felt to find in the theoretically despised physical—in those every day stones which the builders of the Church had rejected—the very foundation of the mysteries of life if not the basis for a new vision of the unseen, yet for a more assured vision of the seen". Havelock Ellis.

জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হয়ে' এসেছে। পাশ্চাত্যের আলোচকেরা যাই বলুন না কেন, এযুগের নব্য 'সিম্বলের সফলতাও সর্বসাধারণ-বিষয়ে প্রচুর সংশয় আছে, কারণ এ যুগে সহজে কেউ কারও অনুসরণ করতে চায় না। কোন আলোচক গথিক স্থাপত্যকে মধ্যযুগের সমগ্র মর্মকথার রূপক বলেছেন। তিনি বলেন :—"প্রত্যেক যুগের বিশিষ্ট রূপক আছে। যখনই যে রূপক খাঁটি ভাবে একটা ভাবকে প্রকাশ করে তখনই তা' চিরস্থায়ী হয়ে' যায়—যেমন গথিক স্থাপত্য হয়েছে" *।

বলা প্রয়োজন অন্য যুগে যেমন তা' সহজসাধ্য হয়েছে, এযুগে তেমন হ'তে পারে না। আধুনিক ইংলণ্ডের চিত্রশিল্প হ'তে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এযুগে পরিচিত শিল্পীদের মধ্যে ওয়াট্‌স্ * এবং বার্ণ জোন্সের ভিতর বিশেষভাবে রূপকপ্রীতির দিকে একটা আকর্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। রূপকপ্রয়োগে ওয়াট্‌সের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা ছিলনা। ওয়াট্‌স্ যে সমস্ত ছবি এঁকেছে তা'তে রূপক প্রয়োগের প্রচুর চেষ্টা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, অথচ বল্‌তে হয় ওয়াট্‌সের কোন সিম্বলই পরিস্ফুট হয় নি। ওয়াট্‌সের সঙ্কেতাত্মক চিত্রের নানাব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, কাজেই বল্‌তে হয় সে সব কোন প্রামাণ্য ভাবপ্রকাশের উপায় হ'তে পারেনি। এমন কি সর্বজনপরিচিত 'হোপ্' চিত্রখানি ও ঠিক কোন পরিস্ফুট ভাব মনে উপস্থাপিত করেনা। মিঃ চেস্টারটন্ বলেছেন যে ওয়াট্‌সের এ চিত্র খানিই একটা রূপক,—চিত্রই একটা চিহ্ন—চিত্রের কোন চিহ্ন বা চিত্রের কোন রূপক নেই। তিনি বলেন :—এ' ছবিখানিকে কেউ ঠিক রকম নাম দিতে পারে নি; কিন্তু চিত্রকর তা'র নাম দিয়েছে 'আশা'। এ ছবির শুধু নামটি ছবিখানিকে কিছুমাত্র প্রকাশ করে না,

* Every age has its own symbols but a symbol once perfectly expressed—that symbol remains, as Gothic architecture remains the very soul of Middle Ages. Symons.

* G. F. Watts R. A.

তা'র একটা দিক্ মাত্র উদ্ঘাটিত করে ;—তা'কে 'নিষ্ঠা' বলা যায় 'জীবনচেষ্টা' বলা যায়, 'জীবনপ্রেম' বলা যায় 'ভবিষ্য ধর্ম্ম' বলা যায় ইত্যাদি' *।

যে রূপক জনতাগ্রাহ্য হয়নি তা'তেই নানারূপ ব্যাখ্যা চলে। গ্রীক্‌শিল্পের ও ভারতশিল্পের নানারূপক-মূর্ত্তি প্রভৃতির ভিতর যথেচ্ছ ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা যায় না। ওয়াট্‌সের 'জীবন ও মৃত্যু' 'উষা' প্রভৃতির চিত্র ও এরকমের জিনিষ। তা'তে নানা ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। ছোটখাট বিষয় বা কল্পনাখণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার চেষ্টা না করে' বড় রকমের কিছু সৃষ্টি কর্‌বার প্রলোভন ওয়াট্‌স সাম্‌লাতে পারে নি। প্রাচীন রূপকগুলি গ্রহণ করে' নূতন ব্যক্তিছন্দের উপর গ্রথিত কর্‌লে কোন কূল রক্ষা হয় না। কাব্য ও চিত্রে এযুগের ইহাই অন্যতম সমস্যা *। সিম্বলের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা ছাড়া উচ্চতত্ত্ব উদ্ঘাটনের উপায় আর্টে খুব সামান্য, অথচ ব্যক্তিগত সিম্বল কা'কেও আন্দোলিত করেনা। নূতন যুগে নূতন সিম্বল রচনা কর্ত্তে হয়—অথচ এ যুগের ভাবের বা ধর্ম্মের এমন কোন সমবায় বা সমানভূমি নেই যা'তে সকলকে লক্ষ্য করে' সকলেরই প্রাণসম্পর্কের উপর কোন ইঙ্গিতকে পরিস্ফুট ভাবে দাঁড় করান যায়।

বড় রকমের উদ্দেশ্য হয় ত ওয়াট্‌সের ছিল এবং অনেক অর্টিষ্টের আছে। কিন্তু কেউ নিজের ভাষা ও ইঙ্গিতে সে সমস্ত বিশ্বজনীন ভাবকে এ যুগে ফুটিয়ে তুল্‌তে পাচ্ছে না। কয়েকটা ভাবকে আধুনিক শিল্পীরা নিজেদের খেয়ালে জুড়ে'

* "No one can name this picture properly but Watts who painted it has named it *Hope* but the point is this title is, not the reality behind the symbol, but another symbol for the same thing.........But though Watts calls this tremendous reality, Hope we may call it many other things call it faith call it vitality call it will to live".—Chester ton.

* And we find this insisience on universal symbols, this rejection of all symbols that are local or temporary or topical even if the locality be a whole continent, the time a stretch of centuries or the topic a vast civilization or an undying church ; we find this insistence looking out very clearly from the allegories of Watts." Chesterton.

কোন কূলই রক্ষা কর্ত্তে পারেনি—অতীত ও তাতে স্পষ্ট হয়নি, নূতন ও ধর
হয়নি। বর্ত্তমানের একক শিল্পীর পক্ষে কিম্বা কোন ক্ষুদ্র শিল্পচক্রের পক্ষে
আর্টের কোন নূতন ভাষাকে বোধ্য করে' তোলা দুষ্কর, কাজেই প্রকাশের দি
থেকে ব্যক্তিগত ভাবাত্মক কল্পনাগুলি শিল্পীর ছন্দানুসরণ কচ্ছে মাত্র, সাধারণে
সে ছন্দ অপরিচিত। যদি তা' নিয়ে সে কালের কাব্যকাহিনী বা চিত্রকলা
কোন ঐতিহাসিক সংস্কারের আহ্বান করা হয়—তবে তা জটিল হয়ে' কিছু
প্রকাশ কর্ত্তে পারে না। একন্য দেখা যায় সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস নিয়ে চেষ্টা—
কথা নিয়ে নাড়াচাড়া—কোন কোন দুর্ব্বল আর্টিষ্টের খুব লোভনীয় হয়ে' পড়েছে
একালে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের যোগ বেশী নেই। অতীতের সহিত বর্ত্তমানে
যেমন নেই—একালের সহস্র চিত্তের মূলে ও কোন গভীর যোগ স্বীকৃ
হচ্ছে না কিম্বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একাল ভিন্নরুচিদের উপ
প্রতিষ্ঠিত।

ওয়াট্‌সের মত বার্ণজোন্সের অতটা আত্মস্ফীতি ও দুঃসাহস ছিলনা একথা
বার্ণজোন্সের রচনা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। 'প্যান ও সায়িক' এবং 'ভাগ্যচক্র
প্রভৃতি ছবিতে পৌরাণিক টাইপপ্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা আছে—অতীতের সহি
সংযোগের একটা বিশিষ্ট সাধনা আছে দেখতে পাওয়া যায়। এসব সত্ত্বে ও
যোগসাধন দুরূহ হয়ে' পড়েছে।

চিত্রের সিম্বলিজম যেমন দুর্ব্বোধ্য হয়ে' পড়েছে, আধুনিকের কাব্যের সিম্বলিজ
ও তেমনি হয়েছে। এণ্ড্রিয়েফের নাটকগুলিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ ক
যেতে পারে। 'Black maskers', 'Life of man' প্রভৃতির সিম্বলিজ
একেবারে নূতন জিনিষ। জীবনের গভীরস্তরসমুচ্চয়কে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে
নাট্যে প্রতিষ্ঠা দিতে যদি এণ্ড্রিয়েফের মত রূপক ব্যবহার কর্ত্তে হয় ত
কাব্যচেষ্টা বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারে মনে হয় না। এণ্ড্রিয়েফে
জীবনতত্ত্ব যা' হোক্ না কেন, মনস্তাত্ত্বিক নাট্যসমূহ এসমস্ত কারণে আনন্দপ্রদ

বিস্তৃত কর্ত্তে পারে নি মনে হয়। অথচ মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে সিম্বলিজম্ ছাড়া উপায়ও নেই। উরোপের জীবনে এ প্রশ্ন উঠেছে, কাজেই রূপকের প্রয়োজন হয়ে' পড়ছে।

সে কালের গ্রীক্, ভারতীয় ও চৈনিক আর্টিষ্ট অনেক সময় কয়েকটা সুবোধ্য লক্ষণে মূর্ত্তির মর্ম্মকথা উদ্দীপ্ত করেছে; এ যুগে এরূপ লক্ষণ আরোপ করা যায় না। এ যুগের আর্টের অশ্রান্ত সাধনা এজন্য কোন প্রাচীন রূপক-ধর্ম্মকে গ্রহণ কর্ত্তে পারেনি; এবং নূতন কিছুও আবিষ্কার করে' সর্ব্বগ্রাহ্য কর্ত্তে পাচ্ছে না। এ কালের রূপক ও এ কালের আর্টের ইঙ্গিত এ কালেই পরিবর্ত্তিত ও বর্জ্জিত হচ্ছে —তা'কে দিয়ে ভবিষ্যৎকে কি করে' রম্যবন্ধনে আকৃষ্ট করা যায়? সেকালে রূপকের ভিতর দিয়েই অতীত ও বর্ত্তমানের উপর সেতু রচনা করা হয়েছে; জনতাগৃহীত রূপকই অনাগত ভবিষ্যের কাছে মুখর ভাষায় অখণ্ড সামাজিকতা স্থাপন কর্ত্তে পারে। এ যুগের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতায় তা' হ'তে পাচ্ছে না বলে, কবিরা প্রাচীন দেববাদ ও উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে আধুনিক সমস্যা ও বেদনা আনন্দ ও সাধনা পরিস্ফুট করে' তুল্‌তে চেষ্টা কচ্ছে। গ্যেটে, ফাউস্ট কাহিনীর ভিতর, শেলি, গ্রীকদেববাদ হ'তে গৃহীত প্রমিথিয়াসের উপাখ্যানে ও ওয়াগনারর্স দেববাদের টানয়সার গল্পের ভিতর, মরিস্ নানা জাতির উপাখ্যান হ'তে গ্রথিত 'পার্থিব স্বর্গে' বর্ত্তমানের ভাব ও চিন্তা সঞ্চারিত করে' আধুনিকের উপজীব্য কাব্য রচনা করেছে। চিত্রে ও বার্ণ জোন্স 'পার্শিয়াস্' 'ঘুমন্ত সুন্দরী' এবং উল্লিখিত প্যানসাইকের গল্পের ভিতর আধুনিক জীবনের নানা সমস্যাকে নিহিত করে' সিম্বলিজমের ব্যর্থতার ক্ষতি-পূরণ কর্ত্তে চেষ্টা করেছে। অতীতকে গ্রহণ কর্‌বার এ সমস্ত চেষ্টা হ'তে বোঝা যায় আধুনিক আর্টের কোন একটা জায়গা হয়ত শূন্য হয়ে' গেছে—এ জন্যই তা পূরণ কর্ত্তে হচ্ছে। উরোপের আলোচকেরা সম্প্রতি বল্‌ছেন:— "গ্রাস্ ও নর্স দেববাদ হ'তে গল্পসংগ্রহ এ যুগের পক্ষে অনেকটা বহুমূল্য প্রাচীন মদিরাভাণ্ডের কর্ক উন্মোচন করার মত; তা'তে আত্মার সমগ্র প্রসাদ সুরভিতে

আর্ট ও আভিজাত্য।

পূর্ণ হয়ে যায় এবং তা আমাদের মস্তিষ্ক ও শিরায় শিরায় অসংখ্য অতীত নিদাঘের সঞ্চিত অমৃতধারা প্রবাহিত করে"* ।

অতীত, এ ভাবে দেববাদের ভিতর দিয়ে—রূপকের ভিতর দিয়ে—একালে গৃহীত হয়। কিন্তু একালের সঞ্চিত আর্ট এমন কি হচ্ছে যা' কালের দূরত্ব নিরত করে' ভবিষ্যতের অঙ্কে স্থান পেতে পারে? সেকালের আর্টের কালচারে ইঙ্গিতগুলি—সে কালের আসন 'মুদ্রা' 'তিলক' 'রূপক'—একালে ব্যক্তিচেষ্টায় সঞ্জীবিত হচ্ছে না—তা' হ'লে তা'র পরিবর্ত্তে কি করা যায়? পুরাতন দেববাদের ধারাগুলি রক্ষা করা? আধুনিক কবিদের মত সমস্ত প্রাচীন উপাখ্যান ও কাহিনী নিয়ে তা'দের ভিতর একালের শোণিতধারা প্রবাহিত করা, না একটা নূতন কল্পনালোক সৃষ্টি করা?

গ্রীসের কল্পনালোক ছিল তা'তে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি চলাফেরা করেছে; খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম ও প্যাগান দেববাদের জায়গা খ্রীষ্ট, ভার্জিন, এঞ্জেলবৃন্দ, এপসল্‌স (apostle) সাধু (sanite) মার্টার প্রভৃতিতে পূর্ণ করেছিল; ভারতীয় কল্পনায় আর্য্যদের দেবলোক ও ভবপুর ছিল। বৌদ্ধযুগেও দেবলোকের ঘণ্টাধ্বনি কমেনি—বুদ্ধও অসংখ্য বোধিসত্ত্বের ঘটায় তা' পরিপূর্ণ ছিল। এ যুগের আর্টের কল্পনালোকে কা'রা চলাফেরা কচ্ছে?

যাতে করে' ভাব জমাট্ হ'তে পারে, অতীত ও বর্ত্তমানে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে যোগসাধন হ'তে পারে, জনতা'র প্রাণবেপথুর সঙ্গে জড়িত আর্টের এরূপ এস্পারেন্টো দরকার। তা'তেই কলার কৌলিন্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ভাবের পরম্পরা যা'তে ধারাপথে না' এসেছে হঠাৎ তাকে আজ মুহূর্ত্তের মাটিতে টেনে আনা কি সম্ভব?

* "Examining a tale of Greek or Norse mythology, say the story of Perseus or that of Balder, is like opening sealed jar of precious wine. Its fragrance spreads abroad through all the palace of the soul: and the noble vintage, upon being tasted, courses through blood and brain with the matured elixir of stored up summers".

[দ্বিতীয় ভাগ ৮১ পৃষ্ঠা]
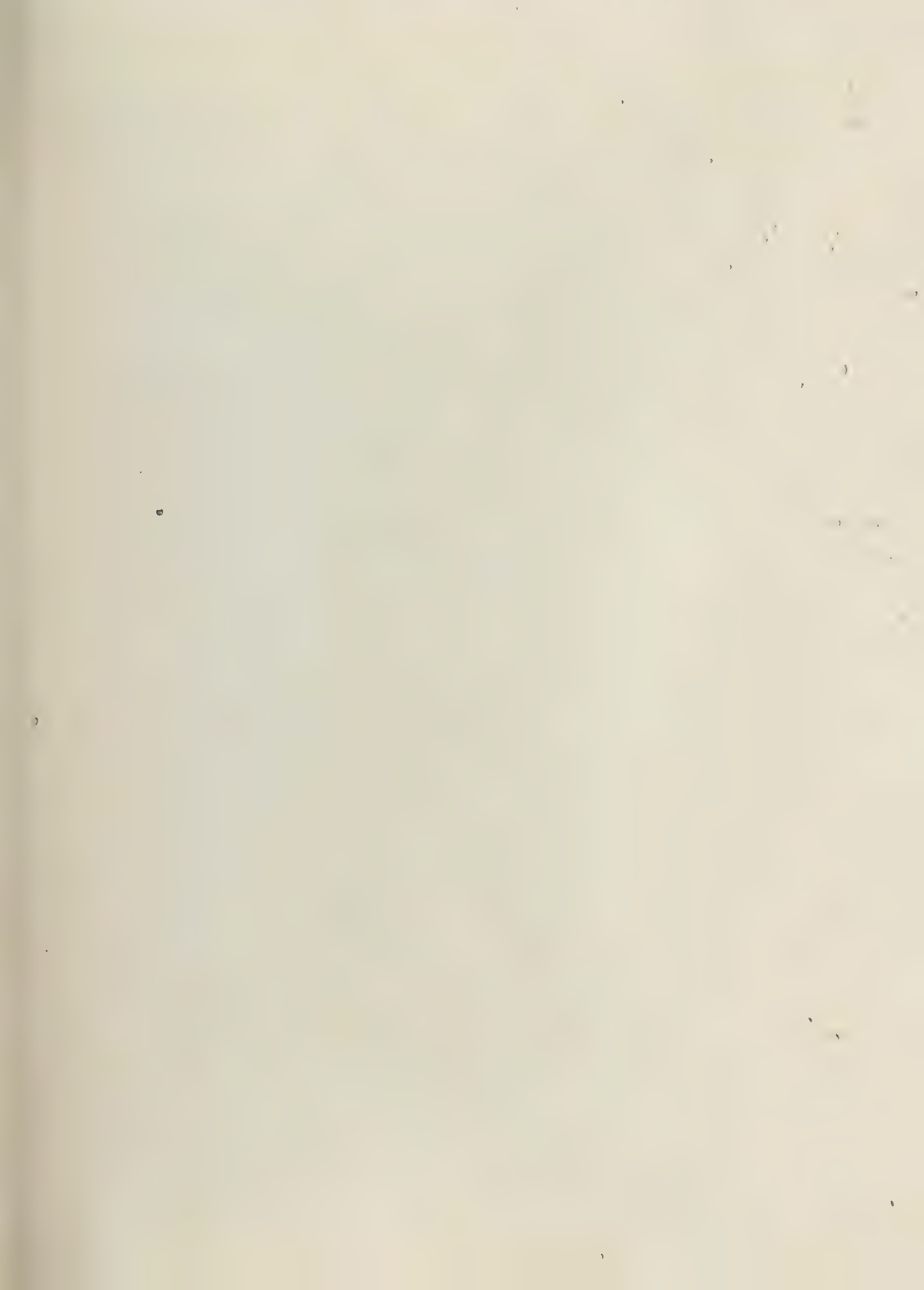
জাপানী শিল্পের বিরূঢ়কমূর্ত্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মানবের বিশ্বরূপ।

আত্মপ্রকাশ বা সৃষ্টির যে রকম উপায় গ্রহণ করা যাক্ না কেন, সব কিছুর মূলে, মানুষ নিজকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছে। মানুষের মন যেমন বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত ও গ্রথিত করেছে, তেমনি মানুষের শরীরও সমস্ত বিশ্বের রূপমালা পরিগ্রহ করে' আছে। শরীরের নানা লক্ষণের ভিতর দিয়ে মানুষ যেমন নানা আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনাকে মুখর কর্ত্তে চেষ্টা করেছে, তেমনি মানুষের মনোরাজ্যের অব্যাহত গতির চক্রনেমিতে সতীর ছিন্নদেহের মত মানুষের দেহরূপ চারিদিকে ছড়ান হয়েছে।

এতকালের সান্নিধ্য সত্ত্বেও মানুষ এখনও পরস্পরের কাছে অনধিগম্য হয়ে' আছে। নিজের কাছেও নিজে কেউ স্পষ্ট হ'তে পারেনি—একে অন্যের কাছে—সে ত রহস্য ছাড়া আর কিছুই নয়। নানা দিক্ থেকে মানুষকে বোঝ্‌বার চেষ্টা হয়েছে —নানা যুগে তা'র দুটা দিক্—শরীর ও মন—বিশ্লিষ্ট হয়েছে; এবং তা'তেও সে নিঃশেষ হয়নি বলে' প্রাণ বা আত্মার একটা নূতন দিক্ হ'তেও তা'র উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই তিনটি সন্ধানী মশাল ছাড়া আরও অনেক লোক, হোলম্যান্ হাণ্টের খ্রীষ্টের মত অনেক তর্ক ও তত্ত্বের ল্যাণ্টার্‌ন্ হাতে করে' তা'কে বুঝবার চেষ্টা করেছে।

মানুষের বাইরের শরীর ও অন্তর্লোককে প্রকাশ করা উপলক্ষ্যে নানা আর্টে গভীর সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। কোন আর্টে শরীরকে নগণ্য করে' আত্মাকে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে; কোথাও বা শরীরকে মর্য্যাদা দিয়ে অন্তর্জগৎকে তুচ্ছ করা হয়েছে। কোথাও বা দেহ এবং আত্মা উভয়কে সমান মর্য্যাদা দেওয়া

রয়েছে এবং কোথাও বা শরীরের ভিতর দিয়ে আত্মাকে প্রকাশ অসম্ভব বলে' উভয়ত, উচ্চতম কলাচেষ্টায় বঞ্চিত হয়েছে।

শরীর ও আত্মার সম্পর্ক একদেশে সব জায়গায় একটা পরিমাণ রক্ষা করতে পারেনি। বলতে গেলে শরীর ও মনের সম্পর্ক, আর্ট কম জটিলতা উপস্থিত করেনি। চিত্র ও ভাস্কর্যের ইতিহাসে এ প্রশ্ন বরাবরই উঠেছে, কি করে' মানুষকে—মানুষের স্বরূপকে—প্রকাশ করা যেতে পারে। মানুষ বলতে প্রাচীন কোন উচ্চ আর্ট—যেমন ভারতীয় বা মিশরীয়,—শুধু শরীরের আবরণ কোন কালে বোঝেনি। মৃতদেহকে দেহ মনে করে' কেউ কখন আঁকতে চেষ্টা করেনি। মানুষের নানা অবস্থা আছে—কল্পনা, আনন্দ ও স্বপ্ন; এ সব ছেড়ে' দিলে মানুষের আর কি থাকে? সম্প্রতি প্রশ্ন হচ্ছে—এ সমস্ত বেদনা ও কল্পনাকে কি করে' আর্টের সঙ্কীর্ণ উপকরণের ভিতর দিয়ে হৃদয়গ্রাহী করা যায়।

এ সম্বন্ধে একাল এবং সেকালের আর্টে অনেক তফাৎ আছে দেখতে পাওয়া যায়। চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে মানুষের মনোজগৎকে ফুটিয়ে তোলা একটা বড় রকমের কাজ। দেহের ভিতর দিয়েই যখন এ ভাবগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হ'বে, তখন এ ভাবের খাতিরে শরীরকে কতটা বিপর্য্যস্ত করা যেতে পারে, সেটাই হচ্ছে কথা। সে সম্বন্ধে সাহিত্যে এবং চিত্রাদিতে একালে এবং সেকালে অনেক তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়। এই বিভিন্নতা যুগধর্ম্মকেই অনুসরণ কচ্ছে।

কাব্যেই হোক্, চিত্রেই হোক্, কার্য্য-কারণের পৌর্ব্বাপর্য্য একটা বড় কথা; সংসারের বস্তু বা ঘটনা-পর্য্যায়কে এক করে' রাখ্‌বার বা দেখ্‌বার এটা একটা অনাদ্যন্ত বিধৃতিসূত্র। এ যুগে জড়বাদীর (Materialist) ও প্রাণবাদীর কার্য্যকারণশৃঙ্খলা বিশ্বকে নাগপাশে বেঁধে নিশ্চল করে' ফেলেছে; একমা রণুভিয়ের বহুবাদ এবং সে প্রসঙ্গে প্রাগ্‌মিটিষ্টদের চেষ্টা—তা'কে একটা মুক্তির পথে আন্‌তে চেষ্টা করেছে। সব কিছু যে বাইরের ঘটনায় সুবোধ্য বা পর্য্যবসিত করা যায় না, এ কথাটি সহজে এ যুগ স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত নয়। মানবাত্মার

মত একটা অতলস্পর্শ অসীম বস্তু নিয়ে যেখানে বিপণি খুল্‌তে হয়েছে, সেখানে শুধু ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে জড়-জগৎ ও প্রাণ-জগতের সীমা নির্দ্দেশ কর্ত্তে যাওয়া কঠিন। এজন্য এ কালের বার্গসঁ এবং জেমস্ প্রভৃতি মানবের স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ প্রশস্ত কর্ত্তে চেষ্টা করেছে।

কাব্য ও কলাচেষ্টার গিরিসঙ্কটে কার্য্যকারণের নিখুঁত শৃঙ্খলারক্ষা অতি কঠিন ব্যাপার। শিল্পের উপকরণ অতি সামান্য, যদিও উদ্দেশ্য হচ্ছে সীমাহীনকে সীমার মাঝে প্রকাশ করা। একটা ভাবকে কিম্বা ভাবানুধৃত বস্তুকে রচনা কর্ত্তে হ'লে অনেক কিছু বাদ দিয়ে একটা মনোরম ভিত্তি রচনা কর্ত্তে হয়, এবং তা'কে সংহত ও সমূলক করে' তুল্‌তে দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতি মনোরাজ্যের আইন-কানুনগুলির ,সহিত মিল রাখ্‌তে হয়। অথচ আর্টে তা' কোন কোন অবস্থায় এক রকম অসম্ভব। সুনিপুণ চেষ্টাও এ' নিমিত্তের বোঝাকে শিল্পরচনার ক্ষুদ্র পরিসরে লঘু কর্ত্তে পারেনি। কার্য্যকারণের দিকে প্রতিমুহূর্ত্ত খেয়াল করে' ঘটনার পরিণামকে সুবোধ্য করার মানে হচ্ছে—অনেক সময় গৌণ কথাকে মুখ্য করে' মুখ্যকে গৌণ করে' তোলা।

বার্গসঁ প্রভৃতি দার্শনিকের মতেও শুধু মনের প্যাঁচ্ খুলে দুনিয়াকে বোঝান বা বোঝা সম্ভব নয়। মনের ভিতরে যে একটা অনাদ্যন্ত প্রাণসম্পর্ক রয়েছে, তা'কে মনের ভাষায় বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বোঝান মুস্কিল। ঘটনা-পর্য্যায়ের অন্তরালে নিত্য জাগ্রত হয়ে' সুগুপ্ত কারণাতীত স্বেচ্ছাশক্তি দুনিয়ার বুককিপিংএর পাকা-কাঁচা খাতার হিসাব বিপর্য্যস্ত করে' দেয়। কাজেই সব জায়গায় একটু রহস্যবাদ এসে' পড়ে। অথচ এ যুগের বৈজ্ঞানিক চিত্ত কিছুতেই তা' স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত নয়। এই অন্তর্গূঢ় অজানা জগতাত্মাকে কোন রকম রূপকের বিধিতে (Convention) উপস্থাপিত কর্ত্তে হলেই এ যুগের মনে খট্‌কা লাগে। কাজেই এ যুগের কাব্য ও চিত্রের মোটিফকে (motif)—ঠিক হোক্ কিম্বা ভুলই হোক্—একটা বাইরের কার্য্যকারণের সুস্পষ্ট ভিত্তির উপর রাখ্‌তে হয়। এজন্য

মনে হয় যে, দেবীর অন্যায় প্রভাবকেও বশকরাজী করতে হ'লে এ যুগে কার্য্য-কারণের একটা কঠিন শৃঙ্খলে তাঁকে বন্দী করে' উপস্থিত কর্ত্তে হয়। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতে হয়।

গেটের ফাউস্ট (Faust) কল্পনায় সহজে এ প্রশ্নটি এসে' পড়ে। যে ফাউস্টের কাছে বিশ্বপ্রাণ থর থর কম্পমান, পঞ্চভূতের প্রাণকে যাঁর হুকুমে বন্দীর মত এসে পড়্‌তে হচ্ছে, সে ফাউস্টকে একটা মানুষের রূপে কবিকে কল্পনা কর্ত্তে হয়েছে। বস্তুবাদিতার হিসাবে ইহা ত' এক রকম অসম্ভব; অথচ কল্পনারাজ্যেও বাইরের কার্য্যকারণের একটা অলীক সম্পর্ক কবিকে রক্ষা কর্ত্তে হয়েছে। এ যুগের কবির পক্ষে দেবতা রচনা করা সম্ভব নয়; ইন্দ্র বা এপোলো রচনা কর্ত্তে এ যুগের আত্মপ্রত্যয় হয় না—অথচ ফাউস্ট রচনায় কোন অলীকতায় এ যুগের মনে আঘাত করে না। এজন্য এ যুগের মৌলিকত্বকে অসম্ভব কল্পনার সঙ্গে যোগ করে' দিতে হচ্ছে। এ যুগ ব্যক্তিকে সীমার ভিতর রক্ষা করে', তা'কে বাড়িয়ে বিশ্বকে ক্ষুদ্র করে' আনন্দ পেয়েছে। শুধু মানবের নয়—তা'র ক্ষুদ্র দেহায়তনের সাম্‌নেও বিশ্বকে বন্দী ও ভূলুণ্ঠিত কর্ত্তে চায়—এজন্য ফাউস্ট পড়ে' এ যুগের আনন্দ। মর্ত্ত্যের কাছে স্বর্গকে বন্দীভাবে এসে দাঁড়াতে হ'বে—সীমার কাছে অসীমকে করজোড় হ'তে হ'বে—তবে যদি এ যুগের তৃপ্তি হয়। যে ফাউস্টের কাছে সমগ্র বিশ্বশক্তি বন্দী হ'য়েছে, সে যে একটা মানুষ, এমন কি সামান্য মানুষ, কবি মার্গারেটের প্রেমকথাতে তা' যেন জোড় করে' দেখিয়েছে। এ যুগের মন বিশ্ববিজয়গৌরবে এতটা অগ্রসর হ'তে চায় যে, ফাউস্টের এই অসামঞ্জস্যে ক্ষুব্ধ হওয়া দূরে থাক্, সকলেই আনন্দিত হয়। যুগের মনের দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে ফাউস্ট নাটকের মৌলিকত্ব, আর্টের পক্ষে যথেষ্ট ও প্রচুর—এ যুগ ইহাই চায়। অথচ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন কি এ রকমে হ'তে পারে?—কখনও কি হয়েছে? এজন্যই হয়ত গেটে প্রাচ্য কবির শকুন্তলা নাটকে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের যে রকমের মিলন দেখেছে, তা'

আধুনিক মোটিফের হিসাবে অপ্রচুর ও অসম্ভব হ'লেও উচ্চতর আর্টের দিক্ থেকে প্রচুর বলে' মুগ্ধ হয়েছে।

বলা প্রয়োজন, ফাউষ্ট, হ্যামলেট বা ম্যানফ্রেডের মোটিফ এ যুগের ভিতরই পরিত্যক্ত হয়েছে। মিতরলিঙ্ক-প্রমুখ লেখকের কাছে তা' অপ্রচুর ও অসম্ভব বলে' অগ্রাহ্য হয়েছে। ক্রমশঃ উচ্চতর অন্তর্জগতের মোটিফ নূতন কবিদের নানা রূপকে আচ্ছন্ন হয়ে' আদিকালের দেববাদের ধর্ম্মে অনেকটা সিক্ত হয়ে' গেছে।

প্রাচীন কাব্য ও কলার মোটিফ সুস্পষ্টভাবে বাইরের এই তরল কার্য্য-কারণবাদকে ত্যাগ করেছে। জীবনে যে সমস্ত মানসিক সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, জটিল ও দুষ্প্রবেশ্য কারণপর্য্যায়ের ভিতর তা'র মীমাংসা বা সান্ত্বনা না খুঁজে', কয়েকটা রহস্যকে স্বতঃ স্বীকার করে' কবিরা কারণস্থানীয় করে' তুলেছে। যেমন অদৃষ্টবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ প্রভৃতি অনেক কাল হ'তে পীড়িত ও আর্ত্ত, মথিত ও রুগ্নের আশ্বাসযষ্ঠি হয়ে' আছে। অদৃষ্টবাদ মোটিফরূপে প্রাচ্য কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে, তা'তে কিছুই অসম্ভব বলে' মনে করা হয়নি। সংস্কৃত কাব্যাদিতে দেখা যায়,—তপস্যা একটা কঠোর ও ভয়ানক ব্যাপার—যা'র প্রভাবে গ্রহনক্ষত্র বিচলিত এবং দেবলোক ব্রহ্মলোক চঞ্চল হয়ে' উঠ্‌ত। এ তপস্যা ভাঙার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে ইন্দ্রের অস্থিরতা ও অপ্সরার আবির্ভাব। তপশ্চর্য্যার নিবিড় একাগ্রতা ভিতরের দিক্ থেকে (Psychic) কার্য্যকারণ হিসাবে নির্ম্মূলিত করার কল্পনা কঠিন অথচ তপস্যাও জগতে ভাঙে। কাজেই এ মোটিফ কবিদের একটা হাতের পাঁচ; যেখানেই হোক্ না কেন, সহস্রচক্ষু ইন্দ্রের পরোয়ানা হাতে করে' অনন্ত-যৌবনা রম্ভা প্রভৃতিকে তপোভঙ্গের জন্য ছুট্‌তে দেখা যায়। এটা কাব্যের ও নাটকের একটা না-হ'লে-নয় ব্যাপার। মোট কথা, সাধনার মাঝে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ যে সমস্ত বিঘ্ন আছে, অপ্সরাগণ, তা' ব্যঞ্জনার একটা গূঢ় কৌশল। আর একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে অভিশাপ। অনেক

দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতাকে অভিশাপ সুস্পষ্ট করে' চিত্তকে সান্ত্বনা দিে
চেষ্টা করেছে। গ্রীক সাহিত্যেও তার নিদর্শন আছে। অভিজ্ঞান এবং অনেক
নাটক অসুন্দর ও দুঃসহ [illegible] থেকে শিল্পী এই নিপুণ কৌশলে অব্যাহতি
পেয়েছে। যে কোন রাজার পক্ষে একটা মেয়ের সঙ্গে গোপনে গান্ধর্ব পরিণয়
করে' একেবারে সরে' পড়া বা ভুলে' যাওয়া হয়ত সাধারণ ঘটনা; এমন কত
রাজ রাজারা হয়ত করেছে; কিন্তু দুষ্মন্তকে নায়ক হিসাবে এ রকম বিস্মৃতিে
দোষে না করা কিম্বা যে সমস্ত নিষ্ঠুর, দুঃসহও নীতিবিরুদ্ধ কারণে এ বিস্মৃতি সম্ভ
হয়েছে সে সব সামনে উপস্থিত না করে' একটা অভিশাপ মারে সব কিছু পর্যবসি
করা একটা সুন্দর কৌশল বলতে হ'বে। এ যুগে প্রাচ্য জনতারও অভিশাপে
উপর আস্থা নেই; কাজেই তা' কাব্য ও নাটকে ব্যবহার চলে না। একে
অদৃষ্টবাদ, পুনর্জন্মবাদ ও পূর্বজন্মবাদ প্রাচীন কাব্য ও নাটকে মৌলিকরূপে
ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। বর্তমান কালে প্রাচ্যদেশে এসবও অনেকটা
মোটিফ হিসাবে অবিশ্বাস্য হয়ে' পড়েছে। ইউরোপেও সেক্সপিয়রের জগৎ এখ
আর নেই; মলয়মারুৎ, প্রমোদবন, বাসন্তী জ্যোৎস্না লক্ষ্য করবার সময় এ যুগে
বিশেষ কারও নেই। এ কল-কারখানার যুগে প্রেমের ক্রোধের বা জিঘাংসার
ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড কেউ প্রত্যাশা করে না। যে সমস্ত মোটিফে সে কালে মহাকাব
রচনা হ'ত, এ কালে সে সব নিয়ে' একটা খণ্ডকাব্যের উপাদানরূপেও ব্যবহা
করার যো নেই। আর্টের সেকেলে প্রায় সমস্ত আজগবি মোটিফই অন্তর্হি
হয়েছে। এমন কি, প্রবল বৈরনির্যাতন বা পরিমাণহীন ক্রোধও এ যুগে বস্তু
সত্যের খাতিরে নাট্যের স্প্রীংরূপে ব্যবহার করা যায় না। এজন্য কাউন্ট
ম্যান্‌ফ্রেড, ওথেলো বা ম্যাকবেথের মত লোক পেলে এ যুগের বণিকেরা প্রদর্শনীতে
দ্রষ্টব্য ব্যাপার করে' (Exihibit) বেশ দু'পয়সা উপার্জন করে। অতি
সংক্ষেপে মিতরলিঙ্ক এ যুগের অবস্থাকে লক্ষ্য করে' বলেছেন :—"সম্প্রতি অতি
কদাচিৎ উচ্চক্রন্দন শোনা যায়, রক্তপাতও দুর্লভ, অবিরল অশ্রুপাতও লক্ষ্য কর

যায় না। এ যুগে কোন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে হয়ত কোন টেবিলের চারিদিকে চিম্‌নীর অগ্নিকুণ্ডের সমীপে লোকের সুখদুঃখের পরিমাপ হয়। যেখানেই থাকি না কেন, আমরা নিজেই কষ্ট অনুভব করি কিম্বা পরকেই কষ্ট দিই, আমাদের গৃহকোণেই আমরা ভাল বাসিয়া মরি ও বাঁচি।" কার্য্যকারণের অক্ষত প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় উরোপের আর্ট এ ভাবে অগ্রসর হয়েছে। বলা প্রয়োজন জীবনকে একটা গভীরতর ও মহত্তর সম্পর্কের সহিত যুক্ত না করে' দেখ্‌লে, জীবন অপেক্ষা ঘটনার মূল্য অধিক হ'য়ে যায় এবং ক্ষুদ্রের ভিতরও যে মহৎ লুকান আছে তা' চোখে পড়ে না। চোখে পড়্‌লেও এ রকম ভাবে তা'কে প্রকাশ করা চলে না। এ সমস্যা হ'তেই উরোপের রূপক-নাট্যের (Symbolist drama) সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাচীন সাহিত্যে ও আর্টে সরল ও সুস্পষ্টভাবে শরীর ও মনের নানা সম্পর্ককে প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে এবং তা'তে যে উপায় গৃহীত হয়েছিল, আধুনিকেরাও জীবনসম্পর্কে জাগ্রত হ'লেও সে সমস্ত উপায়কে আবার সমাদর কচ্ছে দেখে' বিস্মিত হ'তে হয়। মনের জটিল প্রশ্নসমূহকে যেমন অদৃষ্ট অভিশাপ প্রভৃতি এক একটা সংহত ধারণায় পর্য্যবসিত করা হয়েছিল তেমনি অন্যভাবেও প্রাচীন চিত্ত অস্পষ্টতা ও জটিলতা হ'তে মুক্তির চেষ্টা করে। মনে হয় প্রাচীনকালের দেববাদের হেতুই এখানে। মনের গভীর চেষ্টাকে ব্যাখ্যা করা কিম্বা শরীরের শক্তিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা ভাষায় অতি সামান্যই থাকে, সে হিসাবে একালেও ভাষা অপ্রচুর। বিশ্বময় যত রকমের শক্তি ও স্বরূপ দেখা যায় সেকাল সে সমস্তকে মানুষের শুধু রসে নহে রূপেও সুবোধ্য কর্ত্তে চেষ্টা করেছে। এরূপে মানুষের বিশ্বরূপ রচিত হয়ে' গেছে। গ্রীকজাতি সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যে, বিশ্বকে মানুষের রূপের ভিতর দিয়ে সে গ্রহণ কর্ত্ত। অস্পষ্ট আধ্যাত্মিক ভাবের ভিতর দিয়ে তা'রা যায়নি।* হিন্দুর দেববাদের মূলে ঐ রকমের চেষ্টা অতি সুস্পষ্টভাবে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

* "Nothing evoked sympathy from the Greek unless it appeared before him in

প্রাচীন কালে—প্রাচীন দেববাদে—দেবতা ও রাক্ষসের কল্পনায় এরূপ একটা
সুচিন্তিত কলাচার লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দেববাদের দেবতারা মানুষের মানসিক
দিকের অত্যুক্তির এক একটা মূর্ত্তি বলে' মনে হয়; রাক্ষস-কল্পনায় শারীরিক ব
জড়শক্তির অত্যুক্তিকে একটা রূপ দেওয়া হয়েছে বলে' মনে হয়।

দেবতা ও রাক্ষস এই উভয় কল্পনার ভিতরই মানুষের সমস্ত ধর্ম্ম কাজ কচ্ছে
দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মানুষের ভিতর যে সব প্রবৃত্তি আছে, তা' রাক্ষস ও দেবতায়
আছে। সুখ, দুঃখ, হিংসা ও দ্বেষে দেবতাও বিচলিত হচ্ছে, রাক্ষসও ধৈর্য্যহীন হচ্ছে।
মানুষের ভিতর এই উভয় অত্যুক্তির মধ্যপথ রয়েছে কি না সে প্রশ্নের বিচার না
করলেও, এ কথা অনেকবার বলা হয়েছে, দেবতাকেও মুক্তি পেতে হ'লে মানবের
দেহ ও মনের মধ্যপথ গ্রহণ কর্ত্তে হয়। দেববাদে দেখা যায়, পৌরুষ বার বার
দেবত্বকে বন্দী করেছে, আদিত্যগণ ভৃত্যের ন্যায় বন্দী হয়ে' রাক্ষসদের সেবা
করেছে। এই উভয় অত্যুক্তিই হচ্ছে ভোগমূলক। মানসিক দিক্ থেকে ইন্দ্রের
ভোগের দিক্‌টা অসীম; রাক্ষসেরাও জড়শক্তির প্রাবল্যে জগতের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করে'
ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত কর্ত্তে চেয়েছে। মানুষের মনোরাজ্য ও জড়রাজ্যের আতিশয্যের
দিক্‌কে এরূপ একটা পরিস্ফুট ও পরিচ্ছন্ন আকার দিয়ে ভাবুকরা অসীম ও
অজস্র কল্পনাকে নিরঙ্কুশভাবে ক্রীড়া করবার প্রচুর পরিসর দান করেছে।

মানুষের মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতার গণ্ডির কারণে কল্পনাকে বেশী দূর
অগ্রসর করা চলে না। কিন্তু তার ভিতর যে অনাদ্যন্ত জড় ও অধ্যাত্মজগতের
ছায়া পাওয়া যাচ্ছে-তা' প্রকাশ কর্ত্তে হ'লে সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে হয়।
প্রাচীন কবিরা ও ভাবুকেরা দেববাদের ভিতর দিয়ে তা' করেছে। মানুষ
দেশকালের বন্ধনে আবদ্ধ—রাক্ষস কল্পনায় দেশকাল বন্ধন আছে—অথচ তা'র

human shape, or in connection with some human sentiment. The ancient poets did not describe inanimate nature as such or attribute a vague spirituality to field and clouds." J. A. Symonds.

ভিতর থেকেই তা' অতিক্রম করার ব্যবস্থা আছে; দেবতা কল্পনায় দেশকালের বন্ধন হ'তে নির্ম্মুক্ত অবস্থা বোঝান হয়েছে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। রাক্ষসকে কোথাও যেতে হলে পুষ্পকরথে যেতে হয়—রথাসীন হয়ে' যুদ্ধ কর্ত্তে হয় কিন্তু দেবতার সে ল্যাঠা নেই—সে কামচারী—সে যথেচ্ছ যেখানে সেখানে যেতে পারে। অথচ রামকে—যাঁকে কবি অবতার বলেছেন—লঙ্কা যেতে পদব্রজে অনেক কষ্টে যেতে হয়েছে। এরূপে মানুষের মনের অনাছন্ত ক্রীড়াকে প্রকাশ কর্ত্তে দেবলোক, রাক্ষসলোক ইত্যাদি সৃষ্টি কর্ত্তে হয়েছে। পুষ্পকরথে রাবণের ভিতর দিয়ে শূন্যময় পরিক্রমণ করা কবির পক্ষে সম্ভব হয়েছে; ইন্দ্রের ভিতর দিয়ে কামচারী হয়ে' বিশ্বজগতে বিস্তীর্ণ হ'তে পুষ্পকরথের অপেক্ষাও কর্ত্তে হয়নি। কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা রক্ষা করে' দেবজগৎ ও রাক্ষসজগৎ সৃষ্ট হ'তে পারত না; এ দু'টি জগৎকে মানব-জগতের বাইরে স্থান দিয়ে এক হিসাবে গভীর ভাবে সত্যোপেত করা হয়েছে। সেকালের কোন কবিকে ফাউষ্ট সৃষ্টি কর্ত্তে হ'লে তা'কে ইন্দ্রের মতই রচনা কর্ত্ত; তা'কে মানবত্ব হ'তে সংহরণ করে' দেবত্বের বৃন্তে যুক্ত করে' বাধাবিহীনভাবে অজস্র কল্পনায় ফুটিয়ে তুল্‌ত। সম্প্রতি বিশ্বপ্রাণের সান্নিধ্য সহ্য করা ফাউষ্টের ক্ষুদ্র দেহের পক্ষে অসম্ভব মনে হয়—দেবত্বে অভিষিক্ত হ'লে তা' আর অমূলক মনে হ'ত না।

মোটিফের দিক্ হ'তে দেখ্‌তে গেলে, দেববাদ বা মিথলজি অনেকটা এ ভাবেই সৃষ্ট হয়েছে। যখনই কিছু অসম্ভব বা অতিরিক্তের আস্বাদ প্রাচীন যুগে কল্পনার ভিতর দিয়ে এসেছে, তখনই তা'কে মানুষের কোন অবস্থার রূপ ও রস দিয়ে স্বতন্ত্র করে' সৃষ্ট করা হয়েছে। এরূপে মানুষের নানা ভাব ও রিপু, জগতের নানা তত্ত্ব ও নিয়ম, এমন কি, গভীর অধ্যাত্ম প্রশ্নও এক একটা বিশেষ আকার পেয়ে গেছে। বৈদিক ইন্দ্র, উষা ও মরুৎ মানুষেরই এক একটা কাল্পনিক মূর্ত্তি। মানুষেরই শরীরের অংশ দিয়ে এবং কল্পনার রস দিয়ে সে সব সৃষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া উপায় ছিল না; কারণ সেকালে নিখুঁত তত্ত্বালোচনা ছিল না,

জ্যামিতিক বা রাসায়নিক সংজ্ঞায় কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না। এ যুগের এত বিজ্ঞান আলোচনা সত্ত্বেও রূপকের আশ্রয় আর্টিস্টের একটা প্রবল সহায়। এটা অবিশ্বাসের ও বিচারের যুগ। ভিতরে প্রবল বিপ্লব চলে' যাচ্ছে, কিন্তু বাইরের মুখোস অটুট রাখ্তে হয়। কাজেই এ যুগে সহস্রচক্ষু ইন্দ্র বা দশভুজ রাবণ কল্পনা করা চলে না। সেকালে কাল্পনিক ব্যাপার মাত্রেই গ্রীক ও হিন্দু শিল্পীরা, বিশিষ্ট আকার দিয়ে চক্ষুগ্রাহ্য করেছে। সহস্রচক্ষু বা সহস্রবাহু দশানন প্রভৃতির সহজত্ব মানুষের দেহের ভিতর রক্ষা করে' প্রস্ফুট করা যায় না। দু'টি চোখের মাঝে সহস্র চোখের ক্ষমতার আরোপ, সেকালে চিত্রে ও কাব্যে বোধগম্য করা কঠিন হ'ত। কাজেই বিনা দ্বিধায় সেকাল, হাজার চোখের সংযোগ করে' ভাবটি সুস্পষ্ট করেছে। এ প্রণালী চিন্তাত্মক, দৃষ্টির অনুকরণ নহে। যেমন ভাষার মাঝে বিচিত্র নূতন শব্দসম্পদ্ সৃষ্টি করতে হয়, তেমনি ভাবের খাতিরেও আকারজগৎকে ওলট্ পালট্ করে' নূতন আকার সৃষ্টি করা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ এই বিপর্যয় জগতের ক্ষেত্রকে, সম্ভাব্য জগতের বাইরে নিক্ষিপ্তকরে' কবির পথ নিরঙ্কুশ করা হয়েছে। দু'টি হাতে সহস্র বাহুর ক্ষমতা আরোপ করা একটা অত্যুক্তি। মানবদেহে ইন্দ্রের অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তি বা রাক্ষসের জগৎগ্রাসী শক্তি সম্ভব নয়; এজন্য এ সমস্ত ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে' নূতন জীবলোক রচিত হয়েছে।

সহজেই দেখ্তে পাওয়া যায়—মানুষ, দেবতা, রাক্ষস, যক্ষ কিন্নরাদির ভিতর সমানধর্ম্ম প্রচুর। সমান ধর্ম্মের জন্যই মানুষ ও দেবতার মধ্যে সামাজিকতা সম্ভব হয়েছিল। দেবতারাজ্যের আইনকানুন মানুষের রাজ্য ছাড়িয়ে অগ্রসর হয়েছে মাত্র। দেবরাজ্যে স্বেচ্ছায় নানা রূপ ধারণ চলে—দেশকালের বাধা নেই, মুহূর্ত্তে মনোরথে লক্ষ ক্রোশ যাওয়া সহজ। ইন্দ্রও দেহধারী, সে দেহ মানবদেহেরই অনুরূপ, চক্ষুকর্ণ-যুক্ত—যদিও তা' স্থূলদেহ নয়। রাক্ষসের মূর্ত্তিও মানুষের অনুরূপ, তবে তা' বিরাট্, তা' মানবদেহের অত্যুক্তি—কুম্ভের ন্যায় কর্ণ, দশটি মুখের মত একটি মুখ, শূর্পের ন্যায় নখ, ভীষণ শরীর—এসব রাক্ষসদের আছে।

মানবের বিশ্বরূপ।

মানুষের সামাজিকতায় যে সমস্ত অদৃশ্য শক্তি এসে পড়েছে, যা' মানুষের আয়ত্তাধীন বা খেল্‌না নয়—যেমন অরণ্য, জল, অগ্নি ইত্যাদি—সে সমস্ত দেবরূপে কল্পিত হয়েছে। এ সমস্তকেও মানুষের মূর্ত্তি দিয়ে নানা লক্ষণে যুক্ত করে'—এসবের ভিতরকার কথা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। হাতের সংখ্যা বেশী হোক্ বা মাথার সংখ্যা অধিক হোক্, সমস্তের মূলেই মানুষের চেহারা রয়েছে। যা' কিছু কল্পিত হয়েছে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যোগবিয়োগ করে'। প্রকাশের গোড়ায় মানুষের রূপ ও মানবীয় রস উৎসরূপে কাজ কচ্ছে। সেকাল এরূপে নানা দিকে ও নানা ভাবে বিশ্বকে মানুষের অনন্ত মূর্ত্তি দান করেছে, এবং কল্পনায়, বিশ্বপ্রপঞ্চও নানা উপায়ে, ভাবে ও স্তরে মনুষ্যমূর্ত্তিকে সাদরে গ্রহণ করে' নর-নারীর অবশ্যম্ভাবী সামাজিকতা এবং সুখদুঃখের মাঝে এসে যুক্ত হয়েছে।

দেববাদের মূলে ঐক্য থাক্‌লেও হিন্দুদেবতা ও গ্রীক্‌দেবতার পরিকল্পনায় প্রভেদ আছে। গ্রীক্‌দেবতা মানবত্বের সীমা অতিক্রম করেনি। ইলিয়াদের যুদ্ধে গ্রীক্‌দেবতা ভক্তের পক্ষে যুদ্ধ কর্ত্তে ত্রুটি করেনি। একেলিসের পক্ষে ভালকান যুদ্ধ করেছে। রামায়ণের দেবতা ভক্তের প্রতি সহানুভূতি দেখান বা আকাশ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি ছাড়া আর কিছু করেনি। হিন্দুকাব্যে দেবতার মূল ধর্ম্ম দেবতার, যদিও মানুষের সীমাবদ্ধ ধর্ম্ম, ক্ষুদ্র বলে'ই সে গ্রহণ কর্ত্তে পারে। গ্রীক্‌কাব্যে দেবতার মূল ধর্ম্ম মানুষের, যদিও সে মানবত্ব অতিক্রম করে' বৃহত্তর জিনিষে আত্ম-বিস্তার কর্ত্তে পারে। রস্‌কিন্ গ্রীক্‌দেবতা সম্বন্ধে যা' বলেছেন, তা'তে এ'মত সমর্থিত হয়। তিনি বলেন :—"গ্রীকেরা দেবতাকে কখনও মানুষের অপেক্ষা উচ্চ বলে' মনে করেনি ; এবং মানুষের চেয়ে বেশী ভয়ও দেবতাদিগকে করেনি। দেবতারা অধিক বিজ্ঞ ও শক্তিশালী হ'লেও তা'দের সাম্‌নে একেবারে কাবু হওয়াকে মানুষের কাজ বলে' কখনও মনে করা হয়নি। বিশেষতঃ দেবতারাও অদৃষ্টের কবলিত হয়ে' আছে এবং ধর্ম্মবিচারে তা'দের পক্ষেও পরাজিত হওয়া অসম্ভব নয়।"*

* Modern Painters III. Pt. IV.

কোন একটা ভাবের অন্তর সম্বন্ধে আমাদের রচনা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। দুঃখের চিন্তায় দুঃখহীনতা বা পরম দুঃখ, সুখ চিন্তায় সুখহীনতা বা চরম সুখ ভাবের ক্রোড়ে সহজেই উদ্দীপ্ত হয়। সেকালে এ সমস্ত ভাবধারার চঞ্চল লীলার জন্য মানুষের মন নূতন নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছিল। একালেও মেঘদূতের অলকাকে যক্ষপুরীরূপে সৃষ্ট করা হয়েছে, যা'তে কল্পনা কোন বাধা পায় নি। বলতে গেলে, এ সব মানুষের নিজেরই ক্রীড়াজগৎ। নিজেই সে তা'র অধিষ্ঠাতা। এ যুগের ইউটোপিয়া (Utopia) আছে মানুষের জন্য, কারণ একালে মানুষ ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু নেই; সব দেবতা-দানবকে ঝেঁটিয়ে বের করে' দেওয়া হয়েছে এবং তা'রাও সরে' পড়েছে।

সে যা'ক্, বহু শতাব্দীর এই সমস্ত কল্পনারণ্যের মাঝে দেখা যায়, মানবাত্মার সঙ্গে মানবদেহও ভুবনের কেন্দ্ররূপে দাঁড়িয়ে আছে—তাহারই আত্মান্তিকরূপ (Extensive) বিশ্ববস্তু পরিগ্রহ করেছে এবং সেজন্য মানবাত্মা যেমন, তেমনি মানবদেহও জীবনে ও আর্টে প্রথম ও চরম রহস্যরূপে দাঁড়িয়ে আছে। এই দেহ ও মন নানাভাবে বিশ্লেষণ করে'ও দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা নিঃশেষ করে' পাচ্ছে না; দ্রৌপদীর অঞ্চলের মত তা' অফুরন্ত হয়ে' মানুষের সমস্ত দৃষ্টিতাকে ব্যস্ত করছে। মানুষের পক্ষে নিজকে বোঝা কঠিন হয়েছে, নিজকে অতিক্রম করা কঠিনতর হয়েছে; কারণ সমগ্র ভূতে ও বিশ্বে নিজের রূপে ও রসে সে সব কিছু রচনা করে' বসেছে। ভগবানের বিশ্বরূপ কল্পনা কর্ত্তে চেষ্টা করে' সে গীতার ভিতরে নিজের রূপেরই—এমন কি, নিজের শরীরেরই একটা বিশ্বব্যাপক অত্যুক্তি রচনা করেছে। তা' ছাড়া উপায়ও নেই—হয়ত তা'রই ভিতর মানবের মুক্তিমন্ত্র লুকান আছে। এজন্যই বোধ হয় ভারতবর্ষের ভগবান্ যুগে যুগে নরদেহ পরিগ্রহ করে' অবতীর্ণ হয়ে' থাকে, এরূপ কাহিনী শোনা যায়।

জাপানীশিল্পের বুদ্ধমূর্ত্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আরোপিত রূপ।

মানুষের কাল্পনিক জীবনের যতটুকু দেহসীমার ভিতর প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, দেবরূপকল্পনায় তা' হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। সেকালের জনচিত্ত, আদর্শের কোন রকম শুষ্ক ও শূন্য রূপহীনতায় তৃপ্ত হ'তনা। এজন্য সেকাল সমস্ত কল্পনাকে বিশেষ আকারে পরিচ্ছিন্ন কর্ত্তে চেষ্টা করেছে, এমন কি অন্তর্জগতের সূক্ষতম তত্ত্বেরও এক একটা রূপের সহিত সামঞ্জস্য ঘটিয়েছে। এদেশে মুমুক্ষুত্ব নানা আকারে চিন্তাপর্য্যায়কে সুবিন্যস্ত করে' সহজ ধারণার উপযুক্ত করেছে। চিন্তাকে শুধু ভাষায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে' তৃপ্ত হয়নি, চক্ষুগ্রাহ্য রূপের নিকটও জমাট করা হয়েছে। এই কল্পিত রূপ আদর্শিক রূপ; সেরূপ কাহারও ছিলনা বা হ'বেনা। সমস্ত অন্তর্জগতকে বিশেষ আকার দিয়ে পরিছিন্ন করার চেষ্টা একটা অসাধারণ ব্যাপার। যে জাতি যে পরিমাণে অধ্যাত্মরাজ্যকে নিজের আবাসভূমি করেছে সে জাতি সে জিনিষটাকে কখনও উত্তরমেরুর ন্যায় অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত ও অস্পষ্ট রাখ্‌তে পারেনি। সে জাতি যথাসম্ভব তা'র মাঝে চলাফেরার জন্য একটা ভাবের মানচিত্র দাঁড় করিয়েছে —একটা ভাবের কাল্পনিক ভূগোল রচনা করেছে। এ চিত্রের জলভাগ, স্থলভাগ, সুমেরু-কুমেরু ও হিমাদ্রি চূড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা ঠিকানা স্থির হয়ে' গেছে এবং ভাবুকের সমাজে সে সব জানা আছে। এরূপে নিগূঢ় সাধনার ক্ষেত্রে রূপকের সহযোগ, উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাববিহারের শ্রমকে লঘু করেছে। নানা মুনি নানা পথে গেছে কিন্তু কোথা হ'তে কে অগ্রসর হয়েছে এবং কোন ক্ষেত্র তা'র গন্তব্য সে সম্বন্ধে রহস্যময় অধ্যাত্মজগতে নানা ধ্বন্যাত্মক ও চিহ্নাত্মক ভাবের ষ্টেশন ও

নাচশালা নিষিদ্ধ হয়ে' গেছে। একপে সমস্ত অব্যক্তগণ ও অধ্যাত্মগণকে সাকাররূপে রূপের নিগড়ে বাঁধ্‌বার চেষ্টা হয়েছে। রূপ থাকলেই যে বাঁধা যায় এমন নয়। সাংখ্যকার বলেন :—

'ন লিঙ্গপরিচ্ছিন্নত্বাৎ প্রত্যক্ষ বিষয়ঃ'। ৬৪ সাংখ্য প্রবচন সূত্র।

রূপ থাক্‌লেই প্রত্যক্ষ হয়, না থাকলে হয় না একথা ঠিক নয়; যা' আরোপিত রূপ সে সম্বন্ধে নূতন কোন প্রশ্ন বা আলোচনা চলে না কারণ সেটা ভাবুকদের মধ্যে অধ্যাত্মজগতের এস্পারেন্টো হয়ে' দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের প্রতিমার্ত্তিগুলি এক একটি আরোপিত রূপ লাভ করেছে, যা' চক্ষুকে প্রতারণা করেনা এবং স্মৃতিতে, সাদৃশ্য (association of ideas) ঈপ্সিত ভাবের জন্ম দেয়। সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্বের একটা প্রাতিভাসিক মূর্ত্তি—সেটা হচ্ছে মুখোস—তা'তে বিশ্ব ব্যক্ত হয় না—ঢাকা পড়ে। তা' মায়াসৃষ্ট, একন্য বুদ্ধিমান মানব তাকে একটা নূতন রূপ দিতে চেষ্টা করেছে, যা'তে কেউ বিভ্রান্ত হ'বে না এবং জ্ঞানের পথও সহজ হয়ে' আস্‌বে। চক্ষুর অগোচর রাজ্য, একপে দ্রষ্টা ও ভাবুকের নিকট একটা পরিস্ফুট ও আরোপিত রূপ-পরম্পরা পেয়েছে। একে তাত্ত্বিকরূপও বলা যেতে পারে। এই সমস্ত গূঢ় মূর্ত্তির মর্মকথা যা'র অজ্ঞাত, ভারতীয় আর্টের সিংহদ্বার তা'র নিকট চিরকাল অর্গলরুদ্ধ।

যা' চক্ষুগ্রাহ্য তা' প্রাতিভাসিক রূপ, তা'র মূলে বঞ্চনা আছে; একনা চক্ষুগোচর বস্তুতে ও ভারতীয় চিত্ত অবশ্যম্ভাবীরূপে একটা আরোপিত, ভূষণ-মুখর রূপ দিয়েছে, এবং সে রূপের রসভোগে নিজকে চরিতার্থ কর্‌তে দীক্ষিত হয়েছে। মায়ামূর্ত্তিকে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয়নি—যে দেশ তত্ত্বপ্রধান সে দেশে জিনিষের তাত্ত্বিক দিক্‌টাই চোখে পড়ে। ক্রমশঃ প্রত্যক্ষরূপ অপেক্ষা তাত্ত্বিকরূপই তা'র চোখে অধিকতর সত্যোপেত হয়ে' যায়—তা'র ভিতর কোনরূপ অসংলগ্নতা বা বা অসম্ভবত্ব তা'র চোখে পড়েনা। অপরিচিত ও অদীক্ষিতের নিকট হয়ত তা' দুর্লক্ষ্য ও দুর্ব্বোধ্য। তা'দের কাছে এ ক্ষেত্রে ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্দালক

ও শ্বেতকেতুর আখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে। বীজের মধ্যে যে বৃক্ষ লুকান থাকে, জলের মধ্যে যে নুন ওতপ্রোত থাকে, তা' চোখে পড়ে না বটে কিন্তু খাঁটি চোখ্ থাক্‌লে তা' দেখা যায়।

মাত্র একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যা'ক্। তন্ত্রকারগণ মানবদেহের মধ্যে ষট চক্রাত্মক একটা নিগূঢ় কল্পিত চিত্র আরোপ করেছে। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অবস্থান এবং মূলাধার নামক চক্রে কুণ্ডলিনী শক্তির প্রতিষ্ঠা কল্পনা করা হয়েছে। এই শক্তি ক্রমশঃ নানা চক্রের ভিতর দিয়ে ঊর্দ্ধে সঞ্চারিত হয়ে' দ্বিদল পদ্ম ও সহস্রার নামক চক্রে জ্ঞানপথের নানা স্তর অতিক্রম করে' পৌঁছে—এ রকম একটা রূপকল্পনা তান্ত্রিকগণের ভিতর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে' গেছে। এ সব রহস্যের ভিতর হয়ত আধুনিকদের প্রবেশাধিকার নেই, কিন্তু আর্টের দিক্ হ'তে এ শ্রেণীর মননকে অধ্যয়ন না কর্‌লে এ দেশের রূপকল্পনা ও মুদ্রামূর্ত্তি দুর্ব্বোধ্য হয়ে' পড়ে। অবশ্য সুইডেনবরো এবং অন্যান্য পশ্চিমের রহস্যবাদীদের কল্পনাও যে বিশেষ কোন লৌকিক ধর্ম্মকে মেনে চলেছে তা' নয়। এ' শ্রেণীর সাধকদের জগৎই ভিন্ন জগৎ। কাজেই একেবারে ভাবাত্মক এবং অবস্তুতন্ত্র ব্যাপারও ভাবুকের চিত্তে স্থান পেয়ে' গেছে।

বলা হয়েছে মানুষ, কল্পনার অজস্র ব্যাপ্তির খাতিরে দেবলোকের ও অন্যান্য লোকের সৃষ্টি করেছে। দেবতারাও মানুষের মূর্ত্তির এবং কোথাও বা আংশিক ভাবে অন্যান্য প্রাণীমূর্ত্তিরও নানা উপাদানের এক একটা কল্পিত ও আরোপিত রূপ লাভ করেছে এবং ক্রমশঃ ধ্যান ধারণার সহিত যুক্ত হয়ে' এসব রূপ প্রামাণ্য ও অপরিবর্ত্তনীয় হয়ে' গেছে। যে সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি ভারতবর্ষে কল্পিত হয়েছে তা'তে যথেচ্ছ হস্তপ্রয়োগের অধিকার সম্প্রতি কা'রও নেই। যে সমস্ত লক্ষণে যে মূর্ত্তি কল্পিত হয়েছে তা' সমস্তই অব্যাহত রাখ্‌তে হয়। এ মূর্ত্তিগুলি জাতির হৃদয়ে বহু বর্ষের সংস্পর্শে নানা ধ্যান ও মহিমার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে' গেছে! এজন্য বহুবর্ষাগত চিন্তা ও স্মৃতিবশে কেবল এ' রকম প্রামাণ্য মূর্ত্তিই চিত্তকে

অভিভূত ক'রে পারে—পরিবর্তন করলে সে ফল পাওয়া যায় না। যে জগন্নাথের
মূর্তি, প্রতিমা ও প্রতীকের মধ্যবর্তী সেতুরূপে অঙ্কিত হচ্ছে তা'কেও বদলাবার
যো' নেই। যা'কে যে ভাবে নানা ধারণা ও কল্পনায় বহুকাল হ'তে জনস
জনচিত্তপ্রবাহের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা গেছে, তা'কে নূতন ভাবে রচনা করলে
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। আর্টের দিক থেকে বলা যেতে পারে নূতন ভঙ্গীতে, নূতন
রূপকে, নূতন আয়ুধে ও সজ্জায় কোন পুরাতন দেবতাকে চিত্রে উদ্দীপ্ত কর
সম্ভব নয়, কাজেই ভারতীয় চিত্রকলায় কালীমূর্তিকে করুণা করার যো' নেই
কিম্বা সিংহাসনে আসীন করানও সম্ভব নয়। 'চতুর্ভুজা' 'লোলজিহ্বা' 'খড়্গ
মুণ্ডযুক্তা' ইত্যাদি সমস্ত লক্ষণ বজায় রাখতে হ'বে কারণ ইহাই কালীর প্রধান ও শ্রে
মূর্তি। তেমনি দয়াদ্র হয়ে'ও জগন্নাথ মূর্তিকে সুগঠিত করার যো' নেই। প্রত্যেক
দেব-দেবীর কল্পনা সম্বন্ধে এ কথা খাটে। গ্রীক্ দেবতারও অবস্থা এ' রকম।

কল্পনার উল্লোলন্ন এক দিকে দেবলোক ইত্যাদি সৃজন করে' সমস্ত দেশ ও
কালের বাধা হ'তে মুক্তি চেয়েছে; কিন্তু মানবলোক বা মর্ত্যের স্থানও অস্বীকৃত
হয়নি। যা' কিছু শিল্পে রচিত হ'য়েছে সব কিছুই যে চতুর্হস্ত বা পঞ্চমুখে যুক্ত
করে' সৃষ্ট হয়েছে তা' নয়। যেটা মানুষের দু' হাত বা একটি মস্তকে ব্যাখ্যা কর
সম্ভব হয়নি তা'কেই ও'রকম মূর্তি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা' বলে' মর্ত্যলোকের
মর্য্যাদা আর্টে সামান্য নয় এবং মানুষের শরীরের ভিতর দিয়েও ভাববিকাশের
সামান্য চেষ্টা হয়নি। মানুষের সীমাবদ্ধ দেহের ভিতর দিয়েও শিল্পীরা নানা
ভাব ও তত্ত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছে।

লৌকিক জীবনে যে সমস্ত দিক্ দিয়ে মানুষ মানুষের কাছে পরিচিত, সে
সব দিক্‌কে ফুটিয়ে তোলাও অনেক জায়গায় শক্ত হয়ে' পড়ে। মানুষের ব্যক্তি
গত স্বরূপ ছাড়া সামাজিক স্বরূপও আছে—কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ বণিক
ইত্যাদি—এ সব কি করে' প্রকাশ করা যাবে? শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংখ্যা
দিক্ থেকে এদের কোন বৈষম্য পাওয়া যাবে না। রাজার শরীর ও প্রজা

শরীরে তেমন কোন প্রভেদ নেই। সংসারের প্রাত্যহিক জীবনেও ভূপতিকে ভূপতিত্বের ভাব প্রকাশের জন্য সিংহাসন কিরীট, উষ্ণীষ, সঙ্গোপাঙ্গ প্রভৃতি অনেক ব্যাপার চারিদিকে রক্ষা কর্ত্তে হয়। শুধু চেহারা দেখে' রাজাকে বেছে' নেওয়া কা'রও পক্ষে সম্ভব নয়, যদিও গল্পে শোনা যায় সেকালের শ্বেতহস্তীরা নাকি তা' কর্ত্ত। এটা হচ্ছে সামাজিক রূপ; কিন্তু রাজাদের ভিতরও ভেদ আছে; অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক, নিষ্ঠুর ও লোলুপ, ধীরোদাত্ত ও নির্ভীক, সংযত ও ত্যাগী—এ সব ব্যক্তিগত গুণও আছে। এ সব ভাব কি করে' চিত্র ও ভাস্কর্য্যের সঙ্কীর্ণ প্রসরে মানুষের সুনিবদ্ধ দেহসীমার ভিতর প্রকাশ করা যায়—শিল্পীর পক্ষে এ প্রশ্ন নানা কালে ও নানা দেশে উঠেছে।

গ্রীক্ আর্ট, মিশরীয় আর্ট, চৈনিক আর্ট ও ভারতীয় আর্টে নানা ভাবে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে। মানুষের শরীর সম্বন্ধে ধারণাই নানা জায়গায় নানা রকম হয়ে' পড়েছে। খ্রীষ্টীয় আর্ট শরীরকে পাপের আসন মনে করে' তা'কে কদর্য্যভাবে আঁক্‌তে চেষ্টা করেছে—ভেবেছে তা'তে আত্মার মর্য্যাদা বাড়্‌বে—মোশেয়িক প্রভৃতিতে তা' দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আবার প্যাগান আর্ট শরীরকে প্রচুর মর্য্যাদা দিয়ে অনেকটা পরমার্থ করে' তুলেছে। মিশরীয় আর্ট হুবহু শরীরকে আর্টের দিক্ থেকে অপ্রকাশ্য মনে করেছে।

ভারতীয় আর্টে দেখা যায় শিল্পশাস্ত্রকারেরা শুধু দেবতার চিত্র আঁক্‌-বারই অনুমতি দিয়েছেন, মানুষের নয়; কিন্তু তা' বলে মানুষের শরীরকে যে অশ্রদ্ধা করেছেন এরূপ মনে হয় না; কারণ মানুষের শরীরের অনুরূপেই সমস্ত দেবতা কল্পিত হয়েছে। মনে হয় শাস্ত্রকারেরা যে অর্থে দেবতা রচনার কথা বলেছেন সে অর্থ পশ্চিমের আলোচকেরা উপলব্ধি কর্ত্তে পারেনি। ভারতবর্ষের তত্ত্বে মানুষকে কখন জড়পদার্থরূপে কেউ কল্পনা করেনি। বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতিকে শুধু জড়রূপে কেউ দেখেনি। এদেশের কোন শ্রেষ্ঠ ভাবুক * এ'

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রসঙ্গে' আলোচনা করে' এক জায়গায় বলেছেন যে ভারতবর্ষের মনুষ্যজীবনে সমস্ত জিনিষের ভিতরেই ভগবানের একটা বিশেষ অনুগ্রহ, একটা বিশেষ দিব্যভাব উপলব্ধির চেষ্টা হয়েছে। তিনি বলেন, এদেশ গরুকে দেবতা বলে কিন্তু তা' বলে' গরুকে কেউ ত্রিতল অট্টালিকায় রাখে না বা সোনার খাটে শোয়ায় না—গোশালাতেই রাখে। যে গরু মানুষের পুষ্টকল্পে, সন্তানপালনে এবং নানা দিকের এতটা মঙ্গলকৃত্যে পাওয়া যায়—তা' গরুকে উপলক্ষ্য করে' ভগবানেরই দান বল্‌তে হয়। তেমনি পিতা, মাতা, গুরু প্রভৃতি সমস্তই দেবতারূপে পূজিত হয়েছে। এরূপে দেখ্‌তে পাওয়া যায় দেবতারচনার অপেক্ষা আছে বলে' মানুষকে বা প্রাণী-জগৎকে আঁকা হ'তে পারে না—এ রকম ব্যাখ্যা দুর্ব্যাখ্যা মাত্র। কেবল ইসলাম ধর্ম্মেই এবং অন্য দু'এক জায়গায় ও'রকমের নিষেধ আছে। ভারতবর্ষে দেবতা আঁকার মানে হচ্ছে সব জিনিষকে ভারতের স্বভাবসুলভ দিব্যত্বে অনুষিক্ত করে' দিব্যত্বের দিক্‌ হ'তে রচনা—জড়বস্তুরূপে নয়। দেবতাত্মারূপেই জগৎকে আঁক্‌তে হবে অর্থাৎ যে প্রাণবস্তু ভারতের সর্বত্র—জলস্থলে কল্পিত ও অনুভূত হয়েছে তা'কেই যথাসম্ভব লক্ষ্য করে' সমস্ত রচনা কর্ত্তে হবে।

যা'কে পোর্ট্রেট বা হুবহু ছবি বলা যায় সে রকমের ছবি বা মূর্ত্তি আঁকা প্রাচ্যদেশের সহজ দৃষ্টিতেই অসত্য বলে' আঁকা হ'তে পারে না। মানুষের মায়িক রূপকে এদেশ পরমার্থ করেনি। অন্য কারণও আছে। মানুষ অনেক থাক্‌লেও এক একটি বিশিষ্ট মানুষ দু'জন নেই। কিন্তু দেবতা কামচারী ও বহুরূপগ্রাহী, যখন যেরূপ সে পরিগ্রহ কর্ত্তে পারে এবং অসংখ্য মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হওয়া দেবতার একটা ধর্ম্ম ও অধিকার। কাজেই মূর্ত্তির দ্বিতীয়ত্বে তা'র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ও অসংলগ্ন হয় না। ওকাকুরা কাকুজোর একটা কথা মনে পড়ছে। আধুনিক যুগের রিয়ালিষ্টিক পোর্ট্রেট বা নকল চেহারা সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় বলেন :—"পশ্চিমের গৃহকোণে আমরা অনেক সময় একটা অনাবশ্যক পুনরুক্তির সম্মুখীন হই ; যখন কা'রও সঙ্গে কথা বলি তখন দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা'রই

সম্পূর্ণ দেহের পরিমাণে আঁকা ছবি তা'রই পেছন দিক্ হ'তে চোখ্ পাকিয়ে দেখছে আছে। অনেক সময় বঞ্চিত চোখ ও মনে এ প্রশ্ন উঠে—কোন লোকটি ঠিক? ছবিতে যা'কে দেখ্‌ছি, না যা'র সঙ্গে কথা বলছি?—কারণ দু'জনের একজন যে নিশ্চয়ই বঞ্চনা সে বিষয়ে সন্দেহ নহে"।*

কাজেই দেখা যাচ্ছে অসম্ভব ও অলীক বলে'ও অনেক সময় মানুষের চেহারার দ্বিত্ব সম্ভব হয়নি। তা' ছাড়া মানুষকে যতক্ষণ, শুধু জড়পিণ্ডরূপে দেখা যায় ততক্ষণ তা'র কোন প্রতিমার প্রয়োজন হয় না। এদেশে বাইরের চেহারা বা আকৃতি, ভিতরকার গূঢ়তম বস্তুর আচ্ছাদন ও আসনরূপেই আর্টে স্থান পেয়েছে। এ দেশের চিত্র ও মূর্ত্তি উপাস্য দেবতার অনেকটা আসন ও আধার। যে মূর্ত্তি আধার বা আসন নয়, যা'তে অধিষ্ঠান সম্ভব নয় সে মূর্ত্তি অসম্ভব, তা' রচনাই হয় না, তা'র কোন লক্ষণই নেই। কাজেই জড়পিণ্ড বা জড়মূর্ত্তি হিসাবে প্রতিমা রচনার সার্থকতা বা প্রয়োজন উপলব্ধ হয়নি।

এ সমস্ত কারণ ছাড়া অন্য কারণও আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মিশর ও ভারতের আর্টে যে জীবিতের মূর্ত্তি অর্থাৎ নকল চেহারা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—সে অক্ষমতার জন্য নয়, অপরিসীম ক্ষমতার জন্য। মিশরের হুবহু কামূর্ত্তিগুলি কবরের ভিতর রাখ্‌বার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল; শিল্প হিসাবে মিশরের আর্টে মিশরবাসীর কাছে তা'র কোন মূল্য ছিল না।

ভারতবর্ষে মানুষকল্পনায় অধ্যাত্মদিক্ ছেড়ে' দিলেও দেহের দিক্‌টাও তেমন সহজবোধ্য কখনও হয়নি। সে সম্বন্ধে নানা সমস্যা উঠেছে। মানুষের কোন্ দেহ চিত্রনযোগ্য তা'ই প্রথম প্রশ্ন। ভারতবর্ষে নানা কল্পনা-জল্পনা, মানবদেহকে

* "In western houses we are cften confronted with what appears to us useless, reiteration. We find it trying to talk to a man while his full-length portrait stares at us from behind his back. We wonder which is real, he of the picture or he who talks and feel a curions conviction that one of them must be fraud." Okakura kakuzo.

একটা নির্দ্দিষ্টতার ভিতর আনবার সমস্ত চেষ্টাকে উপহাস করেছে। কারণ মানুষ বল্‌তে এদেশ অন্তরতম আত্মাকে লক্ষ্য করে' তা'রই সম্পর্কে শরীরকে স্থান দিয়েছে। মানুষ কা'কে বল্‌তে হয়? চর্ম্মাবরণ ও মাংসপিণ্ড? মনোবাক্য? আত্মা? দর্শনকারেরা এ সম্পর্কে কেউ কেউ তিনটি অবস্থার কথা বলেছে। প্রথম হচ্ছে কামলোক অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ, দ্বিতীয় হচ্ছে রূপলোক অর্থাৎ আদর্শমূর্ত্তির অবস্থা এবং তৃতীয় হচ্ছে অরূপলোক বা অমূর্ত্ত জগৎ অর্থাৎ মূর্ত্তিকে অতিক্রম করার অবস্থা।

অন্যদিকে আবার দর্শনকারেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ স্থাপন করে' বলেছে জীবাত্মা সসীম, কারণ তা'র একটা স্থূল কোষ এবং আরও চারিটি সূক্ষ্ম কোষ আছে। এই পঞ্চকোষাত্মক আবরণ আত্মার অসীমত্ব ধারণাকে সুগুপ্ত রাখ্‌তে চেষ্টা করে। ইহা মায়িক ও প্রাতিভাসিক,—সত্যোপেত নয়। প্রথম হচ্ছে অন্নময় কোষ—ইহা স্থূল দেহ। দ্বিতীয় কোষ হচ্ছে প্রাণময়—যা' জড়দেহকে পরিচালিত কচ্ছে। মনময় কোষ, ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে সার্থক করে, কারণ মন ছাড়া ইন্দ্রিয়ের কাজ চলেনা। বিজ্ঞানময় কোষ দেশকাল বিমর্দ্দের মাঝে সমসূত্রতা নির্দ্ধারণ করে—সমস্ত জ্ঞানকে যা' একেরই কার্য্য দিয়ে নির্দ্দেশ করে; অর্থাৎ কোন পদার্থকে পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যশ্রেণী মনে না করে' একই জিনিষের দেশকাল জাত নানা অবস্থা বলে' যা' নির্দ্ধারণ করে। তার পর হচ্ছে আনন্দময় কোষ।

মৃত্যুর পরে জীবাত্মা শেষোক্ত চারিটি আধাররচিত সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরে অবস্থান করে, এদেশের তত্ত্ববিদ্‌রা, এরকম বলে এবং সাধারণ লোকেরাও এ রকম বিশ্বাস করে। আবার অন্যান্য সম্প্রদায় ও মিষ্টিক্‌দল আছে যা'রা মানবদেহকে ব্রহ্মাণ্ডের একটা ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি বলে' মনে করে। ব্রহ্মলোক, সৌরলোক প্রভৃতি কাল্পনিক অবস্থাগুলি মানুষের শরীরের ভিতর নিহিত আছে মনে করে। দেহের ভিতর ষট্‌চক্রকল্পনার কথা বলা হয়েছে। অনেকের মতে উচ্চতর দৃষ্টি ও অতীন্দ্রিয়ের জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়কোষের আশ্রয়ে লাভ করা যায়। এরূপে মানুষের স্থূল-

দেহের মাঝে নানা রূপ, নানা জগৎ ও ধর্ম্ম আরোপিত হয়ে' ব্যাপারটিকে বহুকাল হ'তে জটিল করে' এসেছে। চিত্রের ও ভাস্কর্য্যের ধর্ম্মই হচ্ছে বিশেষ লক্ষণ ও চিহ্নে সমগ্র ভাবকে উদ্দীপ্ত করা। সংক্ষিপ্ত রেখাপ্রয়োগের ভিতরই উচ্চতর শিল্পী সমগ্র মন নিহিত করে' থাকে, ইহাই ডাই-ও-নিশিয়ান আর্টিষ্টের কাজ। ইহাই উচ্চতম শিল্পের ধর্ম্ম। কাজেই যে সমস্ত লক্ষণের সাহায্যে কোন মানুষকে রচনা কর্ত্তে হয়, সে সব স্থির করা সহজ নয়। কাব্যে যেরূপ ঘটনার বৈচিত্র্য ও সময়ের প্রবাহের সাহায্যে কোন ভাবকে উদ্দীপ্ত করা যায় মূর্ত্তিশিল্পে তা' সম্ভব নয়। কাজেই কোন রচনা সম্বন্ধে কোন্ লক্ষণ বা কোন্ মুহূর্ত্তের স্বরূপ ঠিক সাম্‌নে ধর্‌তে হ'বে তা' স্থির করা কঠিন হয়ে' পড়ে! যা'র কোন বিশিষ্টতা নেই তার সম্বন্ধে কোন রচনা নিষ্ফল। অপর দিকে যে সব মানুষ চরিত্রে ও কৃত্যে বিশিষ্টতা লাভ করে' দেবত্বের সংজ্ঞা পেয়ে' আস্‌ছে তাদের রচনা সহজেই সম্ভব হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিল্পশাস্ত্রকারদের দেবমূর্ত্তি রচনার অনুজ্ঞা ভারতবর্ষের গভীর ভাবধারার সহিত যুক্ত। ভাবহীন, বিশেষত্বহীন, দেহপিণ্ডকে রচনা করার কোন প্রয়োজনই সেকাল অনুভব করেনি। এদেশে চিত্র বা মূর্ত্তি রচনাকে কেউ উদ্দেশ্য বলে মনে করেনি—উপায় বলেই গ্রহণ করেছে। যা' পূজ্য বা আরাধ্য নয় তা পটে বা মর্ম্মরে রচিত হ'বে কেন? অন্যদিক্ হ'তেও দেখা যায়, যে জাতি সর্ব্বত্র—অনল, অনিল, জলস্থল প্রভৃতিতে দেবতার সন্ধান পেয়েছে তা'র পক্ষে পোর্টেট বা নকল চেহারা হিসাবে কিছু রচনা করা সম্ভব হয়নি। সে যে পরিমাণে বস্তু-প্রপঞ্চের মাঝে দিব্যত্বের সংযোগ পেয়েছে সে পরিমাণই তা'কে আর্টে পরিস্ফুট করেছে। মানুষকে ভারতবর্ষ যখন দেবতারূপে দেখেছে—জড়পিণ্ডরূপে-নয়—তখনই তা'কে চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে—তা'ও দেবলক্ষণে, ফটোগ্রাফের হিসাবে নয়। কাজেই শিল্পশাস্ত্রকারের মূল কথা হচ্ছে এদেশের সহজ হৃদয়কে অনুসরণ করার অনুশাসন মাত্র। সংসারে জড়ত্বের বাধা দূর করে' দিব্যত্বের দিক নির্ম্মুক্ত করা; বাইরের আকারকে তুচ্ছ করে' ভিতরের লক্ষণ উদ্দীপ্ত করা, জড়ত্বকে

দূর করে বিপুল দেবত্বকে উদ্ঘাটিত করা। শিল্প শাস্ত্রকারের এই বাণী উদ্ভট ও প্রক্ষিপ্ত চিন্তকথা নয়—তা' ভারতের জীবন ও আর্টের প্রাণকথা, তা' জাতির গভীর আধ্যাত্মিক অনুভবেরই বহুবাদ। একরূপে অপরিমিত পরমার্থকে সর্বত্র অনু-সরণ করা এদেশের পুরাকালের ঋষির বাণী—তা' জনজনয়ে সার্থক হয়েই এসেছে।

ভারতের চিত্ত, এই জড়ত্ব ও স্থূলত্ব এবং প্রতিভাসকে যে বৃথা করেনি তা জগতের কাছে বড়াই করবার জন্য নয়; সেটা সহজ রুচি, প্রকৃতি ও কালচারের দিক থেকে হয়েছে। তাকে খারাপ বলবার অধিকার অনেকের থাকতে পারে—এবং অনেকে তা' বলছেনও—কিন্তু কথাটি যে ইতিহাস ও কলার দিক থেকে ঠিক—একথা অস্বীকার করা যায় না। এদেশের লোক কিছুতেই তার দীনতা বা টাকার প্রাচুর্য্যের কোন বিশিষ্টতা হতে কোন লোককে পরিমাপ করে নি। একটা সহজ ও সুলভ দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুর প্রাত্যহিক গুরুস্মরণে গুরু-মূর্ত্তির কি আকার দেওয়া হয়েছে? সে কি কোন ব্যক্তি বিশেষের আরক্তিম চোখ, দুল-ঝোলা কান, তিলক-কাটা নাক বা টিকি-পড়া মাথা? সে কি কারও কোন ফটোগ্রাফ? ও সবের ধার দিয়ে ও এদেশ যায়নি। গুরুমূর্ত্তির লক্ষণে আছে:—

'রজনী শেষযামস্য শেষার্দ্ধমরুণোদয়ঃ।
তদা সাধক উত্থায় মুক্তস্বাপঃ কৃতাসনঃ॥
ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
শ্বেতাম্বরপরিধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহম্।
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিত বিগ্রহম্
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্"॥

মর্ম্ম। রজনীর শেষ প্রহরের শেষার্দ্ধে যখন অরুণোদয় হ'বে তখন সাধক ঘুম ছেড়ে' উঠে' আসন পরিগ্রহ করে' এইরূপে গুরুর ধ্যান করবে:—

তিনি মস্তকের উপর শ্বেতপদ্মে আসীন, তিনি দ্বিনেত্র ও দ্বিভুজ তাঁ'র পরিধানে শ্বেতবস্ত্র, গলদেশে শ্বেতমাল্য, শরীরে শ্বেত চন্দনের অনুলেপন; এক হস্তে বর' অপর হস্তে অভয়; তাঁ'র স্বরূপ শান্তিময় ও শরীর করুণাময়। শক্তি স্বয়ং উৎপল ধারণ করে' বামভাগে তাঁ'কে আলিঙ্গন করে' আছে। তাঁ'র মুখ স্মিতবিকশিত, তিনি সর্ব্বদাই প্রসন্ন এবং সাধকগণের অভীষ্ট পূরণ করেন।" কাজেই দেখা যাচ্ছে এ' গুরুমূর্ত্তিতে যা' লক্ষণ আছে তা' চর্ম্মাবরণের স্থূলতা, বা সূক্ষ্মতা, কঙ্কালের ঔন্নত্য বা বক্রতার উপর নির্ভর করেনি। ভারতবর্ষ সে ভাবে মানুষ রচনা করেনি, পূজাও করেনি। রবীন্দ্রনাথের মতে আবার বল্‌তে হয় এদেশের লোকে পিতাকে, মাতাকে ও জল ইত্যাদিকে যে দেবতা বলেছে, সে তা'দের জড়দেহকে নয়। ভগবানের নানা দিব্য ঐশ্বর্য্য ও করুণা এই সমস্তের ভিতর দিয়ে বিগলিত হচ্ছে বলেই এ'রা নমস্য হয়েছে। কোন জিনিষকে দেখে' কম্পাস কাঁটা ও রসায়নশাস্ত্রের পুঁথি হাতে করে' অগ্রসর হয়ে' এদেশ চিত্তকে আশ্বস্ত কর্ত্তে পারেনি; শুধু গভীর প্রাণরূপের সন্ধানই করেছে। শিল্পশাস্ত্রকারগণের কথায় নয়—অবিচ্ছেদ্য জীবনপ্রবাহের প্রবল ও স্বাভাবিক অনুপ্রেরণায়। শিল্পশাস্ত্রকারেরাও এই ভাবধারাকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত করে' ধন্য হয়েছে। তা'রা হুবহু রচনা করার যথেষ্ট ক্ষমতা থাক্‌লেও মিশর শিল্পীর মত কঙ্কালশাস্ত্রের (Anatomy) রক্তচক্ষুকে অবহেলা করে' এসেছে।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অসীমের স্পর্শ।

মানুষের ভিতর নানা অবস্থায় শারীরিক তেমন কোন বৈষম্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় না ; কাজেই মানুষের মনের ভাব বা অন্তঃ প্রকৃতি বাইরে প্রকাশ করার উপায় কি ? প্রতিমুহূর্ত্তেই মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক—তা'ও মনের সম্পর্ক প্রস্ফুট করে' প্রকাশ কর্ত্তে হয় ! মানুষের ফটোতে কোন হৃদয় কথার লীলা ত' মুদ্রিত করা যায় না। শরীরের অত বড় একটা জড় আবরণ ভেদ করে' ফটোগ্রাফ কি করে' মানুষের প্রকৃতিকে বাইরে আনতে পারে ? লৌকিক জীবনে অনেক সময় বাইরের চেহারা দেখেও মানুষের প্রকৃতি বোঝা শক্ত হয়ে' পড়ে, কারণ তা' আবরণরূপেও ব্যবহার করা যায়। কাজেই বাইরের জগৎকে যে মায়িক বলা হয় তা' সকল অবস্থাতেই খাঁটি বল্‌তে হয়। এজন্য মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, প্রতিমুহূর্ত্তে এ মায়াকে যথাসম্ভব ভেদ করে' অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করে।

বাইরের আবরণকে মুখ্য করে' হৃদয়-কথা পাওয়ার যো নেই। অথচ যে আর্টে আর্টিষ্টের মনের কথা বা মনের রস নেই কিম্বা যে আর্টে আর্টিষ্টের চিত্তে, মানুষের মনের সহস্র সম্পর্ক এসে' পড়েনি তা' আর্টই নয়—জীর্ণ অসম্বদ্ধ বস্তু—কঙ্কালমাত্র। জীবনের সমস্ত সম্পর্কই এসব ভাবের ও মনের কথায় আচ্ছন্ন। সকলকেই মনের সহিত বোঝাপড়া কর্ত্তে হয় এবং ভাবের সঙ্গে কারবার কর্ত্তে হয়—এ'ত চিরকাল ছিল এবং এখনও আছে। এখন কথা হচ্ছে কি করে' এই মনের অশরীরী ইতিহাসকে দেহের ফ্রেমের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে ? কাব্যে রাজাকে বর্ণনা কর্ত্তে হ'লে অনেক কথা বলা চলে, দেশ কালের কোন সামান্য গণ্ডী তা'তে বাধা দেয় না। কিন্তু চিত্রের বা ভাস্কর্য্যের পরিসর অতি সামান্য—তা' একটা মুহূর্ত্তের অবস্থাকে অবলম্বন করে' গ্রথিত হয় এবং সামান্য

[দ্বিতীয় ভাগ ১০২ পৃষ্ঠা]

বরভূধরের ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি।

স্থানের মাঝে তা'কে রচনা কর্ত্তে হয়। এই সামান্য পরিসরের ভিতর শিল্পীকে হয়ত অনেক সময় একটা বড় রকমের ইতিহাস ফুটিয়ে তুল্‌তে হয়। রাজাকে আঁক্‌তে হ'লে শৌর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি লক্ষণ একটা ক্ষুদ্র ছবিতে ফুটিয়ে তোলা দরকার—কাজেই শিল্পীকে একটা বিশেষ কৌশল বা প্রণালী অবলম্বন কর্ত্তে হয়। শুধু যা' তা' একটা মানুষ আঁক্‌লে চলে না। তেমনি পশু পক্ষী রচনাও কোন পশু সম্বন্ধে কোন একটা বিশিষ্ট জাতির মনে যে একটা ভাব জাগ্রত আছে তা' প্রকাশ কর্ত্তে হয়। কাজেই নানা দেশে এই ভাব নানা রকমের বলে' একই পশুর মূর্ত্তি নানা দেশে নানা রকমের হয়ে' পড়ে; কারণ শুধু শরীরটা আঁক্‌লে এ ভাবটা ফুটে' উঠেনা। শরীরেই একটা কিছু ব্যতিক্রম কর্ত্তে হয় যা'তে মনের কথাগুলি প্রকাশ হয়ে' পড়ে। এরূপ ব্যতিক্রম করা ছাড়া উপায় নেই। কোন ভাব প্রকাশ কর্ত্তে না পার্‌লে তা' আর্টের ব্যাপারই হয় না—ছাঁচে ঢালা জড়পিণ্ড হয়ে' পড়ে। তা'হলে এ অবস্থায় কি করা যায়? এ সমস্যার উত্তর বহুকাল আগে খুব বলিষ্ঠ ও জীবন্ত ভাবে পাওয়া গেছে। মিশর শিল্পী হাজার হাজার বছর আগে যখন পিরামিড্ প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট খেফরেণের প্রস্তরমূর্ত্তি রচনা করে কিম্বা ভারতশিল্পী যখন ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি মর্ম্মরে খোদিত করে তখন অতি পরিষ্কার ও পরিস্ফুট ভাবে এ সমস্যার উত্তর পাওয়া গেছে।

যে সমস্ত আর্ট অনেকটা অনুকরণমুলক—নিটস্‌সে যাকে 'পুলিস' আর্ট বলে—তা'তে দেখা যায় সমাজ সম্পর্কে শিল্পীকে প্রতিমুহূর্ত্তে সঙ্কুচিত হয়ে' অগ্রসর হ'তে হয়েছে—সকলকে কল্পনালোকে টেনে' নেওয়ার সাহস সে করেনি—সমাজ সে রকম অধিকার শিল্পীকে সব দেশে দেয়নি। গ্রীক্ আর্টে যে সমস্ত মূর্ত্তি আছে তা'তে শিল্পীর এই ভীরুতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শিল্পী সেখানে মনোরাজ্যের কোন বিচিত্র কথাকে শিল্পবস্তুর ইন্দ্রিয়াত্মকরূপের খাতিরে উগ্র করে' তুল্‌তে পারেনি অর্থাৎ সে মূর্ত্তির ভিতর জোর করে' একটা স্বভাব সম্পর্ক রাখ্‌তে হয়েছে। এ রকমের সম্পর্ক শিল্পীকে স্বাধীনতা বা অধিকার অতি সামান্যই দিয়ে থাকে কাজেই

রুবেন্সের কোন কোন চিত্র সম্বন্ধে কোন সমালোচক যা' বলেছে তাই মনে' পড়ে—"Pigs or Greek goddesses—it is all a matter of flesh in the end." কাহিনীচিত্রের ভিতর কোন বস্তু বা ভাব সম্বন্ধে সকলেরই একটা সুপরিচিত ও বোঝাপড়া থাকলে শিল্পীকে সব সময় সুপরিচিত শিল্পবস্তুর পরিচিত দিককে অটুট রাখ্‌বার চেষ্টা করতে হয় না। প্রতিমুহূর্তেই বস্তুকল্পনায় ক-খ-গ বজায় রেখে' অগ্রসর হ'তে হ'লে ভাব চলাফেরা করতে পারে না—মননকে প্রস্ফুট করা যায় না। সাহিত্যিকদের বই লিখ্‌তে প্রতিপদে যদি ব্যাকরণের সূত্র উল্লেখ করতে হয় তবে বই লিখা হয় না। অনেক কিছু বর্জন ও সংক্ষেপ না করলে সামান্য পরিসরে জটিল ভাবকে সুস্পষ্ট করা কঠিন হয়ে' পড়ে। প্রচলিত গ্রীক্ আর্ট সম্বন্ধে একালে এ জন্যই অনাবশ্যকের মত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। গ্রীসের ফিডিয়াস প্রভৃতির রচনা দেখে' লোকে ভাব্‌ছে ভাবের বস্তুবাদমূলক নিম্নস্তরের সমস্ত আবর্জনা জঞ্জাল ও কুৎসা হ'তে নির্ম্মুক্ত করে' গ্রীকদের উচুঁদিকে তুলতে পারে এমন কোন মনস্বী গ্রীসে জন্মায়নি। গ্রীসে সকলেই অল্পবিস্তর এক স্তরে চলাফেরা করছে এবং আধ্যাত্মিক ঐক্য সামান্য থাকাতে কেউ কা'কেও ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। কাজেই আর্টে এই সমাজিকরূপ বা স্বভাববাদের রূপ ছাড়িয়ে কোন গভীর মননের ইতিহাস—যা'কে নিটসসে Ruler art বা বিজয়ী শিল্প বলেছে—দিতে পারেনি। গ্রীসের কোন এপোলো মূর্ত্তি বা ঘোড়ার চেহারার সাম্‌নে এযুগের অতি সাধারণ জনতা হ'তে ও কেউ যদি দাঁড়ায়, তবে সে খুবই খুসী হ'বে। ছেলে, বুড়ো, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বা কোচম্যান্ সকলেরই মুখে প্রশংসা শোনা যাবে। অথচ একথা এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে গ্রীসের ধর্ম্ম, রীতিনীতি ও ব্যবস্থার সহিত এযুগের কোন সাম্য নেই; এবং গ্রীস্ ও এযুগের মাঝে, দু'হাজার বছরের একটা ব্যবধান নানা রকম বিচিত্র ইতিহাস, ঘটনা ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে চলে' এসেছে। কাজেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় এরকমের মূর্ত্তি সম্বন্ধে, দু'হাজার বছরের পরবর্ত্তী নানা ঘটনায় বিপর্য্যস্ত, বর্ত্তমানের সাধারণ অজ্ঞচিত্ত এবং প্রাচীন গ্রীসের চিত্তে ভাবের তেমন কোন পার্থক্য

নেই। তা'র মানে হচ্ছে গ্রীস্ নিজের বিশেষ কেন হৃদয়কথা বা চর্চ্চাকে এ রকমের শিল্পে বিশেষ ভাবে প্রস্ফুট করে' তুল্‌তে পারেনি। শরীরের সমস্ত উপকরণ দিয়ে বোঝাই কর্‌লে মূর্ত্তির প্রাণকথাকে প্রস্ফুট করা অসম্ভব হয়ে' পড়ে; যে জাতি এ সমস্ত বোঝাকে ছাড়্‌তে চায় না তা'কে উচ্চতর জীবনে কি করে' আকর্ষণ করা যায়? অথচ উচ্চতর প্রাণকথাকে যদি আর্টে দীপ্যমান করা না যায় তবে আর্ট হিসাবে তা'র মূল্য অতি সামান্য হয়ে' পড়ে; জাতি হিসাবেও সে জাতিকে উর্দ্ধে নিয়ে আস্‌বার পথ থাকে না—সে জাতি জগতে টিক্‌তে পারে না। যে জাতি প্রতিমুহূর্ত্তে খণ্ডতাকে বুকে জড়িয়ে রাখ্‌তে চায়, প্রতি অংশও অনুর অটুট স্বরূপ যা'র কাছে পরমার্থ হয়ে' পড়ে, সে জাতির পক্ষে ভাবপথে অগ্রসর হওয়া কঠিন। সে জাতি কা'কেও উচ্চ অধিকার দিতে প্রস্তুত নয় বলে' নিজেও উচ্চ হ'তে পারে না। অথচ গ্রীক্‌শিল্পে টিনিয়ার এপোলো মূর্ত্তি সম্বন্ধে এ রকমের কথা বলা যায় না। শিল্পীর প্রচুর স্বাধীনতা সে মূর্ত্তিতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অনাবশ্যককে বর্জ্জন করে' সরলভাবে মুখ্যকে ফুটিয়ে তোল্‌বার একটা প্রচুর চেষ্টা টিনিয়ার এপেলোমূর্ত্তিতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কোন লেখক এ মূর্ত্তিকে দেখে' বলেছেন "যখন আমি মিওনিচে (Munich) এই বিস্ময়কর সুন্দর মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই তখন আমি এই এপেলোমূর্ত্তির ভিতর দীপ্যমান একটী অসীম প্রভুত্ব ও মর্য্যাদার গৌরবে অভিভূত হয়ে' পড়ি এবং আমার স্পষ্টই মনে হয় যে আমি লণ্ডন, প্যারি বা এথেন্সে, গ্রীক্‌শিল্প সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যা' দেখেছি তা' এ মূর্ত্তির তুলনায় অতি তুচ্ছ।"

এ মূর্ত্তির শিল্পী নকলনবীশী করেনি। মূর্ত্তির অনেক অনাবশ্যক অংশ বর্জ্জিত হয়েছে; এবং সমগ্র মূর্ত্তিটিকে যতটা সম্ভব মানুষের শরীরের দিক্ হ'তে সংক্ষেপ করে' শিল্পীর প্রতিপাদ্য ও প্রয়োজনীয় অংশকে জোর করে' তা'র ভিতর বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোন আলোচক বলেন, এ মূর্ত্তির দু'খানি হাতের একান্ত অপরিহার্য্য অবয়বটুকু রক্ষা করে' কি করে' কৌশলে এক

অপরূপ শ্রী দান করা হয়েছে—তা' দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। এ রকম মূর্ত্তি হচ্ছে যুগমূর্ত্তি বা টাইপ্। কোন বিশিষ্টযুগের প্রাণকথাকে, এই রকম ভাবে শরীরকে রূপান্তরিত করে' প্রকাশ করা হয়। সাধারণ লোকের কাছে এ মূর্ত্তি ততটা সুবোধ্য নয়, কারণ এ মূর্ত্তিটিতে একটা যুগের ও একটা জাতির অন্তরকথা সংক্ষেপে এবং কতকটা সর্ট হ্যাণ্ডের মত প্রস্ফুট করা হয়েছে। কোন লেখকের মতে এই মূর্ত্তি সাধারণের কাছে সুবোধ্য হওয়াকে যেন তুচ্ছ করেছে মনে হয়; মূর্ত্তিটি যেন জাতির একটা গুণসাক্ষীর স্বরূপ পরিগ্রহ করে' দৃঢ় হয়েছে। কোন ক্ষমতাবান্ শিল্পী যেন প্রেমের সহিত অতি সহজে ও সরল ভাবে এ মূর্ত্তিটিকে জাতির দেহমূর্ত্তির প্রতিনিধিত্বে বরণ করেছে।

এ প্রসঙ্গে মিশর শিল্পের সুবিখ্যাত সম্রাট্ খেফ্রেণের মর্ম্মরমূর্ত্তির প্রশ্ন উঠে। Dr. Petrie মিশরের ইতিহাসের এক জায়গায় বলেন :—"সাধারণের মনোরঞ্জন করতে মানুষের যে রকম হওয়া উচিত এবং নেতৃত্ব করতে রাজার ঠিক যে রকম হওয়া উচিত, তা'র অপরূপ ব্যঞ্জনা এ মূর্ত্তিতে আছে *।" আর একজন লেখক এ মূর্ত্তিটির সম্বন্ধে বলেন :—"Probably the portrait of the greatest human power that has ever existed on earth." মর্ম্ম :—সম্ভবতঃ এটাই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী মানবের মূর্ত্তি। আধুনিক মিশরতত্ত্ববিদ্গণ আবিষ্কার করেছেন যে মিশরের রাজাদের সৈন্যসমারোহ কখনও ছিল না। পিরামিডে যে সমস্ত ছবি আছে, তা'তে নৃত্যগীতি, কৃষিকর্ম্ম গৃহধর্ম্ম ইত্যাদির দৃশ্য আছে; কিন্তু সৈনিকের কোন চেহারা বা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের কোন রকম

* "This Statue scorns to make a general appeal. It is the apotheosis of a type. Of this there can be no question. It is the work of a loving and powerful artist, who could simplify the human frame, and express stenographically, so to speak, the essential features of the people he represented because he knew the essential features to which their values aspired."

* "It is a marvel of art: the precision of expression combining what a man should be to win our feeling and what a king should be to command our regard."

উপকরণের ছবি তা'তে পাওয়া যায় না ; কাজেই দেখা যায় মিশরের রাজার প্রভাব তরবারির উপর বা ক্ষাত্র-শক্তির সম্পর্কে মোটেই নিহিত ছিল না বংশাগত প্রজারঞ্জন এবং সন্তানবৎ প্রজাপরিচর্য্যার উপর তা' প্রতিষ্ঠিত ছিল। এজন্যই ফার্গুসন্‌ বিস্মিত হয়ে' বলেছেন :—"যে রাজার কোন সৈন্য সামন্ত নেই সে রাজার শুধু অনুজ্ঞায় কি করে' সহস্র সহস্র লোক শ্রেণীবদ্ধ হয়ে' জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থাপত্যকার্য্যে স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োগ করেছিল, তা' ভেবে' বিস্মিত হ'তে হয়। একটা মানুষকে পৃথিবীর ইতিহাসে এ অবস্থায় এ রকম ক্ষমতা প্রয়োগ কর্ত্তে আর দেখা যায়নি *।"

সহজেই দেখা যাচ্ছে এ রাজার রাজত্ব একটা বড় রকমের জিনিষ ছিল। রাজা খেফরেণের প্রভুত্ব, অপরিমেয় নৈতিক শক্তি ও সমগ্র জনপদের ভারবাহী সহজ পিতৃত্বের উপর নিহিত ছিল। শিল্পীকে প্রস্তরমূর্ত্তিতে এ সমস্ত ভাব প্রস্ফুট কর্ত্তে হয়েছিল। মানুষের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার এ রকমের চেষ্টা সম্ভব হয়নি, কারণ ইতিহাসের ধারা পরিবর্ত্তিত হয়ে' ক্রমশঃ অস্ত্রশস্ত্রের বাহুল্যও সেনাসমারোহের বিভীষিকার উপর নৃপত্বের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হ'তে সুরু হয়।

এই খেফরেণের মূর্ত্তি মোটেই মানুষের নকল করা চেহারা নয়। নকল করার দিকে শিল্পী খেয়ালই করেনি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটি দেখ্‌লে সম্ভ্রমে নত হ'তে হয়। একটা প্রবল মনুষ্যত্বের চরিত্রকথা—স্নেহানুষিক্ত পিতৃত্বের একটা অপূর্ব্ব মহিমা ও মর্য্যাদা প্রস্তর ভেদ করে' যেন দ্রষ্টাকে প্রতিমুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন করে।

* "Nor is our wonder less when we ask ourselves how it happened that such a people became so strongly organised at that early age as to be willing to undertake the greatest architectural works the world has since seen in honour of one man from among themselves. A king without an army, and no claim, so far as we can see, to such an honour beyond the common consent of all, which could hardly have been attained except by the title of long-inherited services acknowledged by the community at large."

এই সফলতার জন্য শিল্পীকে একটা আদর্শ মানুষের শরীরকে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করে' অগ্রসর হ'তে হয়েছিল। পরবর্তী যুগে বিখ্যাত চিত্রকর ফ্রা ফিলিপো লিপ্‌পি (১৪১২—১৪৬৯) এই পরিবর্দ্ধনের প্রণালী অর্থাৎ মানুষের শরীর অপেক্ষা বড় করে' রচনা করার পদ্ধতি চিত্রকলায় প্রতিষ্ঠা করে' এ যুগের আর্টিষ্টদের পথ প্রদর্শক হয়ে' পড়ে।

সেফরেণের মূর্ত্তি দেখে' এ কথা বলা চলে না যে মিশর শিল্প অবিকল চেহারা প্রস্তরে খোদিত কর্ত্তে অক্ষম বলে' এ রকমের মূর্ত্তি রচনা করেছে; কারণ লেডি নফ্রেটের মূর্ত্তি এবং এ শ্রেণীর অন্যান্য মূর্ত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে মিশরশিল্পী মানুষের চেহারাকে যথাযথ ভাবে আঁক্‌তে খুব ভাল রকমেই জানত; এমন কি রিয়ালিজ্‌ম্‌ বা বস্তুবাদের হিসাবেও লেডি নফ্রেটের মূর্ত্তি অদ্বিতীয়। ক্যাপ্সন এজন্য বলেছেন :—"Nothing more wonderfully truthful and realistic has been done since that time, till the invention of photography." অর্থ—ফটোগ্রাফি আবিষ্কৃত হওয়া পর্য্যন্ত তা'র চেয়ে বেশী যথাযথভাবে আর কোন জিনিষ রচিত হয় নাই। লেডি নফ্রেটের মূর্ত্তি এবং এ শ্রেণীর অনেক কা-মূর্ত্তি (Ka-Statue) অর্থাৎ মৃত্যু সম্পর্কে রচিত মূর্ত্তিতে মনে হয় যে মিশরশিল্পী মানুষের চেহারা যথাযথভাবে আঁক্‌তে খুব ভালই জানত; কিন্তু সে সব মূর্ত্তির উদ্দেশ্য অন্য রকম ছিল। সে সব মিশরীয়দের পুনর্জ্জন্মকল্পনা সম্পর্কে রচিত হয়েছিল।

মিশরীয়েরা মনে কর্ত্ত, জীবন্ত মানুষের ভিতর তিনটী স্তর আছে। প্রথমটি হচ্ছে স্থূল শরীর, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম শরীর এবং তৃতীয়টি সূক্ষ্মতম আত্মা। মৃত্যুর সময় সূক্ষ্ম শরীর ও আত্মা দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল যে পরে এমন সময় আসে, যখন সূক্ষ্মশরীর আবার ফিরে' মৃতের দেহে অনুপ্রবেশ করে' তা'কে সঞ্জীবিত ও জাগ্রত করবে। এজন্য মৃতদেহকে নানা মশলা দিয়ে অতি যত্নে রক্ষা করা হ'ত। কিন্তু তবু ভয়ের কারণ ছিল; মৃতদেহ নষ্ট

হ'তে পারে কিম্বা কেউ তা'কে ধ্বংস কর্ত্তে পারে। তা' যদি হয় তবে সূক্ষ্ম শরীর ফিরে' এসে' কা'কে আশ্রয় করবে? এজন্যই তা'রা ঠিক মৃত লোকের অনুরূপ প্রস্তরমূর্ত্তি খোদিত করে' শবগৃহের মাঝে রেখে' দিত। ধনীদের জন্য প্রায় অনেক মূর্ত্তিই সংরক্ষিত হ'ত। এসব মূর্ত্তি কবরের ভিতর রাখ্‌বার জন্যই রচিত হ'ত, সাধারণ লোকচক্ষুর জন্য নয়। কোন কোন আলোচক বলেন, এসব মূর্ত্তিতে কোন কল্পনাও সংস্কার করা রচকের উদ্দেশ্য ছিল না কিম্বা ভাবের বা রেখার সৌন্দর্য্য সম্পাত করাও লক্ষ্য ছিল না। এসব পাথরের শরীর। আস্ত লোকের সমস্ত ভাল মন্দ নিখুঁত ভাবে নকল করা এসবের উদ্দেশ্য। আসল শরীর কুশ্রী হ'লে তেমনি ভাবে এসবকেও কুশ্রী করে' রচনা কর্ত্তে হ'ত—শিল্পীর কোন রকম পরিবর্ত্তনের অধিকার তা'তে ছিল না *। আর একজন আলোচক বলেন, "মিশরীয়েরা জান্‌ত যে কা-মূর্ত্তিগুলি নকল ব্যাপার মাত্র এবং ও'গুলো রচনার উদ্দেশ্যও ছিল লোকচক্ষুর বাইরে বা অন্তরালে রাখা অর্থাৎ মাটির ভিতর"। †

কাজেই দেখা যাচ্ছে মিশরের শিল্পী প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও নকল চেহারা খোদিত কর্ত্তে যায়নি। শিল্পী ইচ্ছা করেই খেফরেণের মূর্ত্তিকে রূপান্তরিত করে' ভিতরকার গভীর স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত কর্ত্তে চেয়েছে। মিশরের শিল্পীর উদ্দেশ্য ছিল রাজা খেফরেণের অন্তর্গূঢ় ভাবকে মূর্ত্তি দেওয়া। এজন্য সে খেফরেণের আসল চেহারায়

* Speaking of these portrait statues they say, "They were not ideal figures to which the desire for beauty of line and expression had much to say; they were stone bodies, bodies which had to reproduce all the individual contours of their flesh-and-blood originals; when the latter was ugly, its reproduction has to be ugly also, and ugly in the same way." G. Perrot and C. Chipiez.

† "The Egyptians knew perfectly weil that a Ka-statue was only a duplication, a copy, and a repetition of reality and they knew also that its proper place was underground and out of sight."

নানা রকম পরিবর্তন ঘটিয়ে তা' করেছে। প্রত্যেক আর্টেই এসকল পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করতে হয় নচেৎ জড়ত্বের অচঞ্চল প্রাচীরের ভিতর দিয়ে প্রাণের হিল্লোল উদ্দীপন করা অসম্ভব হয়ে' পড়ে। ইহা আর্টের একটা নিজস্ব অধিকার। এরূপে অন্যান্য দেশেও বিশিষ্ট মূর্ত্তি রচিত হয়েছে। এযুগেও বিখ্যাত শিল্পী রোদাঁ * এই আদর্শেই মানবদেহকে বিপর্য্যস্ত এমন কি বিকৃত করে' ভিতরের চরিত্রকথাকে প্রস্ফুট করতে চেষ্টা করেছে। রোদাঁর ব্যালজাক্ মূর্ত্তি এরকমের ব্যাপার—তা'তে ব্যালজাকের বাইরের চেহারার সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই নেই। অদ্বিতীয় সাহিত্যিক ব্যালজাকের—যাঁকে ঊনবিংশ শতাব্দীর স্রষ্টা বলা হয়ে' থাকে, বোদালেয়ারের মতে যাঁর উপন্যাস গুলিতে স্বপ্নের ন্যায় রঙ ফলান হয়েছে †—চরিত্র ও মর্ম্মকথাকে শিল্পী প্রস্ফুট করতে চেষ্টা করেছে। রোদাঁর মেট্রোভিক মূর্ত্তিও এরকমের। রোদাঁ এভাবে প্রাচীন প্রথাই অনুসরণ করেছে।

চৈনিক শিল্পে লিউসা রচিত বিখ্যাত কুও-জু-ই মূর্ত্তি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। ইহা চৈনিক আর্টের একটা বিশেষ সম্পদ্ বলা যায়। শিল্পী, সেনাপতি কুও জু ইকে আঁকতে কোন রকম যথাযথভাবে নকল করার দিকে যায়নি। হাতের বা পায়ের অবয়ব, অস্থিবিদ্যার বা য়্যানাটমি হিসাবে একেবারে অপ্রচুর। শিল্পী বহুদূর ভ্রমণে সেনাপতির অভ্যস্ততা দেখাবার জন্য দুখানি পা'কে স্ফীত করে' এঁকেছে। কোন আলোচক এ ছবিকে উল্লেখ করে' বলেন ; "এই বিখ্যাত সেনাপতিটির শরীরের ঐশ্বর্য্য এবং আত্মার অপ্রতিহত শক্তিতে দর্শকের চিত্ত আকুল হয়ে' উঠে। সে প্রকাণ্ড চেহারায় যেন অমানুষিক শক্তি নিহিত আছে মনে হয়। শিল্পী, সেনাপতির কঠিন ও কঠোর মানসিক শক্তি প্রস্ফুটিত করে'

* Rodin.

† "All Balzac's characters are gifted with the same ardour of life that animated himself. All his fictions are as deeply coloured as dreams. Each mind is a weapon loaded to the muzzle with will" Baudelaire.

চৈনিক শিল্পের সেনাপতি কুও জু-ই নত্তি।

চিত্রটিকে আশ্চর্য্যভাবে সফল করেছে।" * এ চিত্রে বস্তুবাদ বা স্বভাববাদের-দিকে কোন ঝোঁক্ নেই। অথচ চৈনিক শিল্পীরা শুধু বস্তুবাদিতার দিক্ থেকেও জগতে অদ্বিতীয়। চৈনিক শিল্পের ভূচিত্র বস্তুবাদিতার জন্য বিখ্যাত এবং চৈনিক বিধিতেও কোন কোন বিষয়ে বস্তুবাদের যে প্রচুর স্থান আছে, তা' চৈনিক আর্টের ষড়ঙ্গ হ'তে বোঝা যায়।

জাপানী আর্টেও শিল্পীরা শুধু নকল করাকে অনুমোদন করেনি। জাপানী শিল্পে বিখ্যাত বিরূঢ়ক ও বিরূপাক্ষ † নামক দ্বারদেবতার-মূর্ত্তিদ্বয় ভাবব্যঞ্জনার দিক্ থেকে অতি আশ্চর্য্য রচনা। বিরূঢ়ক মূর্ত্তিতে অসীম সংকল্প, দুর্দম্য বীরত্ব ও আত্মসংযম, মুখের ও শরীরের প্রত্যেক অংশ হ'তে যেন প্রস্ফুট হচ্ছে। আনাসেকি এ মূর্ত্তির প্রচুর প্রশংসা করেছে। বাস্তবিকই ভাবব্যঞ্জনার দিক্ থেকে এ মূর্ত্তিটি একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার। ভারতীয় সাধনা ও সংস্কার যেমন মানুষকে দেবতা করে' তোলে, জাপানীদের হাতে দেবতাও মানুষ হয়ে' যায়, যেমন 'ব্রহ্মা' মূর্ত্তিতে ‡ হয়েছে। অথচ প্রয়োজন হ'লে এই একান্ত প্রিয় মানবিকতার মুখোসকেও ভাবের খাতিরে জাপানী শিল্পী ত্যাগ করেছে। বিরূঢ়ক মূর্ত্তিটিতে বাইরের আকারের ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক সঙ্গতি ও লালিত্য রক্ষা করবার কোন চেষ্টাই নেই। জাপানীরাও নিপুণ শিল্পী। দেহকে বিকৃত ও বিরূপিত করেছে বলেই এরকম ভাবের ব্যঞ্জনা সম্ভব হয়েছে এবং জাপানী চিত্ত এই দেহ-বিপর্য্যয়ে বিকলিত

* "His bare feet are heavy and ill shapen as if swollen from hard travel......The strength of soul and dignity of body of the great general stir the emotions. There is an almost barbaric strength in the massive figure. The artist has caught the determined, relentless spirit of the general and has shown himself a master of portraiture."

† Zochoten and Komoku.

‡ "A god is made man—a human being of perfect proportion—vealistic in execution". Anaseki, Buddist Art.

হয়নি ব'লে' একরকমের শিল্পবস্তু হ'তে আনন্দ গ্রহণ ক'রে পারে ; শিল্পীকে প্রতিপলকে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য অপেক্ষা ক'রে হয়'নি। সে সমস্ত তুচ্ছ ক'রে' একাগ্রমনে শিল্পী ভাবপ্রকাশের চেষ্টা করেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, জাপানীরা ও ইচ্ছা করলে স্বভাবকে অনুসরণ করে' যথাযথভাবে আঁক্‌তে পারে, সে বিষয়ে তা'দের প্রসিদ্ধি আছে।

ভারতবর্ষে ও একটা বিপুল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা' সাহিত্যও শিল্পকে প্রচুরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতবর্ষে জীবনের উপায় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহুকাল হ'তে নানা চিন্তা ও চর্চ্চা হয়ে' এসেছে ; তা'তে করে' সমস্ত সমাজে সংসারকে উপলব্ধি করবার একটা বিশেষ ভঙ্গী সব জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভারতের উপনিষদ ও গীতা প্রভৃতি যে ভাবকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে- সে ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের গভীর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফলে নানা যুগসন্ধিতে যে ভাবের স্বর্ণবৃষ্টি হয়েছে, তা'র অসংখ্য কণা অবজ্ঞাত ধূলিতে নিহিত হয়ে' আছে। কবিরা তা' কুড়িয়ে পেয়েছে, সঙ্গীতবিদ্‌ চিত্রকর ও ভাস্কর তা'তে সমৃদ্ধ হয়ে' আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ভাস্কর্য্য কলার একটা মূর্ত্তির বিশেষ আলোচনা হয়েছে ; সেটা হচ্ছে ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির আদর্শ। এ আদর্শের অনেক সমালোচনা হয়েছে। ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিকে উপলক্ষ করে' অনেক ভেরী বাজনা হয়েছে, কিন্তু তবু মনে হয় এই মূর্ত্তিটির ভিতর অফুরন্ত অনেক গুপ্ত আনন্দ জমাট হয়ে' আছে, যা' এত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও ফুরিয়ে যায়নি, এবং ফুরিয়ে যেতেও পারে না। এটা এমন একটা অবস্থার রচনা, যা'তে মানবের ইতিহাসে নানা কারণে ইহার জন্য একটা অক্ষয় আসন রচিত করে' রাখ্‌তে হ'বে।

পশ্চিমে খ্রীষ্টের মূর্ত্তিতেও একটা ভাবব্যঞ্জনার ও তত্ত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা' অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন জীবনতত্ত্বের সহিত জড়িত থাকাতে প্রতিপদে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে' এসেছে। যে হিসাবে বুদ্ধের একটা প্রামাণ্য ও গভীর সাধনালব্ধ মূর্ত্তি স্থিরীকৃত হয়ে' গেছে, সে হিসাবে খ্রীষ্টের কোন মূর্ত্তি বা চিত্র হ'তে পারেনি।

যেখানে ব্যক্তি, সমাজ ও বিশ্বের একটা সুসংযত ও সুসম্পন্ন সামঞ্জস্য কল্পিত হয়ে' জীবনচেষ্টায় স্থান পেতে পারেনি, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের মাঝে—জীবজগৎ ও অধ্যাত্মজগতের ভিতর একটা বোঝাপড়া ও অবশ্যম্ভাবী প্রেম-সম্পর্ক স্থাপিত হ'তে পারেনি, সেখানে কোন একটা গভীর অধ্যাত্ম আদর্শে কিছু রচিত হওয়া অসম্ভব। সে অবস্থায় যা' কিছু রচিত হ'বে, তা'তে আত্মবিরোধ ও অসংলগ্নতা সুস্পষ্ট হয়ে' উঠবে। খ্রীষ্টীয় সমাজ পরমার্থ জগৎকে (world of spirit) উচ্চে স্থান দেওয়ার মৎলব করে' ইন্দ্রিয়জগৎকে তুচ্ছ ও ঘৃণার ব্যাপার করে' তোলে। তা'তে জড়-জগৎ ও অধ্যাত্মজগতের কল্পনার মাঝে একটা প্রবল সংঘর্ষ জাগ্রত হয়ে' উঠে। প্রাথমিক শিল্পীরা সমাধিগহ্বর (Catacombs) ও মোশেইকের (Mosaic) ছবিতে মানুষের শরীরকে বিকৃত ও কুৎসিত করে' আঁকে ; তা'রা ভেবেছিল শরীরকে রুগ্ন ও কদর্য্য কর্ত্তে পারলেই আত্মার প্রাধান্য ও সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে' যায়। এরকম অস্বাভাবিক বিরোধে চিত্ত আশ্বস্ত হয় না, জীবন ও আর্টের সহজ গতি বক্র হয়ে' উঠে। শেষটা তা'ই হয়েছিল। রিনেসাঁসের শিল্পীরা এরকম অবস্থার প্রতিবাদ উপলক্ষ্যে শরীরের বহিরঙ্গকে অতিরিক্ত সুগঠিত কর্ত্তে গিয়ে অন্তর্জগৎ বলে' যে একটা ব্যাপার আছে তা' ভুলে' গিয়েছিল। এজন্য খ্রীষ্টের মূর্ত্তিতে কোথাও একটা পরিপূর্ণ অধ্যাত্মব্যঞ্জনা সম্ভব হয়নি। প্রত্যেক অবস্থায় শিল্পীরা নিজেদের ইচ্ছানুসারে এবং নিজেদের অধিকার ও প্রবৃত্তি অনুসারে যা' তা' এঁকে এসেছে। আধুনিক যুগে ভোন্ ইউড্ ও মিউঙ্কাক্সি * প্রমুখ শিল্পীরা খ্রীষ্টকে মুটে ও শ্রমজীবীর বেশে আঁক্‌তে আরম্ভ করেছে—তা'তে সীমার ইতিহাস প্রস্ফুট হয়েছে ঠিক কিন্তু খ্রীষ্টের আর একটা দিক্ আছে—অর্থাৎ অসীমের দিক—তা' হ'তে মূর্ত্তিকে বঞ্চিত কর্ত্তে হয়েছে। বার্ণজোন্সের রুগ্ন ও বিষণ্ণ খ্রীষ্টে দুদিক্ রক্ষার চেষ্টা হয়েছে, অথচ কোন দিক্ রক্ষা হয়নি। বার্ণ জোন্স খ্রীষ্ট চিত্র আঁকা সম্বন্ধে নিজের চেষ্টার বিষয় যা' বলেছে তা' উরোপের

* Von Uhde ; Munckacsy.

সঙ্গে হ'লেও বলা চলে :—* "আমি খ্রীষ্টের চিত্র আঁকা সম্বন্ধে যত চেষ্টা করেছি সবই ব্যর্থ হয়েছে মনে করি, আমি খ্রীষ্টের যত ছবি এঁকেছি প্রত্যেকটাকে নিষ্ফল চেষ্টা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।" এ যুগের নূতন নূতন ভাবের সঙ্গে খ্রীষ্টকল্পনাকে যুক্ত করার নানা চেষ্টা হয়েছে—তা'তে খ্রীষ্টকে মানবিকতার (humanistic) দিক্ হ'তে খুব বিকশিত করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু অসীমের স্পর্শকে তা'র ভিতর সুস্পষ্ট করা কিছুতেই সম্ভব হয়নি। Othilie Roederstein খ্রীষ্টকে শিশুজগতের মাঝে নূতনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। কোন আলোচক এ প্রসঙ্গে বলেন এ চেষ্টা সার্থক হয়েছে—কারণ শিশুকে অল্পদিন হ'ল আবিষ্কার করা হয়েছে—"Child is a discovery of the most recent years." †

সে যাক্ উরোপীয় শিল্পীদের মধ্যে অধ্যাত্মব্যঞ্জনার দিক্ থেকে গভীর ভাবে যে কয়েকজন শিল্পী যথাসম্ভব খ্রীষ্টের মূর্ত্তি রচনা করেছে, তা'র মধ্যে গিয়োরগিয়োনকে (Giorgione) একটা উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। এ শ্রেণীর চিত্রে গিয়োরগিয়োনের "ক্রুশবাহক খ্রীষ্ট" নামক চিত্রকে, অধ্যাত্মব্যঞ্জনার দিক্ থেকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দেওয়া হয়। খ্রীষ্টের এ চিত্রে যন্ত্রণা বা কঠোরতার কোন চিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আনন্দের সহিত তা'কে মৃত্যুপথে যেতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় ; শারীরিক যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করার একটা ভাব এ মূর্ত্তিতে অনেকটা পাওয়া যায়। কোন লেখক বলেন :—"এ চিত্রে খ্রীষ্টের মুখে যন্ত্রণার বা দৃঢ়তার কোন চিহ্ন নেই, আনন্দের সহিত খ্রীষ্ট যেন মৃত্যুপথে অগ্রসর হচ্ছে মনে হয় এবং শারীরিক যন্ত্রণা তা'র মাঝে যেন বিশ্বপ্রেমে লুপ্ত হয়ে' গেছে বলে' মনে হয়।" ‡

* "The more I recall the efforts I have made to express the Face of Christ, the more discontented I am with them. I do not think there is one which can be looked upon as any thing but a failure." E. Burne-Jones.

† J. Burns.

‡ "There is on Christ's face no thought of the suffering or the hardness...This seems to me the finest delineation by any artist of the suffering Christ, for physical

অথচ জগতের অন্যান্য জাতির শিল্পেতিহাসে যে অধ্যাত্মভাব প্রতিফলনের চেষ্টা হয়েছে, এ ছবিখানি তা'র তুলনায় কত সামান্য এমন কি নগণ্য। ছবিখানিতে খ্রীষ্টের একটা পরম ব্যঞ্জনা হয়ে' গেছে এ রকম বল্‌বার স্পর্দ্ধা শিল্পী নিজেও করেনি। উরোপের অধ্যাত্ম ইতিহাসেও অক্টোপাসের মত নিষ্ঠুর বস্তুবাদ, ইন্দ্রিয়বাদের গ্রাস হ'তে মানুষের আত্মাকে কিছুতেই নির্ম্মুক্ত হ'তে দেয়নি বলে'—ইন্দ্রিয়জগৎকে সেখানে অনেকটা অটুটভাবে রাখ্‌তে হয়েছে। তা'তে তা'কে বরাবরই বাড়িয়ে রাখ্‌তে হয়েছে বলে' উরোপে এরকমের অধ্যাত্মব্যঞ্জনার সমগ্র চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

মধ্যযুগকে প্রতিবাদ কর্ত্তে গিয়ে, উরোপে জড়জগতের ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক নিরুদ্দেশ লালিত্য শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। তা' করা যেন উরোপের একটা সঙ্কল্প হয়ে' পড়েছিল। উরোপে রিণেসাঁসের কাল হ'তে অনেকটা তা'ই আর্টের ভিত্তি হয়ে' পড়ে। উরোপ দুনিয়ার প্রতিমাকে আভরণ ও অলঙ্করণে সমৃদ্ধ কর্ত্তে চেষ্টা করেছে—এই প্রশংসাটুকু উরোপকে কর্ত্তে হয় কারণ বস্তুজগৎ বর্জ্জন বা বৈরাগ্যেও কোন ফল নেই। কিন্তু অবশেষে মৃৎপ্রতিমাই পরমার্থ হয়ে' চিত্তকে পঙ্গু এবং শিল্পকে শীর্ণ করে' ফেলে।

ভারতবর্ষে তা' হয়নি। এদেশের শিল্পী কিছু রচনা কর্ত্তে গিয়ে বাইরের আবরণকে পরমার্থ করে' তোলেনি, চিত্তের নিভৃত অন্তঃপুরে ধারণা করে' তা'কে বিশিষ্ট ও সার্থক রূপ দিয়েছে। কাজেই ভারতবর্ষে চিত্রেকরের পক্ষে মূর্ত্তির বাইরের চেহারার অনেক অংশ বর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন করা সহজ হয়েছে। ভারতবর্ষের লোকচিত্ত ও শিল্পীকে সে অধিকার দিয়েছে। খেফ্‌রেণের মূর্ত্তিতে যে সমস্ত প্রাণকথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য ছিল, তা' লৌকিক ব্যাপার মাত্র। ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি শুধু

suffering is swallowed up, as we may believe it was, in love for those for whom He bore the pains, and is become so light a thing in that spiritual travail that He is not conscions of it."

নৈতিক কোন ভাবকে প্রকাশ কর্‌তে যায়নি। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রশ্নকে—জীবনের একটা পরিপূর্ণ অধ্যাত্মদিককে—এ মূর্ত্তিতে একটা অপূর্ব্ব রূপ দেওয়া হয়েছে। এত বড় আশ্চর্য্য ও সাহসিক চেষ্টা শিল্পের ইতিহাসে আর কোন জায়গায় হয়নি। মানুষের মনের দু' পাঁচটা খেয়াল নয় কিম্বা চরিত্রের দু' চারটা গুণ মাত্র নয়—একেবারে শরীর ও মনের অতীত অধ্যাত্ম সম্পদকে—আত্মার নিগূঢ় দিব্যরূপকে (Spirit) স্থূল শরীরের ভিতর দিয়ে' উদ্দীপ্ত করার উদ্যম ও সফল প্রচেষ্টা এ মূর্ত্তির ভিতর আছে। এজন্য বুদ্ধের এই অলৌকিক মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র জাতির প্রাণ-কম্প দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এ মূর্ত্তি বাস্তবিকই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত; মানবের অন্তর্মন্দিরে পার্থিব ও অপার্থিবের—জড় ও আত্মার অভিন্ন ও যুগ্মরূপ এ মূর্ত্তিতে বিকশিত করা হয়েছে। এ' সামান্য ব্যাপার নয়। ধ্যান বল্‌তেই এমন একটা জিনিষ বোঝায় যা' শরীরের আবরণকে তুচ্ছ ও ভেদ করে' গেছে। শরীরকে অতিক্রম করে' যে অবস্থায় পৌঁছন যায়, সে অবস্থা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপকরণের ভিতর দিয়ে প্রকাশ কর্‌তে হ'লে বাইরের চেহারা বা মৃত-দেহের নকল করলে চলে না। ভারতবর্ষে বাইর হ'তে আত্ম-সংহরণের জন্য পাতঞ্জল দর্শনকারপ্রমুখ ভাবুকেরা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যবস্থা কল্পনা করেছেন তা'তে মনে হয় শুধু ভারতবর্ষের লোকের পক্ষেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে', অন্তর্মুখী হয়ে' এরকম একটা অলৌকিক মূর্ত্তির রূপকল্পনা সম্ভব। যদি কেউ অধ্যাত্ম রূপলাবণ্য বর্ণনা কর্‌তে পারে তবে সে ভারতবর্ষের ভাবুক ও শিল্পী। মানবাত্মার মর্ম্মকে প্রস্তরে খোদিত করে' শরীরের ভিতর দিয়ে প্রস্ফুট করার চেষ্টা কোথাও হয়নি। পারস্য আর্টে আত্মাকে চিত্রের সাহায্যে প্রস্ফুট কর্‌তে গিয়ে শিল্পীদের শরীর-সম্পর্ক ও বস্তু-সম্পর্ক ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে। কোন কোন জায়গায় শিল্পী, এই চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে' সমস্ত রূপ ও আকারের প্রতিভূ স্বরূপ কাষ্ঠ বা উপলখণ্ডকে রঞ্জিত করে' আত্মার অতুলনীয়ত্ব ও অপ্রকাশ্যতা প্রমাণ করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন শিল্পী শুধু দুরূহ বলে' একাজে ভীত

হয়নি। বুদ্ধের নানা অবস্থার মূর্ত্তি রচিত হয়েছে, কিন্তু ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির কল্পনা ও রচনায় যে সফল প্রাগল্ভ্য দেখা যায় তা'র তুলনা নেই। পারস্য শিল্পের ন্যায় এ মূর্ত্তিতে শরীর বর্জ্জিত হয়নি এবং মিশরশিল্পের মত ভাবের খাতিরে ইন্দ্রিয়বন্ধনকে একেবারে দূর করে' দেওয়া হয়নি। ইন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয়ের আকর্ষণ এ মূর্ত্তিতে একটা সমানভূমি পেয়েছে—এটা হচ্ছে সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ মূর্ত্তিটিতে সীমা ও অসীমের যোগ সাধিত হয়েছে—জড়জগৎ ও অধ্যাত্মজগতের মিলনমন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে। মানব জীবনে লৌকিক ও অলৌকিকের ঘন সম্পর্কের এ যেন ওঙ্কারমূর্ত্তি। আশা করা যায় যতকাল জন্মমৃত্যু, দেহ ও আত্মা, ইহলোক ও পরলোক প্রভৃতির সমস্যা জগতে থাক্‌বে, ততকাল এই মূর্ত্তির পরম রহস্য ও সৌন্দর্য্য এবং শিল্পীর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভা মানবজাতিকে আনন্দ দান কর্‌বে। এ মূর্ত্তি ইন্দ্রিয়জগৎকে তুচ্ছ করেনি। অতীন্দ্রিয়ের ব্যঞ্জনায়, ভারতের জীবনে যেমন ব্যবহারিক বলে' ইন্দ্রিয়জগৎকে তুচ্ছ করা হয় না, তেমনি ভাস্কর্য্যেও মায়িক জগতের সঙ্গে একটা পরম সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে। বুদ্ধের দেহ-রূপের অপরূপ লাবণ্য এ মূর্ত্তিতে সুরক্ষিত হয়েছে—তা'কে ভাবের খাতিরে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচারবস্তুতে (Intellectual matter) পর্য্যবসিত করা হয়নি। শুধু অধ্যাত্মতত্ত্বব্যঞ্জনায় এ মূর্ত্তিকে আরও শীর্ণ ও বায়বীয় করা যেত—কিন্তু তা'তে তা' একদেশদর্শী হয়ে' পড়্‌ত; তা'তে তা' ইন্দ্রিয় সম্পর্ককে ছাড়িয়ে যেত—যেমন ভারতের তুলনায় মিশর ও জাপানের নিম্নস্তর শিল্পে তা' গেছে। মিঃ পেটার সঙ্গীতকে ললিতকলাসমূহের Ander-Streben এর লক্ষ্য বলেছেন। সে আদর্শে, ভাস্কর্য্যে এ মূর্ত্তির তুলনা জগতে নেই। কারণ এ মূর্ত্তিকে শিল্পী শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপারে পরিণত করেনি। ভারতবর্ষের শিল্প, নানা প্রস্তর ও তাম্র-মূর্ত্তিতে অজস্রভাবে নানা আত্মকথা উন্মুক্ত করেছে কিন্তু ভারতবর্ষের সাধনা ও প্রাণ-স্পন্দনের দিক্ থেকে এ মূর্ত্তির তুলনা নেই। এ মূর্ত্তির আদর্শ সমগ্র জগতের

কলাভবনে ভারতবর্ষের একটা বিশিষ্ট স্থান। একে শুধু বুদ্ধেরই মূর্ত্তি মনে করে' দেখলে চল্‌বে না। ইউরোপীয়েরা বোধ হয় সে চোখেই দেখে। ভারতবর্ষের বহুকালের অধ্যাত্মসাধনা এ মূর্ত্তি কল্পনার পশ্চাতে আছে। কাব্য ও সাহিত্য, উপনিষদ ও দর্শনাদি, বহু ও একের মাঝে যে ঐক্য স্থাপন করে' ভারতবর্ষকে ধন্য করেছে, ভাস্কর্য্যে ও এই আশ্চর্য্যজনক মূর্ত্তি তা'ই চক্ষুগম্য করেছে। এ মূর্ত্তি কল্পনার পশ্চাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সমগ্র প্রাণতন্ত্র কম্পিত হচ্ছে —ইহাই ভারতের অগণিত তক্ষণ শিল্পসমুচ্চয়ের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ।

শিল্পশাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে কোনও প্রতিমা গড়তে হ'লে শিল্পীকে ভাবতে হ'বে। ভাবের উপর এই জোর দেওয়ার মানে অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়নি। একথা বলা চলে না যে ইউরোপের আর্টে ভাবের দিকে টান নেই কারণ ভাব ছাড়া কোন আর্টই হয় না। যা'কে বাইরের আকারবলা হচ্ছে সেও অনেকটা ভাবের ব্যাপার। অন্যদিকে একথাও বলা চলে না যে বাইরের আকার বা অবয়বের দিকে ভারতীয় আর্ট খেয়াল করেনি। কারণ কোন শিল্পেই অবয়ব সম্বন্ধে এত পুঙ্খানপুঙ্খরূপে এত খুঁটিনাটি কেউ স্থির করেনি। এদেশের শিল্পশাস্ত্রের বিধান নেহাৎ সামান্য নয়। দেহের পরিমাণ সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি শিল্পশাস্ত্রকারেরা উল্লেখ করে' গেছেন। শুক্রনীতিসার ও বৃহৎ সংহিতার প্রতিমা লক্ষণে দেখা যায় যে এদেশের প্রত্যেক শিল্পীই শুধু বসে' বসে' ভাবেনি—ইহ-লোকের অনেক বিধি ও বিধানকে গণিত শাস্ত্রের মত অধ্যয়ন করেছে। ডাঃ কুমার-স্বামী তাঁর সিংহলীয় আর্ট নামক গ্রন্থে এসব নিয়ম বিধি আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে অনালোচিত আর একখানা বইর বিধানাদি উল্লেখ করা যেতে পারে—তা' হচ্ছে মৎস্যপুরাণের প্রতিমালক্ষণ। মানুষের চেহারা সম্বন্ধে ললিতবিস্তরাদি গ্রন্থে এরকমের খুঁটিনাটি মূলক মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং ক্ষুদ্র বা অনুব্যঞ্জনার লক্ষণও প্রায় অশীতি সংখ্যক দেখে' বিস্মিত হ'তে হয়। তা'ছাড়া প্রত্যেক অংশের পরিমাপের ব্যবস্থাও এসব গ্রন্থে যথেষ্ট দেওয়া

হয়েছে। তা'তে দেখা যায়, ভিতরের দিক্ থেকে ভারতের শিল্পী দেখেছে বলে' বাইরের দিক্ যে উপেক্ষা করেছে তা' নয়। মোট কথা হচ্ছে উরোপের আর্টে আকারকে মুখ্য করে' ভাবকে আরোপ করা হয়। এদেশের আর্টে ভাবকে পরমার্থ করে' আকারকে আরোপ করা হয়। ভারতবর্ষ কখনও প্রাথমিক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মত মানবদেহকে ঘৃণা করেনি। উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের প্রতিষ্ঠার খাতিরে শরীর বা সংসারকে দুঃখের কারণ বলা হয়েছে; কিন্তু সেটার মূলে যে অবিদ্যা আছে তা' প্রত্যেক শাস্ত্রকারই স্পষ্টভাবে বলে' গেছেন। ভারতবর্ষে কেবল অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধেই আলোচনা হয়েছে, দুনিয়ার অধ্যাত্মদিক্‌টাই ভারতবর্ষ দেখ্‌তে পেয়েছে—যা'কে বস্তুজগৎ বলা হয় সে সম্বন্ধে ভারতের ধারণা অস্পষ্ট, অসম্বদ্ধ ও অসম্পূর্ণ, এরকমের একটা বিশ্বাস অনেক জায়গায় প্রচলিত আছে। ভারতের ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি আলোচনা কর্ত্তে গিয়ে মিঃ হ্যাভেল এবং ডাঃ কুমারস্বামী প্রভৃতি শুধু অধ্যাত্ম দিক্‌টাই দেখ্‌তে পেয়েছে। প্রতিপদে শুধু অধ্যাত্মদিকের দোহাই দেওয়া আছে। বলা প্রয়োজন, এই মূর্ত্তির সম্পর্কে এই অধ্যাত্মদিক্‌টা যে একটা বড় কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই! এই মূর্ত্তিরই অধ্যাত্মদিক্ একটা ভূয়িষ্ঠ অংশ; কিন্তু তা' সমগ্র ব্যাপার নয়। অধ্যাত্মদিক্ ছাড়াও এ মূর্ত্তির ভিতর, বস্তু বা মায়াজগতেরও এমন ব্যঞ্জনা আছে যা' এ শ্রেণীর শিল্পে, জগতের আর কোথাও সুরক্ষিত্ হ'তে পারেনি। ভারতবর্ষের আর্ট যা'রা আলোচনা করে আশা করি তা'রা যেন হৃদয়বান্ উরোপীয় আলোচকদের অনুকূল সমস্ত প্রশংসা মুখস্ত না করে' বসে; কারণ সে সব বিচার হিসাবেও খাঁটি নয়—প্রশংসা হিসাবেও প্রচ্ছন্ন ও অনীপ্সিত তিরস্কার তা'র ভিতর আছে। ভারতবর্ষের জীবনতত্ব যা'দের অজ্ঞাত, তা'দের পক্ষে ভারতীয় আর্ট বোঝাও সব সময় সহজ হয় না। এ রকমের প্রস্ফুট বা প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ভারতবর্ষের জীবন ও আর্ট সম্বন্ধে অনেক জায়গায় হয়েছে। অনেকে বলেছে, ভারতবর্ষ দুনিয়াকে অবহেলা করেছে; তত্বের দিক্ হ'তে, কখনও বা বিশুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মবাদ এবং কখনও বা বৈরাগ্যবাদেই ভারতবর্ষ আকৃষ্ট হয়েছে—সংসারের রূপরসগন্ধের সঙ্গে

ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক হয়নি। ভারতবর্ষ কেবল অরূপ, রসাতীত ও গন্ধাতীতের ক্রোড়েই লালিত হয়েছে—বসুধার নীলাকাশ, হরিৎশস্য, কুঙ্কুম গিরি-শৃঙ্গ, সুস্নিগ্ধ আলোক ও বায়ুর আবেষ্টনে কখনও আসেনি। অথচ যাঁরা ভারতীয় আর্টে শুধু নিরাদর্শই দেখেছে, তাঁদেরও প্রতিপদে ভারতবর্ষের চিত্রকলার নানা জায়গায় স্বভাবচিত্রাদি দেখে' বিস্মিত হ'তে হয়েছে। বলা প্রয়োজন, এ দেশে প্রাতিভাসিক বা ব্যবহারিক জগৎ চিরকালই শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড প্রাচীনকাল হ'তে সমর্থিত হয়ে' এদেশে নানা বিজ্ঞানমূলক শাস্ত্রের (Positive Sciences) * উৎপত্তি হয়েছে—যাঁদের কোনটাকেই নিরালম্ব ভাবের কাণ্ড বলা যায় না। উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার সঙ্গে বস্তুজগতের সামঞ্জস্য স্থাপনই হচ্ছে জগতে ভারতের শ্রেষ্ঠতম দান। শুধু রূপরসগন্ধ নয় এবং শুধু রূপাতীত রসাতীত ও গন্ধাতীত ব্যাপার নয়—এই উভয়দিককে অখণ্ডভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ও শিক্ষা ভারতবর্ষে অনেকটা সম্ভব হয়েছে বলে' মনে হয়—অন্ততঃ আর কোথাও তা'র মিলন হ'তে পারেনি। অরূপের অপরূপ রূপপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ভারতীয় তত্ত্বেও জীবনে ব্রহ্মকে নেতি-নেতি ভাবে যেমন পাওয়ার চেষ্টা হয়েছে তেমনি ইতিভাবেও পাওয়ার কম সাধনা হয়নি। ভারতের ধর্ম্ম নেতিভাবক নয়। উপনিষদ্‌কারেরা এই ভাব ও সমাজতত্ত্বকে এক একবার "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম-দীর্ঘম্"† বা "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্"‡ বলেছেন কিম্বা কখনও বা বলেছেন "স এবাধস্তাৎ, স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। এ এবেদং সর্ব্বম্" §। এসব শুধু কেতাবে বন্ধ শুষ্ক তত্ত্বকথামাত্র নয়। প্রতিদিনের পরিচ্ছিন্ন জীবনে ভারতবর্ষে জলস্থল, বৃক্ষ, বল্লরী প্রভৃতি সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তা আরোপিত হয়ে' সব কিছুই পরম শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে; এমন কি শব্দবর্ণগন্ধ-হীন উপলখণ্ডও এই তত্ত্বের নানা বিকারের ভিতর দিয়ে পূজিত হয়ে' এসেছে। উপনিষদ্ ছেড়ে' দিলেও

* ভারতের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের Positive Sciences of the Hindus নামক গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

† বৃহদারণ্যক উপনিষদ। ‡ কঠোপনিষদ। § ছান্দোগ্যোপনিষদ।

বৈষ্ণবতত্ত্বের ভক্তিপন্থা সংসারকে রসসম্পর্কে অপূর্ব্ব শ্রী দিয়ে ভারতের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করেছে; তা'তে করে' অরূপের খাতিরে রূপলীলার যে রম্যসম্পর্ক এদেশে দাঁড়িয়েছে তা'তে এ দেশের ধূলিকণা ও আবির-কুঙ্কুমের মত শোণিতরক্ত হয়ে' উঠেছে।

এজন্য দেখা যায় এদেশের চিত্রশিল্প বা ভাস্কর্য্য মিশর শিল্প বা গ্রীক্‌শিল্পের মত একদেশদর্শী নয়। ভারতের শিল্পে ভিতরের ও বাইরের একটা আশ্চর্য্য পরিমাণ রক্ষিত হয়ে' এসেছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথের মত যে সমস্ত পশ্চিমের আলোচক ভারত-বর্ষের শিল্পে সবই খারাপ বা অনুকরণ দেখ্‌তে পেয়েছেন তা'দের ঘটাকাশ ভাঙ্‌বার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন কারণ সে আকাশের বাইরে তা'দের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই যাবে না। কিন্তু যাঁ'রা শ্রদ্ধার সহিত ভারতীয় আর্ট আলোচনা করেছেন তাঁ'দের ব্যর্থ দুশ্চেষ্টা দেখ্‌লেও যে শ্রদ্ধার উদয় হয় না তা' নয়। প্রতিপদেই তা'রা ভারতীয় আর্টের স্বভাবসম্পর্ক (realism) দেখে' কিছুতেই তা' ভারতীয় আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন কর্ত্তে সক্ষম না হয়ে' অনেক অসম্বন্ধও বাজে মন্তব্য করেছেন। ডাঃ কুমারস্বামী অজান্তার চিত্রে রিয়ালিজমের নমুনা দেখে' পাশ কাটিয়ে একটা বাজে মন্তব্য করে' বসেছে—যা'র কোন মানেই নাই। তিনি বলেন :—"Such realism as we find for example in the Ajanta paintings is due to the keeness of the artist's memory of familiar things, and not to his desire to faithfully record appearance." ভারতবর্ষের পক্ষে যেন ইন্দ্রিয়বন্ধনের সম্পর্ক স্বীকার একটা মস্ত অপরাধ—যে বন্ধনকে লক্ষ্য করে' রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন :—

"এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারম্বার
তোমায় অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়!"

ভারতের জীবনে ও আর্টে এই বন্ধনের সম্পর্ক স্বীকার করলে ডাক্তার কুমারস্বামী এবং অনেকের নানা থিওরী বা মতামত ভূমিসাৎ হয় বটে, কিন্তু ভারতের আর্ট হয় না—তা' মহত্তর ও উচ্চতর হয়—তাতে মানবিকতার ওতপ্রোত সত্য-সম্পর্ককে স্বীকার করা হয় মাত্র। ভারতবর্ষকে কতকগুলি অসংলগ্ন আকাশকুসুম-রচক জীবন্মুক্ত দিব্য লোকের জায়গা মনে করার দিন বোধ হয় চলে' গেছে। ভারতবর্ষে রাজারা প্রজারঞ্জন করেছে, প্রজারা নানাভাবে জীবনের নানা বিচিত্রতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। নানা অবস্থায় এখানে চতুরাশ্রম ও তপোবনের আদর্শে ইহলোক ও পরলোক, ভোগ ও ত্যাগ প্রভৃতি বিপরীত ব্যাপারের ভিতর একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের সকল চেষ্টা হয়ে' এসেছে—এ অস্বীকার করার যো নেই।

বরভূধরের শিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে ডাক্তার লিম্যান্স বলেছেন 'যদিও মাংস-পেশী আঁকতে শিল্পীরা তেমন সক্ষম হয়নি তবুও অন্যান্য অলঙ্কার, পুষ্পসম্ভার ও মণিমুক্তাদি অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। তিনি বলেন চোখ, নাক, মুখ এবং কখনও বা দাঁত এবং পায়ের নখ অতি আশ্চর্য ও যথাযথ ভাবে আঁকা হয়েছে। * কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কারণে বেক্‌রেণের মূর্তিকে যথাযথভাবে মিশরীয় শিল্পী আঁকেনি সেই ভাবব্যঞ্জনার খাতিরেই ভারতশিল্পী মাংসপেশীকে যথাযথ রাখেনি। যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানে শরীরকে অপেক্ষাকৃত নিখুঁত রাখা হয়েছে। অমরাবতীর শিল্পে দেখা যায় বিদ্যাধরসমূহের সঙ্গে পার্থক্য রাখার খাতিরে নাগরাজ এবং নাগমহিষীকে অনেকটা যথাযথভাবে রচনা করা হয়েছে, যদিও অমরাবতীর শিল্পে ভাস্কর্য্য অনেকটা ভাবাত্মক অবস্থায় এসে' পড়েছিল। বরহাট ও সাঁচির ভাস্কর্য্যে শরীরকে স্বভাবপন্থায় রচনা করার অনেক

* "Dr. Leemans, in his great work on Borobudur, notices as curious that "the very imperfect manner of drawing the muscles" is accompanied with *the most complete finish of other details of the statues*, such as the ornaments, flowers, and jewels. He adds that the hair, the eyes, nose, mouth, sometimes the teeth and nails of the fingers and toes are executed nearly always with admirable care and fidelity."

দৃষ্টান্ত আছে। সুদর্শনা যক্ষিণীমূর্ত্তিতে এই স্বভাববাদ পরিস্ফুট হয়েছে। হ্যাভেল সাহেব এই মূর্ত্তিকে দেখে' বিস্মিত হয়েছেন এবং বলেছেন "একে সরল ভাবে স্বভাবের নমুনা বলা যেতে পারে। এখানে আদর্শের খাতির খুব সামান্যই আছে—শরীরমধ্যকে অতিরিক্ত শীর্ণ করা হয়নি, মাংসপেশীকে অদৃশ্য করা হয়নি—যা' পরবর্ত্তী ভারতশিল্পের প্রায় সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। এসব মূর্ত্তিতে কাঁধের উপর মোটা চেইন আছে, পায়ে ধাতব অঙ্গুরীয়ক আছে অথচ গ্রিউন্‌ওয়েডেল্ এক সময় বলেছেন এসব কারণেই ভারতের শিল্পীরা স্বভাবানুযায়ী রচনা কর্ত্তে পারেনি। দেখ্‌তে পাওয়া যায় এসব মূর্ত্তিতে শরীরের নানা অংশকে চমৎকারভাবে স্বভাবানুযায়ী করা হয়েছে। এতটা প্রাচীন কালেও শরীরাবয়বকে এরূপ নিখুঁত ও স্বাভাবিক ভাবে রচনা করার চেষ্টা দেখে' বিস্মিত হ'তে হয় *।

সাঁচির ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে ফার্গুসন্ বলেন †:—"এসবের ভিতর সমস্ত নর-নারীকেই ঠিক মানুষের মত করা হয়েছে; নানা দেশে ও কালে মানুষ যে ভাবে

* "The treatment is frankly naturalistic. There is no attempt to idealise : no indication of the abnormally narrow waist, or of the complete suppression of the muscular details which are characteristic of all later Indian sculpture. Here we have, "the shoulders loaded with broad chains, the arms and legs covered with metal rings, and the body encircled with richly lined girdles," which, according to Professor Grunwedel, prevented Indian Sculptors from producing an anatomically correct form. *Yet the principal anatomical facts are remarkably well given* especially the modelling of the torso and the difficult movement of the hips. In fact, it *is very astonishing* that in this, one of the earliest monuments of Indian art we find such a high degree of technical achievements and *such a careful study of Anatomy*."

† "All the men and women represented are human beings acting as men and women have acted in all times, and the success or failure of the representations may consequently be judged by the same rules as are applicable to the sculptures of any other place or country. Notwithstanding this, the mode of treatment is so original and local that it is difficult to assign it to any exact position in comparison with the arts of the Western world."—Fergusson.

চলা ফেরা করেছে এখানেও তা'রই ছায়া আছে। কাজেই অন্য দেশের ভাস্কর্যশিল্পকে যেভাবে ও আদর্শে বিচার করে হয় এদের ও সে আদর্শে বিচার করা যেতে পারে। এসব সত্ত্বেও এই শিল্পে এরূপ আশ্চর্য্য মৌলিকতা আছে যে উরোপের আর্টের সঙ্গে তুলনা করে' স্থান নির্দ্দেশ করা কঠিন হয়ে' পড়ে"।

সাঁচির পূর্ব্বদ্বারে যে স্ত্রীমূর্ত্তিটি আছে বস্তুবাদের দিক হ'তে তা' নিন্দা করা কঠিন। মিঃ হ্যাভেল বলেন "এই মূর্ত্তির পদ্ধতিতে গ্রীক্ আদর্শের কোন ছায়াও পাওয়া যায় না। এটা ভারতীয় ভাস্করদের একটা বলিষ্ঠ বস্তুবাদের দৃষ্টান্ত। গান্ধার শিল্পে কারুকার্য্যের দিক্ বা ভাবের দিক থেকে এ মূর্ত্তিটিকে পরাজয় করবার তেমন কিছু পাওয়া যাবে না।* এ প্রশংসা সামান্য নয়। আর একটি বিস্ময়জনক দৃষ্টান্ত হচ্ছে নেপাল হ'তে প্রাপ্ত বুদ্ধের মূর্ত্তি; ইহার ভাবভঙ্গী অনেকটা উরোপীয়। কোন রকম গভীর ভাবব্যঞ্জনা, দেবত্ব বা দিব্যত্বের সংস্পর্শ এ মূর্ত্তিটিতে শিল্পী ইচ্ছা করেই রাখেনি। বস্তুবাদের দিক্ হ'তেও যে ভারতীয় আর্টিষ্টরা ইচ্ছা করলে খুব ভাল রকমই রচনা করতে পারে এমূর্ত্তিটিই তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ মূর্ত্তিটিই লক্ষ্য করে' মিঃ হ্যাভেল বলেছেন যে প্রাচ্য শিল্পীরা ইচ্ছা করলেই এনাটমি বা শরীরশাস্ত্র বজায় রেখে' যে চমৎকার রচনা করতে পারে এমূর্ত্তিটিতে তা' প্রমাণিত হয়।† দাক্ষিণাত্যশিল্পে মামলপুরের প্রস্তরে রচিত হস্তী ও গোমূর্ত্তিতে আশ্চর্য্য স্বভাবতন্ত্রতার নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।

* "The Style of it shows no trace of the Hellenic tradition. It is a piece of *simple forceful realism by Indian sculptors* before any attempt was made by them to idealise the human form. Nevertheless, it would be difficult to find among the Gandharan Sculptures anything to surpass it either in technique or in artistic feeling" Havell.

† "It is thoroughly modern and European in all its sentiment. There are no dreams, no religious ecstacy, no high spiritual ideas. European artist......commonly asserts that the oriental can neither draw nor model the human figure correctly. *The criticism is as superficial as it is unjust. The Eastern artist like the Western draws what he wants to draw and models what he wants to models*" Havell.

স্বেচ্ছায় স্বভাবের ছন্দানুবর্ত্তিতার একটা বিস্ময়জনক দৃষ্টান্ত অজান্তায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অজান্তা গুহার চিত্রাঙ্কন পরীক্ষা উপলক্ষ্যে রেখাপ্রয়োগ আলোচনায় একটা অভিনব ব্যাপার চোখে পড়ে। দূর হ'তে যে সমস্ত রেখা যে রকম দেখাবে, তা' হিসাব করে' ঠিক সেই ভাবের প্রতিফলন বজায় রেখে' ছাদের রেখাঙ্কনকে বঙ্কিম করা একটা অপূর্ব্ব বস্তুবাদের খাতির বল্‌তে হয়। মিঃ গ্রিফিত্‌ এপ্রসঙ্গে বলেন "কোন ছাত্র মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে অজান্তার ছাদের রেখাগুলি দেখে' মনে করে যেন সে সব কোন ছেলেমানুষের যা'-তা' আঁকার মত। সে ভাবে নি যে যা'কে সে অর্থহীন ও অমসৃণ মনে করেছে তা' অতি সুনিপুণ শিল্পীরই কাজ; কারণ দূর থেকে দেখ্‌তে গেলে অর্থাৎ দেখ্‌বার জায়গা থেকে দেখ্‌লে যে জিনিষটার যে কোন চেহারা হওয়া উচিত, তা'কে ঠিক সে রকম ভাবেই দেখা যাবে"। * এরকমের আশ্চর্য্য বস্তুসম্পর্ক রাখ্‌বার চেষ্টা খুব কম জায়গায় দেখা যায়। শুধু এরকম ব্যাপার গ্রীক্‌ স্থাপত্যরচনায় অনুসৃত হয়েছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। দোরিক্‌ (Doric) মন্দির রচনায় এরূপ চাক্ষুষ সত্যের (optical corrections) দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় স্তম্ভ বাঁকা করে' রচিত হয়েছে যা'তে যথাযথ অবস্থায় দেখ্‌তে ঠিক হয়। এরকম বাড়ানকে এন্টাসিস্‌ (Entasis) বলা হয়। এজন্য সমস্ত সমতলরেখাকে বুক-ফোলা (Convex) করে' আঁকা হয়। † অজান্তার অন্যান্য চিত্রেও বস্তুবাদের নানা নমুনা পাওয়া যায়।

* "One of the students, when hoisted up on the scaffolding, tracing his first panel on the ceiling, naturally remarked that some of the work looked like child's work, little thinking, that what seemed to him, up there, rough and meaningless, had been laid in with a cunning hand, so that when seen at its right distance every touch fell into its proper place." Griffith's Indian Antiquary.

† "The most remarkable feature of the constructions of Doric temples is the use of optical corrections.........necessitated by the clearness and brilliancy of the

এরূপে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের শিল্পীরা যখন ইচ্ছা করেছে তখনই বস্তুবাদের দিক্ থেকে আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করেছে। পরবর্ত্তীকালেও মোগল ও রাজপুত শিল্পে আশ্চর্য্য বস্তুবাদের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোন লেখক রাজপুত শিল্প সম্বন্ধে বলেন:—"যখন শিল্পীরা গ্রাম্য জীবনের নিখুঁত দৃশ্য আঁকতে গেছে তখন জন্তু প্রভৃতি এমন আশ্চর্য্য ও স্বাভাবিকভাবে রচনা করেছে যে তা' কেবল জাপানীর পক্ষেই অতিক্রম করা সম্ভব" *। ভারতের মোগলশিল্পে জঙ্গলের দৃশ্য সম্বন্ধে যে রকম স্বভাবানুসরণে দক্ষতা দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা' বহুকালের সঞ্চিত ও ব্যবহৃত শক্তি হ'তেই সম্ভব হয়েছে—হঠাৎ একদিনে হয়নি। ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পের যে গভীরপরম্পরা ইতিহাসের নানা উত্থানপতনের ভিতর রক্ষিত হয়ে' এসেছে তা'তেই শুধু এ রকমের অঙ্কনের পারিপাট্য সম্ভব হয়। কোন লেখক বলেন:—"এ সমস্ত জঙ্গল দৃশ্যে স্বভাবের সঙ্গে যেরূপ পরিচয় ও যোগ রাখা হয়েছে দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা' চিত্রশিল্পে অদ্বিতীয় বলতে হয় †।

এরূপে দেখা যায়, মিশরশিল্পীরা যেমন অক্ষমতার জন্য রূপান্তরিত করে' রাজা খেফ্‌রেণকে রচনা করেনি, চৈনিক শিল্পীরা অক্ষম বলে' কুআন্-ইন্ এর মূর্ত্তি বিরূপিত করে' আঁকেনি, জাপানী শিল্পী অকুশল বলে' বিকৃতক মূর্ত্তি অদ্ভুত করেনি কিম্বা

Mediterranean atmosphere, which tends to give false impressions of lines and curves to the eye. Thus it was discovered that if a column was designed with a straight line from cap to base, the profile against the sky appeared concave as if eaten away, and it was necessary to counteract this by constructing it with a more or less convex outline." Walters.

* "When the art represented realistic scenes of rural life its animal drawing indicated a knowledge of nature surpassed only by the Japanese." Percy Brown.

† "In all these jungle scenes the landscape is rendered with great feeling, the distant hills, and the nearer "cover" in which the animal has been located, being depicted with a knowledge of nature which is unrivalled." Percy Brown.

গ্রীক্‌শিল্পী টিনিয়ার এপেলোমূর্ত্তি ব্যর্থতার চিহ্নস্বরূপ রেখে যায়নি, তেমনি ভারতের অসংখ্য মূর্ত্তির ভিতরও যে বিরূপতা আছে তা' ইচ্ছা করেই ভাবব্যঞ্জনার খাতিরে করা হয়েছে। শিল্পী অক্ষম বলে' ওরূপ করেনি, কারণ মিশর, গ্রীক্, চৈনিক' ও জাপানী শিল্পে যেমন, তেমনি ভারতীয় শিল্পেও স্বেচ্ছায় নকল করার ক্ষমতা শিল্পীদের প্রচুর ছিল। নিট্‌স্‌সের মতে, ভাবের খাতিরে চিত্র ও বস্তুকে এরকম সংক্ষিপ্ত ও রূপান্তরিত করা ডাই-ও-নিশিয়ান শিল্পীর কাজ। এরকম শিল্পীরাই জগতে অনুকরণাত্মক ঐন্দ্রিয়িক রূপকে অনুসরণ না করে' নূতন ভাব ও আদর্শের জন্মদান করে।

নানা প্রদেশের এ সমস্ত আর্টে এরূপ একটা সমানধর্ম্ম থাকা সত্ত্বেও গভীরভাবে দেখ্‌লে অনেক পার্থক্যও আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মিশরের আর্ট ও ভারতীয় আর্টে মূলতঃ গভীর ভেদ আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের আর্ট ও অন্যান্য ভাবাত্মক আর্টের মাঝে গভীর পার্থক্য হচ্ছে যে অন্যান্য আর্টে ভাবের খাতিরে শরীরকে যথেচ্ছ বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত করা হয়েছে; শিল্পী কোন একটা ভাব প্রকাশ কর্ত্তে গিয়ে কোথাও থামেনি—কোন বন্ধন মানেনি। এজন্য যা'কে ইন্দ্রিয়ের বা বস্তুবন্ধনসম্পৃক্ত রূপ বলা যেতে পারে—অর্থাৎ যা' গ্রীক্ আর্টের মত সকল অবস্থায় সুপরিচিত বলে' সাধারণের মনোরঞ্জন করে—তা' রক্ষার চেষ্টা এ সব শিল্পে কোন শিল্পীই করেনি। জাপানী বিরূঢ়কের মূর্ত্তিতে চেহারাকে যথেচ্ছ বিকৃত কর্ত্তে শিল্পী ইতস্ততঃ করেনি। ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়,শরীর ও মনের একটা সামঞ্জস্য কোথাও রক্ষিত হয়নি। খেফ্‌রেণের মূর্ত্তিতে শরীরকে যেরকম অবজ্ঞা করা হয়েছে তা' দেখ্‌লে সহজে ব্যাপারটি বোঝা যায়। কুও-জু-ই মূর্ত্তিতে সেনাপতির দু'খানি পা'কে ভাবের খাতিরে যে রকম রোগগ্রস্ত করা হয়েছে সে রকম অবস্থা ভারতীয় শিল্পে ভাবের খাতিরে কোথাও করা হয়নি। শিল্পের ইতিহাসে, এরূপ একদিকে ছুটে' যাওয়া খুব সুপরিচিত ঘটনা। যা'রা ইন্দ্রিয়বন্ধন স্বীকার করেছে, তা'রা চিত্রকে প্রায় ফটোগ্রাফে পরিণত করে' বসেছে; আর যা'রা তা' স্বীকার করেনি, তা'রা ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বন্ধন

বানিয়ে চিত্রকে শুধু বুদ্ধি ও বিচারগম্য ব্যাপার করে' তুলেছে। কেবল টিনিয়ার এপেলো মূর্ত্তিতে, ভাব ও দেহের সামঞ্জস্য রক্ষা করার একটা অপূর্ব্ব চেষ্টা আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কারণ গ্রীকচিত্ত সামাজিক রূপ বা বস্তুবাদিতা হ'তে নিজকে কখনও দূরে রাখ্‌তে চায়নি। ভারতের শিল্প অন্তর্জগৎকে যেমন শ্রদ্ধা করেছে বহির্জগৎকেও তেমনি তুচ্ছ করেনি। প্রাণ ও বস্তু, অধ্যাত্মজগৎ ও ব্যবহারিক-জগতের ভিতর একটা সফল সামঞ্জস্য স্থাপন ভারতবর্ষের একটা প্রধান কাজ। এজন্য ভারতের শিল্পে ভাবের খাতিরে দেহকে যথেচ্ছ বিরূপিত ও কুৎসিত করার চেষ্টা—যা' প্রাথমিক খ্রীষ্টীয় আর্টে এবং অন্যান্য নানাদেশের ভাবাত্মক আর্টে দেখা যায়—তা' দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। যতটুকু লালিত্য রাখা সম্ভব হয়েছে ততটুকু বজায় রেখে' ভাবকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরূপে শরীর ও মনের একটা আশ্চর্য্য রূপসঙ্গম ও কল্পমূর্ত্তি ভারতের আর্টে ঘটে' উঠেছে—যা' আর কোথাও দেখা যাবেনা। ভারতের অধ্যাত্মশিল্পীরা শুধু একদেশদর্শী দিব্যত্বের দোহাই দেয়নি। শিল্পের ষড়ঙ্গের মাঝে একটা খুব মূল্যবান্ ব্যাপার রাখ্‌তে হ'বে একথা ভাল করেই উল্লেখ করেছে:—তা' হচ্ছে—'লাবণ্যযোজনম্'। অন্যদেশের ভাবাত্মক শিল্পে এ বিধান নেই। এই লাবণ্যযোজন মানেই হচ্ছে ইন্দ্রিয়বন্ধনের সম্পর্ক—যা'কে ভাবের খাতিরে একেবারে বলিদান করলে চল্‌বে না। ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের সামঞ্জস্য এরূপেই রক্ষিত হ'তে পারে। অজান্তার চিত্র দেখে' কেউ বল্‌তে পারে না যে শুধু বাইরের রূপের টানে বা ইন্দ্রিয়ের খাতিরে—যদি তা' সম্ভব হয়—চোখ্ জুড়ায় না। অজান্তার মা ও মেয়ের ছবি অতি মধুর—নাগরাজের চেহারা সুকুমার ও সুললিত। যতটুকু সম্ভব, এ সমস্ত চিত্রে দেহের লালিত্য বজায় রাখা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হ'লেও এ সব চিত্রের কোন অংশই উচ্ছৃঙ্খল ও নিরুদ্দিষ্ট নয়। কম্পাসকাঁটার হিসাবও এর ভিতর অনেক আছে—চতুর আর্টিষ্টরা তা' ধরতে পারে—তা' না হ'লে এক একটা চিত্রের প্রকৃতি এক একরকম হয়ে' পড়্‌ত।

শুধু ইহলৌকিক ভাবাত্মক চিত্রে মাত্র নয়। এ রকম সামঞ্জস্য গভীর অধ্যাত্ম-মননের ব্যঞ্জনায়ও সুরক্ষিত হয়েছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভারতের ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিতে শুধু অধ্যাত্মজগতের খাতির থাক্‌লে চিত্রশিল্প ক্রমশঃ পারস্য আর্টের আত্মার চেহারা কিম্বা ভারতের প্রতীকমূর্ত্তিতে এসে' পড়া অসম্ভব ছিল না। রঞ্জিত কাষ্ঠ ও রুদ্রাক্ষ হ'তেও ভাবুকদের গভীর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা সম্ভব হয়, এরূপ শোনা যায়। অতটা পরিণামে না গেলেও তা'র কাছাকাছি যেতে দেরী হয় না। ভারতের বুদ্ধমূর্ত্তি সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে তা' একদেশদর্শী কোন তত্ত্বকে উদ্‌ঘাটিত কচ্ছে না। তা' ভাব ও বস্তু, রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীমের অপূর্ব্ব মিলন-ভূমি। এই মূর্ত্তিতে ভাবের খাতিরে দেহকে নিঃশেষ করা হয়নি; দেহের খাতিরেও ভাবকে জীর্ণ হ'তে হয়নি। শুধু ভাবের খাতির নয়, দেহের খাতিরও যথেষ্ট আছে। বোধ হয় এত খাতির এক গ্রীক্ শিল্প ছাড়া আর কোথাও হয়নি। কিন্তু তা' গোঁড়ার খাতির নয়—বস্তুবাদের খাতির নয়—পরিমাণ রক্ষার খাতির। খেফ্‌রেণের মূর্ত্তির সহিত তুলনা কর্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তরল রূপের দিক্ থেকেও ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্ত্তি কি রকম মনোহর। এ দু'টা শিল্পের কোনটার উদ্দেশ্যই বস্তুবাদ নয় অথচ জীবনতত্ত্বের বৈচিত্রে এ দু' জায়গায় শিল্প কি রকম তফাৎ হয়ে' দাঁড়িয়েছে। জাপান ও চৈনিক আর্টের বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত ভারতের বুদ্ধমূর্ত্তির তুলনা কর্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ভারতীয় আর্টের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'লেও সেখানে এই পরম সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। চীনের লুঙমেন গুহার বুদ্ধ মূর্ত্তিতে যে অনাবশ্যক স্থূলতা ও দেহপরিপুষ্টি দেখা যায় তা'তে স্পষ্টই দেখা যায় অনাবশ্যককে বর্জ্জন করা, ভাবের ব্যঞ্জনায় দেহবাহুল্যকে সংক্ষেপ করার ভিতর চৈনিক চেষ্টা ও ভারতীয় চেষ্টাতে অনেক তফাৎ আছে। আনাসেকির গ্রন্থে যে সমস্ত বুদ্ধমূর্ত্তি দেওয়া হয়েছে, তা'র কোনটাই ভারতীয় ধ্যানী বুদ্ধের প্রাণাত্মক, ঋজু, সংক্ষিপ্ত আদর্শ মূর্ত্তির পার্শ্বে রক্ষিত হওয়ার যোগ্য নয়।

ভাবের ব্যঞ্জনার জন্য দেহের পরিবর্তন ত করতেই হয়, কিন্তু জটিল ভাব বা গভীর কোন ধ্যানকথার ব্যঞ্জনার জন্য সৌষ্ঠবের খাতিরে দেহ পরিবর্তনের একটা সীমা আছে, যা'র বেশী চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যে সুসঙ্গতি রক্ষা করে' শোভা পেতে পারে না। ইয়োরোপীয় আর্টে বস্তুবাদের খাতিরেও এ সীমা রক্ষিত হয়েছে দেখা যায়। লেওকুন * সম্বন্ধে লেসিঙের † মতামত ভুল বা ঠিক যাই হোক না কেন, কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত প্রভৃতি ললিতকলাসমূহের প্রকাশের প্রণালী ও ধারা যে এক রকম হতে পারে না, লেসিঙের এই মত আধুনিক সমস্ত ভাবুকেরা গ্রহণ করেছেন। লেওকুনমূর্ত্তিতে মুখকে শিল্পী, যথেষ্ট বিকৃত করেনি। কাব্যে লেওকুনের যে উচ্চ ক্রন্দন পাওয়া যায়, ভাস্কর্য্যে শিল্পী দেহসৌষ্ঠব রক্ষার খাতিরেই হয়ত তা অনুকরণ করেনি। কিন্তু এটা হচ্ছে বস্তুবাদের ভিতর-কারই একটা সীমানা—যা'কে চক্রের ভিতর চক্র বলা যেতে পারে। উচ্চতর ভারতীয় আর্টে গভীর অধ্যাত্মভাবের ব্যঞ্জনায় দেহসম্পর্কের এই রকম একটা সীমা একটা নূতন দিক্ হ'তে—একটা পরম মিলনের দিক্ হ'তে রক্ষিত হয়ে' এসেছে। অধ্যাত্মভাবকে ফুটিয়ে তুলতে শরীরকে ভেঙেচুরে কতটা বদলে দেওয়া যায়, কোন্ সীমা পর্য্যন্ত এসে দাঁড়ান যায়, তা' ভারতীয় ভাস্কর্য্যে দেখা যায়। দেহ-সৌষ্ঠবের খাতিরেই শরীরকে কুৎসিত ও বিকৃত না করে' যে সমস্ত ভাববাহুল্যকে যুক্ত করা যায় না, ভারতশিল্পে সে সব নানা রকম ভিন্নযোজনায় সুসম্পন্ন করা হয়েছে। হস্তমুদ্রা, আসন, আভরণ প্রভৃতি নানা ইঙ্গিতে সে সমস্ত ভাবকে প্রকাশ করা হয়েছে।

এমন কি, দেবমূর্ত্তিরচনায় যে সমস্ত ভাব বা কল্পনা নিহিত ও সংযুক্ত করার প্রয়োজন হয়েছে, সে সব শরীরের পরিমাণ রক্ষার খাতিরে, মূর্ত্তিকে দশহস্ত চতুর্হস্ত বা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি লক্ষণাত্মক করে' প্রস্ফুট করা হয়েছে, তবুও চেহারাকে ভেঙে' চুরে' ও বিকৃত করে' আসীরীয় ও মিশরীয় মূর্ত্তির ন্যায়

* Laocoon. † Lessing.

যথেচ্ছভাবে বিপর্য্যস্ত করা হয়নি। দাক্ষিণাত্যের শিল্পে সর্ব্বপরিচিত নটরাজ মূর্ত্তিতে দেখা যায়, নানা বিভূতি, বহু লক্ষণ ও রূপক দ্বারা ভারাক্রান্ত হ'লেও মূর্ত্তিটির সূক্ষ্মসৌকুমার্য্য ও লঘু লালিত্য কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা করা হয়েছে। বৃন্তের মত তা' যেন একটা পরিপূর্ণ, অক্ষত শ্রী বহন কচ্ছে।

ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির সম্বন্ধে বিশেষ বল্‌বার কথা হচ্ছে যে, তা'তে মানুষের শরীর-সীমাকে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। দেহসীমার মাঝে দেহাতীতের অপরূপ রূপ ফুটিয়ে তোলার এরকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন শিল্পে নেই। শুধু অধ্যাত্ম ভাবের ব্যঞ্জনা নয়—শুধু মানুষের অধ্যাত্ম সম্পদকে স্ফীত করে' তোলার চেষ্টা মাত্র নয়। অসীমের অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনার সাফল্য এ মূর্ত্তিতে আছে, কিন্তু সীমার মর্য্যাদাও রক্ষা করা হয়েছে। আত্মার ঘনীভূত প্রাণকে রূপ দেওয়া হয়েছে, অথচ দেহকে বর্জ্জন করা হয়নি। ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিতে জড় ও আত্মার ইহলোক ও পরলোকের সীমা ও অসীমের মিলনরেখা রচিত হয়েছে। ভারতের জীবন-তত্ত্বে যেমন গোঁড়ামি নেই, আর্টেও তা নেই। ভারতবর্ষ যে সামঞ্জস্যের ধ্যান ক'রে এসেছে তা'রই ছায়া এ মূর্ত্তিতে রূপগ্রাহী হয়েছে। এ মূর্ত্তি বিশ্বশিল্পে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের অপূর্ব্ব মিলনের প্রতিভূ হয়ে' অবিনশ্বর হয়ে' গেছে। এ মূর্ত্তিতে রূপ ও অরূপের অপূর্ব্ব মিলনকেন্দ্র নিহিত হয়েছে বলে' আর পরিবর্ত্তন করা চলে না। ভাবের খাতিরে স্পর্শ কর্ত্তে গেলে শরীরকে ক্ষত করা হবে, শরীরের খাতিরে পরিবর্ত্তন কর্ত্তে গেলে দিব্যভাবকে ক্ষুণ্ণ ও আহত করা হবে। এ হিসাবে এ মূর্ত্তিটি একটা অনন্ত মুহূর্ত্তকে স্পর্শ কা'রে' ও আকার দিয়ে অমর হয়ে' গেছে। সহজে এরূপ মূর্ত্তি রচিত হয়নি। এ মূর্ত্তি বহুকালের ও বহু ভাবুকের আহিতাগ্নি ও ধারাবাহী সাধনা ও মননের ফল। আচার্য্যানুগত শিল্পাদর্শের পদাঙ্কে অগ্রসর হয়ে' সুদীক্ষিত শিল্পিপরম্পরার বহুজীবনব্যাপী চেষ্টাতে এরূপ দেশকাল-জয়ী মূর্ত্তিকল্পনা ও রচনা সম্ভব হয়েছে। শুধু ভারতবর্ষেই এরূপ সাধনা সম্ভব হয়েছিল, এজন্য এ মূর্ত্তিটি জগতে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান বলতে হয়।

বর্ণানুক্রমে বিষয় নাম ও সূচী।

বর্ণানুক্রমে বিষয় নাম ও সূচী।

বর্ণানুক্রমে বিষয় নাম ও সূচী।

ন

প

ফ

ব

পরিশিষ্ট।

[কয়েকটি ভুল সংশোধন]

১ম ভাগ।

পৃঃ	লাইন	যা' আছে	যা' হবে
৫	১৮	বার্ণস্	বার্ণ
৬	১১	অর্কেগ্	অর্কে
৬	২২	হাঁট্	হাঁণ্ট্
১৬	৮	ম্যালেয়া	ম্যালো
২৩	৬	গাঁ	গ্যাঁ
২৪	১৮	বার্ণস্	বার্ণ
৪০	৪	কুও-জু	কুও-জু-ই
৪৩	১৫	দিকেও	দিকে ;
১০৭	২০	vrait	vraie

২য় ভাগ।

পৃঃ	লাইন	যা' আছে	যা' হবে
৩	২	গঁকর্ত্ত	গঁকুর্ত্ত্
১২	১৬	রঁাণা	র‍্যাঁণা
১৭	২	অজ্ঞাত	অবজ্ঞাত
৮২	১৬	হুইস্লারের	হুইসলার
৭৯	১৫	ওয়াগনার্	ওয়াগ্নার নর্
১১৩	২৫	vealistic	realistic
১১৫	১৯	ইউড্	ইডে
১১৫	২২	জেম্সের	জোম্সের